CONTENTS

Wednesday, the 21st August, 1991.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSBMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVINIOS OF CONSTITUION OF

INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala; on Tuesday, the 20th August, 1991 at 11 A. M.

PRESENT

Sri Jyotirmoy nath, Speaker in the chtir. Chief Minister, Six eight Minister of State, the Hon'ble Dequty Speaker and 40 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মি স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য সদস্যগনের নামের পার্শে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগনের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শে যে কোন নাম্বার বলিলেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী (মুখ্যমুখ) শ্রীসুশীলকুমার চাকমা, শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মুখ্যমুখ) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯১ ইং ৩১শে মে পর্যন্ত কতজন উপজাতিকে কত পরিমাণ বে-আইনীভাবে হস্তান্তরিত জমি ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

২। যাদের জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদের মধ্যে কতজন উপজাতি এখনও জমি দখলে নিতে পারেননি।

৩। বে-আইনী জমি হস্তান্তরের কত আবেদন সরকারের কাছে বিবেচনাধীনের জন্য আছে এবং বে-আইনী হস্তান্তরিত জমির ফেরতের কাজ কি কি কারণে বিলম্বিত হচ্ছে ?

উত্তর

১। মোট ৫৩৫, ১০ একর জমি ৮৯৮ জনকে ফেরৎ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

২। ৩২৫,৫৩ একর জমি ২৭৩ জনকে ফেরৎ দেওয়া বাকী আছে।

৩। ৮৯৫টি আবেদন তদন্তাধীন আছে। সাধারনতঃ বে-আইনী জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে কোন দেরী হয় না। আইনানুগ পদ্ধতি অনুসরণক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়া থাকে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ- সাপ্লিমেন্টারী মহোদয় জানাবেন কিনা, যে তথ্য তিনি এখানে দিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে ৫৩০ একর জমি সেখানে হস্তান্তর-এর যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। তারমধ্যে দেখা যাচ্ছে অর্ধেকের মত, অর্ধেকের চেয়ে বেশী জমি এখনও যে সমস্ত অউপজাতি ফেরৎ দেওয়ার কথা, তাদের হাতে হস্তান্তর করা সম্ভব হয় নি। কি কি কারণে এটা সম্ভব হচ্ছে না? দ্বিতীয়তঃ এটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে অউপজাতি যারা জমি ফেরৎ দেওয়ার কথা, সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাদের এটা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সরকারের নীতি আছে, সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে না বলে অনেক ক্ষেত্রে আইনগত বাধা দেখা দিচ্ছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীকালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে জমি এখানে দেওয়া সম্ভব হয় নি তা আগামী ১লা বৈশাখের পর ১৭২ জন এর মধ্যে মোট ৯৫.১৫ একর জমি হস্তান্তর করা হবে। বাকী যেগুলি এখনো হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি বা সরকারের বিবেচনাধীন আছে, এরমধ্যে বিলম্বিত হওয়ার কারণ হচ্ছে যে, কিছুটা কোর্টে বিচারাধীন আছে। সেখানে সাবজুডাইস মেটার থাকার কারণে এইগুলি ফেরৎ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এবং যে কথা উনি বলেছেন মাননীয় সদস্য, আইনানুগ যেসমস্ত বিধি সম্মত ব্যবস্থা আছে জমি ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপারে সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে সেই জমিগুলি ফেরৎ দেওয়া যায়।

শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে এই জমি ফেরৎ দেওয়া সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি যে কল্যাণপুর এলাকায় এই রকমের বেশ কয়েকটি কেইস দীর্ঘদিন যাবত জমি ফেরৎ দেওয়ার জন্য সরকার থেকে রায় হয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাদের

QUESTIONS AND ANSWERS

জমি ফেরৎ পাচ্ছে না। জমি ফেরৎ দিতে যাওয়ার ফলে আবার এদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে কেইস করে বিলম্বিত করছে। এবং এই উপজাতিরা আজকে পর্যন্ত জমি পাইতেছে না। তাদের বিভিন্ন কেইস একবার হাইকোর্টে, আবার জজকোর্টে আমার জজকোর্ট থেকে ডিভিশন্যাল কোর্টে এইভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। যেমন মনিন্দ্র দেববর্মা, চিকনযা দেববর্মা পাচু দেববর্মা সহ আরো অনেকগুলি কেসই কেন এই রকম করা হচ্ছে, এই ব্যাপারে মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে তার প্রতিকার করবেন কিনা ?

শ্রীকালীদাস দত্ত (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :—স্যার, মাননীয় সদস্য যে বিষয়টা বললেন, তার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমি এখন দিতে পারছি না, কারণ কোর্টে এই বিষয়টা বিচারাধীন আছে এবং কোর্টে বিচারাধীন থাকলে, সেই সম্পর্কিত কোন তথ্য জন সম্মুখে দেওয়া যায় না, এটা নিশ্চয় মাননীয় সদস্যদের জানা আছে। তবে, আমি এটুকু বলতে পারি যে বিষয়টা কোর্টে ফাইনালাইজ হয়ে গেলে আমরা দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীসুশীল চাকমা (পেচার থল) : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৪১৫ একর জমি উপজাতিদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু আমার জানা মতে ধর্মনগর বিভাগের পেচারথল ও মাছমারা তহশীলে এখন পর্যান্ত অনেকগুলি রেস্টোরেশান কেইস পড়ে রয়েছে, সেগুলি এখন পর্য্যন্ত উপজাতিদের হাতে হস্তান্তর করা যায় নি, যদিও জমির রেস্টোরেশানের জন্য টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন আমি বলতে পারি, অচল চাকমা, শ্রীদাম চাকমা এবং আনন্দ চাকমা এরা এখন পর্যান্ত তাদের জমি ফেরত পায়নি। কাজেই এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, মাননীয় সদস্য যাদের কথা বল্লেন, সেগুলি সম্পর্কে আমি তদন্ত করে দেখব, যাতে শীঘ্রই সেগুলির রেস্টোরেশান করা যায় কিনা।

শ্রীসুবোধ দাস [পানিসাগর] :— স্যার, মাননীয় সদস্য ধর্মনগর বিভাগের পেছারথল এবং মাছমারা তহশীলের কথা বল্লেন, কিন্তু আমি জানি ধর্মনগর বিভাগের অধিকাংশ তহশীলে এমন অনেক কেইস পড়ে রয়েছে, যেগুলি মীমাংসা এখন পর্যন্ত হয় নি এবং তার হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছেও আসনি। অনেক ক্ষেত্রে এমন দেখা যায় যে ট্রাইবেলদের জমি নিজ নাম রেকর্ডভুক্ত থাকে না, অথচ সেই জমি হস্তান্তর হয়েছে বলে স্থানীয় হল্কা অফিস অথবা তহশীল থেকে জানানো হয়, অথবা একটা খাস জমি সেই উপজাতিদের পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই শুধু

ধর্মনগর কেন, সারা রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগগুলিতে এই ধরণের যে সমস্ত জমি এখনও উপজাতিদের ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলি তদন্ত ক্রমে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা, এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকালীদাস দাস (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে কথাটা বললেন, তার সংঙ্গে আমি কোন মতেই একমত হতে পারছি না, কারণ, যখন সার্ভে বিভিশান হয়, তখন কার কি পরিমাণ ছিল এবং সেই জমিতে অন্য কোন দখলদার ছিল কিনা, তা বিস্তারিত ভাবে রেকডভুক্ত করা হয়ে গেছে। এছাড়া কারো দখলে যদি খাস জমি থেকে থাকে, হয়তো সেটার সম্পর্কে হল্কা অফিস বলে দেয় যে এটা খাস ছিল, এটা অমুককে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। কাজেই, মাননীয় সদস্য যদি সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ দিতে পারেন, তাহলে আমরা সেটার তদন্ত করে অবশ্যই কার্যাকরী ব্যবস্থা নেব।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং (শান্তিরবাজার) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা নিশ্চয় জানা আছে যে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাগজে-পত্র বা আইনের বিধানে অনেক সময় জমি হস্তান্তর হয়ে যায় কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সেটা অনেক সময় হয় না। আবার, এমনও দেখা যায় যে একটা জমি নিয়ে কোর্টের রায় হওয়ার পর সেটা সরজমিনে তাই মালিককে ফিরিয়ে দিতে গেলে যে পুলিশের সাহায্য প্রয়োজন হয়, তা অনেক সময়ে পাওয়া যায় না, ফলে জমি হস্তান্তরের কাজ অনেকটা পিছিয়ে যায়, আর এই সুযোগে স্বার্থান্বেষী লোকজন উর্দ্ধন কোর্টের আশ্রয় নিয়ে হস্তান্তরের কাজকে অনেক দিন ধরে ঝুলিয়ে রাখে। তাই, আমার প্রশ্ন হল উপজাতিদের জমি রেষ্টোরেশানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজ-পত্র কোর্টের কাছে দাখিল করে, কোর্টের রায় অনুযায়ী প্রকৃত জমির মালিককে তা ফেরৎ দেওয়ার জন্য তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য রেষ্ট্রোরেশানের ক্ষেত্রে যে কতগুলি অসুবিধার কথা বলেছেন, তার মধ্যে বেশ কিছু সত্য আছে। কাজেই, সেই অসুবিধার কথা বলেছেন, তার মধ্যে বেশ কিছু সত্য আছে। কাজেই, সেই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য নতুন করে আইন করা যায় কিনা, আমরা তা ভেবে দেখছি; কারণ রেষ্ট্রোরেশানের ক্ষেত্রে যে বাধাগুলি আসছে, সেগুলিকে দূর করে ফলপ্রসূ রেষ্ট্রোরেশান সম্ভব হয়, সেটা আমাদের দেখা দরকার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ১৬। এল.এস. জি ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডামটেড কোয়েশ্চন নং ১৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১) এ বৎসর ত্রিপুরায় কোন কোন জনবহুল বাজার বা ব্যবসা কেন্দ্রকে নোটিফায়েড এরীয়া হিসাবে ঘোষণা করার পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন ?	১) এই বৎসর শান্তির বাজার গণ্ডাছড়া কাঞ্চনপুর, ধর্মনগর, কাঞ্চনগর কে নোটিফায়েড এরীয়া হিসাবে ঘোষণা করার জন্য পরিকল্পনা আছে।
২) এর মধ্যে শান্তির বাজার অন্তর্ভুক্ত কিনা ?	২) হ্যাঁ।
৩) অন্তর্ভুক্ত হলে কবে নাগাদ তা ঘোষণা করা হবে বলে আশা করা যায় ?	৩) এই বিষয়ে নির্দিষ্ট সময় সীমা দেওয়া সম্ভব নয়।
৪) না থাকিলে তার কারণ ?	৪) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং (শান্তিরবাজার) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার ১৯৮৮ ইং সালে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর শান্তীর বাজারকে নোটিফায়েড এরিয়া ঘোষণা করার জন্য একটা প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এই ব্যাপারে এর এরিয়া পপুলেশন ইত্যাদি সবকিছু ডিপার্টমেন্টের কাছে দেওয়া আছে এবং এর আগে এই বিধানসভাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আস্যুরেনস দিয়েছিলেন যে এটা নোটিফাড এরীয়া হিসাবে ঘোষনা করা হবে / কিন্তু আজকে বলা হচ্ছে যে বিবেচনাধীন আছে। কাজেই, আমি অনুরোধ করব শান্তীর বাজারকে অন্যান্য এলাকার সঙ্গে যুক্ত না করে স্পেশাল কেস হিসাবে তাড়াতাড়ি করা হউক।

সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বেঙ্গল মিউনীস্প্যাল অ্যাকট অনুযায়ী এটা ঘোষণা করা হবে। এরকানপুর, রানীর বাজার গণ্ডাছড়া এলাকাগুলিও আছে। আমরা আশা-করছি এগুলি শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। তার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছি। অবশিষ্ট এলাকাগুলির জন্যও সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের কাছে লিখা হয়েছে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— অবশিষ্ট এলাকাগুলিকে নোটিফায়েড এলাকা করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার মহকুমা শাসকদের কাছ থেকে তথ্যাবলী চাওয়া হয়েছে কিন্তু মহকুমা শাসকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী এখনও পাওয়া যায়নি। ব্যাঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাকট-এর ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবার তিন মাসের মধ্যে উক্ত এলাকা থেকে যদি কোন বসবাসকারীরা আপত্তি না করে, তাহলে এটা নোটিফায়েড এলাকা বলে ঘোষণা করতে কোন বাধা থাকে না। আর যদি আপত্তি উঠে তাহলে সরকার নিজ দায়িত্বে তাহা ঘোষণা করতে পারেন। কাজেই, প্রচলিত আইনের ধারা অনুযায়ী শান্তিরবার এলাকাকে নোটিফায়েড এলাকা ঘোষণা করা সময় সাপেক্ষ। এ ব্যাপারে আর কিছু করা সম্ভব নয়

স্যার, আইন অনুসারে যতটুকু সময় লাগা দরকার তা এখানে দিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (আমবাসা) :— গণ্ডাছড়া এবং কাঞ্চনপুর এ দুটি এলাকা এ. ডি. সি. এলাকাভুক্ত। এই দু'টি এলাকা নোটিফায়েড এলাকা ঘোষণা হবার ফলে সেখানে ল্যাণ্ড এলটম্যান্টের ব্যাপারে এ.ডি.সি.এর হাত থাকবে না। আজকে উপজাতিরা সেখানে বিপন্নবোধ করছে। ওরা দলে দলে সেখান থেকে চলে যাচ্ছে। কাজেই, সেদিক থেকে এলটমেন্ট রুলস পরিবর্তন না করে জেলা পরিষদের হাতে কর্তৃত্ব না রেখে এখানে জোট পরিকল্পনা নিয়েছেন উপজাতি এলাকায় অউপজাতি বেশী করে ঢুকিয়ে দিয়ে উপজাতিদেরকে দুর্বল করে দেবার জন্যই এটা করা হচ্ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

শ্রীসুধীর রন্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি পরিষ্কার বলেছি, বর্তমানে ২টি এলাকা রানীরবাজার এবং শান্তিরবাজার সম্পর্কে তথ্যাবলী চাওয়া হয়েছে এবং এগুলি দেখা হচ্ছে। আমি এখানে পরিষ্কারভাবে বলেছি, এটা এখনো বিবেচনার মধ্যে রাখা হয়নি। তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্য এ,ডি,সি, সম্পর্কে এখানে যা বলছেন তাতে আমি বলতে পারি

এটা উনারাই করেছেন কিংবা করে থাকতে পারেন কংগ্রেস-টি, ইউ জে,এস সরকার তা করবে না। আর যখন যা করা হবে তখন এ.ডি,সি-এর সাথে আলাপ আলোচনা করে তাঁদের মতামত নিয়েই করা হবে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই),— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, কাঞ্চনপুর, শান্তিরবাজার, রানীরবাজারকে আলাদা ভাবে করার জন্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে। নোটিফায়েড এলাকা সম্পর্কে আমি যা জানি, আজকে যে সমস্ত বাজার কাঞ্চনপুর এবং গণ্ডাছড়া এগুলি এ,ডি,সি, এলাকাভুক্ত। এ ডি,সি, এলাকাগুলি বাঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট্ অনুযায়ী বিবেচনাধীন আছে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমবাসা সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলছেন না। আমবাসা এ,ডিসি, ভুক্ত নয়। এটা এ,ডি সি, এলাকার বাহিরে। কাজেই এটা কিসের জন্য হচ্ছে না, কিংবা করতে অসুবিধা কোথায় আছে এটা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার আমি এখানে বলেছি যে দুইটাকে এখন করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য দরকার সেটা সরকারের কাছে এসেছে। আর বাকীগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। তথ্য সংগ্রহের পর যদি দেখা যায় যে এ, ডি, সির মধ্যে পড়বে, তাহলে সেটা নিয়ে এ ডি, সির সঙ্গে আলোচনা করা হবে। এ. ডি, সিতে না পড়লে বিবেচনা করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— **শ্রীবাদল চৌধুরী।**

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) : কোয়েশ্চান নং ১৩২ স্যার।

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— কোয়েশ্চান নং ১৩২ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে উপজাতি দুর্গম এলাকাগুলিতে বন্ধকী, দাদন, মহাজনী প্রভৃতি ব্যবসা আবার শুরু হয়েছে,

২) রাজ্য সরকার মহাজনী ঋণ ব্যবসা বন্ধ করার জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন,

৩) ত্রিপুরা মহাজনী ঋণ মুকুব আইনে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ৩০শে জুন' ১৯৯১ইং পর্য্যন্ত কতজনকে মহাজনী মুকুব করতে সক্ষম হয়েছেন ?

উত্তর

১) এ ধরণের তথ্য সরকারের গোচরে আসে নি।

২] বে-আইনী মহাজনী ব্যবসা বন্ধ করার জন্য বম্বে মানি লেণ্ডার্স এ্যাক্ট ত্রিপুরাতে এ্যাকস্টেণ্ড করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাংকের শাখা খুলে ব্যাংক ঋণ দেওয়ার সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩] "ত্রিপুরা মহাজনী ঋণ মকুব আইন" বলে কোন আইন ত্রিপুরায় চালু নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী [ঋষ্যমুখ] :— মাননীয় মন্ত্রী স্যার; এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে মাহাজনী শোষণ চলছে এ সম্পর্কে কোন তথ্য সরকারে নিকট নেই বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানিয়েছেন। এতে আমরা অবশ্য অবাক হই না কারন, উনারা যাঁরা সরকারে আছেন তাঁরা মহাজনদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন এবং সমস্ত মহাজনরাই এখন কংগ্রেসের সক্রিয় কংগ্রেস কর্মী। তাদের সেবাতেই উনারা এখন সরকারে আছেন। স্যার, বিভিন্ন উপজাতি এলাকায় মধ্যে গত কয়েক মাসের মধ্যে আপনি যদি আমাকে সময় এলাউ করেন তাহলে আমি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দিতে পারি যে কিভাবে ২/৩ কানি জমির মালিকদের জমি মহাজনদের হাতে চলে যাচ্ছে। খাদ্য নাই, কাজ নাই, এমন কি সন্তান পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যাচ্ছে অভাবের তাড়নায় রেশনকার্ড ১০০-২০০ টাকার বিনিময়ে ডিলারদের নিকট বন্ধক দিয়ে দিচ্ছে। স্যার, আমি এখানে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিচ্ছি বিলোনীয়া মহকুমার উত্তর সোনাইছড়িতে- ধনঞ্জয় ত্রিপুরা রমনী ত্রিপুরা, মনমোহন ত্রিপুরা, সুশীল ত্রিপুরা, দুঃখীরাম ত্রিপুরা, পূর্ণমোহন ত্রিপুরা এ রকম ১৬ জন। বীরচন্দ্র গাঁও সভার- নগেন্দ্র দেববর্মা, নগর চাঁদ দেববর্মা, পদ্মকুমার দেববর্মা, বিশুকুমার দেববর্মা, ত্রম চাকমা। পতিছড়িতে-ব্রজ দেববর্মা, সরল পদ জমাতিয়া। এরা প্রত্যেকই ২/৩ কানি জমির মালিক এবং তাদের প্রত্যেকের জমি ইতি মধ্যে হাত ছাড়া হয়েছে। স্যার, যতনবাড়ীতে একজন মহাজন আছেন, তার নাম চিত্ত সাহা। মাননীয় মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া নিশ্চয়ই তাকে চিনবেন। যতনবাড়ী এবং তার আসপাস গাঁও সভাগুলিতে তিনি একাই মহাজনী ব্যবসা করেছেন এবং কয়েক মাসের মধ্যে তিনি একটা দোতালা বাড়ীও বানিয়েছেন। মাননীয় বিরোধী দলনেতা নৃপেন চক্রবর্ত্তী, চিত্ত সাহা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনে মহকুমা শাসককে চিঠি লিখেছেন এবং মহকুমা শাসক সেই চিঠি রিসিভ করছেন তার একনোলেজমেন্ট কপিও আমার কাছে আছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দেওয়ার পরেও মহকুমা শাসক যার হাতে মানি লেণ্ডারস এ্যাক্ট অনুযায়ী ক্ষমতা দেওয়া আছে, আইন অনুযায়ী চিত্ত সাহার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেন নি। এবং একজন বিরোধী দলনেতার চিঠির জবাব দেবারও তিনি প্রয়োজন মনে করেননি। এই চিত্ত সাহা

৬। ৭ লক্ষ টাকা বিভিন্ন জায়গা মহাজনী কারবারে নিয়োগ করেছেন।

মিঃ স্পীকার—স্যার, আপনি সংক্ষেপে বলুন। এইভাবে সাপ্লিমেন্টারী ষ্টেটমেন্ট আকারে করতে দেওয়া যায় না।

শ্রীবাদল চৌধুরী [ঋষ্যমুখ] :— স্যার, এই সমস্ত চলছে। আমার কাছে নাম ধাম সমস্ত কিছু আছে। এই সমস্ত মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চাকমা, অমল মল্লিক সবাই জানেন। কাঞ্চনপুরের সন্তোষ সাহা

(গণ্ডগোল)

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি ট্রেজারী বেঞ্চ, এইভাবে ষ্টেটমেন্ট দিয়ে সাপ্লিমেন্টারী করা যায় না কতজন মহাজনের বিরুদ্ধে এই পর্য্যন্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীপ্রকাশ দাস (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্যকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের সরকার যে কথা উনি বললেন এইরকম হলে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব। উনি নাম-ধাম দিয়ে অভিযোগ করেন নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ভাসাভাসা অভিযোগ করলে হবে না

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি বোম্বে মানিলেণ্ডারস্ অ্যাক্ট এই এ্যাক্ট ত্রিপুরা রাজ্যে চালু করে সরকারের হাতে আইনগত সমস্ত ব্যবস্থাগুলি আছে। কিন্তু সেই আইনগত ব্যবস্থাগুলো সম্পূর্ণ বাক্স বন্দী রাখা হয়েছে তার কারণ এলাকায় কংগ্রেসীদের মহাজন করে রেখেছেন এবং ওনারা অনেকেই মহাজনী করেন ?

শ্রীপ্রকাশ দাস (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মানিলেণ্ডার এ্যাক্ট ত্রিপুরায় চালু আছে এবং যদি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দেওয়া হয় তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন চক্রবর্ত্তী।

[গণ্ডগোল]

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার মহাজনদের বিরুদ্ধে জোট সরকার সমস্ত নীতি অনুসরণ করে কাজ করে আসছেন এবং সেই নীতি আমরা মেনে চলছি। স্যার, সেই কারণে ব্যাঙ্ক ন্যাশনালাইজড করা হয়েছে। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হচ্ছে, কো-অপারেটিভের মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। স্যার, এর জন্য আমরা ঋণমেলা করেছি। স্যার, দরিদ্র জনসাধারণ যাতে ঋণের ব্যাপারে সুযোগ সুবিধা পায় তারজন্য আমরা কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বাধা দিয়েছেন। স্যার, এটা হচ্ছে উনাদের নীতি। উনারাই কিছু লোককে অন্ধ করে রেখেছেন যাতে করে উনাদের নিয়োজিত মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য করা হয়। মনে হয় এদের সঙ্গে সমরবাবু হয়তো জড়িত আছেন এই জন্যই তিনি এত বাড়াবাড়ি করেছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুকুমার বর্মন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (নলছড়া) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং — ৫৮।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ৫৮

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া নোটিফায়েড এরিয়া কমিটির চলতি অর্থ বছরে কোন বাড়ী খরিদ করেছেন কিনা,

২। করে থাকলে বাড়ীর মূল্য কত এবং উক্ত বাড়ী খরিদ এর বিষয়ে নোটিফায়েড এরিয়া কমিটির অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল কিনা?

উত্তর

১। হ্যাঁ চলতি আর্থিক বৎসরে সোনামুড়া নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি একটি বাড়ী খরিদ করিয়াছে।

২। উক্ত বাড়ীর মূল্য ৮,০০,০০.০০ (আটলক্ষ) টাকা। নোটিফায়েড এরিয়া কমিটির অনুমোদন ক্রমে উক্ত বাড়ী খরিদ করা হইয়াছে

শ্রীসুকুমার বর্মন (নকশাড়) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন বাড়ী ক্রয়ের ব্যাপারে নোটিফায়েড এরিয়া কমিটির অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। আমরা যতটুকু জানি চেয়ারম্যান সেখানে কমিটির কোন অনুমোদন ছাড়াই নিজেই এককভাবে সেখানে বাড়ী ক্রয় করেছেন, টাকা লেন দেন করেছেন। কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যরা ১৪ থেকে ২২ দিন এর প্রতিবাদে তালা ঝুলিয়ে রেখেছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নাই। এইটা সত্যি নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই বাড়ীটার মূল্য খুব বেশী হলে ৩লাখ থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা। স্যার, এইটা একটা চক্রান্ত করে ৮ লাখ টাকার একটা ডকুমেন্ট করে বাকী সমস্ত টাকা তারা নিজেদের পকেটে ভরেছেন। এইটা সত্যি কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি মাননীয় সদস্যকে চেলেঞ্জ করছি, তাকে প্রমান দেখাতে হবে। স্যার, এই শব্দটা এক্সপাঞ্জ করতে হবে, না হলে ওনাকে প্রমান দেখাতে হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— আপনি ইনকোয়ারী করুন, তাহলেই দেখতে পাবেন।

শ্রীসুধীর রনজন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— তথ্য দিন, তথ্য দিয়ে তবে কথা বলবেন। প্রমান ছাড়া কথা বলবেন না।

শ্রীরসিকলাল রায় :— স্যার, বামফ্রন্টের আমল থেকে এই বাড়ীটা ভাড়া বাড়ী হিসাবে কাজ চালাচ্ছিল। ওনাদের আমলে ওনারা বাড়ীটা কিনতে পারেননি, ওদের নাকি অর্থনৈতিক দুরবস্থা ছিল তাই বাড়ীটা কিনতে পারেননি, ভাড়া খাটিয়ে ছিলেন এই কথাটা সত্যি কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ? ওনাদের আমলে বাড়ী কিনার জন্য কোন টাকা সেংশান হয়েছিল কি না ? দ্বিতীয়তঃ মাননীয় সদস্য বলেছেন নোটিফায়েড এরিয়া কমিটির অনুমোদন ছাড়াই নাকি চেয়ারম্যান বাড়ীটা কিনেছেন। এটা ঠিক না আমি যতটা জানি ওনারা জানেন না সেখানে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং কমিটির একজন একজন সদস্য-এর অনুমোদন ক্রমে বাড়ীটা ক্রয় করা হয়েছে। যেহেতু ওনাদের আমলে বাড়ীটা ক্রয় করতে পারেননি আমরা করেছি সেহেতু ওনাদের খুব খারাপ লাগছে, কারণ, ওনারাতো আসলে চান না যে রাজ্যের জনগনের জন্য কিছু

করা হোক তাই, একটু কিছু করা হয়েছে জেনে ওনাদের খুব দুঃখ হয়েছে এবং সেই দুঃখেই ওনারা আবলতাবল কথা বলেছেন। আমি আশা করেছিলাম এবং আশা করি যে বাড়ী ওনারা কিনতে পারেননি সেই বাড়ী আমরা কিনতে পেরেছি বলে ওনাদের যারা বাড়ী কিনতে সক্ষম হয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ ছিল।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):- স্যার বাড়ার জন্য ওনাদের আমলেই টাকা সংশান হয়েছে এবং সেই টাকা কোথায় কিভাবে গায়েব হয়েছে সেটা কেউ জানে না, এই নোটিফায়েড এরিয়ার বাড়ীর একটা সমস্যা ছিল সেই সমস্যাটা আমাদের সরকার দূর করেছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর):— মি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ৭৩,

শ্রীকালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৭৩

প্রশ্ন— ১) রাজ্যে বর্তমানে ডাক বাংলার সংখ্যা কত ?

উত্তর— রাজ্যে বর্তমানে ডাক বাংলার সংখ্যা হচ্ছে- ১২টি।

প্রশ্ন - ২) ১৯৯১-৯২ ইং এই আর্থিক বৎসরে নতুন কোন ডাক বাংলা নির্মাণ করার প্রস্তাব সরকারের আছে কি ?

উত্তর :- না।

প্রশ্ন .. ৩) থাকিলে কোথায় কোথায় নির্মান করা হবে ?

উত্তর— ১) নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন— ৪) খোয়াই বিভাগের কল্যাণপুর ডাকবাংলোটির নির্মাণের কাজ কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে হব বলে আশা করা যায় ?

উত্তর— খোয়াই বিভাগের কল্যাণপুর ডাক বাংলাটির কাজ এই আর্থিক বছরের শেষ নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :—পার্লিমেন্টারী স্যার; এই রাজ্যের বিভিন্ন ডাক বাংলাতে বিভিন্ন মন্ত্রীদের কত টাকা দেনা রয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি ?

শ্রীকালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, এই সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া যাইতে পারে।

শ্রীসুবোধ দাস সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ধর্মনগর বিভাগের আনন্দবাজার, দামছড়া এবং কদমতলায় চলতি আর্থিক বৎসরে ডাকবাংলো নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই চলতি আর্থিক বৎসরে নতুন কোন ডাকবাংলো নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের কাছে নেই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী [কল্যাণপুর] :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এই বৎসরে নতুন কোন ডাক বাংলায় নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের কাছে নেই এবং খোয়াইয়ের কল্যাণপুরের ডাকবাংলোটির কাজ এই বৎসরের শেষ নাগাদ শেষ হবে। কিন্তু এই খোয়াই ডাক বাংলোটির উন্নয়নের জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। খোয়াই ডাক বাংলাতে চারটা সিট রয়েছে। এই চারটা সিট এক্সটেনশন করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু এইটা এখনো হয়নি। এবং কল্যাণপুরের ডাকবাংলোটির কাজও বামফ্রন্ট সরকার এর সময়ে শুরু হয়েছিল কিন্তু এই তিন বছর পরে এটা শেষ হতে চলেছে। কাজেই, এই ডাক বাংলায় উন্নয়নমূলক কাজগুলি এই জোট সরকারের গড়িমসির জন্য হচ্ছে না। এই ডাক বাংলার উন্নয়নের জন্য সরকার সত্বর কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা তা জানতে চাই।

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, চলতি আর্থিক বছরের শেষ নাগাদ কল্যাণপুর ডাক বাংলার কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং ব্যবহারোপযোগী হয়ে যাবে। তাছাড়া এই রাজ্যের বিভিন্ন ডাক বাংলার উন্নয়নের জন্য সরকার কিছু কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন। যেমন ধর্মনগর, উদয়পুর ডাক বাংলাগুলিকে সার্কিট হাউসে রূপান্তরিত করা হবে এবং কৈলাসহরেও সার্কিট হাউসের কাজ চলছে। এইভাবে আমরা ডাকবাংলাগুলির উন্নয়ন সাধন করার চেষ্টা করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯১।

শ্রীকালিদাস দত্ত মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯১।

প্রশ্ন— ১) ইহা কি সত্য ত্রিপুরার ব্যাপক পরিমান ফসলের জমি বাড়ী করার কারণে নষ্ট হচ্ছে ?

উত্তর— বাড়ী করার জন্য ব্যাপক পরিমাণ ফসলের জমি নষ্ট হইতেছে—ইহা সত্য নহে।

প্রশ্ন— ২) যদি সত্য হইয়া থাকে তাহলে উক্ত ফসলের জমি রক্ষার্থে কোনরূপ সরকারী ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে কিনা ?

উত্তর— প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনিয়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে প্রতি বছর বছর বাড়ী এবং পুকুর ইত্যাদি করার জন্য বহু ফসলের জমি নষ্ট হচ্ছে এবং এই জমি নষ্ট হবার ফলে আমাদের দিতে ফসলের উৎপাদন কম হবে এবং এরফলে খাদ্য সংকট সৃষ্টি হবে এই আশংকা আমরা করছি। কাজেই বাড়ী করার জন্য ফসলের জমি যাতে নষ্ট করা না হয় তারজন্য আইনকে আরো কঠোর করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব সংস্কার আইনে ১৯৬০ এর ৪৪ ধারা অনুসারে কৃষি যোগ্য জমি অন্যভাবে ডাইভার্ড করার যে ব্যবস্থা তার উপর একটা বিধি নিষেধ আছে। সরকারের আগাম অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেটা বাস্তবে করা সম্ভব হয় না। কেউ যদি এখন বাড়ি তৈরী করতে চায় তাহলে তাকে খুব একটা বাধা দেওয়া যায় না। তবে সরকার যদি মনে করেন যে এটা জনস্বার্থ বিরোধী এবং উক্ত এলাকার পক্ষে ক্ষতিকারক হয় তাহলে নিশ্চয়ই সরকার সেখানে অনুমতি দেন না। তবে ব্যাপকভাবে কৃষি জমি বাড়ি তৈরীর কাজে ডাইভার্ট হয়ে যাচ্ছে এটা বোধ হয় সত্য নয়। সর্বাংশে সেটা বন্ধ করা সম্ভব হয় না। কারন এটা জন কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এখানে মানুষ বাড়ি তৈরী করে থাকবে, এটাতে সরকার খুব একটা বাধা দিতে পারে না। তবে আইন আছে, যাতে কিছুটা বিধি নিষেধ আরোপ করা যায়।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনিয়া) :— মি ডেপুটি স্পীকার :— স্যার, আইন যদি আইনের জায়গায় থাকে সেটা যদি বাস্তবে পরিণত না হয় তাহলে কি হবে ? প্রত্যেক তহশিল ভিত্তিক যদি সার্ভে করা হয় তাহলে দেখা যাবে, আমরা রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়ার সময় দেখতে পাই যে ফসলের জমি নষ্ট

করে নতুন নতুন বাড়ী তৈরী করে চলছে। দিনের পর দিন এই ভাবে চলছে। মাননীয় মন্ত্রী এটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা যে প্রতি বছর কতজন অনুমতি নিয়ে বাড়ি করেছে, আর কতজন অনুমতি না নিয়ে বাড়ি করছে ? বাড়ি তৈরী করার অনুমতি দেওয়ার সময় সরকার যদি সীমিত জমির মধ্যে বাড়ি তৈরী করার শর্ত দিয়ে দেন তাহলে ফসলের জমি নষ্ট হওয়া থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা একটা গভীর সংকট সৃষ্টি করবে আগামী দিনে। কারন মানুষ বাড়ছে, কিন্তু সেই তুলনায় জমি বাড়ছে না। এ ভাবে জমির ফসল উৎপাদন কমে যাচ্ছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ত্রিপুরার স্বার্থের কথা চিন্তা করে কল্যাণের কথা চিন্তা করে গুরুত্ব সহকারে এই বিষয়টি দেখবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীকালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন সেটাতে আমরা উদ্বিগ্ন বোধ করছি এবং ভবিষ্যতে এটা যে মঙ্গলজনক হবে না সেটাও আমরা জানি। কিন্তু উনি যে কথা বলেছেন যে পুরোপুরি আইন করে এটা বন্ধ করে দেওয়া উচিৎ, এটা বোধ হয় বন্ধ করা সম্ভব হবে না। তবে আমরা উদ্যোগ নেব। যাতে এভাবে ফসলের জমি নষ্ট না হয়। এব্যাপারে প্রচলিত আইনকে আরোও শক্তিশালী করা যায় কিনা সেটাও আমরা দেখব।

কিন্তু আবার 'হোম ফর অল' এটাওতো আমাদের মনে রাখতে হবে। যাই হোক্ আমরা উভয় ব্যাপারে চিন্তা করে একটা ব্যালেন্স করে যা কিছু করা যায় করার চেষ্টা করব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদীবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদীবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্‌ স্টার্ড কোয়েশচান নাম্বার ১০১।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এড্‌মিটেড্‌ স্টাড কোয়েশ্চান নাম্বার - ১০১।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০১।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যে পি. জি. পি—এর মাধ্যমে কাজু বাদামের চাষ করা হচ্ছে,
২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে রাজ্যের কোন্ কোন্ এলাকায় পি. জি. পি—এর মাধ্যমে কাজু বাদামের চাষ করা হয়েছে, (মহকুমা ভিত্তিক জায়গার নাম সহ হিসাবে)
৩। ১৯৯১ইং সনের জুলাই পর্যন্ত পি. জি. পি মাধ্যমে উৎপাদিত কাজু বাদামের মোট পরিমাণ কত; এবং
৪। প্রতিটি কাজু বাদামের গাছগুলি হইতে বৎসরের উৎপাদিত কাজু বাদামের পার্সেন্টেজ কত?

উত্তর

১। হ্যাঁ.
২। নিম্নলিখিত এলাকায় পি. জি. পি—এর মাধ্যমে কাজু বাদামের চাষ করা হয়েছে।

মহকুমা	গ্রাম
কমলপুর	চন্দ্রহাম বিজয়পাড়া
	চিত্তাবাম পাড়া
	কাঁঠালবাড়ি।
	রায়পাশা, মানিকবার পাড়া
	পূর্ণজয় পাড়া।
গণ্ডাছড়া	মনুরাম পাড়া
	রনসাই পাড়া
	সতেনকা পাড়া
	গুমসিং পাড়া
	দবরুয়াই পাড়া
	পঞ্চরোং পাড়া

মহকুমা	গ্রাম
খোয়াই	খাসিয়া মঙ্গল বাদলা বাড়ি কলসা বাড়ি
ধর্মনগর	নবজয় বিক্রমজয় পাড়া গুনধর পাড়া. পূর্ণজয় পাড়া. ভক্তমোহন পাড়া, কামানমারা শচীন্দ্র পাড়া. গোবিন্দ চৌধুরী পাড়া; সেবাচন্দ্র পাড়া জয়য়ন বাড়ি নূতন পাড়া :
কৈলাসহর	শিববাড়ী. প্রতিমনি বোধাজা পাড়া হাজারাধন পাড়া কাঞ্চন ছড়া
বিলোনীয়া	কোয়াইফাং. বীরেন্দ্র নগর লক্ষ্মীছড়া, রতনপুর. মহুরীপুর আর. এক মনু. বীরচন্দ্র নগর, গাদদাং চয়গড়িয়া, কাঁঠালিয়াছড়া
উদয়পুর	পূর্বগপু স্মরণী, হাতিপঁচা এলং বাড়ি, তৈনানী, দাতারাম, জুলাই বাড়ী. মায়াপুরী, ময়দাবাড়ী. বড়বাড়ী ব্রহ্মছড়া, সোনাইছড়ি বটতলী

অমরপুর	কুরমা বাড়ী; থলি বাড়ী, খুমলং বাড়ী উচাই বাড়ী, চেলাগাং, মকরায় বাড়ী চাপিয়া বাড়ী, দেব বাড়ী, ভোমরা ছড়া, ভাইবোন ছড়া; নতুন বাজার পাহাড় পুর বড় রাম পাড়া, তীর্থমুখ রামভদ্র, পূর্ব করবুক পশ্চিম করবুক দক্ষিণ করবুক ।

৩। এ পর্যন্ত মোট ৩৪,১৫৫ কেজি কাজু বাদাম উৎপাদিত হয়েছে।

৪। গাছ প্রতি ৯৯৯ গ্রাম।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাখলং (কলাই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে পি. জি, পির মাধ্যমে কাজু বাদামের চাষ হয়। আর উৎপাদনের পরিমাণও বলেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কিনা যেসমস্ত কাজু বাদামের চাষ করা হচ্ছে সেসমস্ত কলোনীগুলিতে, এইগুলিকে রক্ষণাবেক্ষনা করার এবং দেখাশুনা করা ঠিক ঠিক মত এখনও আছে কিনা বা এই সমস্ত বাগানগুলি এখনও দেখাশুনার মাধ্যমে আছে কিনা বা নষ্ট হয়ে গেছে, এই সমস্ত খবরাখবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানা আছে কিনা, এবং এবং এই সমস্ত বাগানগুলিকে সুষ্ঠভাবে দেখাশুনার ব্যবস্থা করে আরো উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীবীরজিৎ সিনহা (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আদিম জাতির জন্য যে স্কীমগুলি আছে পূর্ণবাসন তারমধ্যে অন্যতম হচ্ছে কাজু বাদামের চাষ। তার মধ্যে এখন পর্যন্ত ২৪৭৫ হেক্টর জায়গাতে আমরা কাজু বাদামের উৎপাদন করেছি। চারা লাগিয়েছিলাম তার মধ্যে মাত্র ৫০ হেক্টর জমিতে কাজু বাদামের উৎপাদন হয়েছে। এবং সেই বাগানগুলি রক্ষা করার জন্য মালি কাম ওয়াচার বলে একটি পোষ্ট আছে পি, জি, পি দপ্তরে। তাদের দিয়ে সেই বাগানগুলি রক্ষনাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এবং শুধু কাজু বাদাম দিয়ে পূর্ণবাসন দিয়ে এর সাথেও সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি স্কিম আছে, সেই স্কিম দিয়ে সেই সকল আদিম জাতিদের পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কতগুলি বাগান আমারও জানা আছে যে কাজু বাদাম এখানে আর নেই। এই সমস্ত জায়গাগুলিতে, খতিয়ে দেখে বাগানগুলি সুন্দর করার ব্যবস্থা করবেন কিনা? এবং উৎপাদিত কাজু বাদামগুলি ত্রিপুরাতে কোন্ মার্কেটিং-এর ব্যবস্থা আছে কিনা যদি না থাকে তাহলে এই সমস্ত উৎপাদিত কাজু বাদামগুলি কোথায় বিক্রি করা হয় এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— স্যার, পি.জি.পি. স্কীমে যে কাজুবাদাম আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে হয়, নালকাটাতে যে ফ্রুট প্রসেসিং সেন্টার আছে, তার কাছে বিক্রি করা হয়।

শ্রীসুশীলকুমার চাকমা (পেচারথল) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ধর্মনগর মহকুমার বিভিন্ন জায়গাতে পি জি, পি স্কীমে যে কাজু বাদামের চাষ হয় বলেছেন, তা আদৌ ফলপ্রসু হয়নি। কাজেই এই কাজু বাদাম ছাড়া অন্য কোন কিছু অন্য কোন স্কীমে চাষীদের চাষ করতে দেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরজিত সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— স্যার সেই রকম কিছু হলে, আমরা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং (শান্তির বাজার) — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পি. জি পি স্কীমে কাজু বাদাম চাষের কথা বললেন। কাজেই কাজু বাদাম চাষের ফলে যে ফসল হয় সেটা বিক্রি করার প্রশ্ন এসে পড়ে। অর্থাৎ এটা বিক্রি করার জন্য যে বাজারের প্রয়োজন সেই বাজার সম্পর্কে এই রাজ্যের উপজাতিরা আদৌ ওয়াকিবহাল নয়। আর যে সব জায়গাতে এই উপজাতিদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে বলে বললেন, সেই সব জায়গাতে এই উপজাতিরা বসবাস করবেন কিনা, সেই সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়তঃ এই পি, জি, পি স্কীমকে গিয়ার আপ করার জন্য ডিস্ট্রিক্ট লেভেল এবং ষ্টেট লেভেল যে সব কমিটি হয়েছে, সেগুলি গত তিন বছরের মধ্যে কোন রকম মিটিং করেছে কিনা! অথবা এই স্কীমটাকে বিভিন্ন করার ক্ষেত্রে সেই সব মিটিংগুলিতে, কোন আলাপ আলোচনা হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করে জানাবেন কি ?

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন, সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে এই পি. জি, পি স্কীমটা শুধু রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই স্কীমটা ১৯৮৩ সালে চালু হওয়ার পর তার মধ্যে নতুন কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের ফরেষ্ট রিজার্ভেশান এ্যাক্ট পাশ হওয়ার পর সেই রিজার্ভ ফরেষ্টে বা জমিতে যাতে এসব সরকারী স্কীম চালু করা যায়, বিশেষ করে সেখানে খালি জায়গা পড়ে আছে সেখানে এবং রিয়াং পরিবারদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য আমরা ভারত সরকারের সংগে যোগাযোগ করে চলেছি। এখন ভারত সরকার যদি অনুমোদন দেয়, তাহলে সেই সব জায়গাতে যাতে ফলপ্রসূ নতুন ধরনের স্কীম চালু করা যায়, তার সিদ্ধান্ত নেব। আর, এ্যাডভাইজারী বোর্ড সেগুলি ডিস্ট্রিক্ট এবং ষ্টেট লেভেলে আছে, তার মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল বোর্ডের যদিও কোন মিটিং হয় নি; কিন্তু ষ্টেট লেভেল বোর্ডের মধ্যে যে সমস্ত ডিপার্টমেন্টাল সদস্য (অফিসার) আছেন, তাদের নিয়ে আমরা বেশ কয়েক বার মিটিং করেছি এবং সেই সব মিটিংগুলিতে নতুন কোন স্কীম চালু করা যায় কিনা, তার সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার — প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ। এখন, যে সমস্ত তালিকা চিহ্নিত প্রশ্নোত্তর মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলি লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নোগুলির উত্তর-পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (AND EXURES "V" & "B")

STATEMENT BY MINISTER

শ্রীসমর চৌধুরী :— (ধনপুর) : মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, আমি একত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হাউসের সামনে তুলছি বিষয়টি হলো—আজ ২০শে আগস্ট ১৯৯১ ইং তারিখ "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় একট সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে ২০ লক্ষ টাকা লেনদেনর ভিত্তিতে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার আগাম চেক সিনেট বাণিজ্যে পূর্ত দপ্তরে নয়া ইতিহাস সৃষ্টির। পূর্তদপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় এতে জড়িত। কাজেই এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে একটা ষ্ট্যাটমেন্ট চাইছি।

QUESTIONS AND ANSWERS

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মহোদয় এক্ষণই স্টেটমেন্ট দিবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, অদ্য ২০শে আগস্ট স্থানীয় দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় একটা খবর বেড়িয়েছে যে ১০ লক্ষ টাকা লেনদেনের ভিত্তিতে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার আগাম চেক সিমেন্ট বাণিজ্য, পূর্তদপ্তরের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি, শিরোনামায়। এটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সিমেন্ট, রড ইত্যাদি ম্যাটেরিয়েলস এর মূল্য ১০ লক্ষ টাকার উপর হলেই সাপ্লাই অ্যাডভাইজারী বোর্ডের অনুমোদন নিতে হয়। এই বোর্ডে আছেন চীফ সেক্রেটারী ফাইনেন্স সেক্রেটারী, এবং সেক্রেটারী পি. ডবলিউ. কাছেই কোন অবস্থাতেই কোন টেনডার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোন মন্ত্রীর কাছে আসেনা। এক্সিকিউটিভ অফিসার ডি, কে দত্তের অফিস থেকে কোন চেক দেওয়া হয় নি।

REFERENCE PERIOD

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ আমি একটি উল্লেখ পর্বের নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো উদয়পুরে হোলাক্ষেত গাঁওসভার চেয়ারম্যান শ্রীসুনীল দেবনাথ গত ১৭/৮/৯১ ইং রাত্র অনুমান ৯ ঘটিকার সময় আক্রান্ত হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে জি. বি. হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সম্পর্কে। আমি নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বিবৃতি দেওয়ার অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্তী একটি তারিখ দিতে পারেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগামী ২১শে আগস্ট এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— আজকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন : নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য গৌরীশংকর রিয়াং মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—"গত ১২.৮.৯১ ইং দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রথম পাতায় ষষ্ঠ কলমে প্রকাশিত প্রত্যক্ষ সরকারী মদতে বইএর দাম নিয়ে জালিয়াতি খবরের ঘটনা সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১২.৮.৯১ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রথম পাতায় ৬ষ্ঠ কলমে প্রকাশিত 'প্রত্যক্ষ সরকারী মদতে বইর দাম নিয়ে জালিয়াতি চলছে' খবরের ঘটনা সম্পর্কে।

স্যার, প্রাথমিক স্তরের গভর্ণমেন্ট প্রেসে ছাপানো নিম্নলিখিত জাতীয়কৃত পুস্তকগুলো বিদ্যালয় পরিদর্শক ও উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের সরবরাহ করা হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণী— দীপালিকা ও গণিত

তৃতীয় শ্রেণী— দীপালিকা ও সমাজবিদ্যা

চতুর্থ শ্রেণী— বিজ্ঞান

পঞ্চম শ্রেণী দীপালিকা ও বিজ্ঞান।

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী মোট ১৮টি কক্-বরক্ বই। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মোট ৪টি লুসাই বই। অতএব এই সকল বই খোলাবাজারে বিক্রির প্রশ্নই উঠে না।

দৈনিক সংবাদে ১২ই আগষ্ট, ১৯৯১ তারিখে উল্লিখিত নিম্নলিখিত তিনটি জাতীয়কৃত পুস্তকের বর্তমানে অনুমোদিত মূল্য নিম্নরূপ।

দীপালিকা	২য় শ্রেণী	৭, টাকা
গণিত	২য় শ্রেণী	৫,৫০ টাকা
দীপালিকা	৫ম শ্রেণী	৬,৯০ টাকা।

১৯৮৫ সনে গভর্ণমেন্ট প্রেসে ছাপানো নিম্নলিখিত বইগুলোর নির্ধারিত মূল্য এই প্রকার :-

দীপালিকা	২য় ভাগ	২, ৮০ টাকা
গণিত	২য় ভাগ	২. ৭০ টাকা।

১৯৯০ সনে দীপালিকা ২য় শ্রেণী ও গণিত ২য় শ্রেণী বইগুলোর দাম সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয় যথাক্রমে, ৫.০০ টাকা ও ৫.৫০ টাকা ও ১.১০ টাকা। বইগুলোতে পূর্বতন দামের জায়গায় ১৯৯০ সনে অনুমোদিত পরিবর্তিত দাম ঃ-

দীপালিকা	২য় শ্রেণী	৫. টাকা
গণিত	২য় শ্রেণী	৫.৫০ টাকা রাবার ষ্ট্যাম্প দিয়া

বইয়ের গায়ে ছাপিয়ে বিক্রি করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

দীপালিকা	২য় শ্রেণী	৫ টাকা
গণিত	২য় শ্রেণী	৫.৫০ টাকা রাবার ষ্ট্যাম্প দিয়া

বইয়ের গায়ে ছাপিয়ে বিক্রি করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

নূতন পাঠ্যক্রম পাঠ্যসূচী অনুযায়ী রচিত দীপালিকা ৫ম শ্রেণী ১৯৯১-৯২ সনে গভর্ণমেন্ট প্রেসে মুদ্রিত হয়। প্রতি ফরমাটি ৮৬ পয়সা (৮২ পয়সা মুদ্রণ প্লাস ৪ পয়সা বন্টন) হিসাবে বইটির মূল্য নির্ধারিত হতে বিলম্ব হবায় গভর্ণমেন্ট প্রেস বইয়ের গায়ে মূল্য ছাপানো ছাড়াই বইটি ছাপিয়ে ২৯শে জুলাই (১৯৯১ ইং) ডেলিভারি দেন এবং ডেলিভারির সময় দাম কত হবে তা জানিয়ে দেন। দ্রুত বইটি বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সার্কুলার মারফৎ বইয়ের দাম জানিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয় যেন দীপালিকা ৫ম শ্রেণী বইটিতে রাবার ষ্ট্যাম্প তৈরী করে ৬.৯০ টাকা মূল্য ছাপ দিয়ে তারপর বিদ্যালয় পরিদর্শকরা বিক্রি করেন। এই বইগুলো নিয়ে যাতে কোন অসাধু পুস্তক বিক্রেতা কালোবাজারি করতে না পারে বা করলে যাতে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেইজন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এবং ইতিমধ্যেই কপিরাইট আইন ভঙ্গ করে বেআইনী ভাবে বই বাজারজাত করার কারণে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ১৯৮৫ সনে বেসরকারী প্রকাশকদের দ্বারা প্রকাশিত এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সঙ্গে দেওয়া তালিকাভুক্ত বইগুলোর দাম ১৯৯৮ সনে প্রকাশকদের অনুরোধ ক্রমে বিবেচনা করে সরকার টুয়েন্টি পারসেন্ট বৃদ্ধি করেন। এই সকল বইয়ের দাম সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন প্রকাশক পরিবর্তন করতে পারেন না।

বিগত ১৩.৭.৯৯ পশ্চিম কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার কর্ণা বুক এজেন্সি, আগরতলার বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে পঞ্চম শ্রেণীর নিম্নলিখিত ইংলিশ গ্রামার কপিগুলো বাজেয়াপ্ত করেন। এই বইয়ের ২ রকম দাম বইয়ে ছাপানো ছিল। 'এ বুক অব রজি গ্রামার ক্লাস ফাইভ.

বাই, বি. বি. রায় অ্যাণ্ড এস.এম. দেব একটি কপিতে দাম লিখা ছিল ৫.৫০ টাকা আর এবটা কপিতে দাম লিখা ছিল ১২ টাকা। বইটির সরকার অনুমোদিত দাম ৫'৪৫ টাকা। বর্তমানে এই মামলা বিচারাধীন আছে।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং (শান্তিরবাজার):— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে স্বীকার করেছেন, বইয়ের গায়ে ছাপান দাম লিখা ছিল না। ইন্সপেক্টরদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল রাবার ষ্ট্যাম্প তৈরী করে বইয়ের গায়ে ছাপ দেওয়ার জন্য, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি জানা আছে, ক্লাস কাইভের দীপালিকা বেশী দাম দিয়ে বিক্রী করা হয়েছে। ২য় শ্রেণীর দীপালিকা, ২.৮০ এর জায়গায় ৬ টাকা করে বিক্রী হয়েছে? এই যে কারচুপি হয়েছে এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা? বইয়ের মত এমন একটি জিনিস যাকে, একমাত্র শিশু খাদ্যের সঙ্গেই তুলনা করা চলে, যা খুবই প্রয়োজনীয় বইয়ের জন্য দাম নির্ধারণ এবং সময় মত ছাপানোর দিকে লক্ষ রাখার জন্য সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন কিনা তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন?

শ্রীঅরুণকুমার কর (খোয়াই):— স্যার, আমি বলেছি ১৯৮৫ ইং সনে গভার্ণমেণ্ট প্রেসে ছাপাদে বইগুলি দীপালিকা দ্বিতীয় মান এবং গণিত দ্বিতীয় ভাগের দাম যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল ২.৮০ টাকা এবং এবং ২.৭০ টাকা "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকার ১২ই আগষ্ট ১৯৯১ তারিখে উল্লিখিত নিম্নলিখিত ৩টি জাতীয় পুস্তকের বর্তমান দাম দীপালিকা দ্বিতীয় শ্রেণী যেটা পূর্বে ছিল ২.৮০ টাকা, সেটা ৫ টাকা নির্দ্ধারিত হয়েছে। গণিত দ্বিতীয় শ্রেণী যেটা ২,৭০ টাকা ছিল সেটা ৫.৫০ পয়সা হয়েছে এবং দীপালিকা ৫ম শ্রেণী দাম নির্দ্ধারিত হয়েছে ৬.৯০ টাকা সমস্ত কিয় এনালাইসিস করে সরকারী ভাবেই এই বইয়ের দাম নির্দ্ধারিত হয়েছে। এই বইগুলি যেহেতু আমাদের বিদ্যালয় পরিদর্শক, উচ্চ এবং উচ্চতর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের মাধ্যমে স্কুলে বিতরণ করা হয়, সেইহেতু বই বেশী দামে বিক্রি করার কোন সুযোগ নাই।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া):— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার স্যার, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারন, বই নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে যা চলছে এটা নজীরবিহীন এবং ইতিমধ্যে একজন ছাত্র বইয়ের দাবী জানাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে এবং এখনও সারা রাজ্যের ছাত্রছাত্রী-দের হাতে পর্য্যাপ্ত পরিমানে বই গিয়ে পৌঁছায়নি। স্যার, নোট বই নিয়ে এখনও কালোবাজারী চলছে। সেখানে নোট বইয়ের দরকার নেই যেমন, সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞান, অংক এই সমস্ত বইয়ের নোট বই

ছাত্রদেরকে কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে একজন ছাত্র প্রান দিয়েছে। তথাপি এই জোট সরকারের কোন চেতনা হয়নি। আমরা দেখেছি দীপালিকা যেখানে সরকারী প্রকাশনায় পুস্তক ছাপা হয়েছে, সেই বই আজকে একটা প্রেস থেকে বেসরকারীভাবে নকল করে ছাপিয়ে বাজারে বিক্রি হচ্ছে সরকার সে ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটছে স্যার একটা নাটক করা হলো বই নিয়ে ক্রাইসিস সৃষ্টি করা হলো, রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুরজিৎ দত্তকে নিয়ে একটা কমিটি তৈরী করা হলো, রাতারাতি পুলিশ এ স্কর্ট দিয়ে এই নোট বই ইত্যাদি নিয়ে একটা সুরক্ষিত গৃহে রাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ীতে রাখা হলো। তারপর কিছুদিন যাওয়ার পর সমস্ত বই আবার বাজারে ছেড়ে দেওয়া হলো পুস্তক ব্যবসায়ীদের হাতে। এখনও বাজারে নোট বই ছাড়া বই বিক্রি হচ্ছে না। কাজেই, একটা দায়িত্বশীল সরকার যদি হতো, শিক্ষা মন্ত্রীর যদি কোন লজ্জা থাকত, দায়িত্ব থাকত তাহলে সমস্ত দায় দায়িত্ব নিয়ে তিনি পদত্যাগ করতেন। এখন পর্য্যন্ত এই বই সমস্যা একটা জ্বলন্ত সমস্যা। পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোন নজীর নেই। স্যার গতকাল এই হাউসে একটা তথ্য দিয়েছেন যে শিক্ষা বর্ষ শুরু হয় ১লা মে থেকে। সেখানে ৮টি প্রেসকে বই ছাপানো অর্ডার দেওয়া হয়েছে ৪ঠা মে এবং ৮ই মে। সুতরাং, সরকারই এই বইয়ের সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। যেখানে মে মাসে শিক্ষা বর্ষ শুরু হয় সেখানে বইয়ের ছাপানোর অর্ডার দেওয়া হয়েছে ৪ঠা মে এবং সেই বইয়ের কপি এখনও পর্য্যন্ত ছাত্রদের হাতে গিয়ে পৌঁছনি। আজকে আগষ্ট মাস চলছে এখনও ছাত্রছাত্রীরা বই পায়নি। এরজন্য এই জোট সরকারই দায়ী এবং এই সরকারএর কোন জবাব দিতে পারবেন না। কাজেই, এই সরকারে শিক্ষামন্ত্রী সমস্ত দায় দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করবেন কিনা এবং বই নিয়ে সমস্যার সমাধান করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) — মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিরোধী সদস্য গোপাল দাস মহোদয়কে অনুরোধ করব অনেক কিছু নিয়ে তাঁরা রাজনীতি করেন। কিন্তু বই একটি স্পর্শকতার ব্যাপার। এই বই নিয়ে যেন উনারা রাজনীতি না করেন। সরকার বই সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট কোন অভিযোগ না পাওয়া সত্বেও, নোট বই ছাড়া বই বিক্রি করাচ্ছে না, বা ছাত্রদেরকে বা অভিবাককে নোট বই কিনতে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে এরকম শুনে স্বতঃ প্রনোদিত হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং মামলা দায়ের করেছেন। আমি এটা স্বীকার করছি যে, ১লা মে থেকে শিক্ষা বর্ষ শুরু হয়। কিন্তু ১লা মের আগে বই বাজারজাত করা যায়নি। কারণ আমাদের

যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যেটার উপর আমরা নির্ভরশীল-গভার্নমেন্ট প্রেস, সেই গভর্নমেন্ট প্রেস অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় সমস্ত দায়িত্ব তারা গ্রহণ করতে পারেননি। তারা তাদের অক্ষমতা জানিয়েছেন। এটা আমি আগেই বলেছি। তারপর মেনুস্ক্রিপ্ট ইত্যাদি রেডি করা, একটা ব্যবস্থা থেকে আরেকটা ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটাতে গেলে যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, সে অসুবিধা অতিক্রম করে যথাসময়ে বই বাজারজাত করা যায়নি, দেরী হয়েছে। এই সমস্যাটাকে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য আমার কোন কোন বিরোধী বন্ধুরা যে ভাবে এটাকে ব্যবহার করছেন ছাত্রদের গুলির মুখে এগিয়ে দিচ্ছেন এটা বাঞ্চনীয় নয়। সরকার এই ব্যাপারে সহার্য দৃষ্টি রাখছেন যাতে কখনও কালোবাজারী না হয় এবং ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিবাবকদের কাছে গোটা বই যাতে পৌঁছে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে স্যার এই জাতীয় অভিযোগ যাতে আমরা কাছে না আসে বা ছাত্রছাত্রীদের বই পেতে বিলম্ব না হয়; সেটার জন্য আমরা আইতরমা এবং অন্যান্য জায়গায় কো-অপারেটিভ-এ ষ্টোর করেছি এবং আমরা কিছু ষ্টক রেখেছি কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার ঐ আইতরমা থেকে কেহই বই নেয়নি। যেখানে আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম যে প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে যারা বই না পাবে তারা আইতরমা থেকে কিনতে পারবে। বাজারে কোথাও যাতে কোন কারচুপি না হয় এবং অভিবাবকরা যাতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হয় সেইজন্য আইতরমায় ষ্টক রাখা হয়েছিল। আইতরমা ষ্টক সম্পর্কে আমি সম্প্রতি কালে যেটা জ্ঞাত হয়েছি। যে কোন প্রধান শিক্ষক ঐখানে রিকুইজেশান দিয়ে বই নেননি। কাজেই, যেটা বলছেন বই পাওয়া যায় না এটা রাজনৈতিক ফায়দা তুলার জন্য বলছেন, স্যার। তবে এর কথা আমি বলছি যে এই বই এর সমস্যা সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমি তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা কামনা করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁদের কাছে আবেদন রাখছি যে এই রাজনৈতিক নোংরামি যেন ঐ বই নিয়ে না করা হয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তো এখানে অনেক কথা বলেন। আমি শুধু নির্দিষ্ট একটা তথ্য দিতে চাই, একই এডিশানের ৮৯ জুলাই ফিপথ্ এডিশান, বই একটা কিন্তু দুই বইয়ের দুই রকম দাম। বইটা হচ্ছে, দি মডার্ন ইংলিশ গ্রামার। রাবী প্রকাশনী। ২/১ বসাক র গান লেইন। একটার দাম ১২ টাকা আর একটার দাম ১৫ টাকা। এই বইটা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর হাতে দিচ্ছি মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে। কি ব্যবস্থা করবেন আজকে এখান থেকে নিশ্চয় জানাতে পারবেন না। পরে জানাবেন। আর একটা হচ্ছে এই যে

বই নিয়ে যে সমস্ত কাজ করবার সহজ বাংলা ব্যাকরণ, দেখুন স্যার, শুধু একটা পাতা পাল্টিয়ে আগে দাম ছিল চার টাকা কিন্তু এখন আট টাকা করা হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মিলিয়ে দেখতে পারেন কাগজ বা সবকিছু মিলিয়ে। আমি গত দিনও বলেছি সুনির্দিষ্টভাবে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এই সভার মধ্যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন যে আমার একটা এস, ই, পি ডিপার্টমেন্ট আছে যারা সরকারী এপ্রুভ্যাল দেন। আমি যত দূর জানি গত চার বছরে এস, ই, পি. একবারের জন্যও বসেনি। তাঁদের যে নির্দ্দিষ্ট রেইট সে সম্পর্কে বলছি।

কিশোর বাংলা ব্যাকরণ, সরকার অনুমোদিত দাম হচ্ছে ৪ টাকা ১০ পয়সা কিন্তু বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৭ টাকা। আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ওরিয়েন্ট বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ের সরকার অনুমোদিত দাম হচ্ছে ৪ টাকা ১০ পয়সা কিন্তু বাজারে বিক্রিহচ্ছে ৬ টাকা। সারদা লাইব্রেরী, আদর্শ বাংলা ব্যাকরন চতুর্থ শ্রেণী, স্যার, ক্লাস ফাইভ পর্য্যন্ত সরকারী অনুমোদিত রেইট, হচ্ছে ৪ টাকা ১০ পয়সা, বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৬ টাকা করে। আদর্শ বাংলা ব্যাকরন, পঞ্চম শ্রেনী, সরকারী অনুমোদিত রেইট হচ্ছে ৪টা ৯২ পয়সা এইটাকে বিক্রী করা হচ্ছে ৮ •• টাকা করে। স্যার, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী বলেছেন আমরা এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিয়েছি। এইখানে অনেক স্বর্ণা বুক এজেন্সির মালিক দিলীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে যেহেতু ৪ টাকা ১০ পয়সার বইকে ৭টাকা না ১২ টাকায় বিক্রী করছেন। স্যার, একই বই, একই পাবলিকেশানের বই, এ নিউ ইংলিশ গ্রামার, রিপ্রিন্ট হয়েছে, ×৯১এ যে বইয়ের দাম ছিল ৫টাকা ৫০ পয়সা এখন বাজারে বিক্রি হচ্ছে ১০ টাকা করে। কার অনুমোদন নিয়েছে? এইটার পাবলিশার্স হচ্ছে সত্যনারায়ন বুক ডিপো, কিভাবে এই রেইট বাড়ানো হল। কার অনুমোদন নিয়েছে? এ নিউ ইংলিশ গ্রামার পাবলিশার্স হচ্ছে সত্যনারায়ন বুক ডিপো, সিম্পল ইংলিশ গ্রামার সেন রায় এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ এইটার দাম ছিল ৫টাকা ৫০ পয়সা এইটাও ১০ টাকায় বিক্রী করছে। কার অনুমোদন নিয়েছে? এস, ই, পি কোন অনুমোদন আছে কিনা আমরা জানি কার কার সঙ্গে প্রকাশনীর সংগে কার কার কি ধরনের সম্পর্ক। আমরা শুনেছি এখন এস, ই, পিকে দিয়ে সেইসব প্রকাশককে রক্ষা করার জন্য আজকে ব্যাক্‌ডেইট দিয়ে সেইসব বই অনুমোদন করার চেষ্টা হচ্ছে। আমি সুনির্দিষ্টভাবে দিচ্ছি যে ছুটো বইয়ের অভিযোগে দিলীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হল, সেই অভিযোগ এ সবাইকে কেন গ্রেপ্তার করা হলনা। ২টি মামলা হয়েছে এর জন্য। যাদের কাছে নোট বই জোর করে চাপানো হয়েছে। বিশ্রামগঞ্জের শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী, তারা লিখিত অভিযোগ করেছেন স্বরস্বতী বুক ডিপোর বিরুদ্ধে। দুলাল রায় অভিযোগ করেছেন। তাদের জোর করে নোট চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পাবলিশার্সরা বই কিনতে এসেছেন তাদের কাছে। তাদের জোর করে নোট

চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? এই সমস্ত তথ্য দিয়ে পশ্চিম থানায় এই ধরনের ৪টা অভিযোগ আছে। মাননীয় মন্ত্রী সুরজিৎ দত্তের কথা এখানে বলা হয়েছে। তিনি নাকি সরকারী উদ্যোগ নিয়েছেন কারণ শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, বই পাবলিশ করেছেন খুব ভাল কথা। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সুরজিৎ দত্ত ডাকালেন দিলীপ ঘোষকে তার বাড়িতে, তিনি যেহেতু গেলেন না, তাকে কমিশন দিতে রাজী হলেননা সেজন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হল। অন্যরা যেহেতু সব মিটিয়ে দিলেন পূর্তমন্ত্রীর সংগে রফা করলেন, তখন উনি বললেন, আমার যা পাওয়ার, আমি পেয়ে গেছি, এখন বইপত্র যা কিছু আছে উনি সব বাড়ী থেকে দিয়েদিছেন পাবলিশার্সদের, এবার তোমারা বিক্রী—, করতে পার যেমন খুশী! এই ঘটনা হচ্ছে স্যার, গত ১৫ দিন ধরে। স্যার, দীপালিকা সহায়িকার কোনদিন টেক্সট বই পাওয়া যায়না টেক্সট বইয়ের যে গল্প, কবিতা আছে, নোট বইয়েও সেই গল্প কবিতা আছে, সংগে নোট। একটা বই কিনলেই চলে। স্যার, এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। আজকে স্যার, এইগুলি তদন্ত করে দেখা হবে কিনা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলবেন কিনা? এই সমস্ত জিনিষ আমরা আগেই বলেছি এখানে যে কয়টা পাবলিসার্স যাদের সঙ্গে বোর্ড এবং অন্যান্য সবগুলির সম্পর্ক আছে সেগুলি সম্পর্কে সরকার যদি সত্য হয় তাহলে আমি আগেও বলেছি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তিনি কি করবেন না করবেন বা তিনি কি করছেন তিনিই জানেন, অনেক কিছু হয়ে গেছে যা ওনার আওতার হয়তো বাহিরে, তিনি সর্বদলীয় কমিটি গঠন করবেন কিনা, যদি এই কমিটি করতে তাদের ভয় হয় তাহলে অন্তত একটা জুডিশিয়েল ইনকোয়ারী করান যদি আপনি সত্যিই সাধুতার পরিচয় দিতে চান। আপনি এই হাউসের মধ্যে ঘোষণা করুন অন্তত যে সমস্ত অভিযোগগুলি উঠেছে সেগুলিকে নিরসন করার জন্য সর্বদলীয় কমিটি গঠন করবেন, না হয় অন্তত এইটুকু করুন একজন জুডিশিয়েল ইনকোয়ারী করান।

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী): — মিঃ স্পীকার স্যার, শিক্ষা দপ্তর কতৃক অনুমোদিত যে বইগুলির কথা উনি উল্লেখ করেছেন এখানে সিমপল্ ইংলিশ গ্রামার, বাই, জীতেন কর, সেন ব্রাদ অ্যাণ্ড কোম্পানী কলকাতা, এইটার অরিজিন্যাল দাম হল ৪.৫০ পয়সা। ১৯৮৯ সালে সরকারী অনুমোদন নিয়ে দাম বৃদ্ধি করা হয় ৫.৪৫ পয়সা, এই রকম ছয়টা গ্রামার বই পঞ্চম শ্রেণীর জন্য সরকার অনুমোদিত আছে। স্যার, উনি যে তিনটা বই দিয়েছেন এইগুলি স্যার, কান্তি বিশ্বাস ও জ্যোতিবাবুদের অনুকৃতি এইগুলি ক্যালকাটার পাবলিশার্স, এইটা আমাদের এপ্রোভ লিষ্টে নাই। কাজেই এইটার উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রন নাই।

REFERENCE PERIOD

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই রকম করলে আমরা জবাব দেব না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশানের সুযোগ দেওয়া হয় তা আপনাদের পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশানের জবাব যখন মিনিষ্টার দেন তখন যদি আপনারা কথা বলেন তাহলে আমি আপনাদের সেই প্রশ্নটা বাতিল করে দেব।

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে পঞ্চম শ্রেণীর গ্রামার বই যেটা উল্লেখ করেছেন এখানে ছয়টা গ্রামার বই যেটা আমাদের সরকারীভাবে অনুমোদিত আছে। যে দুইটা গ্রামার বই নিয়ে উনি এখানে উল্লেখ করেছেন এবং দাম সম্পর্কে কারচুপি কথা বলেছেন এইটা শিক্ষা বিভাগের অনুমোদিত বই নয় কাজেই শিক্ষা বিভাগের এইটার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। [illegible] সদস্যা [illegible] আমি আমার বক্তব্যে বলেছি, এখানে কলিং এটেনশান যেটা এসেছিল তাতে আমি বলেছি সরকারের অনুমোদিত দাম ১.৭৫ পয়সা এইটাকে যখন তারা ১০ বা ১২ টাকায় বিক্রী করছে এই খবর পাওয়ার পর আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে যারা এইটা বিক্রী করছিল তাদেরকে পুলিশ এ বই ধরেছে এবং এইটা বিচারাধীন আছে যে ছয়টা বই এখানে সরকার অনুমোদিত তা ছাড়া আছে সেগুলির দাম নিয়ে কোন কারচুপি হলে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এই দুইটা বই হলো পপুলার ইংলিশ গ্রামার বাই জাতেন কর এইটার দাম ১.৪৫ পয়সা। ব্রাইট ইংলিশ গ্রামার বাই ডি, সি, দত্ত এইটার দাম ৫.৪৫ পয়সা।

এ বুক অব ইংলেজি গ্রামার এটার পাবলিকেশান [illegible] হচ্ছে এইটার দাম হচ্ছে ৫.৪৫ টাকা সরকারী অনুমোদিত দাম। তারপর ইংলিশ গ্রামার 'ম্যাট ওয়ার্ক' এইটার দাম ৫.৪৫ টাকা। এ নিউ ইংলিশ গ্রামার এইটার দাম ৫.৪৫ টাকা। 'এ ফাষ্ট বুক অব ইংলিশ গ্রামার' এইটার দাম ৫.৪৫ টাকা। এই ছয়টা বই যারা পাবলিশার তারা ১৯৮৯ সাল থেকে সরকারের কাছে আবেদন রেখেছিলেন যে কাগজপত্রের দাম বৃদ্ধির ফলে এই বইগুলির দাম বাড়ানোর জন্য।

এবং সরকার এইটা বিচার করে এই বইয়ের দাম যেটা ৪'৫০ টাকা ছিল সেটা পুনরায় ২০ পারসেন্ট বৃদ্ধি করে এই বর্তমান দাম ধরা হয়েছে। এখন এই দামের অতিরিক্ত দাম নিলে আমরা তাদের বিরোদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেব।

বাংলা সহায়িকা 'দীপালিকা' সম্পর্কে যেসব কথা এখানে বলেছেন কপি রাইট অনুযায়ী ইতিমধ্যে আমরা স্থানীয়ভাবে এফ, আই, আর, করেছি- এই বই যেখানে পাওয়া যায় সেটা যেন সিজ্ করে নেওয়া হয়। এবং এর প্রকাশকের বিরোদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ইতিমধ্যে আমরা অভিযোগ দায়ের করেছি এবং এই বইটির যারা প্রকাশক তাদেরকে খোঁজে বের করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এই ব্যাপারে আমি বলব স্যার, শুরু থেকে যেগুলি সরকার অনুমোদিত বই নয় সেগুলির দামের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারি না। কতদিন স্যার, আমি বলেছি যে; বইয়ের দাম বৃদ্ধি জনিত ছাত্রদেরকে এবং অভিভাকদেরকে যে শোষণ করার ব্যবস্থা- এবং তার যে নতুন নতুন কায়দা এইটা আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমদানী করেছে। এবং এই বইগুলি এইভাবে বিক্রি হচ্ছে। এখন কেউ যদি ইচ্ছা করে কোন অভিভাবক বা ছাত্র সরকার অনুমোদিত বই কিনতে না চান এবং ওদের থেকে বেশী দামে কেনেন তাহলে সরকার তো কিছুই করতে পারেন না। কাজেই আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি- তাদের কাছে আবেদন রাখছি- কারন এইটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং বই পওয়ার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং এই প্রতিবন্ধকতা অপসারিত করে যাতে ছাত্রদের বা অভিভাবকদের কাছে বই পৌঁছে দেওয়া যায় সে জন্য আমাদের প্রচেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। এই ব্যাপারে আমি তাদের সকলের সহযোগীতা কামনা করব এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অনুরোধও করব যে এই বই নিয়ে যেন আর নোংরা রাজনীতি না করেন।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনিয়া):— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, সরকার অ্যাপ্রুভড্ যেসমস্ত বই বে-সরকারী প্রকাশনায় প্রকাশিত হয় সে সমস্ত বইয়ের উপর বিশেষকরে মূল্যের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রন আছে কি না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে- আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি যে এই ত্রিপুরারাজ্যে বইকে কেন্দ্র করে অনেক রাজনৈতিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যেটা উদয়পুরে দুর্ভাগ্যজনক এই সব ঘটনা সরকার

এর ভাবমূর্তিকে ম্লান করার জন্য এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য সরকারী অ্যাপ্রুভড রেইট এবং সরকারী অনুমোদিত প্রকাশনার বাইরেও একটি দল অতিরিক্ত দামে বই প্রকাশ করে— ষড়যন্ত্র করেছে কি না এবং এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি জড়িত রয়েছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না তা জানাবেন কি?

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী): — মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে সরকার অনুমোদিত ৫ম শ্রেণীর ৬টা গ্রামার বই চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা ৫টা গ্রামার বই এবং ৫ম শ্রেণীর ২টা গ্রামার বই। এই বইগুলির পূর্বে দাম নির্ধারিত ছিল ৩.৫০ হিসাবে ৪র্থ শ্রেণীর বাংলা গ্রামার বই। তারপর প্রকাশকরা সরকারের কাছে অনুরোধ করে যে এই দামে তারা বই ছাপিয়ে বিক্রি করতে পারবেন না। সরকার সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তারা সেটা বিচার বিবেচনা করে মূল্য নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা গ্রামার বই নির্ধারিত হয়েছে ৩.৫০ থেকে ৪.২০ করে। ৫ম শ্রেণীর বাংলা গ্রামার ৪.১০ ছিল ২টা বই, কিশোর বাংলা ব্যাকরণ ও রচনার তৃতীয় অংশ, আদর্শ ব্যাকরণ (বাংলা) ২য় অংশ। একটা, বঙ্গবাণী প্রকাশনী আর একটা রামকৃষ্ণ পুস্তক ভবনের প্রকাশনায়। পূর্বে এটার দাম ছিল ৪.১০। সরকার বিচার বিবেচনা করে ওটা ৪.৯০ বৃদ্ধি করেছেন।

কাজেই সরকারের এপ্রুভড যে বইগুলি সেগুলির দামের যে নিয়মনীতি আছে, তাহা সরকারী আদেশ ছাড়া এগুলির দাম বৃদ্ধি করা যায় না। তারপরও যদি কেউ দাম বৃদ্ধি করে থাকেন তাহলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এবং ইতি মধ্যে আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যাবস্থা গ্রহন করেছি।

স্যার আমি বার বার বলেছি যে মাননীয় সদস্য এখানে যে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন, বই নিয়ে ছাত্রদেরকে ভুল পথে চালিত করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য বিরোধী বন্ধুরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এবং এই যে তাঁরা এখানেও পবিত্র বিধানসভার পবিত্রতাকে নষ্ট করার চেষ্টা করছেন। যেগুলির রাজ্যে সরকারের কোন নিয়ন্ত্রন নেই, সেগুলি নিয়ে উনারা এখানে বাজী মাৎ করার চেষ্টা করছে। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে উনাদের কাছে আবেদন রাখছি, এই সস্তা রাজনীতি করা থেকে যেন বিরত হন। দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে যদি ছাত্র-ছাত্রিদের উপকারের জন্য তারা এগিয়ে আসেন তাহলে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করব এই সমস্যা সমাধানে বৃতি হব।

শ্রীবিমল সিন্‌হা (কমলপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডুকেশান মিনিষ্টার মাননীয় সদস্য বাদলবাবু যে দুইটা ইংলিশ গ্রামার বই-এর লিষ্ট পড়েছেন এইটা সরকার অনুমোদিত বই। সরকার অনুমোদিত বই না হলে কি করে এই বইটা বিজয়কুমার সরকারী স্কুলের মর্নিং সেক্শানে চালু হয়েছে? (মাননীয় সদস্য বিমল সিন্‌হা মহোদয় হাতে একটি বই নিয়ে এই কথা বলেছেন)

স্যার, একই সময়ে বই ছাপানো হয়েছে। একই ধরণের বই। অথচ বিক্রি হচ্ছে একটা ১২ টাকায় আর একটা ১৫ টাকায়। এটা কি করে হলো? আগরতলা শহরের মধ্যে যারা বই সিলেক্ট করে থাকেন তার জন্য একটা বোর্ড আছে। সেটা হলো টাউন বোর্ড।

যারা বই সিলেকট্ করেন এই শহরের মধ্যে, আগরতলা শহরের কথা বলছি এটার এতটুকু অডাসিটি আছে কিনা আমি জানতে চাই যে, রাজ্যেসরকারের অনুমোদন ছাড়া কিভাবে বইটি আসল, আমার এই কংক্রিট প্রশ্নগুলির উত্তর দেন এব উত্তর আমরা চাই এবং কেন তাদের গ্রেপ্তার করা হল না? এটাও আমাদের জানাতে হবে।

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন বই পাঠ্য তালিকায় আসতে পারে না। কাজেই যদি কোন বই এই রকম পাঠ্য তালিকায় এসে থাকে, আমাদের এটা জানা নেই, এটা সুনির্দিষ্ট ভাবে জানালে আমি ব্যাবস্থা গ্রহণ করব। তবে সরকারের অনুমোদন ছাড়াও কোন ভালো বই কিম্বা অন্য বই কেউ রেফার করেন পাঠ্য তালিকায় স্থান না দিয়ে সেটা ছাত্ররা তাদের অভিবাবকরা তাদের এই সিদ্ধান্ত আছে যে, যেকোন বই তারা পড়তে পারেন। এই জাতীয় বই তারা পড়তে পারে। কিন্তু পাঠ্য তালিকায় এই রকম কোন বই এপ্রুভ্যাল ছাড়া এটা পাঠ্য তালিকায় পারবে না। ঠিক আছে আমি এটা জেনেছি যে এটা পাঠ্য তালিকায় কিভাবে আসল আমি এটার খোঁজ নেব। আমি বলছি সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন বই পাঠ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে, এটা সুনির্দিষ্টভাবে জানালে ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীবিমল সিনহা (কমলপুর) :— সুনির্দিষ্টভাবে আমরা বললাম এই বইটা অনুমোদন করা না।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— উনি বলেছেন কোন এপ্রুভ না থাকে তাহলে কোন স্কুল চলবে না যদি চলে ব্যাবস্থা নেবেন ,

শ্রীবিমল সিনহা :— কিন্তু টাউন বোর্ডে চলছে আর কিভাবে উনি বলেছেন জানেন না। আমরা সুনির্দিষ্টভাবে জানালাম। আমরা এডুকেশন মিনিষ্টারের কাছে শিওর হতে চাই ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ ছাত্ররা বারা ডিকটিম তারা কি পাবে? আমরা জানতে চাই।

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করেছেন, সেটা নিয়ে আমরা তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

মিঃ স্পীকার :— সো আই থিংক দিজ কোয়েশ্চান ইজ অভার নাউ।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের কাছ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো,— "১৯৮'৯১ইং "স্যন্দন" পত্রিকার ১ম পাতায় 'সাক্রমের কিশোরী ছাত্রী ধর্ষনের আসল নায়করা সি, পি, এমের' শীর্ষক প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণীয় প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আগামীকাল এই সম্পর্কে আমি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো, — "গত ২১.৬.৯১ ইং রাত্রি অনুমানিক ৪ ঘটিকার সময় উত্তর ত্রিপুরার করমছড়া গাঁওসভার চেয়ারম্যান বিজয়কৃষ্ণ দেব ও তাহার পরিবারের আরো তিনজন সদস্য কতিপয় দুষ্কৃতিদ্বারা নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি এগুলি এই বিষয়টির উপর আমার বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত। স্যার, ঘটনায় প্রকাশ যে গত ১১-৬-৯১ ইং তারিখ সকাল অনুমান ৭-৪৫ মিঃ এর সময় মনু থানাধীন পশ্চিম করমছড়া নিবাসী শ্রীভুবন দেব মনু থানায় উপস্থিত হয়ে এক লিখিত অভিযোগ মূলে জানায় যে ঐ দিন ভোর ৫ ঘটিকার সময় নরেশ দেব, বীরেশ দেব, অভিনব দেব, বীরেন্দ্র মালাকার, শ্রীবাস দেব এবং আরও ৩০/৪০ জন দা, বর্শা, বন্দুক ইত্যাদি অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পশ্চিম করমছড়ার বি, ডি, সির চেয়ারম্যান শ্রীবিজয় কৃষ্ণন দেব ওরফে অরুন দেবের বাড়ীতে অক্রমণ করে তাহার বসত ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়, ফলে অভিযোগকারীর কন্যা শিউলী দেব এবং শ্রীবিজয় কৃষ্ণন দেবের স্ত্রী শ্রীমতিবিনোদিনী দেব (অভিযোগকারীর বোন) আগুনের দ্বারা জখম প্রাপ্ত হয়ে মারা যায়। দুস্কৃতিকারীরা বাড়ীর অন্যান্যদের মারধোর করে এবং শ্রীবিজয় কৃষন দেবও তাহার পুত্রদ্বয় শ্রীজ্যোতির্ময় দেব ও শ্রীপার্থ দেবকে খুন করার উদ্দেশ্যে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অভিযোগকারী তাহার অভিযোগে আরও জানায় যে দুস্কৃতিকারীরা সি, পি, এম, আই দলের সমর্থক উপরোক্ত ঘটনাটি মনু থানার ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৪৪৮/৪২৭/৪৩৬/৩২৬৩/০২ এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫ (৬/৯১ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য শুরু করে।

তদন্তে জানা যায় যে, দুষ্কৃতিকারীরা অপহৃত তিন ব্যক্তিকে (শ্রীবিজনকৃষ্ণ দেব ও তাহার দুই পুত্র) নালকাটাছড়া মনু নদীর ট্রাইজংসনে নিয়ে গিয়ে ঐ দিনই অর্থাৎ ১১-৬-৯১ ইং সকালে হত্যা করে মনু নদীতে ফেলে দেয়। ঘটনায় মোট ৫ জনের মৃত্যু ঘটে এবং ৭০/৮০ হাজার টাকার সম্পদ নষ্ট হয়।

CALLING ATTENTION

গত ১৩-৬-৯১ ইং তারিখ বিজয় কৃষ্ণ দেবের মুণ্ডহীন দেহ এবং গলায় জখম প্রাপ্ত অবস্থায় তাহার দুই পুত্রের মৃতদেহ ৪ কিলোমিটার দূরে মনু নদীতে পাওয়া যায়। দুস্কৃতকারীরা মৃত বিজয় কৃষ্ণের বড় ভাই শ্রীনৃপেন দেবের বাড়ীর বারান্দায় উপস্থিত হারাধন দেবের পুত্র শ্রীসুধীর দেবকেও আঘাত করে জখম করে। শ্রীসুধীর দেব চিকিত্সান্তে ছাড়া পান।

তদন্তকালে পুলিশ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মোট ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের মধ্যে এফ, আই, আরে উল্লিখিত বিনয় দেবও বিজয় দেব এবং অভিনয় দেবকেও গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে তাহারা জেল হাজতে আছে। তদন্তকালে একটি দেশী বন্দুক সীজ করা হয়। উপরোক্ত ঘটনায় জড়িত আরও ২১ জন পলাতক আছে। এফ, আই, আরে উল্লিখিত কানু দেবনাথ, নরেশ দেব, বীরেশ দেব কর্মকান্ত দেবনাথ ওরফে কল্পনা, ধীরেন্দ্র মালাকার এবং শ্রীবাস দেব সহ সকলকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা চালাইতেছে। তদন্ত প্রকাশ যে মৃত ব্যক্তিরা কংগ্রেস আই) দলের সমর্থক এবং মৃত বিজয় কৃষ্ণ দেব পশ্চিম করমছড়ার পঞ্চায়েত উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। গ্রেপ্তারকৃত ও পলাতক ব্যক্তিরা সি, পি, আই (এম) দলের সমর্থক। ঘটনাটি বর্তমানে রাজ্যের সি, আই, ডি বিভাগের তদন্তনাধীন আছে।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাঙ্খল (কংগ্রেস আই) ঃ— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান, স্যার. মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে জানা যায় যে শ্রীবিজয় কৃষ্ণ দেব যিনি পশ্চিম করমছড়া গাঁওসভার চেয়ারম্যান ছিলেন তাকে টুকুরো টুকুরো করে খুন করে ধলাই নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং ২/৩ দিন পর তার মৃতদেহ কাঞ্চন বাড়ীতে পাওয়া গিয়েছে। আসল যে খুনি কানু দেবনাথকে পুলিশ এখন পর্যন্ত এরেষ্ট করতে পারি নি। পুলিশ এখনও কেন তাকে এরেষ্ট করতে পারে নি, তার কারন কি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে? এটা যে একটা রাজনৈতিক খুন তাতে কারো সন্দেহ থাকার কথা নয় এবং খুনিরা করমছড়া এবং মাছলি ছড়াতেও এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজেই জন নিরাপত্তার খাতিরে এই খুনীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার কি ব্যবস্থা সরকার করেছে, তা দয়া করে জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি বলেছি যে ঘটনাটি তদন্তাধীন। তা কানু দেবনাথ ছাড়াও আরও ২১জন আসামী আছে যারা পলাতক এবং তারা সি, পি, আই (এম) দলের রাজনৈতিক আশ্রয়ে আছে।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার; মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে কানু দেবনাথ? করুনা দেবনাথ, গোপাল দেবনাথ, বীরেশ দেব, বিজয় দেব, বিনয় দেব, অভিনয় দেব, নেপাল দেব, গোপাল দেব, ধীরেন্দ্র মালাকার, সুভাষ মালাকার, সুবোধ মালাকার, শ্রীবাস মালাকার, জ্যোতির্ময় দেব, গৌরাঙ্গ সাহা, দীপক দাস, প্রবীর দেবনাথ পরিমল গুপ্ত, বনেশ্বর সরকার এবং হরলাল দেবনাথ, তারা সিপিএম সমর্থক এই এলাকায় সমস্ত রকমের চুরির, ডাকাতি, কঠতরাজ, খুনখারাপিতে তারা জড়িত এবং কানু দেবনাথ সি.পি.আই (এম) নেতাদের মদতে দুই নং হোসটেলে আশ্রয় নিয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে ওরা অনেক খুনখারাপির সঙ্গে যুক্ত এটা সত্য। কারণ এই ব্যাপারে বহু তথ্য আমার কাছে জানা আছে তদন্তের স্বার্থে সেটা বলা যাবে না। মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতারা তাদেরকে আশ্রয় দিচ্ছেন এটাও সত্য। বহু তথ্য আমার কাছে আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছিলেন সেটা সম্পর্কে আমি বলছি যে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি সব সময়ই খুন খারাপকে ঘৃণা করে। ঐ ঘটনার পরে ঐ এলাকাতে নিরাপত্তার অভাব। শত শত ঘর বাড়ী আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে। যাদের বাড়ী পুড়েছেন তারা তো খুনী নয়। হাই কোর্টে মামলা হয়েছে। বিচারক নির্দেশ দিয়েছেন। তদন্ত হউক। সেখানে নিরাপত্তা নেই নিরাপত্তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী কি ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হয়েছে সেটা জানাবেন কি ? এই সমস্ত হত্যাকে ভিত্তি করে জন সাধারণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এইসব লোকদের রক্ষা করার জন্য কোন ব্যবস্থা করবেন কিনা তা এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেননি। এই সমস্ত খুনের কেসের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে বহু ব্যক্তি বিনা বিচারে জেলে আটক আছে। হাইকোর্টের জাষ্টিস জেল পরিদর্শন করে নিজে দেখেছেন, এদের কথা শুনেছেন। জামিনের অর্ডার হয়েছে। কিন্তু থাকবে কোথায় ? জায়গা নেই। শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার থেকে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, ঘটনাটি খুবই সিরিয়াস। আমি আগেই বলেছি রাজনৈতিক মদৎ দিয়ে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি করিয়েছে। খুন জিনিসটি খুবই খারাপ।

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চঃ—খুন মাত্রই ঘৃণ্য। আমরা কোন খুনই সমর্থন করি না)
স্যার, ওরা ক্লাপ্টিকাই করেছেন: সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত ব্যাপারে এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে সে কারণে বলতে চাই, এটা তদন্তাধীন আছে। কাজেই তদন্তের স্বার্থে বেশী বলা যাবে না। তবে সরকার জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছেন।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর):—স্যার, ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবাংলার সবই পরিবারের বাড়ীতে কারা নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। ছোট দুধের শিশুকে কেটে তার রক্ত দিয়ে জলন্ত চুল্লি নির্মান হয়েছিল। বিজয় দেবকে টুকরা টুকরা করে কেটে তার মাংস দেড় দুই মাইল দূরে নদীতে ফেলেছে। ওরা এখানে বলেছেন, কোন খুনকেই তাঁরা সমর্থন করেন না। শিউলি দেবকে জলন্ত ঘরে বন্দী করে মেরেছিল কারা ? স্যার, পশ্চিম বাংলার সাই বাড়ী এবং বিজয় দেবের খুন এগুলি কারা করিয়েছিল স্যার, এখানে যে খুন হচ্ছে তা অবিলম্বে যুদ্ধ করার জন্য সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর, এবং খুবই নিন্দনীয় বিষয়। যারা এখানে বলছেন, খুনকে তারা ঘৃণা করেন দেখা যাচ্ছে তারাই খুনীদের আশ্রয়দাতা প্রশ্রয়দাতা মদতদাতা। আগরতলা থেকে উত্তর ত্রিপুরায় গিয়ে খুন করাচ্ছেন, কাজেই এই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):—স্যার, এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে তা খুবই নৃশংস ঘটনা। এই ঘটনার নিন্দার কোন ভাষা নেই। এটা সংঘবদ্ধ ঘটনা। রাজনৈতিক মদতেই হচ্ছে এবং খুনীদের রাজনৈতিক মদতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। যারা খুনের আসামী তাদের গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না। স্যার, এটা মোটেই সত্য নয় যে তাঁরা খুনে বিশ্বাস করে না। সেটা যদি করতেন তাহলে গত ১০ বছরে যা হয়েছিল তা হত না। স্যার, তাঁদের মুখে একথা সাজে না। আমি শুধু এইটুক বলব উনারা যদি খুন বিশ্বাস না করেন, তাহলে যেসব খুনের আসামী তাঁদের আছেন সেই সব আসামীদের ধরিয়ে দিন। স্যার, খুনের বিরুদ্ধে এই সরকার চিরদিন সোচ্চার থাকবে। আমি এখানে বলতে পারি, খুনীদের ধরার জন্য কঠোর ব্যবস্থা সরকার নেবে।

মিঃ স্পীকার:— এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। উনার নোটিশের বিষয় বস্তু হলো—"সোনামুড়া থানা চৌমুহনী গাঁও সভার কাঠালিয়া মুড়ায় রঞ্জিত দাস গত ১৬,৫,৯১ ইং তারিখে মিসিং হয়ে যাওয়া ও পরে ১১,৭,৯১ইং তার মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ২১,৮,৯১ ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেবো।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন! এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"গত ২রা আগষ্ট বেলা অনুমানিক ১২-৩০ মিনিটের সময় কমলপুর থানাধীন চুলুবাড়ী গ্রামে শিক্ষক শ্রীকুমুদরঞ্জন দাস মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী অনিমা দাস নৃশংসভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর এখন বিবৃতি দিচ্ছি—

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ২,৮,৯১ ইং তারিখ সকাল ১০টা থেকে ১২টার মধ্যে কিছু সংখ্যক অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতকারী কমলপুর থানাধীন চুলুবাড়ী নিবাসী শ্রীকুমুদরঞ্জন দাসের বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং রান্নাঘরে কর্মরত তাহার স্ত্রী শ্রীমতী অনিমা ওরফে কনা দাসকে গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে এবং তাহার গলার ও কানের স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে যায়। এখানে প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ঘটনার সময় বাড়ীতে শ্রীমতী অনিমা দাস ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না।

এই ঘটনাটি মৃত অনিমা দাসের স্বামী শ্রীকুমুদরঞ্জন দাসের অভিযোগ মূলে কমলপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩০২ ধারার মোকদ্দমা নং ১ (৮) ৯১ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে ঢুলুবাড়ী নিবাসী মৃত মনীন্দ্রচন্দ্র দাসের পুত্র স্বদেশ দাসকে গত ৩.৮.৯১ ইং তারিখ এবং শ্রীবিনোদ দাসের পুত্র গনেশ ওরফে তপন দাসকে গত ৪.৮.৯১ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে পেরন করেন। ধৃত স্বদেশ দাস গত ১২.৮.৯১ ইং তারিখ মাননীয় আদালত হইতে জামিনে ছাড়া পায় কিন্তু গনেশ দাস বর্ত্তমানে জেল হাজতে আছে।

তদন্তকালে পুলিশ মৃত অনিমা দাসের গলার চেইনটি উদ্ধার করেন। তদন্তে ইহাও প্রতিয়মান হয় যে, আসামী গনেশ দাস মৃত অনিমা দাসের স্বামী শ্রীকুমুদরঞ্জন দাসের ভাইয়ের ছেলে এবং ঘটনার দিন বাড়ীতে অন্য কোন লোকজন না থাকায় লোভের বশবর্ত্তী হয়ে মৃত অনিমা দাসের স্বর্ণালংকার চুরির উদ্দেশ্যে এই ঘটনাটি সংঘটিত করে ধৃত গনেশ দাসের স্বীকারোক্তি মূলেই মৃত অনিমা দাসের গলার হারটি উদ্ধার করা হয়। ঘটনাটির তদন্ত কার্য অব্যাহত আছে !

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কিনা যে উক্ত কুমুদ দাস বামনছড়া হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক। যেহেতু বামনছড়া স্কুলে শিক্ষার কোন পরিবেশ নেই, সেইহেতু উনার মেয়েকে হালাহালিতে রেখে দশম শ্রেণীতে পড়াতেন। মেয়েটিকে হালাহালিতে বাসাবাড়ী করে রেখে পরের দিন উনার স্ত্রীকেও ঐ বাসাবাড়ীতে পৌঁছে দেবেন। এমনি অবস্থায় তিনি যখন এরেঞ্জমেন্ট করতে গিয়েছিলেন তখন কুমুদ দাসের বড় ভাই বিনোদ দাসের ছেলে গনেশ দাস খালি বাড়ীতে ঢুকে রান্না ঘরে ঢুকে একটা খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে ডাকাতি, চুরি বা অন্য কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে ঐ মেয়ের সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তি করেন। যখন দেখেছে যে মেয়েটি তার নাম প্রকাশ করে দেবেন, তখন মেয়েটিকে মেরে তার শাড়ীর আঁচল দিয়ে তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে বাড়ী পেছন দিক দিয়ে চলে যায়। আর গলার হারটা পাশের বাড়ীর পুরানো এক কলাগাছের মধ্যে রেখে চলে যায়। গনেশ দাস ফিরার পথে স্বদেশ দাসের বাড়ীর পাশদিয়ে আসে। তখন সে চিৎকার শুনে বেড়িয়ে আসলে তাকে বলা হয় এই সম্পর্কে যদি কোন কথা বলে তাহলে তাকে খুন করা হবে। তার পরবর্ত্তী সময়ে প্রদীপ দাস এবং স্বদেশ দাস ওরা যখন তার সাথে প্রকাশ করে তখন তাকে ধরা হয়।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, এখানে আমি পরিষ্কার ভাবে বলেছি এই ঘটনার উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষোভ। এই ঘটনার পর তার গলার চেইন পাওয়া গেছে। ক্ষোভের বশবর্ত্তী হয়ে করেছে। অন্য কোন মোটিভ ছিল না বলে ধারনা।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ— (কমলপুর) ঃ— পয়েন্ট অব্‌ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে কুমুদ দাসের স্ত্রী এই ভাবে মারা গেছেন এবং গনেশ দাসকে এরেষ্ট করার পর সে যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছে তাতে পরিষ্কারই সে নিজেই বলেছে র‍্যাপ করার উদ্দেশ্যে। চিনতে পেরে মেয়েটি যখন চিৎকার দিয়েছে তখন তাকে শাড়ির আচল দিয়ে তিনটি প্যাচ দিয়ে হত্যা করেছে। আমার পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান হচ্ছে এই স্টেটম্যান্টকে শক্তিশালী করার জন্য অন্যান্য ষ্টেটমেন্ট নিতে পুলিশ বিরত হয়েছে কিনা এবং পুলিশ হঠাৎ করে নীরব হয়ে গেল কেন এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি ত বলেছি ঘটনাটির তদন্তকার্য অব্যাহত আছে এবং এটার উদ্দেশ্য আমি এর আগেও বলেছি। এখানে মৃতা অনিমা দাস তার সঙ্গে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে মেরেছে তার সঙ্গে গনেশ দাসের সম্পর্কে আপানারা একটু চিন্তা করে দেখুন। আমি জানিনা মাননীয় সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিনা ? নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকতে পারেন জিনিসটা এভাবে বর্নিত করবেননা। এভাবে রং দেবার চেষ্টা করবেনা। আপনাদের কাছে যদি কোন তথ্য থাকে, সাক্ষী সাবুদ থাকে নিশ্চয় তদন্ত চলছে তদন্তকারী অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দিন নিশ্চয়ই সঠিকভাবে তদন্ত হবে, নিশ্চয়ই এটা করা হবে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী ভুল বুঝেছেন নতুবা উনার সীমাবদ্ধতা আমি মনে করব। ওরা বন্দেকশন্যাল স্টেইটমেন্ট যেটা দিয়েছে, সেটা কোর্টে দিয়েছে. আমরা কোর্টে গিয়ে অ্যাডভোকেটদের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ হয়েছে; আমি পড়েছি। উনি না বুঝে বলছেন আমি কনংকেসেপন করতে চাই। আমার স্পেশিফিক প্রশ্ন হল এর পরে দেখা যায় তদন্ত হঠাৎ থেকে গেল। অন্য কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হলনা।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস (সুরমা) ঃ- পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি এই গনেশ দাসের বাড়ীর পাশেই শান্তি ক্লাব। এই গনেশ দাস শান্তি ক্লাবেরই সদস্য

এবং সে যুব কংগ্রেস (ই) এবং এন, এস, ইউ, আই, এর কর্মী। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই এলাকার মধ্যে অনবরত চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি অনবরত রয়েছে এবং এই ছেলেটার বাবা বিনোদ দাস কংগ্রেস আই এর নেতা, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি গনেশ দাসের রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়া যায়নি। এইটা মাননীয় সদস্যের এলাকা। চলুবাড়ীতে কংগ্রেসের কোন শক্তিশালী সংগঠন নাই। হয়ত উনারই সংগঠনের লোক হবে।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীদীপককুমার রায় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো— "গত ১৬ই আগষ্ট দক্ষিণ নারায়নপুরে যুব-কংগ্রেস কর্মী নারায়ন সরকার খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— "গত ১৬ই আগষ্ট, দক্ষিণ নারায়নপুরের যুব কং (ই) কর্মী নারায়ন সরকার খুন হওয়া সম্পর্কে :" ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে গত ১৬-৮-৯১ইং তারিখ রাত অনুমান ১২ ৩০ মিনিটের সময় এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত দক্ষিন নারায়নপুর নিবাসী শ্রী নারায়ন সরকারের বাড়ীর টিনের চালে ঢিল পড়িতে থাকে। ঢিল পড়ার শব্দে শ্রী নারায়ন সরকার কে বা কাহারা ঢিল মারিতেছে তাহা অনুসন্ধানের জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে পর অতর্কিতে কিছু সংখ্যক দুস্কৃতকারী ধারালো অস্ত্রের দ্বারা তাহার উপর হামলা চালায় এবং তাহারা মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে ফলে শ্রী সরকার রক্তাক্ত জখম প্রাপ্ত হয়। আহত শ্রীনারায়ন সরকারকে চিকিৎসার জন্য জি, বি, হাসপাতালে প্রেরন করা হইলে রাস্তায়ই এই আঘাতজনিত কারনে তাহার মৃত্যু ঘটে।

ঘটনাটি দক্ষিন নারায়নপুর নিবাসী শ্রীযুবরাজ হালদারের অভিযোগমূলে এয়ারপোর্ট থানায়, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ৮(৮)৯১ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে। অভিযোগ দায়ের সময় শ্রী যুবরাজ হালদার থানায় জানায় যে দুস্কৃতকারীদের মধ্যে দক্ষিণ নারায়নপুর নিবাসী (১) সর্ব্বশ্রী কেশব সাহা (২) মটু ভট্টাচার্য্য (৩) পিন্টু ভট্টাচার্য্য (৪) বিশ্বনাথ সরকার এবং

(৫) গৌতম দেব ছিল বলে সে জানতে পারে। তদন্তকালে পুলিশ গত ১৬-৮-৯১ইং তারিখ রাত্রে উক্ত ঘটনায় জড়িত সংশ্রবে (১) কেশব সাহা (২) পিন্টু ভট্টাচার্য্য (৩) গৌতম দেব এবং (৪) বিশ্বনাথ সরকারকে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরন করে। বর্তমানে তাহারা সকলেই জেল হাজতে আছে। তদন্তে মৃত নারায়ন সরকার কং (আই) এবং বিবাদীগন সি. পি, আই, (এম) সমর্থক বলে জানতে পারা যায়। ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীদীপককুমার রায় (বড়জলা) :— পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনি ঘটনাস্থলে গেছেন, নারায়ন সরকারের বাড়ীতে গেছেন, আপনি জানাবেন কি যে, ঘটনায় যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়িকা গৌরী ভট্টাচার্য্যের ছেলে দেবাশিষ যার ডাক নাম দেবু, সে উপস্থিত থেকে ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করেছে। তা আপনি যখন যান এলাকায় দলমত নির্বিশেষে ছেলে মেয়ে মা বোন সবাই মিলিতভাবে এই অভিযোগ আপনার কাছে করেছিল এবং পুলিশ রিমাইণ্ডারে যে চারজন আসামীকে এয়ারপোর্ট থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয় তাদেরকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আসামীরাও স্বীকার করেছেন যে, আমাদের দলের নেতৃত্ব দেবাশিষ দিয়েছিল, আমরা বুঝতে পারিনি আমাদেরকে দিয়ে এইটা করিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল খগেন দাস যিনি প্রাক্তন মন্ত্রী ছিলেন তিনি আগরতলার জনৈক পুলিশ অফিসারকে ফোন করে জানান যে, রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর কত ঘটনাইতো হয়ে গেল আর আজকে একটা কেইসকে কেন্দ্র করে মানুষকে এইভাবে হয়রানী করা হচ্ছে, এইটা বেশী বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে, এইভাবে তো দিন যাবে না, আমাদেরও দিন আসবে। এই সমস্ত ঘটনা আপনার জানা আছে কিনা, যদি জানা না থাকে তাহলে অনুমান করে এই সব ক্রীমিন্যালদের শাস্তির উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন কি না এবং গৌরী ভট্টাচার্য্য-এর ছেলে দেবাশিষ কে গ্রেপ্তার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই ঘটনাটির আসল লক্ষ্য হচ্ছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করার জন্যই এই হত্যা কাণ্ড সংগঠিত করা হয়েছে। আমি বলেছি এই নারায়ন সরকার সে কংগ্রেসের একটিভ ওয়ার্কার ছিল এবং যেহেতু সে এলাকায় কংগ্রেসের সংগঠনকে শক্তিশালী করছিল সেই জন্যই তার মৃত্যু হয়েছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই হত্যা কাণ্ড এইটা আমি বলেছি এবং যারা হত্যা করেছে তারা সি. পি. এম-এর সমর্থক যাদের নাম

এখানে এসেছে এবং এই সঙ্গে ষড়যন্ত্রে কারা ছিল পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ষড়যন্ত্রে যাদেরকে পাওয়া যাবে পুলিশ সকলকে গ্রেপ্তার করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি না যে, নিহত নারায়ণ সরকার মারা যাওয়ার কয়েকদিন পূর্বে থানায় একটা এফ, আই, আর, করেছিল যে, তার উপর হামলা হতে পারে, তাকে প্রাণে মারার চেষ্টা নিতে পারে সেই মর্মে একটা এফ, আই, আর, করেছিল এবং সেই এফ, আই, আর, প্রাক্তন বিধায়িকা গৌরী ভট্টাচার্যের ছেলে দেবাশীষ ভট্টাচার্যের নাম স্পেসিফিক্ ভাবে এসেছে, সেই দুস্কৃতকারীকে অনতি বিলম্বে গ্রেপ্তার করা হবে কিনা এবং নিহত সরকারের পরিবারের সেই একমাত্র উপার্জনশীল যুবক ছিল কাজেই, তার পরিবারের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এইটা অত্যন্ত জঘন্য ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং আমি বলেছি যে, এইটা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরিতার্থ করার জন্য এই খুন করা হয়েছে এবং এখানে দেখেছেন যে ঢিল ছোড়া হয়েছে, ঢিল ছোড়ার উদ্দেশ্য ছিল তাকে যে কোন ভাবে ঘর থেকে বের করা এবং বের করে তারপর তাকে খুন করা। তাকে খুন করার জন্য দীর্ঘ দিনের যে একটা ষড়যন্ত্র বুঝা যায়। এর আগের দিন একটা ঘটনা হয়েছিল এবং সেখানে সেই ঘটনা পুলিশের কাছে তাকে খুন করার চেষ্টা হচ্ছে এই আশংকা করে একটা এফ, আই, আর দেওয়া হয় এবং পুলিশ সেই আসামীদের খোঁজাখোঁজি করেছিল, কিন্তু পারেনি এবং সেই কারণে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। তবু আমি বলছি উর্দ্ধতন পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে তদন্ত করার জন্য, যদি সেখানে পুলিশের কোন গাফিলতি থাকে নিশ্চয়ই সেটা দেখা হবে। স্যার, আমি আগেই বলেছি, এখানে দেবাশীষ সরকারের নাম আছে কি নাই সেটা তদন্তকারী অফিসারের কাছে সেই তথ্য দিতে বলা হয়েছে এবং নারায়ণ সরকারের স্ত্রীকে সরকারী চাকুরী এবং আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এবং নারায়ণ সরকারের স্ত্রীকে সরকারী চাকুরী এবং আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য বর্তমানে বাড়িতে নেই সে পলাতক এবং আমাদের আগরতলায় যে দুই নং

এম, এল. এ, হোটেল রয়েছে যেখানে আমাদের বিরোধী দলের মাননীয় বিধায়ক থাকেন সেখানে তাকে তারা আশ্রয় দিয়েছেন. এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে এই ধরণের রাজনৈতিক আশ্রয় তারা দিয়ে থাকেন সে সম্পর্কে আমার কাছে তথ্য রয়েছে।

LAYING OF PAPERS

Mr. Speaker :— Now, the question before the house — ' Laying of a copy of the Report of Inquiry by D.M. Sen Commission of Inquiry into the acts of violence and killing that took place in different parts of Tripura during the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Election 1990 together with a Memorandum of the action taken thereon as required under sub-section (4) of section 3 of the Commission of Inquiry Act. 1952."

Now, I would call on Hon'ble Chief Minister to lay the Report before the House.

Sri Sudhir Rn. Majumder (Chief Minister) : Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House "a copy of the Report of Inquiry by D.M. Sen Commission Inquiry into the acts of violence and killings that took place in different parts of Tripura during the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Election. 1990 together with a Memorandum of the action taken thereon as required under sub-section (4) of section of section 3 of of the Commission of Inquiry Act, 1952.

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) স্যার, এই রিপোর্ট টি একটি হোয়াইট ওয়াশ,— (গণ্ডগোল) আমরা এর প্রতিবাদে সভা থেকে ওয়াক আউট করেছি। (সকল বিরোধী সদস্যরা সভা থেকে ওয়াক আউট করেন]

LAYING OF REPLIES OF POSTPOND QUESTIONS ON THE TABLE

ANNEXURE C'

মি: স্পীকার:— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "লেয়িং অব. দি রিপ্লাইজ, অব্ দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চানস্"। বিধানসভার গত অধিবেশনে পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার- ২১৯, *৩২৩, *২৩৮, এবং পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার- ১ ? ৫, ১৬, ৪৭, ১০৭, ১৩৮, ১৪৩ ও ২৪ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমি এখন শ্রম ও কর্ম বিনিয়োগ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করেছি পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৯, ও আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার- ১, ৫, ১৬, এবং ৪৭ এর উত্তর পত্রগুলো সভার টেবিলে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Sri Aurun Kumar Kar Minister :— Mr Speaker Sir, I beg to lay a copy of replaes of the each of the Postponed Starred and unstarred questions Nos 219, 1, 5, 16, 47, on the Table of the House.

Mr. Speaker : - Now, I request the Hon'ble Minister—in-charge of the welfare of the Seneduled Tribes Department to lay the copies of the replies of the postpond Starred question No. 323 and 238 on the Table of the House.

Sri Drao Kumar Reang (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay the copies of replies of the postponed Starred question No. 323 and 238 on the Table of the House,

Mr, Speaker :— Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of public Works Department and Transport to iay the copies of replies of the postponed unstarred questions nos 107, 138 and 140 on the Table of the House.

Sri Samir Rn. Barman (Minister) :—Mr Speaker Sir, I bag to lay the copies of replies of the unstarred questions nos 107. 138, 140 on the Table of the House. (All the opposition Numbers entered the House).

মি: স্পীকার:— এখন আমি পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪-এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

Shri Birajit Singha (Minister) :— Mr, SPeaker Sir; I beg to iay a CoPy of replc of the Postpond question nuwber 24 on the tabl: Of the House.

PRESENTATION OF COMMITTEE REPORTS.

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "সিডিউল্ ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার কমিটির ষষ্ঠ রিপোর্ট (সিকস্থ রিপোর্ট) সভার সামনে উপস্থাপন। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (চেয়ারম্যান অব্ দি কমিটি অন ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল ট্রাইবস) মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই):— মিঃ স্পীকার স্যার, আই ব্যাগ টু লে এ কপি অব্ রিপোর্ট অব্ দি কমিটি অন্ ওয়েলফেয়ার অব্ সিডিউল ট্রাইব্স্ (সিকস্থ রিপোর্ট) অন্ দি টেবিল অব্ দি হাউস।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, — "গভর্নমেন্ট এ্যাসুরেন্স কমিটির অষ্টাদশ রিপোর্ট (এইটিথ রিপোর্ট) সভার সামনে উপস্থাপন"।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ (চেয়ারম্যান অব দি গভর্ণমেন্ট এ্যাসুরেন্স কমিটি) মহোদয়কে অনুরোধ করছি গভর্ণমেন্ট এ্যাসুরেন্স কমিটির অষ্টাদশ প্রতিবেদন সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীদীপক নাগ ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আই বেগ টু লে এ কপি অব রিপোর্ট অব দি কমিটি অব্ দি গভর্ণমেন্ট এ্যাসুরেন্স (এইটিথ রিপোর্ট) অন দি টেবিল অব্ দি হাউস।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা প্রতিবেদন দুটির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট থেকে প্রাপ্ত পিটিশানগুলো সভার সামনে পেশ করা। এই প্রসঙ্গে আমি সভাকে জানাচ্ছি যে, বিধানসভা অধিবেশনের তারিখ ঘোষনার পূর্ব্বে মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস এবং মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়, মুখ্য সচেতক মহোদয়ের নিকট থেকে সভার সামনে পেশ করার জন্য দুটি পিটিশানের নোটিশ পেয়েছি। এবং এই নোটিশ দুটি আমি সভার সামনে পেশ করার জন্য অনুমোদন দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস মহোদয়-এর পিটিশান সংক্রান্ত নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো,

'উদয়পুরের সাতারিয়া গ্রামে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করা সম্পর্কে।" সরকারী মুখ্য সচেতক মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয়ে- পিটিশান সংক্রান্ত নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো,

'গকুলপুর প্রধান সড়কের ব্রীজ হইতে সেরিকালচার পর্যন্ত যে রাস্তাটি আছে তাহা পূর্ত্ত বিভাগের নিকট হস্তান্তরিত করা সম্পর্কে।" এখন আমি বিধানসভার সচিব মহোদয়কে নির্দেশ দিচ্ছি পিটিশান দুটি বিধিবদ্ধ আকারে সভায় পেশ করার জন্য।

Mr. Secretary :— Mr. Speaker Sir, Under Rule 255 of the Rule of procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I have to report that a petition signed by Shri Ratan Chandra Debnath and other 92 persons of Sataria village duly counter signed by Shri Gopal Ch. Das M. L. A. regarding extension of electric line at Chataria village has been received by me. I lay the petition before the House.

Mr. Secretary :— (2) Under Rule 255 of the Rules of Procedure & Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly. I have to report that a petition signed by Shri Ashim Sen Gupta and 28 others duly countersigned by Shri Rasik Lal Roy, M. L. A. regarding handing over of the Road from Gokulpur wooden bridge to sericulture office, to P.W.D has been received by me. I lay the Petition before the House.

PREASNTATION OF PETITION

মিঃ স্পীকার :— আরও একটি পিটিশান সভায় পেশ করার জন্য আমি সর্বশ্রী মতিলাল সরকার, পূর্ণমোহন ত্রিপুরা, সুবোধচন্দ্র দাস, ফইজুর রহমান, চিত্তরঞ্জন সাহা, বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা এবং রুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়ের নিকট থেকে (যৌথভাবে) একটা নোটিশ পেয়েছি। আমি ঐ পিটিশানটি সভায় পেশ করার অনুমোদন দিয়েছি। পিটিশান সংক্রান্ত নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"বিধানসভার বিগত অধিবেশনের ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং এ,ডি,সি, এলাকায় ইনার লাইন পারমিট চালু করা সহ চারটি বিষয়ের উপর যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তাহা কার্য্যকরী করা সম্পর্কে।" যেহেতু নোটিশটি যৌথভাবে ৭(সাত) জন সদস্য দিয়েছেন তাই আমি প্রথম স্বাক্ষরকারী সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়কে ঐ পিটিশানটি সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :— Mr. Speaker Sir, In Pursuance of Rule 265 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly. I beg to present a petition signed by Shri Vivekanda Bhowmik and other 39 thousand people of Tripura regarding implementat ion of resolutation adopted in the Tripura Legislative Assembly on 1-2-91 regarding introduction of "Inner Line Permit" in A.D.C area and three others points.

SHORT DISCUSSION ON THE MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "সর্ট ডিস্‌কাশন্ অন্ দি মেটারস্ অব্ আর্জেন্ট পাব্লিক ইম্পরটেন্স"। আজকের কার্য্যসূচীতে ৩টি (তিন) সর্ট ডিস্‌কাশান নোটিশ আছে। নোটিশ তিনটির প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা, দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী এবং তৃতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়। প্রথম নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, —

"রাজ্যের জুমিয়া, দিনমজুর, ক্ষেত মজুর সহ সমগ্র শ্রমজীবি অংশের কাজ না থাকায় চরম খাদ্যাভাব সম্পর্কে।" এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা (আশারামবাড়ী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার কাজ ও খাদ্যের দাবীতে গন স্বাক্ষর পাঠিয়েছেন। স্বাধীনতার ৪৪ বছরেও আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কাজ ও খাদ্যের দাবীর জন্য আজকে আমাদের গন স্বাক্ষর করে দরখাস্ত করতে হচ্ছে। তার অর্থ হলো এই স্বাধীনতার ৪৪ বছরেও ব্যর্থতার যে পরিচয় দিয়েছেন, এবং কংগ্রেস টি. ইউ. জে. এস, জোট সরকার আসার পর থেকে, তারা আসছে কোথা থেকে? নারী ধর্ষন, খুন, সন্ত্রাস আরও অন্যান্য যে, সমস্ত অপকর্ম আছে সেটা থেকে। মনুষ্য হিসাবে স্বীকার করা যায় না। এরা এই ধরণের বিচিত্র লোক, কাজেই এই দিক থেকে উনারা বিভিন্ন ভাবে উত্তেজিত হয়ে আছেন। রাজ্যে জুমিয়া, দিন মজুর, ক্ষেত মজুর সহ সমস্ত শ্রমজীবি মানুষের কাজ না থাকায় চরম খাদ্যাভাব সম্পর্কে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যদি আমরা দেখ তাহলে পরে দেখবেন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কি রকম খাদ্যাভাব। ধর্মনগর থেকে আরম্ভ করে সাব্রুম পর্যান্ত যদি আমরা দেখি তাহলে পরে দেখবেন, ধর্মনগরে প্রথম যান, ধর্মনগর থেকে শুরু করেন তাহলে পরে দেখবেন সেখানে জরথাংবাড়ী, খাংগাংবাড়ী ও জারুলছড়া এই রকম বহু জায়গায় হালাম উপজাতিরা খাদ্যাভাবে এলাকা ছেড়ে মেঘালয়ে চলে গেছেন। বহু হালাম উপজাতি পরিবার ঐ এলাকা ছেড়ে মেঘালয়ে চলে গিয়েছে, আজকে সেটা একটা ইতিহাস হয়ে গিয়েছে, কারণ, কাজের সন্ধানেই তাদের সেখানে যেতে হয়েছে। এছাড়াও সেই এলাকায় অনেক লোক খাদ্যাভাবে আছে, তার কোন সীমা সংখ্যা নাই, বিশেষ করে সেগুলি হল আজকে অনাহারের এরিয়া, যেমন দামছড়ার আর, এ, কর একটা অংশ, বিশেষ করে শিবনগর পাড়ার ২৫টি পরিবার, চৌকিদার পাড়ার ৩১টি পরিবার, পিপড়াছড়া গাঁওসভার রজনীপাড়ার ১২টি পরিবার, সদাইরাম পাড়ার ১৬টি পরিবার, তীর্থরাম পাড়ার ১৪টি পরিবার, ডালিং পাড়ার ৭টি পরিবার, মহেন্দ্র পাড়ার ১৩টি পরিবার এই এলাকার মধ্যেই পড়েছে। তাই বলা যায় যে ত্রিপুরা রাজ্যে যখনই কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে, তখনই এই রাজ্যে অনাহারে মানুষের মৃত্যু হয়, অনাহার মৃত্যুর মিছিল শুরু হয়, এই হল কংগ্রেস রাজ্যের ইতিহাস কাজেই, সেদিক থেকে কোথায় কোথায় কিভাবে

মৃত্যু ঘটেছে, বিশেষ করে ছামনু ব্লক এলাকার মধ্যেই ২২ জন শিশু মারা গিয়েছে। এক পাড়াতেই ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে, পেটের দায়ে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়েই ঐ ৩১ জনের মৃত্যু ঘটেছে, এটা মাইধর গাঁওসভার পঞ্চায়েতের সচিব তার রিপোর্টে স্বীকার করছেন। নাথিমনু পঞ্চায়েতের ধর্ম রোয়াজা পাড়াতেই ১২ জনের মৃত্যু ঘটেছে যে ৩১ জন মারা গিয়েছে, তাদের মধ্যে ২২ জনেরই বয়স ১০ বৎসরের নীচে। সরকার থেকে কাজ দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু কোথায় কোথায় কাজ দিলে মানুষের অনাহারে মৃত্যু হয় না, তার দিকে কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় না. সেখানকার পঞ্চায়েত সচিব পূর্ণধন রিয়াং সেই মৃত লোকদের তালিকা সংঙ্গে নিয়ে উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে তার রিপোর্টে মন্তব্য করেছেন। এভাবে নাথি মনু রোয়াজা পাড়াতে ১২ই জুলাই, ৯১ ইং পর্য্যন্ত মৃত্যু হয়েছে মোট ৩১ জনের। এছাড়া ধর্মনগর, নবীনচড়া থেকেও আর মৃত্যুর খবর আসছে। কাজেই এটা কি সরকার এর ব্যর্থার পরিচয় নয়? স্যার, আমরা জানি যে এই কংগ্রেস টি. ইউ. জে. এস জোট, এটা হচ্ছে মিথ্যা কথা বলার জোট। ওরা খুন করে আমদের মার্কসবাদীদের উপর চাপিয়ে দেয়। এটা আপনারা মনে রাখবেন যে যারা এই রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারে না, যারা সাধারণ মানুষের বাঁচার অধিকার কে ঠিক ঠিক ভাবে রক্ষা করতে পারে না, তাদের এই রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নাই। তাই, আজকে তারা শুধু আমাদের মা বোনদের উপর গন ধর্ষন করে চলেছে, খুন করে চলেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনিও এটার থেকে রেহাই পাবেন না, শুধু আপনি কেন, এখানে যে মন্ত্রীরা আছেন, তাদেরও তো মা বোন আছে, কাজেই সরকারের যে চরিত্র, তার থেকে এটা বুঝা যায় যে তাদের মা বোনেরাও এক দিন না, এক দিন গন ধর্ষনের শিকার হবেন। তাই, আমি এই সরকারকে হুসিয়ার করে দিতে চাই যে মানুষের বাঁচার যে অধিকার আছে, তার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করবেন না। সারা বিশ্ব আজকে এই জোট সরকারের কুকীর্ত্তি সম্পর্কে সব কিছু জেনে, গেছে, তাদের দুর্নাম আজ সাড়া ভরতে ছড়িয়ে পড়েছে। স্যার, আমি এতক্ষণ যে সব এলাকার কথা বললাম শুধু সেগুলিই নয়, সেই দক্ষিণের সাব্রুম শহরে যান – সাব্রুম মহকুমার রেশন দোকানগুলি একনাগে বন্ধ হয়ে আছে, রেশন ডীলারদের বক্তব্য হল যে দিন রেশন এসে পৌছবে, সেদিনই রেশন তুলতে হবে, অন্যথায় রেশন পাওয়া যাবে না। সেই মহকুমার ২৯৭টা পরিবার মধ্য ১০০ পরিবার তাদের রেশন কার্ড গ্রাম্য মহাজনদের কাছে মাত্র ২৫ টাকায় এক মাসের জন্য বিক্রি করে দিয়েছে। এই হল সেখানকার অবস্থা। কেন না বাজার থেকে চাউল কেনা ত দূরের কথা, রেশন দোকান থেকে চাউল আনবার পয়সাও তাদের নাই। আজকে বাজারে তো চাউলের কে, জি হয়ে গেছে ৮ থেকে ৯ টাকা!

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :— সরকারী সাহায্য ২০ টাকার বেশী দেওয়া হয় না। তাও এই সাহায্য চেয়ারম্যানদের লোকেরাই পায়। সাধারণ দিন মজুররা চেয়ারম্যানের আক্রমণের চাপে চুপ করে থাকে। ঐ খেদাছড়াতে মানুষ না খেয়ে অর্ধাহারে আছে। চেয়ারম্যানদের বাহিনীকে সাহায্য দিতে দিতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেস (ই) সদস্য অঞ্জু মগের এলাকায় সেখানে চাউল কেরোসিন নিয়ে দুর্নিতী হচ্ছে। যে দুর্নিতী করছে সে হলো অঞ্জু মগের ডান হাত। কবে চিনি আসে, কেরোসিন আসে কেউ বলতে পারে না। এস, আর ই পির টাকা চেয়ারম্যানের লোকেরাই পান। তারপর আসুন সোনামুড়ার সেখানে জগতরামপুর এ, ডি, সির ভিতরের লোক অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। কোন কাজ নেই। বামফ্রন্টের আমলে প্রচুর কাজ ছিল। বিগত ২৮শে জুন তারিখে আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে ডেপুটেশন দিয়েছি। বি, ডি, ওরা আমাদেরকে বলেছেন ৫০ হাজার টাকার এসটিমেট করেছি কাজ করার জন্য কিন্তু টাকা স্যাংনশন হয়ে আসছে না। নারিকেল বাগান করে সেখানে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এই জুট সরকার কিছুই করছে না। একটা পরিবারকেও পুনর্ব্বাসন দিচ্ছে না। বামফ্রন্টের আমলে কাজ ও খাদ্যের দাবীতে আমরা আন্দোলন করেছি এখন কোন কাজ হচ্ছে না। কলকারখানায় কোন কাজ হচ্ছে না। আমি সেই দিন খোয়াই পিডাবলুটির এস, ডি, ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আপনারা কাজ দেন না কেন ? আমাকে বললো সরকার টাকা দিচ্ছে না। কি করে কাজ করব। তাহলে টাকা কোথায় যায়। মন্ত্রীদের পকেটে ? কিছু যায় লুটেপুটে খাওয়ার লোক যারা আছে তাদের দেওয়ার জন্য। আমি তাদের গুণ্ডা বলি না। ঐ সন্তোষমোহন দেবের আশীর্বাদ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার যে সন্ত্রাস চালাচ্ছেন, শিক্ষা দিচ্ছেন. তাদেরকে আমি দায়ী করব না। দায়ী করব, সুধীররঞ্জন মজুমদার, মুখ্যমন্ত্রীকে। মানুষকে অনাহারে, অর্ধাহারে রেখে, খুন করে ত্রিপুরা রাজ্যকে সন্ত্রাস কবলিত রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তার জন্য ফল পাবেন, অপসারণ হবেন। স্যার, ৪৪ বছর পরেও আজকে এইভাবে খাদ্যের জন্য কথা বলতে হচ্ছে যার জন্য আমি দুঃখিত। স্যার, যারা সরকারে বসে আছেন তাঁদেরকে আমি বলতে চাই, আগামী দিনের মানুষ তাদের অধিকার রক্ষা করার জন্য. আজকে আপনারা যারা প্রশাসন চালাতে গিয়ে যে সব গুণ্ডা মস্তানদের পালছেন, তারাই আপনাদের সাজা দেবে, তার সময় ঘনিয়ে এসেছে। স্যার, আমি এখানে আমার বক্তব্য উপস্থিত করছি এজন্য, সারা ভারতের মানুষ জানতে পারে, সারা ত্রিপুরার মানুষ যাতে জানতে পারে এখানে কি হচ্ছে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী দীনেশ দেববর্মা।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা (সালেমা) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্ম্মা এখানে যে আলোচনা এনেছেন আমি তার সমর্থনে কয়েকটি বক্তব্য বলতে চাই। কারণ, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিশেষ করে পাহাড় এলাকায় খাদ্যাভাব কিরকম প্রকট আকার ধারণ করেছে এবং বাধ্য হচ্ছে, সন্তান বিক্রী করতে, থালা-ঘটি-বাটি এমনকি সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক দিয়েও কোন রকমে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারেছে না। স্যার, আজ প্রায় সাড়ে তিন বছর হয়েছে জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছে। কাজ বন্ধ। অর্থনৈতিক অবরোধ যাকে আমরা বলি, এই অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ দূরের কথা সামান্য কাজ করে খেয়ে থাকার সুযোগ নেই। স্যার, আমি এখানে কতকগুলি গ্রামের নাম বলছি। পরে আমি আমার বক্তব্য রাখব। ধর্মনগরের, জলদা, আনন্দবাজার, দামছড়া, খেদারছড়া, অছিরামপাড়া,- মনু-চৈলেংটা প্রভৃতি অঞ্চলে খাদ্যাভাব চলছে। বামফ্রন্টের আমলে কিছু মাটওয়াল টিনের ঘর করে দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘরের টিন, দরজা-জানালা সমস্ত বিক্রী করেও তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারছে না। বাধ্য হয়ে রেশন কার্ড বন্ধক দিচ্ছে। কাজেই এই অবস্থা শুধু ধর্মনগরে নয়; কৈলাসহরেও একই অবস্থা। একই অবস্থা, কমলপুর গণ্ডাছড়া, অমরপুর সহ সমগ্র ত্রিপুরায়। কৈলাসহরের মাছলীথুম, গোবিন্দবাড়ী, থালছড়া, নাতিনমনু, ঈশানরায় পাড়া, লবন ছড়া, উত্তর সংতরাই, ধুমাছড়া, করাতিছড়া, ঘাঘাছড়া এই সব এলাকায় ভয়াবহ খাদ্যের অভাব চলছে। স্যার, কমলপুরের সানিরায় রোযাজা পাড়া, বলরাম পাড়া, হিচুংছড়া, শিবু চক, বাচ্চামুড়া গঙ্গানগর, কর্ণমুনি পাড়া, তৈতেয়া, শিকারী বাড়ী, (মাইক্রোয়ের) লাপু-শ্রীরামপুর এর নিকটবর্তী গ্রাম বা গাঁও সভার লোকরা বাংলাদেশের খাসিয়া কলোনীতে অল্প টাকায় প্রত্যেক দিন ২০০, ২৫০, ৩০০ লোক কাজ করে। এই হচ্ছে অবস্থা। গণ্ডছড়ার রাইস্যাবাড়ী, বোয়াল খালি, রতননগর; জগবন্ধ এই সমস্ত জায়গায় খাদ্যাভাবে মানুষ হাহাকার করছে।

অমরপুর, রাং কাং. করবুক, পূর্ব মানিক্য দেওয়ান, পশ্চিম মানিক্য দেওয়ান, তৈডু ও অম্পি। সেখানকার উপজাতি বাশের কুড়ুল এক বোঝা এনে বিক্রি করেও এক কে. জি. চাউলের ব্যবস্থা করতে পারে না। সাব্রুম-শিলাছড়ি, টাকাতুলসী, সাগুরোম, বাঘমারা, গার্দাং, বগাড়ডতল এই সমস্ত পার্বত্য এলাকার এক দিকে যেমন জুমের ফসল হয়নি অন্য দিকে সেখানে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। উদয়পুর-উত্তর দেবতা মুড়া, ধুমতলী, মির্জা। খোয়াই—ময়দান বাড়ী, তুকচায়া,

তুইচিংড্রান, কাকড়াছড়া, নুনাছড়া, টংবাড়ী, এই সমস্ত জায়গাতে খাদ্যের কোন ব্যবস্থা নাই। মানুষ সেখানে হা'হাকার করছে। বিলোনীয়া- মনু কোয়াই ফাং ইত্যাদি জায়গাতে যে ভাব খাদ্যা ভাব চলছে, তাতে মানুষের অত্যন্ত সঙ্গীন অবস্থা। সোনামুড়া—মোহনভুগ ইতবান্দল, তাকছাপাড়া, এই সমস্ত জায়গাতে মানুষ খাদ্যের জন্য হাহাকার করছে। মিঃ স্পীকার স্যার, এই কথা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে এটা কমিউনিষ্টের কথা নয়, কংগ্রেসের কথা নয়, টি.ইউ.জে. এস-এর কথা নয়। উপজাতিদের মধ্যে কংগ্রেস থাকতে পারে, কমিউনিষ্ট থাকতে পারে, টি.ইউ.জে. এস থাকতে পারে। সেটা কোন কথা নয়। আজকে পাহাড়ী অঞ্চলগুলিতে সমস্ত উপজাতিদের ঘরে কোন খাদ্য নাই। এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পর পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দিয়ে মনোনয়ন দিয়ে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছেন। কিছু কাজ যে যায় না তা নয়। সেখানে বলার কোন সুযোগ নেই। কারণ এটা তাদের দলীয় ব্যাপার। মানুষের কাছে যা শুনি তাহলো- ৩০০ ম্যান ডেইজের কাজ যদি যায় সেখানে ৫০ ম্যান ডেইজ কাজ করিয়ে বাকী টাকা তাদের মনোনীত চেয়ারম্যানরা আত্মসাৎ করেন। রেশন দোকানগুলির অবস্থা আরও ভয়াবহ। যদি ২০ বস্তা চাউল রেশন দোকানের জন্য মঞ্জুর করা হয়, সেই চাউল রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করতে করতে জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় মাত্র ৩/৪ বস্তা চাউল। চাউল এসেছে শুনে মানুষ ১৬/১৭ মাইল দূর থেকে রেশনে এসে তার চাউল পায় না। তাদেরকে বলা হয় যে চাউল নেই শেষ হয়ে গিয়েছে। তারা যদি প্রতিবাদ করে যে-গতকালই মাত্র চাউল এসেছে, আর আজকে চাউল নেই। তাদেরকে বলা হয়-ভালোয় ভালোয় চলে যাও। না হলে খবর আছে। কি খবর আছে? এটা স্যার সারা ত্রিপুরা রাজ্য জুড়ে একটা রেওয়াজ যে 'খবর আছে'। আমি মাননীয় সরকারের নিকট দিন মজুর, ক্ষেত মজুর, জুমিয়াদের পক্ষ থেকে অনুরোধ করছি এই অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন। কারন, আজকে যে খাদ্য ভাব চলছে, জুমিয়ারা জুম করতে পারছে না। শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ জুমিয়া জুম করতে পারছে না। তারা পাড়া ছেড়ে খাদ্যের সন্ধানে অন্যত্র যেতে বাধ্য হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ আমি দুইটা জাগয়ার কথা বলেছি-শ্রীরাপুর, লাবু পেড় কি. মি. রমধ্যে দুইটা জায়গা আছে। সেখানে কোন কাজ নেই। সেখানে উন্নয়ন কমিটি আছে কিন্তু খাদ্য নেই।

আমি একনি যে জায়গা দুটির কথা বললাম সেখানে কাজ নেই, উন্নয়ন কমিটি আছে। সেখানে খাদ্য নেই। সেখানে রেশনের দোকানে গেলে বলে রেশন শেষ হয়ে গেছে। চিনি এবং কেরোসিন তৈল এটা তো আশাই করা যায় না, ১২ টাকা, ১৪ টাকা ডিজেল বিক্রি হচ্ছে। কেরোসিন

তৈল বিক্রি হচ্ছে। এই সমস্ত তথ্য জানার জন্য মাননীয় সরকার বাহাদুরের কি কোন লোক নেই? চিনি, উপজাতিরা খুব কম খায় কিন্তু চিনি কোথায় যায়? শোনা যায় চিনি এসেছে কিন্তু দুই এক দিন পর চিনিরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এই সমস্ত এলাকার বাঙালী, পাহাড়ী গরীব অংশের মানুষ তাদের জীবনে জীবিকা একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে দাঁড়িয়েছে। কাজেই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব আমি যে সমস্ত গ্রামের কথা বলছি আপনি অনুসন্ধান করে দেখুন সেই সমস্ত গ্রামের মানুষ কাজ পায় কিনা, খাদ্য পায় কিনা, রেশন পায় কিনা এবং রেশনের চাউল পায় কিনা এইগুলি একটু অনুসন্ধান করে তার প্রতিকার করার জন্য আবেদন রাখছি। কারণ এইভাবে মানুষ চলতে পারে না। আমাদের সংবিধানের অধিকার হচ্ছে খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান কিন্তু আজকে সেই অধিকারও তাদের থেকেও নেই। আমি বলছি তাদের জন্য কলোনী স্কীম করে টিনের চাল দিয়ে যে ঘর করে দেওয়া হয়েছিল সেই সমস্ত টিনের চাল তারা বিক্রি করে দিয়েছে। থালা বাসন, বাটি, ঘটি এমন কি হাঁস মুরগী পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছে। সে দিন আমি ইন্দুতে গিয়েছিলাম একজায়গায় বাঁশের কড়ুল অর্থাৎ ১০ ৭৫ কেজি হবে বিক্রি করে যদি ১০ টাকা অথবা ১২ টাকা পাওয়া যায় তাহলে সে কি করে জীবন রক্ষা করবে? কাজেই এই টাকা দিয়ে সে যে অন্ন চাউল কিনবে পাবে সেটাও এখন তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে বুঝতে হবে এখানে সরকার আছে কি নেই, যদি থাকে তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা কেন করা হল না। আমাদের বড় দাবী রয়েছে এই রাজনৈতিক অবস্থাটিকে ভাঙতে হবে। এ, ডি, সি এলাকার মধ্যে উপজাতি এবং অউপজাতি উভয় অংশের লোকজন আছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা ভাবল রেশন দিতাম, এই জোট সরকার এসেও কয়েক মাস দিয়েছিলেন। এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা বাকীতও ১টাকা ৮৫ পয়সায় রেশনে চাউল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম কিন্তু এটা এখন ঠিকভাবে পায় না। এই চাউলগুলি কি এখন আর কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আসে না কি ত্রিপুরা সরকার এটা বন্ধ করে দিয়েছেন? কারণ এখানে সেন্ট্রাল গো-ডাউন আছে এবং এফ.সি. আইয়ের গো-ডাউন আছে। এত বড় বড় গো-ডাউন থাকা সত্ত্বেও এখানে চাউল টিকে থাকে না।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পত্রিকায় ঘোষণা করে বিবৃতি দিয়েছেন বর্ষার আগে তিনটি এরিয়ার মধ্যে অনাহার চলছে সেখানে খাদ্য পাঠাবে, সেখানে কাজের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু সেখানে দৈনন্দিন যে খাওয়ার ব্যবস্থা, দৈনন্দিন যে রেশন দেওয়ার সুযোগ সেটা পর্যন্ত পাচ্ছে না। কাজেই এর জন্যই বলছি

এইখানে যে গভর্ণমেন্ট এইটা কার জন্য ? সেটা হচ্ছে যাদের মাথায় তেল আছে তার মাথায় আরো ভালভাবে তেল দাও, আরো সুন্দর করে সাজাও। আর যারা গরীব তারা আরও গরীব হয়ে মরুক। এই হচ্ছে এই সরকারের কার্যকলাপ। অতএব আমি এই ব্যবস্থা থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য ত্রিপুরার জনগনের পক্ষ থেকে আজকে আমি জোর দাবী করছি এই কাজগুলি করবেন কি করবেন না। মাননীয় মন্ত্রী উনার বক্তব্যে নিশ্চয়ই আশ্বাস দেবেন যে বাফার ষ্টক করবেন. ডাবল রেশন দেবেন, চিনি দেবেন, জুমিয়াদের জন্য লোন দেওয়া হবে, এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে বলে এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সারা রাজ্যে কাজের অভাব এবং খাদ্যের অভাব নিয়ে এখানে আলোচনা আনা হয়েছে। স্যার, ত্রিপুরায় যে অভাব এইটাকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং সমাধানের ক্ষেত্রে একটা সুষ্ঠু এবং গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তার কারণ হচ্ছে রাজ্যে যদি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকে তাহলে সামাজিক স্থিতি আসবে না। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা যদি না থাকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যেটা সেটাও নষ্ট হবে। আজকে আমাদের এই দৃষ্টিতে কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি যে এই রাজ্যে বরাবর খাদ্যের যে ঘাটতি সেটা গত কয়েক বৎসর ধরে দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। এইটা যদি চেক না দেওয়া যায় তাহলে পরে এইখানকার খাদ্যের অভাব কখনও কমবে না বরং বাড়তে থাকবে। আমাদের এখানে একটা সামাজিক সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে অনুপ্রবেশ। এই অনুপ্রবেশের ফলে আমরা যে পরিমানে খাদ্য বাড়াই তার চাইতে ৩ গুন অভাব বেড়ে যায়। যেহেতু সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা না যায় তাহলে সমস্যার সমাধান হবেনা। এইটা কমাতে হলে আমাদের প্রধান শর্ত হল ইকনোমিক গ্রোথ অর্থাৎ প্রডাকশান বাড়ানো, আর সামাজিক স্থিতিশীলতাকে রক্ষা করা বিশেষ করে আমাদের জনসংখ্যা। আমাদের এইখানে ঐতিহাসিক কারনে অনুপ্রবেশ হচ্ছে। এই সমস্যা আমাদের বেকারদের সামনে আসছে, আমাদের কৃষকদের সামনে আসছে, শ্রমিকদের সামনে আসছে। উৎপাদন যতই বাড়ু করা কেন আমাদের সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। আমাদের সরকার আসার পর উৎপাদন বেড়েছে। ১৯৮৮ সনে আমাদের উৎপাদন ছিল ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার মেট্রিকটন, ১৯৮৯ এ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিকটন, প্রায় ৫ লক্ষ মেট্রিক টনের মত হয়েছে।

মানে আমরা এই বছর ৫০ থেকে ৬০ হাজার মেট্রিক টন বৃদ্ধি করেছি, কিন্তু অন্যদিকে আমরা যদি জনসংখ্যাটা দেখি তাহলে গত দশ বছরে জন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫৯১ জন। আমাদের খাদ্যের বৃদ্ধি বছরে ২ হাজার কি ৪ হাজার কি ৪০ হাজার মেট্রিক টন বাড়ে, আর জন সংখ্যা যদি গড়পড়তা ধরা যায় তাহলে ৬০ হাজারের মত বৃদ্ধি পাচ্ছে. এই অবস্থাটা যদি চলতে থাকে তাহলে আমরা খাদ্যের উৎপাদন এতটা নিয়ে যেতে পারব না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে সমতল জমির পরিমান খুব কম, এখানে টিলা জমির পরিমান বেশী, যদি আমি ধরেও নি যে শুধু সমতল জমি না টিলা জমিকেও আমরা কাজে লাগাব, তাহলেও যেহেতু জমি সীমাবদ্ধ সেহেতু উৎপাদন বৃদ্ধির হারটারও একটা সীমাবদ্ধতা থাকবে। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমাদের সামাজিক যে স্থিতি-শীলতা এইটাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। স্যার, বামফ্রন্টের আমলে আমরা দেখছি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের কোন পরিকল্পনা ছিল না, তখন উৎপাদন বৃদ্ধির কোন সুযোগ ছিল না বা উৎপাদন বৃদ্ধি হয় এই রকম জাতের বিভিন্ন ধান নিয়ে আসা এইগুলি ছিল না। স্যার, আমাদের এখানে আমি দেখলাম ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল সবাই পেঁয়াজ খায়, অথচ এখানে পেঁয়াজ উৎপাদন হয়না, স্যার, সমতল জমিতে পেঁয়াজ উৎপাদন হয় অথচ গত ৪০, ৫০ বছর ধরে এই পেঁয়াজের উৎপাদন করার পরিকল্পনা কখনও কৃষি দপ্তর থেকে নেওয়া হয়নি। আমরা আসার পর এই জিনিষটা হাতে নিয়েছি, এই যে কাকরাই ছড়ার কথা বলছিলেন দীনেশ দেববর্মা, সেখানে গত বার দেখলাম ওদের উঠানের উপর বিরাট একটা পেঁয়াজের স্তুপ, আমি জিজ্ঞাসা করলাম এত পেঁয়াজ কোথা থেকে আসল, ওরা বলল, এখানেই উৎপাদন হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পাহাড় অঞ্চলে কোন দিনই উৎপাদন বৃদ্ধির কোন কর্মসূচী নেওয়া হয়নি, সেখানে একটাই করা হয়েছে তারা রেশন পায়, তারপর এস আর ই পি এবং এন আর ই পির কাজ করুক আর না করুক তারা টাকা পাবে কুপন পাবে, এইটা দিয়ে রেশন তুলতে পারবে। তখনকার নিয়ম ছিল বিমল সিন্হা মাননীয় ডেপুটি স্পীকার যাবেন সেখানে যারা আসবে তারা একটা করে কোপন পাবেন, যারা গেইট তৈরী করবেন তারা ৫টা করে কোপন পাবেন, আর যারা বাজন বাজাবে ২০টা করে কোপন পাবে, এইটা তখন করা হত, ঐভাবে তারা তখন রেশন পেত। এখন আমরা বলেছি এইভাবে হবে না, কারন এইটা করলে শ্রমশক্তিকে নষ্ট করা হয়, ঐ কাকড়াছড়াতে দেখুন না, এই শ্রমশক্তিকে কেন আমরা ব্যবহার করব না। তারপর আপনাদের বঙ্কুমোহন চৌধুরী "দৈনিক সংবাদে" নিয়শচই পড়ছেন, আমি স্বীকার করি খবংবর করা হয়নি, তাদের জন্য কিছুই করা হয়নি, কিন্তু তাদের ঘুম ভাঙ্গারগান শুরু

হয়ে গেছে এইটা আমার কথা নয় এইটা ঐ মোহন চৌধুরী আমকে বলেছেন, উনি অভিজ্ঞ লোক, আমি ও ওনাকে শ্রদ্ধা করি. আপনাদের খুব শ্রদ্ধা ভাজন, উনি আমার ঘরেই ছিলেন ওনার সামনেই সেখানকার লোকজন বলেছে যে আমরা নিজেরাই আমাদের নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করতে পারব, এই জিনিষটা আমরা জন্ম দিয়েছি। তারপর পূর্ব বাছাই বাড়ীর কথা বলেন অঘোর দেববর্মা, চীফ এগজিকিউটিভ মেম্বার ছিলেন, একদিন তার বাবা আমাকে একটা কফি দিয়ে বললেন এইটা তুমি নিয়ে যাও. আমি বললাম এইটাতো আপনারা করেননি। উনি বললেন আমি আমার ছেলেকেও বলছি এইটা তোমরা করনি. খুব খারাপ করেছ, এই জন্যই আমরা খুব নীচে ছিলাম। এর পরে সেখানে ফ্লু ইরিগেশান করেছিলাম তখন বিদ্যা দেববর্মাকে আমি অনুরোধ করছি যে, দয়া করে আমাদেরকে কাজ করতে দেবেন, তাহলে আমি এখানে ভাল একটা কাজ করে দিতে পারি, খাদ্যে স্বয়ংম্বর করে দিতে পারি এই অঞ্চলটাকে। তিনি বললেন করেন, আমি বললাম এ টি টি এফ. উনি বললেন, না চলবে। আমি দেখলাম ওনার কথাটা উনি রক্ষা করেছেন, আমার একটা ভয় ছিল এ টি টি এফ যদি আমার পাইপ অথবা কর্মচারীকেই যদি ধরে নিয়ে যায়। আমি খুব কৃতজ্ঞ যে এ টি টি এফকে উনি এখানে ব্যবহার করেননি। পরে দেখা গেল আমার কর্মসূচীকে যখন বাড়াতে শুরু করলাম তখন দেখা গেল এ টি টি এফকে সমান হারে নামাতে শুরু করল। মাখনবাবু নিশ্চয়ই জানেন আপনার জন্য আমার এই বাদলা বাড়ীতে জুমিয়া পুনর্বাসন হল না, আমি করতে পারলাম না. ওখানে চাঁদা নেওয়া হয় জুমিয়াদের থেকে। আমরা যখনই চাউল কিনার জন্য বা কাপড় কিনার জন্য টাকা দেই সেই রাত্রেই এ টি টি এফ গিয়ে চাঁদা তুলে নিয়ে আসে। তারপর চোরিংতে আমরা একটা কৃষিক্ষেত্রে একটা দিঘোলর যেটা আপনাদের আমলে খুব খারাপ অবস্থায় ছিল, এখন আমাদের হাতে আসার পর সেটা খুব ভাল অবস্থায় আছে। মাননীয় সদস্য আপনি জানেন এই যে মাখন চক্রবর্তী মহাশয় উনি নিজেই এ টি টি এফকে পাঠালেন চাঁদা তোলার জন্য, সমস্ত টাকাটা. যে টাকাটা তাদের জমা ছিল সেই টাকাটা আপনারা নিয়ে এসেছিলেন এবং নিয়ে এসে আপনাদের পার্টির কাণ্ড করলেন—

(গণ্ডগোল)

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :— (আশারামবাড়ী) :— স্যার, এই বক্তব্যটাকে উইথড্র করতে বলুন, উনি যে ইরিগেশানের ব্যবস্থাটা করে দিয়েছিলেন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে শ্রীবিদ্যাচন্দ্রদেববর্ম্মা পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, একটা সম্পূর্ণ সত্য তথ্য দিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী। আসলে এই সবে পেছনে রয়েছে বিরাট দুর্নীতি এবং এই দুর্নীতি করার লক্ষ্য টাকা মারার লক্ষ্য এইজন্য এই দুর্নীতি করেছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখন আমাদের সাথে কতগুলি প্রশ্ন রয়েছে গ্রামাঞ্চলে যেমনি আমাদের কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে তেমনি এই উৎপাদিত শষ্য শহরে বা বাইরে যাতে চলে আসতে না পারে এবং মিড্লম্যান বা ফড়িয়াদের হাতে সেটা চলে না যায় সেটা দেখতে হবে। কারণ এই উৎপাদিত শস্য শহরে এসে তারপর শহর থেকে কোথায় যে এরপর চলে যায় সেটা বলা মুস্কিল। কাজেই দেখতে হবে যাতে এইগুলি গ্রামেই থেকে যায়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা দেখেছি যে কাঞ্চনছড়া থেকে বাঁশ কেটে নিয়ে আসতে রাস্তার মধ্যে ফড়িয়ারা সেটা কিনে নেয় মাত্র ২০টা টাকা দিয়ে। আর সেই বাঁশ এরপর মাত্র এক কিলোমিটার দূরে তেলিয়ামুড়াতে এনে তারা ৮০-৯০ টাকায় বিক্রি করে। কোথায় বাঁশ কেটেছে তারপর সারাদিন ধরে এইগুলিকে টেনে নিয়ে আসে। এত পরিশ্রমে করে তারা পাবে মাত্র ২০ টাকা। আর ফড়িয়ারা সেই বাঁশ ২০ টাকা দিয়ে কিনে এনে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে এনে সেগুলিকে বিক্রি করে পাবে ৮০-৯০ টাকা।

শ্রীমাখন চক্রবর্তী :— (কল্যাণপুর) :— এখন তো দশ টাকাও পায় না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— হ্যা ঠিকই বলেছেন সে দামও এখন আর তারা পায় না। আমরা সরকারের এসে সেটা বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি। সেখানে কো-অপারেটিভ রয়েছে আমরা তাদের নির্দেশ দিয়েছি ওদের কাছ থেকে ছণ, বাঁশ ফুলের ঝাড়, ইত্যাদি ন্যায্য মূল্যে কিনে নিতে এবং এখন তারা তাই করছে। তাই এখন ওরা দাম পাচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্মা তিনি একটা কথা বলেছেন টি, ইউ, জে, এস; সম্পর্কে উনার কথাটা আমার খুবই ভাল লেগেছে তিনি বলেছেন যে, ট্রাইবেলরা যেগুলি খায় সেই তরিতরকারী বাজারে এনে বিক্রি করা বন্ধ করে দেওয়া হোক। এইটা বে-আইনী। এখনো বলছি যে এইসব কথা উয়িদ্ড্র করুন। তিনি বলেছেন যে, বাঁশের কুড়ুল কেন বাজারে বিক্রি করবে। এইটা বিক্রি করতে পারবে না। আরে, মাননীয় সদস্য উনি মাছ খান, মাংস খান, উনার এইগুলির দরকার নাই। কিন্তু আমরা তো এইগুলি খেয়ে অভ্যস্ত। নিশ্চয়ই আমরা বলব যে এই বাঁশের কুড়ুল বিক্রি হোক, এই যে শামুক বিক্রি হোক-এইটা আমরা খাব। কিন্তু উনারা বলছেন যে, এইটা বাজারে বিক্রি করতে পারবে না। এইটা বিক্রি বন্ধ করা হবে না। এবং তারা যাতে ন্যায্য দাম পায় সেটা আমাদের দেখতে হবে।

আর আপনাদের প্রধান ছিলেন ধীরেন্দ্র রিয়াং সারা বছরেই যার ঘরেখাদ্য ছিল না। আমরা এইবার পি,জিপি যে মাননীয় মন্ত্রী বীরজিত সিন্হা উনি একটি সুন্দর স্কীম এনেছিলেন।

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

এই বার মাননীয় মন্ত্রী বিরজীৎ সিন্‌হা একটি সুন্দর স্কীম হাতে নিয়েছেন। রাস্তা চলে গিয়েছে একেবারে শেষ প্রান্তে। আমি সেদিন গিয়েছিলাম। সি পি, এমের লোকেরা বলছে যে- আমরা সি, পি, এম, করব না। আমি বললাম সি, পি, এম, করুন না। আমরা তো রাস্তা করবই। সি, পি, এম, ছাড়তে হবে এই কথা বলি না। তারপর, জমি যা আছে সেটা আমরা ডেভলাপ করে দিয়েছি। প্রচুর বাগান হল। ৮ থেকে ৯টা বাঁধ দেওয়া হল। পি, জি, পির একটা লেইক্ থেকে আমাকে মাছ তুলে দেখাল। দুই বছরে ৫-১০ কে, জি, হয়ে গিয়েছে। বড় বড় মাছ। তারপর আমি বললাম যে হাঁসের ব্যবস্থা করে দেব। মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী বিল্লাল মিঞা হাঁস পাঠিয়েছেন। এখন সেগুলি ডিম দিচ্ছে। এই যে পূর্ব তৈছলং, উনি বলছেন যে সেখানে খাদ্য নেই। অসম্ভব কথা। উনি যান না। এখনতো হাঁটতে হবে না। এখন জীপ্ নিয়ে যেতে পারেন। এখন ১০ কি, মি, রাস্তা জীপে যেতে পারেন। এখানে এখন ভাল খাদ্য হয়। মাছ-মাংস-ডিমও আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনার বক্তব্য একটু সংক্ষিপ্ত করুন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সাধারনত ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশের বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকাগুলিতে এই সময়ে প্রতি বছর কিছু না কিছু খাদ্য সংকট হয়েই থাকে। কারন, পূর্বের উৎপাদিত শষ্য শেষ হয়ে যায়। নূতন শষ্য পেতে দেরী হয়। বর্তমানে জুমিয়াদের যে কৃষি পদ্ধতি রয়েছে তাতে কোন জুমিয়া খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে না। এই কারনেই তাদের অভাব শুরু হয়। আমি পুর্ণমোহন ত্রিপুরার এলাকাতে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গিয়েছিলাম। সেখানে তখন সমগ্র পাঁচটি গাঁওসভার মানুষ আমাকে বলেছিল তাদের ঘরে খাদ্য নেই। একমাত্র পূর্ণমোহন ত্রিপুরার এখানে আছে। জিজ্ঞেস করাতে বলল যে সব জমি পূর্ণবাবু কিনে নিচ্ছেন। যাইহোক্ এখন আমরা মানিক পুরে পাচটা পাওয়ার টিলার পাঠিয়েছি একদম প্রথম বছরেই। সেখানে পাম্প সেট এবং মাইনর ইরিগেশানের কাজও চলছে। খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে।

আমি যেটা বললাম যে খাদ্য উৎপাদনের সংগে সংগে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসবে। কিন্তু সামাজিক স্থিতিশীলতা একেতো নিয়ন্ত্রন করতে হবে। বেকারের সংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়ছে এখন যদি উৎপাদনের পরিমান কমে যায় তাহলে তো বেকারের সংখ্যা বাড়বেই। উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। এবং সংগে সংগে জনসংখ্যার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। ফলে বেকারের সংখ্যা অবশ্যই কমবে। এখন দেখতে হবে যাতে এইভাবে রাজ্যকে স্বয়ম্ভরতার দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। তা না হলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

এই যে আসামে উলফা' আন্দোলনের ফলে রেলে করে ত্রিপুরার জন্য খাদ্য-ফার্টিলাইজার ইত্যাদি আসতে পারছে না। এখন আবার শুনছি যে বড়ো আন্দোলন নাকি শুরু হচ্ছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— এই ধরণের যদি আসামে আন্দোলন হয়, তাহলে এখানে সব জিনিষের অভাব দেখা দেবে। আর উৎপাদন যদি বৃদ্ধি না হয় আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে একটা বিরাট রকমের অস্থিরতা সৃষ্টি হবে। এখানে যে ব্যবসা বানিজ্য সবই বাইরে থেকে, বাইরের জিনিষগুলি বাজারে বিক্রি করা হয়, এটা হচ্ছে আমাদের ব্যবসা। যারা বাইরের জিনিষ কিনছে ঐ যে, গ্রামের যারা রেডিও নিয়ে ঘোরাফেরা করেন, তাদের কি রেডিও কেনার ক্ষমতাআছে ক্ষমতা নেই। তাহলে কেন সে কিনছে, কারণ বাজারে বাইরের জিনিষ ছাড়া নাই, । যারা এখানে মটর সাইকেল নিয়ে যুবকরা ঘোরাফেরা করে তার কি সত্যি সত্যি ক্ষমতা আছে, ক্ষমতা নেই। তবু তাকে কিনতে হয়। কারণ,এখানে আমাদের নিজস্ব কোন বাজার নেই বাইরের জিনিষরই বাজার, এই কারণে দুর্ণীতি ঢুকছে অতএব আমাদের এখন দেখতে হবে যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। তারপর আপনাদের এ, টি, টি, এফ, এর যে কর্মকাণ্ড খুন হত্যা এটা করান। আপনারা যদি বলেন, রাজী থাকেন তাহলে যে সমস্ত জায়গার কথা বলেছেন আমরা এক মাসের মধ্যে সমাধান করে দিতে পারব। বলুন এখন আপনারা এ, টি, টি, এফ, আপনারা নিয়ন্ত্রন করবেন কিনা? কাজেই, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, অবশ্য আপনাদের উপর আমরা তাকিয়ে নেই, এখন আসাম রাইফেলস নামানো হয়েছে, গ্রেপ্তার হচ্ছে। অতএব আপনাদের যে উদ্দেশ্য এটা সফল হবে না। ত্রিপুরাকে আমরা খাদ্যে স্বয়ংভর করে ধীরে ধীরে নিয়ে আসছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার; মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা এখানে যে সর্ট ডিসকাশান এনেছেন খাদ্যাভাব সম্পর্কে এবং এটা দিতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন কতগুলি কাল্পনিক গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্যার, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী এখানে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন যে কংগ্রেস ও টি, ইউ জে, এস, সরকারের দুইটা পলেসি, একটা হচ্ছে খাদ্য ঘাটতি, সেই খাদ্য ঘাটতি কমাতে হবে। দ্বিতীয় পলেসি হচ্ছে যেটা আমরা করতে পারছি না, আমরা যাতে সব সময় কেনার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা খাদ্য দিতে পারি সেই জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। স্যার, সেই অনুসারে এই সরকার লিন পিরিয়ড যেটা সাবসিডিজ রেট-এ কতগুলি জিনিষ দেয়, বিশেষ

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

করে চাউল, কেরোসিন এবং লবণ ইত্যাদি এই সরকার লিন পিরিয়ডে এ, ডি, সি, এলাকাতে দেওয়া হয়। স্যার, বর্তমানে আমরা ডাবল রেশন দিতে পারছি না। সিংগেল রেশনই দিতে হচ্ছে, কারণ হচ্ছে এফ, সি, আই, রীতিমত খাদ্য দিতে পারছে না, এফ, সি, আই, সব সময় অসুবিধা বোধ করছে। তাদের লেবার স্ট্রাইক হচ্ছে।

সব সময় এফ, সি, আইতে একটা না একটা লেবার স্ট্রাইক হচ্ছে, যারজন্য আমাদের এখানে খাদ্য আসছে না। আবার যখন এখানে খাদ্য আসলো তো এখানকার যারা এফ, সি, আইর লেবার আছে, তারা স্ট্রাইক করে বসলো, ফলে যে খাদ্য আসলো, সেটাকে আন-লোডিং করা গেল না। কাজেই, এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে রাজ্য জুরে আমাদের যে ফেয়ার প্রাইস সপগুলি আছে, সেগুলিতে আমরা সময়মত খাদ্য পাঠাতে পারছি না, এটা শুধু যে বর্ষার কারনেই হচ্ছে, তা নয় এই সমস্ত কারণগুলির জন্য আমাদের অসুবিধা হচ্ছে. বর্তমানে আমরা হাণ্ড টু মাউথ অবস্থায় এসে পেঁাছেছি। তাই, এই অসুবিধা কাটিযে উঠার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য মন্ত্রীর সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি, ফেয়ার প্রাইস সপগুলির মাধ্যমে যাতে গ্রামাঞ্চলে খাদ্য বিশেষ করে পাহাড় অঞ্চলের মানুষদের কাছে খাদ্য পেঁাছানো যায় তার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই আমাদের সরকার করছে। কিছু দিন আগেও আমরা সবগুলি দপ্তরকে নিয়ে এই ব্যাপারে মিটিং করেছি, বিশেষ করে যে অঞ্চলে কাজ নাই, সেখানে কি করে কাজ দেওয়া যায়, তার সব কিছুই বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে কাজ দেওয়ার জন্য আমাদের হাতে দুটো স্কীম আছে, তার একটা হচ্ছে এস আর, ই, পি, আর একটা হচ্ছে জহর রোজগার যোজনা। এই বছরে এস আর, ই, পিতে যে বরাদ্দ করা হয়েছে, তার পরিমাণ হল ১২ কোটি টাকার মত। তারমধ্যে ৫ কোটি টাকা আর, ডিপার্টমেন্টের জন্য রেখে বাকী টাকাটা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হযেছে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে সব অঞ্চলে ট্রাইবেল পপুলেশান আছে, সেখানে যেন এই টাকাটা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ব্যয়িত করা হয়। আর, ডিপার্টমেন্ট এখন পর্যন্ত এস, আর ই, পিতে ৩০ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা খরচ করেছে তার ২২ লক্ষ ৮৯ হাজার শ্রম দিবস সৃষ্টি করার কথা আছে এর সাথে ২ হাজার ৬ শত মেট্রিকটন চাউল দেওয়া হবে। তাই, ৩১শে জুলাই পর্যন্ত তিন জেলাতে এস আর ই পিতে মোট ২ কোটি ৪৭লক্ষ ৩২ হাজার টাকা খরচ করেছে এবং তাতে ১১ লক্ষ ৬৯ হাজার শ্রম দিবস সৃষ্টি করা হয়েছে। আর জহর রোজগার যোজনায় ১ লক্ষ ৯৩ হাজার শ্রম দিবস সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজ নেই যে কথা

এখানে বলা হচ্ছে, তা আদৌ সত্য নয়, তাদের যত বেশী কাজ দেওয়া যায়, তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে দপ্তর গুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই, এসব কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার যে রাজনৈতিক অপকৌশমল, তা দিয়ে মানুষের উপকার করা যায় না, বরং তাদেরকে বিপদগামী করে তোলা যায়। স্যার, আমাদের কাছে খবর আছে যে যেখানে যেখানে এস, আর, ই, পিতে কাজ করানো হচ্ছে এবং তার জন্য যে প্রয়োজনীয় টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা পথি মধ্যেই এ, টি, টি, এফের দুষকৃতিকারীরা লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার —(মুখ্যমন্ত্রী):- কারণ হয়তো টাকা পাঠানো হবে কিনতু সেই টাকা এ টি, টি, এফের লোকেরা লুঠ করে নিয়ে যাবে। উনাদের সংগে এ, টি, টি, এফের সম্পর্ক রয়েছে। মাননীয় সদস্য বিমল সিংহা বলতে পারেন উনি কিভাবে এদেরকে পরিচালনা করছেন। উনাকে অনুরোধ করছি এই সমস্ত কাজ বন্ধ করার জন্য। আমি বলছি যে এফ, সি. আই, এর স্টট্রাইকের ফলে আমাদের স্টক ভাল করতে পারছি না। তব আমি বলছি কোন রেশনসোপে চাউল নেই এই অবস্থা বর্তমানে নেই। প্রত্যেকটা গোডাউনে চাউল রয়েছে। আমি মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করছি যে সরকার যে কর্মসুচী নিয়েছেন গ্রামাংঞ্চলে বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চলে খাদ্য ভাব দূর করার জন্য সেটাতে যেন তারা সহযোগিতা করেন। আতংক ছড়ান। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার —প্রথম নোটিশটির উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। আরেকটি শর্ট ডিসকাশনের উপর এখন আলোচনা হবে। এই নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী। উনাকে অনুরোধ করছি আলোচনা শুরু করার জন্য।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— (ঋষ্যমুখ):—মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, আমি আলোচনাটা এনেছি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর আগেও আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি সম্পর্কে এই বিধানসভায় বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। আজকে যারা এই মন্ত্রীসভায় আছেন তাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো জমি। আগরতলার মহারাজগনঞ্জ বাজার সব চেয়ে পুরোণো বাজার, বড় বাজার। তার উপর এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি শাসক দলকে অনুরোধ করছি তারা নিজেরা একটু চিন্তভাবনা করুন।

আমি মাননীয় শাসক দলে যারা আছেন তাদের কাছে অনুরোধ করব, নিজেদেরকে

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

একটু চিন্তা ভাবনা করার জন্য। কারণ, আপনারা সবাই একাজের সঙ্গে জড়িত নন। আপনারাও ব্যাপারটা দেখুন। বামফ্রন্টের আমলে মহারাজগঞ্জ বাজারে ক্ষুদ্র সব্জী ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করে মন্ত্রী জওহর সাহা, যিনি মন্ত্রী ছিলেন, এখন বরখাস্ত মন্ত্রী, একটু আগেও এখানে ছিলেন জানেন যে এটা আসবে তাই চলে গেছেন, তিনি জনৈক অমিত ঘোষ, তাকে মুখ্যমন্ত্রী আবার ভাল করে চেনেন, বিধু নন্দী এবং হারাধন সাহা তাদের কাছে ৩০টি ভিটি প্রতিটি ১০ হাজার টাকা করে বন্দোবস্ত দিয়েছেন। সেই জওহর সাহা আবার, সূর্যসেন মার্কেটে ৩টি ঘর প্রতিটি ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে অমিত ঘোষ, নরেন্দ্র সাহা ও সুশীল রায়কে বন্দোবস্ত দেন। উল্লেখ থাকে যে সেদিনই সূর্যসেন মার্কেটে ঐ তিনটি ঘর তখনকার রাজস্ব মন্ত্রী বিভু দেবীর নাম করে মন্ত্রী বীরজিৎ সিন্‌হা দেড় লক্ষ টাকার বিনিময়ে তিন জনকে বন্দোবস্ত দেন। ব্যাক-ডেটের স্বাক্ষরে তাদের বন্দোবস্তের কাজ দেওয়া হয়।

শ্রী বীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) ঃ স্যার, এখানে আমার কথার উল্লেখ করে যা বলা হয়েছে তা অসত্য। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- কোন কথা ?

শ্রী বীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) ঃ- পৌর সভার স্টল বিলি বন্টনের ব্যাপারে আমার নাম উল্লেখ করেছেন তা অসত্য। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এটা অ্যাকস পান্সড করা হউক।

(মাননীয় অধ্যক্ষের আসন গ্রহণ)

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কিছুক্ষণ আগে এখানে ছিলাম না। কিন্তু আমি শুনতে পেয়েছি, মাননীয় সদস্য আমার নাম করে বলেছেন স্টল বন্টন করতে গিয়ে আমি নাকি টাকা খেয়েছি। এটা মিথ্যা কথা। আমি মাননীয় সদস্যকে বলছি এখানে প্রমান দিতে হবে। নয়ত অ্যাকসপান্সড করা হউক।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ— আগে আমাকে বলতে দিন। পরে আপনারা বলতে পারবেন। আপনাদের চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করব।

শ্রী জওহর সাহা (মন্ত্রী) ঃ – আগে প্রমান করুন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার,—

শ্রী বিদ্যা দেববর্মা ঃ— এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না। আমাদের সময় দেওয়া হয় নি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ — আপনি বসুন। এইভাবে করলে আমি আলোচনা বন্ধ করে দেব।

আমি বলছি বিপ্লবাবু আপনি বসুন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে বলেছেন, এত লক্ষ টাকা মন্ত্রী নিয়েছেন সরাসরি মন্ত্রীকে বলছেন তার প্রমান তাঁকে দিতে বলুন। না দিতে পারলে এখনই অ্যাকসপাঞ্জড করুন।

মিঃ স্পীকার :— আমি আগেই বলেছি, উইদাউট গিভেন এনি পেপার কেহই কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবেন না। অভিযোগ থাকলে দিন, না হলে ইট উইল অ্যাক্সপাঞ্জড।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— স্যার, মহারাজগঞ্জ বাজারের পাশে পশু চিকিৎসালয়ের নিকট মিউনিসিপ্যালিটির একটি লাকড়ির শেড ছিল। সেটি জনৈক চন্দ্রমোহন বনিকের কাছে রাধিকা গুপ্ত, মধু দাস ৩ লক্ষ টাকা দিয়ে বিক্রী করে দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— আপনি রিটেন পড়ছেন। আপনার কাছে স্পেসিফিক পয়েন্ট থাকলে বলুন।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— স্যার, আমি রিটেন পড়ছি না। আমি পয়েন্টসগুলি দেখে নিচ্ছি।

স্যার, মহারাজগঞ্জ বাজারে যে লাকড়ি শেডটি আছে। সেখানে দীর্ঘ ৪০ বৎসরের কিছু বেশী সময় ধরে কিছু ব্যবসায়ী সেখানে ব্যবসা করছেন এবং এখনও তারা করছেন। সেখান থেকে লাকড়ি ব্যবসায়ীদেরকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে

শ্রী জওহর সাহা :- পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে কাল্পনিক কথা বলছেন। এটা প্রসিডিংস থেকে এ্যাক্সপাঞ্জড করা হোক।

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ এ্যাকসপাঞ্জড।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মহারাজগঞ্জ বাজারে সব্জি আড়তদারদের জন্য মিউনিসিপালিটির যে শেডটি আছ, সেই আড়তদারদের যেখানে তারা ভাড়াটিয়া হিসাবে আছেন, তাদেরকে স্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হবে বলে বলা হয়েছিল। সেখানে

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ এ্যাকসপাঞ্জড।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ এ্যাকসপাঞ্জড। আপনি এই ভাবে বললে আমি হোল স্টেটমেন্ট এ্যাকসপাঞ্জড করে দেব।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— স্যার, আপনি দিতে পারেন, আপনার ক্ষমতা আছে। আমাকেতো আলোচনা করতে হবে। আপনি এসেম্বলী কমিটি গঠন করুন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আরেকজন বরখাস্ত মন্ত্রী এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। এঁদের যদি সাহস থাকে তাহলে ওঁরা এসেম্বলী কমিটি গঠন করুন। ওঁদের যদি সাহস থাকে তাহলে হাইকোর্টের বিচার পতিকে দিয়ে তদন্ত

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

করান। এ কেস সংক্রান্ত যতগুলি তথ্য আছে, আমি একটার পর একটা তথ্য হাজির করব।

(ইন্টারাপশান)

মহারাজগঞ্জ বাজারে দুগ্ধ ব্যবসায়ীদের জন্য বামফ্রন্টের আমল থেকে যে শেডটি রয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার জনৈক সুজিত ঘোষের কাছে ৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সেটা বিক্রি করে দিয়েছেন। এবং তাকে বন্দোবস্তের কাগজপত্রও দেওয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী সুজিত ঘোষ আজকে কনস্ট্রাকশানের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। বর্ত্তমানে কোর্ট ইনজাংশান জারী করে সেখানে কনস্ট্রাকশানের কাজটি স্থগিত করে দিয়েছেন। মহারাজগঞ্জ বাজারে মাছের শেড-এর পশ্চিম দিকে ১৮টি অস্থায়ী ঘর রাষ্ট্রমন্ত্রী জওহর সাহা দৈনিক গন সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক গোপাল রায়ের মাধ্যমে ১.৮০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে স্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়েছেন। সেখানে এখন কনস্ট্রাকশানের কাজ চলছে। মহারাজগঞ্জ বাজারের পশ্চিম দিকে রাজার আমল থেকে যে পশুর ঘরটি ছিল, সেটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার স্বপন ঘোষ, প্রদীপ সাহা, দীপক সাহা, আরও কয়েক জনের কাছে ১৭ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছেন। উল্লেখ থাকে যে এই সমস্ত ল্যাণ্ড ডীলিং-এর কাগজপত্রও তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনিয়া) :—স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয়ের এই সমস্ত বক্তব্য মনগড়া। এগুলি প্রসিডিংস থেকে এ্যাকসপাঞ্জড করা হোক।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে মিথ্যা বিবৃতি দিচ্ছেন, এটা প্রসিডিংস থেকে বাতিল করা হউক।

(ইন্টারাপশান)

শ্রী দীপক রায় (বড়জলা) :— স্যার, মাননীয় সদস্যর বক্তব্যের কোন সত্যতা নাই। সবটা বক্তব্যই প্রসিডিংস থেকে এ্যাকসপাঞ্জড করা হোক।

(ইন্টারাপশান)

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) : স্যার আমি আপনার প্রটেকশান চাইছি স্যার, আমাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হোক।

শ্রী দীপক রায় :— স্যার, উনি এখানে অসত্য বক্তব্য রাখছেন, স্যার। উনারা যত মিথ্যা কথা এই পবিত্র বিধানসভায় এসে বলেন। উনার সবটা বক্তব্য বাতিল করা হোক, স্যার।

(ইন্টারাপশান)

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ— গলা চীৎকার না করে, ওঁদের যদি সাহস থাকে তাহলে এই বিধানসভা থেকে একটা সর্ব্বদলীয় কমিটি গঠন করা হোক, স্যার। গোলবাজার আছে এবং থাকবে। আর এই সব কাগজপত্রও কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আপনারা সংসদীয় কমিটি গঠন করুন।

শ্রী দীপক রায় ঃ— অসত্য প্রমানিত হলে আপনি পদত্যাগ করবেন কিনা ?

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ— হ্যা, পদত্যাগ করব। আপনারা সংসদীয় কমিটি গঠন করুন। আমি আমার কাগজপত্র নিয়ে হাজির হব। আর যদি প্রমানিত হয়, তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন কিনা ? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যদি সাহস থাকে তাহলে চ্যালেঞ্জ গ্রহন করুন।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার ঃ— সাইলেন্ট প্লীজ।

(গণ্ডগোল)

শ্রী বাদল চৌধুরী — স্যার, একটা তদন্ত কমিটি গঠন করুন।

(ভয়েসেস্ ফ্রমদি ট্রেজারী ব্যাঞ্চ — প্রমানিত হলে পদত্যাগ করবেন কিনা বলুন ?)

স্যার, আমি আমার কাগজপত্র নিয়ে হাজির হব এবং প্রমান করে দেব। ওরা জমির লক্ষ লক্ষ টাকা মেরেছেন ; সুধীর মজুমদারের সাহস থাকে চ্যালেঞ্জ করুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— সাইলেন্স প্লীজ। আপনাদের সর্ট নোটিশ ডিসকাশন আমি এলাউ করেছি তার মানে এই নয় যে আপনারা আলোচনা করতে গিয়ে এই ভাবে যদি সময় নষ্ট করতে থাকেন তাহলে আমি ৫ মিনিট অথবা ১০ মিনিট - এর জন্য হাউস মুলতবী ঘোষনা করতে বাধ্য হব।

(গণ্ডগোল)

মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী মন্ত্রীদের জড়িয়ে লেনদেন সংক্রান্ত যতটা উনি বলেছেন ততটা একস্‌পানজ্‌ করা হলো।

(গণ্ডগোল)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর) ঃ— স্যার, ৬ মাস পরে বিধানসভা বসেছে, তাও ৩ দিনের আলোচনা। ওরা হেঁটে করছে বাইরে গিয়ে বলুন। এইটা কি চলতে পারে ? পয়েন্ট অফ অর্ডার তুলতে দেবেন না। স্যার, আপনি বলুন আমরা কি পয়েন্ট অফ অর্ডার তুলতে পারবনা ?

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

মিঃ স্পীকার ঃ— নিশ্চয়ই পারবেন ।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— লিডারকে জিজ্ঞাসা করুন ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— শুনুন, শর্ট ডিস্কাশান যখন আমি অ্যালাউ করি, পার্লামেন্টারী প্রসিডিউরে আছে হোয়েন স্পীকার অ্যালাউ দি শর্ট ডিস্কাশান হি উইল কন্সাল্ট উইথ্ দি লিডার অফ দি হাউস। লিডার অফ দি হাউস উনি যদি সম্মত হন তাইলে সেট্রা আলোচনা হয়। দিস্ ইজ দি প্রসিডিউর। যেতেতু উনি সম্মত হয়েছেন আপনাদের যদি উনার সরকারের বিরুদ্ধে যদি কিছু বলার থাকে বলুন। উনি যদি রাজী না হতেন আমি বলতে পারতামনা।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, গুলবাজার সম্পর্কে কিছু অভিযোগ তোলা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনি আলোচনা করবেন? সময় বেশী দিতে পারবনা। ৫ মিনিট সময় দিতে পারি। আপনাদের আর একজন সদস্য বলার আছে শ্রী কেশব মজুমদার, তাহলে উনাকে কারটেইল করতে হবে। কারন সময় নেই। আরও একটা বিজনেস্ আছে। কেশব মজুমদারের নামের লিস্ট আমি পেয়েছি। এখন আপনি বলবেন নাকি কেশব মজুমদার বলবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) ঃ— আমি বলব। মাননীয় স্পীকার স্যার, মহারাজগঞ্জ বাজার ত্রিপুরার মধ্যে সবচেয়ে বড় বাজার। এই বাজারের জায়গা মিউনিসিপ্যালিটির এবং ত্রিপুরা সরকারের। সেই জায়গা বিক্রীর বন্দোবস্ত সব কিছু করার ক্ষেত্রেতে মিউনিসিপ্যালিটির এবং ত্রিপুরা সরকারের করতে হয়। আজকে সেই বাজারে যে কেউ যায় তাহলে কি দেখতে পায়? যে শেডগুলি কেনা হয়েছিল সেই শেডগুলি বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। আজকে সেখানে বাজারে যদি কেউ যায়, সেখানে কি দেখতে পায় যাদের জন্য সেড করা হয়েছিল সেই সেড গুলি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, গরুর খোয়ার করা হয়েছিল সেগুলিও বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, আগরতলা শহরের যাবতীয় তিল তিল খাস জমি সেটা আগে দখল করা হয়, গরীব মানুষ গুলিকে তাড়ানো হয়, তারপর সেটা বেচাবিক্রি করা হয়। এমন কি বিধবার জায়গা সেটাও দখল করা হয়। আগরতলার লোক জানে যে কালো টাকার জায়গা হচ্ছে সোনা আর জমি, অফুরন্ত কালো টাকা আগরতলা শহরে এসে ঢুকেছ সেই টাকা জমিতে যাচ্ছে। এখানে এক গণ্ডা জায়গার যা দাম তাতে আমার মনে হয় কলকাতা শহরের জমির দামও এখানে হার মানবে, সমস্ত রাজ্যের টাকা আগরতলায়

Expunged as order by the chair.

চলে এসেছে। আমি অনুরোধ করব, স্যার, আপনার মাধ্যমে যে এর তদন্ত করা হোক যে, কোন জমি কার হাতে ছিল কিভাবে সেই জমি হস্তান্তরিত করা হয়েছে, কি পদ্ধতিতে হস্তান্তর করা হয়েছে, এটা কি আইনী না বে-আইনী হস্তান্তর করা হয়েছে, একজন হাই-কোর্টের বিচারপতিকে দিয়ে তদন্ত করা হোক। স্যার, দালান তৈরী হয়ে যাচ্ছে, কেউ জানে না। তারপর দোতালা দালান হয়ে যাচ্ছে, কেউ জানে না, কারা করছে, কিভাবে করছে, কবে করছে এই জমি কি করে চলে গেল, কি করে তার ব্যক্তিগত মালিকানা চলে গেল সেটার তদন্ত করা হোক। চারপাশের দোকানদারদের কি অবস্থা, কেউ কথা বলতে পারে না মাডার গ্যাং সমস্ত দায়িত্ব হচ্ছে মাডার গ্যাং-এর হাতে, অস্বীকার করতে পারেন ওদের থেকেই এই খবর পাওয়া গেছে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার উনি এখানে যা বলছেন তার একটিও রেলিভেন্ট নয় কাজেই এইগুলিকে হাউসের প্রসিডিংস্ থেকে একস্‌পাঞ্জ করা হোক।

মিঃ স্পীকার ঃ— ইয়েস্- ইট ইজ্ নট্ রেলিভেন্ট- দিস্- শুড্ বি একস্‌পাঞ্জড্।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) ঃ— আপনি (মুখ্যমন্ত্রীকে) মুর্খের মত কথা বলবেন না।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— আপনি পাগলের মত কথা বলছেন।

(নেপথ্যে **শ্রী কেশব মজুমদার** ঃ -- আর আপনি ছাগলের মত কথা বলছেন।)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ -- আমাকে পাগল বলেছে গরু বলছে- এইটা আমার পক্ষে সম্মানের ব্যাপার।

এইসব ক্রিমিন্যাল রুলিং পার্টি আমাকে পাগল বলে সম্মানিত করেছে এইজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের পাগল বলছে, ছাগল বলছে, গরু বলছে এইটা আমাদের পক্ষে সম্মানের ব্যাপার। কিন্তু তাই বলে আমরা ক্রিমিন্যাল নয়। কিন্তু এরা সবাই ক্রিমিন্যাল।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ আপনি ক্রিমিনাল, আপনি খুন করেছেন, হাজার হাজার মানুষ আপনি খুন করেছেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা শান্ত হোন্, আমাকে সভার কাজ চালাতে দিন।

মাননীয় সদস্য শ্রী জহর সাহা।

শ্রী জহর সাহা : -- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় -- --

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারামবাড়ী) : স্যার, এইটা সমাজ বিরোধী, চরিত্রহীন, নারী ধর্ষণকারী, এদের ভাষণ আমরা শুনব না। আমরা তাই ওয়াক্ আউট করছি।

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(বিরোধী দলের সদস্যগণ সকলেই ওয়াক্ আউট করেন)

শ্রী জওহর সাহা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী কিছুক্ষণ আগে একটি স্বল্পকালীন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আলোচনা করতে চাইছিলেন যে "সম্প্রতি আগরতলা শহরে পৌরসভার খাস্ ও সরকারী জমি নিয়ে চরম দুর্নীতি সম্পর্কে।" আমি অবাক হয়ে যাই যে উনি কিছুক্ষণ আগে যে সমস্ত অসত্য তথ্য দিয়ে এই সভাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং যখন আজকে এক্ষনই উনি একটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে - তখনই উনি সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। একটা অজুহাতে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী স্বপ্নের রাজ্যে থেকে কল্পনা থেকে অভিযোগ তোলে ধরে এই সভায় বলেছি যে- উনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন পৌর সভার চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলররা সমবেতভাবে আগরতলা পৌরসভার অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা - গুলদাবার, বটতলা, মঠ চৌমুহনী, লেইক চৌমুহনী সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি উনাদের কিছু খুনে বাহিনী আছে এবং ক্যাডর বাহিনী আছে ওদের হাতে তোলে দিয়েছিলেন। শহরের ড্রেইন থেকে শুরু করে গাড়ী চলাচলের এবং মানুষ চলাচলের যে রাস্তা সেগুলিও তারা কখনো কখনো অর্থের বিনিময়ে তাদের পার্টির ক্যাডারদের হাতে তোলে দিয়েছিল। আর আমরা এই সরকারে আসার পর আগরতলা শহরের পৌরসভার সেই বে-আইনী কার্যকলাপগুলি বন্ধ করে দিয়েছি বলেই আজকে তাদের গাত্রদাহ শুরু হচ্ছে। তাই ওরা আমার গায়ে মিথ্যে কলংক লেপন করার চেষ্টা করছে।

যে সকল অভিযোগ, আমি বলছি যে, এই প্রস্তাবের উংথাপক হাউসে যদি তার এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ না করতে পারেন তাহলে এই পবিত্র বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করবেন কিনা এই চেলেঞ্জ আমি দিয়েছিলাম। আমি এখনও দিচ্ছি। যদি উনি একটিও অভিযোগের প্রমাণ দিতে পারেন যে কোথাও বে-আইনি কাজ করেছি বা টাকা নিয়েছি, জায়গা নিয়েছি, তাহলে আমি অবশ্যই পদত্যাগ করব। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এই চেলেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে চাই- উনি উনার এই অসত্য তথ্য দায়িত্ব নিয়ে প্রমাণ করুন। আর তা না হলে এই হাউস থেকে পদত্যাগ করুন। বরং আমি যেটার দায়িত্বে ছিলাম পৌরসভার কাজ চালানোর সময় সেটা যা দেখেছি ভারতবর্ষের কোথাও সেই ধরনের দৃষ্টান্ত নেই বলেই আমার ধারনা। আগরতলা শহরের ড্রেন পরিষ্কারের জন্য যে টাকা আসত সেই টাকা তৎকালীন কমিশনাররা এমনকি চেয়ারম্যানরা পর্যন্ত তুলে নিতেন। ডান হাতে-বাম হাতে টিপ্ সই দিয়ে সেই টাকার গোঁজামিল দিয়েছেন। এখনও সেই টাকার

Expunged as order by the chair.

হিসাব পাওয়া যায়নি। বার বার নোটিশ দেওয়া সত্বেও তারা সেই টাকার হিসাব দেন নাই। আমরা এই ব্যাপারে আইনজ্ঞের পরামর্শ নিয়েছিলাম এবং সম্ভবত আগরতলা পৌরসভা আইনের আশ্রয় নিবে। আমার দায়িত্বে থাকাকালীন আমার সুপারিশ ছিল-তাদের বিরুদ্ধে যাতে আইনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আগরতলা শহরকে জঞ্জালমুক্ত করার জন্য, হকার মুক্ত করার জন্য, গাড়ী ও মানুষ চলাচলের সুউপযোগি করে তুলার জন্য আগরতলা পৌরসভা এবং রাজ্য সরকার যৌথ ভাবে শহরকে পরিস্কার করে ছিলাম। আজকে যারা আগরতলা শহর সম্পর্কে মায়া কান্না করছে পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশী লোকদের আড়াই হাজার টাকা থেকে তিন হাজার টাকার বিণিময়ে তাদের ইউনিয়নের সদস্য বলে পরিচয় দিয়ে আবার নুতন করে তারা আগরতলা শহরের জায়গাগুলিকে বেদখল করেছে। আজকে যখন এই ব্যাপারে মোকাবিলা হচ্ছে তখন বিরোধীরা এই হাউস থেকে পালিয়ে গিয়েছে। সুতরাং আমি আপনার মাধ্যমে তাদেরকে এইটা আবার বলে দিতে চাই যে আগরতলা পৌরসভার অনেক সমস্যা রয়েছে। এখানে পানীয় জলের সমস্যা, এখানে লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সংগে সংগে শহরে যান জট ও ট্রাফিক সমস্যা ইত্যাদি অনেক সমস্যা রয়েছে। বরং এই সমস্ত সমস্যা থেকে আমরা যাতে পৌর-সভার মানুষকে মুক্ত করতে পারি তারজন্য রাজনৈতিক দৃষ্টিকোনের উর্ধে উঠে সবাইকে সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। এই জন্য সকলের কাছে সহযোগিতা কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : স্যার," আগরতলা পৌরসভার খাস জমি নিয়ে চরম দুর্নীতি সম্পর্কে" এই সম্পর্কে উনারা বললেন কি বললেন? স্পস্ট করে কিছু বললেন না। কে কত টাকা নিলেন? কি নিলেন? এই সমস্ত কথা এখানে আষাঢ়ে গল্পের মত জুড়ে দিলেন।

(এই সময় বিরোধী দলের সদস্যবৃন্দ সভায় ফিরে আসেন কিন্তু যদি একজন সদস্য যখন সভায় বক্তব্য রাখবেন তখন তাঁকে যথেষ্ট তথ্য দিয়ে বক্তব্য রাখতে হয়। অমুকে এত টাকা নিল-অমুকে এটা করল, এটা কোন বক্তব্য হয় না। যখন আমি একটা বক্তব্য রাখব আই মাস্ট গিভ প্রভু। টাকার কথা বললেন কিন্তু কোন প্রমাণও নেই। আর এটা নিয়ে তদন্ত করতে হবে? আর হাউস এগুলি শুনবে?

(বিরোধী সদস্যদের সভা কক্ষে প্রবেশ)

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

হাউসের মাননীয় সদস্যগন এটা একস্‌পেকটেড হবে ? স্যার, এইগুলি হতে পারে না। নিয়ম মাফিক বক্তব্য রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে বলতে হবে। যদি রেসপন্সিবিলিটি না থাকে তাহলে অযৌক্তিক কোন বক্তব্য এই হাউসে গ্রহণ যোগ্য হয় না। এইগুলি সমস্ত অসত্য এবং যখন কোন তথ্য না দেওয়া যায়, এইগুলি উদ্দেশ্যমুলক এবং রাজনৈতিক বদ উদ্দেশ্য আমি বলব এবং চরিত্র হননের একটি অপকৌশল মাত্র। স্যার, এখানে আগরতলা শহরের পৌরসভার খাস ও সরকারী জমি নিয়ে দুর্নীতির কথা সরকারের কাছে আজ পর্য্যন্ত কোন তথ্য নেই। আর এখানে যে তথ্য দেওয়া হল, সেটা কোন তথ্য না। আমি যদি বলি উনি এত কোটি টাকা মেরেছেন, এত লক্ষ টাকা মেরেছেন, এটা কি হল ? আমাকে যখন বলতে হবে উনি এত লক্ষ টাকা নিয়েছেন। আমাকে বলতে হবে যে অমুকভাবে আমার কাছে প্রমাণ রয়েছে এত টাকা নিয়েছে। আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা না বলতে পারব, এটা বলা উচিৎ কি, গ্রাহ্য হওয়া উচিৎ কিনা ? তদন্ত এর প্রশ্ন আসে না। আপনাদের কাছে যদি তথ্য থাকে তাহলে নিশ্চয় তদন্ত করা হবে পৌরসভার কি জমির উপর জবর দখল সরকারের নজরে এসেছে। জবর দখল বামফ্রন্ট আমলে হয়েছে। যে সমস্ত জমির কথা বলেছেন, উনাদের সময় থেকে জবর দখল হয়ে গেছে। স্যার, এই সম্পর্কে পৌরসভাকে অবহিত করা হয়েছে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এছাড়া তৌজির নীতি যদি সরকারের বিবেচনায় থেকে যায় এবং জবর দখল হয় কিন্তু জেনারেলি বেকার যুবকরা যদি করে, সেটা যদি অন্য কোন পারপাস না হয় তাহলে পৌরসভা সেটা বিচার করে দেখবেন।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখনে বলেছেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পৌরসভা থেকে ঘর এলট করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্য নয়। আমার কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে। আমি আপনরে কাছে দিতে পারি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : স্যার এটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার অর্ডার হয় না। সেটা উনাদের আমল থেকে হয়ে গেছে এই ধরণের। আমি এখানে তথ্য দিচ্ছি। স্যার, এই ব্যাপারে সরকারের বিবেচনায় আছে এবং অনেক বেকার যুবকদের দেওয়া সম্ভব হবে এবং এই বছরে আমরা সেটা দিতে পারব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— উল্লেখ পর্বের দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা এখানে শেষ হল। এখন, উল্লেখ পর্বের তৃতীয় বিষয়বস্তুটির উপর আলোচনা শুরু হয়ে এবং এটির নোটিশ দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয়। তাঁর নোটিশটির বিষয়বস্তু হল' রাজ্যের প্রধান চিকিৎস্যালয় জি, বি এবং ভি, এম এবং ক্যান্সার হাসপাতাল সহ সর্বত্র ওষধ, পথ্য ও চিকিৎসা সরঞ্জামের অপ্রতুলতা সম্পর্কে। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে তাঁর নোটিশটির বিষয়বস্তুর

ASSEMBLY PROCEEDING (20th August 1991)

উপর আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চোধুরী (ধনপুর): — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যের চিকিৎসালয়গুলিতে চিকিৎসা ব্যবস্থা যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার চিত্র এত অল্প সময়ের মধ্যে তুলে-ধরা সম্ভব নয়। এই আগরতলা শহর হচ্ছে এই রাজ্যের কেন্দ্র বিন্দু, এই শহরেই রাজ্যের দুটো বড় হাসপাতাল জি, বি এবং ভি, এম, রয়েছে আর ভি. এমে রয়েছে মাও শিশুদের কল্যানের যাবতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা। বেশ কিছু দিন আগে আমরা এই বিধানসভার বিধায়কদের একটা টীম সেটা দেখতে গিয়েছিলাম, ভি. এমের কি নিদারুন অবস্থা, বিভিন্ন সময়ে মায়েরা. শিশুরা অসুস্থা হয়ে এটাতে ভর্ত্তি হতে আসে, বিশেষ করে জটিলতর রোগীরাই এই দুটো হাসপাতালে ভর্ত্তি হতে আসে এবং তারা আসে দূরদূরান্তর থেকে, কেউ বা ধর্মনগর থেকে আর কেউ বা সাব্রুম থেকে। এই দূর দূরান্ত থেকে যারা চিকিৎস্যার জন্য এখানে আসে, তাদের অনেকই নিজেদের শেষ সম্বলটুকু পর্য্যন্ত বিক্রি করে চিকিৎস্যার জন্য আসে। রোগী নিয়ে এলো বটে কিন্তু সেই রোগীকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করানো এক সময় যদি বা ভর্ত্তি করানো গেল তো সেই রোগীর জন্য সীট পাওয়া গেল না রোগীকে ফ্লোরের মধ্যেই থাকতে হল। এখানেই শেষ নয়, হাসপাতাল থেকে যে সাধারণ ঔষধ রোগীদের দেওয়ার কথা, সেগুলিও দেওয়া হয় না, সেগুলিও রোগীকে হাসপাতালের বাইরের দোকান থেকে কিনে আনতে হয়, সেলাইন এটাতে বাইরের দোকান থেকে কিনে আনত হয়। এছাড়া অন্যান্য জীবনদায়ী যে ঔষধগুলি আছে সেগুলি তো রোগীদের কিনে দিতে হয়, আর তা না হলে চিকিৎস্যার জন্য হাসপাতালে এসে তাদের মৃত্যু অবধাবিত। তারপর, আমরা আরও লক্ষ্য করলাম যে রোগীরা যে বেডে শুয়ে আছে, সেই বেডগুলির অবস্থা কি? দেখে মনে হল সীটগুলি যেন বছর খানেক ধরে আর বদলানো হয়নি, অথচ সেই নুংরা বেডগুলিতে মায়েরা তাদের শিশুগুলিকে নিয়ে কোন ক্রমে শুয়ে আছে। আর যেগুলি ভাল দেখলাম সেগুলি তো রোগীনির বাড়ী থেকে এসেছে, না এনে উপায় নাই, কারণ,তারা যে চিকিৎস্যার জন্য হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছে। এই হাসপাতালে মায়েরা থাকবেন, শিশুরা থাকবেন, অথচ তাদের থাকার জন্য কোন রকম সুব্যবস্থা নেই, এটা ভাবতেও পারা যায় না। আজকে অবশ্য সেই ভি, এমের নতুন নামকরণ হয়েছে, ইন্দিরা মেমোরিয়েল হসপিটাল একটা বিরাট সাইন বোর্ড হাসপাতালের গায়ে ঝুলছে কিন্তু তার ভিতরের অবস্থাটা কি করুণ তা ভেবে আতংকে উঠতে হয়। এই ভি. এমেই একটা রক্তের ব্যাংক রয়েছে, অথচ রক্ত কালেকশানের কোন ব্যবস্থা সেখানে নেই। আগে একটা নিয়ম ছিল যে যদি কেউ রক্ত দিতো, তাকে ১০০ টাকা করে দেওয়া হত, এখন সেটাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই, মুমূর্ষ রোগীর জন্য রক্ত জোগার করতে হল রোগীনির গার্জিয়ানকে এক বোতল রক্তের জন্য কম করে ৩৫০/৪৫০ টাকা দিতে হবে, এমনও সময় হয় এক বোতল রক্তের জন্য ৬০০ টাকা পর্য্যান্ত দিতে হয়। যারা সিডিউল্ড কাষ্ট অথবা সিডিউলড ট্রাইবস পেসান্ট তাদের যদি কারো রক্তের প্রয়োজন হয়,

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

তাহলে তাদের জন্য যে দুটো করপোশোন আছে, সেগুলি থেকে রক্তের দাম বাবদ কিছু সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়। এই তফশীতি জাতি এবং তফশীলি উপজাতি রোগীদের দেখ ভাল করার জন্য সরকারী লোক জি, বি, এবং ভি. এমের রয়েছে এবং তাদের সেগুলির রিসিপ/শান কাউন্টারের পাশেই থাকার কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাউকে জিজ্ঞাসা করেও জানা যাবে না যে তফশীলি জাতি বা তফশীলি উপজাতি রোগীদের দেখ ভাল করার জন্য লোক কোথায় থাকে। অথবা কতজন তফশীলি জাতি বা তফশীলি উপজাতির রোগী বা রোগীনি হাসপাতালের চিকিৎস্যার জন্য ভর্ত্তি হয়েছে, তার হদিশ কেউ দিতে পারবে না। মোট কথায় যারা গরীব অসহায়, তাদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই এই হাসপাতালগুলিতে নেই, অবশ্য যাদের টাকার জোর আছে, তারা এখানে মোটামোটি ভাবে চিকিৎসিত হতে পারেন। যেমন দুই এক জনের নাম আমি এখানে উল্লেখ করতে পারি -বিশু দেববর্মা দুই সপ্তাহল হল সে ভর্ত্তি হয়েছে, তার কোন চিকিৎসাই হচ্ছে না তাকে দেখ ভাল করার জন্য বাড়ীর লোকও আসেনি।

বিষু দেববর্মা। তার বাবা বৃদ্ধ। মাও এসেছেন। জিজ্ঞাসা করে জানলাম ৭০০ টাকা খরচ হয়ে গেছে দিন মজুর। রোগীকে পথ্য খাওয়ানো যায় না। মিসাট কুমড়ার গেট, জলের মত ডাল। এই হচ্ছে রোগীদের পথ্য প্রাথমিক সর্ত হিসাবে একটা হাসপাতালের প্রাথমিক নিড হলো রোগীদেরবেড, মেডিসিন এবং ডায়েট। এই বিষু বাড়ীর থেকে যে পাছড়া পড়ে এসেছিল সেই দেখেছি তার পরণে। বেডগুলির কি অবস্থা? মেট্রেস ছিড়া অর্ধেকের বেশী তার মধ্যে কিছু নেই। ছাদর, বালিশ কিছু নেই। টি, বি. হাসপাতালে গিয়ে শুনলাম এই মিসাট কুমড়া আর গেট দেওয়া হচ্ছে। ডিম বনধ হয়েছে। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোন আমিষ খাদ্য খাওয়ানো হবে না। দুধ। ৬৬০ লিটার শুধু জি, বি হাসপাতালেই দরকার। কিন্তু সরবরাহ হচ্ছে মাত্র ১০৭ লিটার, ১০০/১২০ এই রকম। এই সরকারটা জানেন? কোন মানবিক চেতনা আছে তাদের যে মানুষের চিকিৎসা করতে হবে, মানুষকে চিকিৎসার সুযোগ দিতে হবে। যারা চিকিৎসিত হচ্ছে তারা তো ট্রাইবেল, ও, বি, সির লোক যারা শতকরা ৮৫ ভাগ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। সবচেয়ে গরীব অংশের মানুষ। বামফ্রন্ট সরকার কিছু কিছু কাজ করেছিল। মিটিং করে, কমিটি করে এক্সপার্ট দিয়ে ৫শো রকমের মেডিসিন কিনার ব্যবস্থা হয়েছিল সরকার থেকে কিনে সাহায্য করা হবে। এখন কোন মেডিসিন নেই। এখন মেডিসিন কেনা হয় না। বাইরে থেকে যে সমস্ত কোম্পানী আসছে তাদের সংগে কমিশনের ব্যবস্থা হচ্ছে, কারচুপি চলছে।

বাজার থেকে যে সমস্ত মেডিসিন কেনা হয়, এখন তা কোম্পানীর কমিশন নিয়ে গিফট নিয়ে। কি রকম কেনা হচ্ছে, এই দেখুন তার নমুনা? ক্যাপসুল-ক্যাপসুলের গায়ে লেখা আছে, ১৯৯১ এর ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত মেয়াদ। এখন চলছে, ১৯৯১ এর আগষ্ট মাস। খুলে দেখুন, কি অবস্থায় আছে' এই হচ্ছে অবস্থা। এই সমস্ত ঔষধ লক্ষ লক্ষ টাকার কেনা হচ্ছে। আজকে গ্রামের মানুষ কোন ঔষধ পাচ্ছে না।

না। আমি ষ্টোরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এখন ২০ পারসেন্ট ঔষধ কেনা হচ্ছে। এই ২০ পারসেন্টের ঔষধের মধ্যে কোন পারসেন্ট ঔষধই গ্রামে যাচ্ছে না। স্যার, উনারা ডায়েটের জন্য কোন চার্ট বদলান নি। বামফ্রন্ট থেকে যে চার্ট করা ছিল ডায়েটের জন্য তাই আছে। সে সময় ডায়েটের জন্য নির্দিষ্ট ছিল ১০ টাকা। সেটা ১৯৮৭ সাল। আজ ১৯৯১ সাল। এখন পর্য্যন্ত ডায়েটের কোন চেঞ্জ হয় নি। বামফ্রন্টের আমলে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়ে ১০ টাকা করা হয়েছিল। স্যার, এই ডায়েটের টাকা কোথায় যায়? এখানেও দুর্নীতি হচ্ছে। রোগী তার ডায়েট পাচ্ছে না। জি, বি, হাসপাতালে একটি রেষ্ট হাউস করা হয়েছিল গ্রামাঞ্চল থেকে রোগীর সঙ্গে যারা আসেন তাঁদের থাকার জন্য। এখন সেই রেষ্ট হাউস গুণ্ডাদের দখলে। তারা হাসপাতালের বারান্দায় কিংবা গাছ তলায় শুয়ে থাকার অধিকারও পায় না। তাহলে যাবে কোথায়? এ এক অসহায় অবস্থা চলছে। গ্রামে চিকিৎসা বন্ধ হয়ে গেছে। পি, এইচ, সি, বন্ধ হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে ডিসপেন্সারীগুলি। একমাত্র আগরতলা শহরের জি, বি, এবং ডি, এম, হাসপাতাল ভরসা ছিল। তাও আজকে অচল করে দিয়েছেন। কোনমানবতাবোধ নেই। গ্রাম থেকে মানুষ আসলে যে যত্ন নেওয়ার দরকার, সেই দায়িত্ব কারো নেই। সিডিউণ্ড কাষ্টস ওয়েল-ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট কিংবা সিডিউণ্ড ট্রাইবস ওয়েল-ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে কোন লোকই তাদের খোঁজ নেন না, কিংবা নেওয়ার যে ব্যবস্থা ছিল তা উঠে গেছে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের চিকিৎসার এই চলছে অবস্থা। কিছু কিছ জটিল রোগীকে আগে রেফার করা হয়। ডাক্তাররা বাধ্য হয়ে রেফার করতেন। বিশেষ করে কলিকাতার এস, এস কে, এম, হাসপাতালেই বেশী রেফার হত। কোন কোন সময় অন্য কোথাও। কিন্তু আজ গ্রামের একটি রোগীও রেফার হয়েছেন এমন তথ্য দিতে পারবেন এখানে? হ্যাঁ, ৫০ হাজার ১ লাখ টাকার কথা আমরা শুনি। মহারাণী বিভু কুমারী দেবীকে দেওয়া হয়েছিল। এরকম ২/৪ জনকে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু গ্রামের গরীব মানুষের চিকিৎসার কোন সুযোগ নেই। এই অবস্থায় তারা কোথায় যাবে? মৃত্যু ছাড়া তাদের আর কিছুই নেই। এই সব গরীব লোকদের আজকে চিকিৎসার নামে খুন করা হচ্ছে। ঔষধ বন্ধ করে দিয়ে চিকিৎসার সুযোগ বন্ধ করে দিয়ে খুন করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে, বাস্তব অবস্থা। এই অবস্থায় সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের ধিক্কার এসে গেছে। কাজে কাজেই আজকে এই সব কারনে এই সরকারকেই পদত্যাগ করতে হবে, করা উচিত। স্যার, চিকিৎসা হলেই মানুষ বাঁচতে পারে। এখানে একটা ক্যান্সার হাসপাতাল ছিল। সেখানে ১টি মেসিন ক্রয়ের কথা ছিল এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা যাতে বন্ধ না হয় সেজন্য এই ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য আলাদা বিদ্যুতের লাইন ব্যবস্থা করা হবে বলা হয়েছিল। কিন্তু আজকে ক্যান্সার হাসপাতালের কি অবস্থা? সেখানে ২০/১২ দিন মেসিনই চলে না। রে দেওয়া চলে না। ১/২/৩ মাস যাবৎ রোগী পড়ে আছে। কে দেখবে? দেখতে যাবার কেহ আছেন? কেহ গেছেন?

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

এই সমস্ত পরিস্থিতি তারা ক্রমে ক্রমে সারে তিন বছরের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে তারা সৃষ্টি করেছেন। স্যার, আরও বক্তা আছেন তাঁরাও ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালগুলির অবস্থা আরও বর্ণনা করবেন। আমি শুধু এইটুক্ বলতে চাই যে এই সরকার অত্যন্ত অমানবিক, নির্দয় এই রাজ্যের সিড্যুউল্ড কাস্ট, সিড্যুউল্ড ট্রাইবস এবং অন্যান্য দুর্বল অংশের মানুষের প্রতি। আজকে চিকিৎসার সুযোগ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের যে অসন্তোষ চিকিৎসার ব্যাপার নিয়ে সেটাকে আমি এই বিধানসভায় এনে হাজির করেছি। আজকে তাঁদের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই, তাঁদের পদত্যাগ করা উচিৎ। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী গোপালচন্দ্র দাস। মাননীয় সদস্যকে ৫ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারন, এই রাজ্যের মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন এখানে জড়িত। মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী মহোদয় এখানে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, তার সাথে সুর মিলিয়ে একথা বলতে চাই যে রাজ্যের হাসপাতাল গুলিকে আর আরোগ্য নিকেতন বলা যাবে না। গ্রামের লোক এইগুলিকে ঠাট্টা করে বলে যমালয়। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কাশীরামবাবু হাসপাতালগুলির দায়িত্ব নিয়ে এই রাজ্যের মানুষকে যমালয়ে পাঠানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। স্যার আজকে হাসপাতালগুলিতে চরম অব্যবস্থা চলছে। কোন ঔষধ পত্র পাওয়া যায় না, বেড নেই, বেড কভার নেই, ডেটল নেই, সিক্রেন নেই, ইনজেকশানের নিডল নেই, সিরিঞ্জ নেই। সেগুলি রোগীদেরকে বাইরে থেকে কিনে আনতে হয়। বেণ্ডেজ নেই, তুলো নেই। এমন একটা অবস্থার মধ্য দিয়ে হাসপাতালগুলি চলছে। বালিশ থাকে না। হাসপাতালে যে সমস্ত রোগীরা থাইসিস রোখে ভোগেন তাদের থুথু কফ ফেলবার জন্য কোন পাত্র নেই, যে সমস্ত রোগী বেড থেকে নামতে পারেন না, তাদের অন্য কোন প্যান নেই, প্রশ্রাবের জন্য ইউরিন পট দরকার, সেগুলি নেই। অপারেশন করার পর রোগীদেরকে আলাদা ঘরে রাখতে হয় যাতে ইনফেকশান না হয়, সেই সমস্ত ঘর নেই। এমনি অবস্থার মধ্য দিয়ে এই হাসপাতালগুলি চলছে।

স্যার, রোগীদের খাবারের কথা বলে লাভ নেই। হাসপাতালে আমিষ খাবার দেওয়া হয় না। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে সমস্ত প্রোটিন খাবার রোগীদেরকে দেওয়া হত সেগুলি এখন বন্ধ হয়ে গেছে। রোগীদেরকে এখন নিকৃষ্ট মানের খাবার দেওয়া হয় সেগুলি মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত নয়। স্যার, আমার সৌভাগ্যই হোক আর দুর্ভাগ্যই হোক মাঝে মাঝে রোগী নিয়ে আমাকে

হাসপাতালে যেতে হয়। আমি দেখি হাসপাতাল গুলিতে কি অব্যবস্থা চলছে। গরীব মানুষ দূর থেকে রোগী নিয়ে হাসপাতালে আসে। তারা খাওয়ার নিয়ে আসতে পারে না। বাধ্য হয়ে তাদেরকে এই সমস্ত নিকৃষ্ট মানের খাবার খেতে হয়। আমি দেখেছি বালতিতে করে এই সমস্ত খাবার শূকরকে খাওয়াবার জন্য নিয়ে যায়। শূকরের খাবার আজকে মানুষকে খেতে হচ্ছে। এমনি একটা পরিস্থিতি আজকে সৃষ্টি হয়েছে এই জোট সরকারের সারে তিন বৎসরের রাজত্বে। কোন সুস্থ মানুষ হাসপাতালে ঢুকতে পারে না। নাকে রুমাল দিয়ে ঢুকতে হয়। রোগীদেরকে কুকুর বিড়ালের সঙ্গে সহবাস করতে হচ্ছে। তারা একই থালায় খায়, একই বিছানায় রোগীদের সাথে ঘুমায়। এমনি একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে হাসপাতালগুলিতে।

স্যার, হাসপাতালের বেডগুলির কি অবস্থা? হাসপাতালের বেডে, পোকামাকর, আরশোলা, মাছি এবং মশার বাসা কিন্তু এই বেডের মধ্যে রোগীদের বসবাস করতে হয়। স্যার, বর্তমানে হাসপাতালের এমন অবস্থা হয়েছে এখন এটা নরকের চেয়েও বেশী। এইগুলি দেখার মত কেউ নেই। পায়খানা, প্রস্রাবগার নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল কারণ এইগুলি দেখলে আমাদের নরক যন্ত্রনার কথা মনে হয়। স্যার, হাসপাতালের পানীয় জলের কথা বলতে গেলে বলতে হয় সেখানে আইরন মিশ্রিত জল পাওয়া যায়। এবং সেই জলের মধ্যে কেচোও পাওয়া যায় এই সমস্ত জলই পেসেন্টদের খেতেহয়। স্যার, হাসপাতালগুলির ডাক্তার নার্সদের কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। পেশেন্ট পার্টি হাসপাতালে যখন গিয়ে ঔষধ চায় তখন হাসপাতালের ষ্টাফরা বলতে বাধ্য হোন যে হাসপাতালে ঔষধ নেই। পেসেন্ট পার্টির কথা বলছি না স্বাভাবিক কারণেই পেসেন্ট পার্টির রোগী যখন সিরিয়াস থাকে তখন প্রথমেই ডাক্তার এবং নার্সদের উপর আক্রমণ আসে। স্যার এই অবস্থায় আজকে ডাক্তার এবং নার্সরা লাঞ্ছিত হচ্ছেন। আজকে স্যার, সাড়ে তিন বছর ধরে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। স্যার, এই হাসপাতালগুলি আজকে সমাজ বিরোধীদের আড্ডা খানায় পরিনত হয়েছে। সেখানে রোগীনিদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নেই এবং তাদের রক্ষার জন্য সেখানে কোন ব্যবস্থা নেই। স্যার, আউট ডোরের কথা বলে লাভ নেই। সেখানে গেলে ডাক্তাররা দামী দামী ঔষধ লিখে দিয়ে পেসেন্টদের ছেড়ে দিচ্ছেন কারন হাসপাতাল থেকে কোন ঔষধই দেওয়া হচ্ছে না। এক্সরে প্লেইট নেই। এমনকি জরুরী অপারেশনের জন্য গ্যাসেরও কোন ব্যবস্থা নেই কারণ গ্যাসের সিলিণ্ডার দিনের পর দিন হাসপাতালে থাকে না। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের হাসপাতালগুলি চলছে। স্যার, উদয়পুরে একটা জেলা হাসপাতাল আছে। এই হাসপাতালে অপারেশন রুম আছে কিন্তু অপারেশনের জন্য কোন টেবিল নেই ফলে জেনারেল টেবিলের মধ্যে অপারেশন করতে হয়। ফলে ইনফেক্শনের সম্ভাবনা থাকে। এই হাসপাতালে ট্রলিরও কোন ব্যবস্থা নেই যার ফলে

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

অপারেশন হলে রোগীদের পাজা কোলে করে বেডে নিয়ে আসতে হয়। এই হাসপাতালে ও ৮টি নার্স এবং ৩টি এ্যাসিসটেন্টও নেই। এই সমস্ত ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি দিয়েছিলাম কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই চিঠির কোন রিপ্লাই পাই নি। স্যার, এখানে ব্লাড ব্যাংকও আছে কিন্তু ব্লাড প্রিজারভেশনের কোন ব্যবস্থা নেই। স্যার, ক্যানসার হাসপাতাল আগরতলায় আছে এখানে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যানসার পেসেন্টরা এসে ভর্ত্তি হন কিন্তু সেখানে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। এই হাসপাতালে রেও দিতে পারে না। ক্যানসার পেসেন্টদের জন্য যে কেমোথেরাপি দেওয়া হয় এই ঔষধের একটার দাম ৯০০ টাকা এবং এই ঔষধ আগরতলায় পাওয়া যায় না ক্যালকাটা থেকে আনতে হয়। স্যার, এই কেমো থেরাপির ঔষধ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। এই জীবনদায়ী এবং এবং অত্যাধিক দামের ঔষধ কিনে নেওয়া সম্ভব নয় সেই কারণেই দেখা যাচ্ছে এই কেনসার রোগীরা অকালেই প্রাণ হারাচ্ছেন। স্যার, এম্বুলেন্সের কথা কি বলব? আমাদের মন্ত্রী এম, এল, এ দের ভ্রমণের জন্য গাড়ীর অভাব হয় না কিন্তু রোগীদের জন্য এম্বুলেন্স পাওয়া যায় না।

স্যার, এখানে ডাক্তারদের অবস্থা কি? জরুরী প্রয়োজনে যখন ইমারজেন্সি থেকে ডাক্তার কল করতে হয় তখন গাড়ী পাওয়া যায়না, এক হয় ডাক্তারকে হেঁটে যেতে হয়, না হয় পেশেন্ট পার্টিকে স্কুটারে করে ডাক্তারকে আনতে হয়। আজকে এমন অবস্থা হয়েছে। আজকে ভি, এম হাসপাতালের অবস্থা কি? আজকে এটা মাতৃসদন না মাতৃনিধন, প্রসূতি নিধন বলা চলে। মারগর্ভে থেকে একটা শিশু যখন জন্মলাভ করে তখন সেই শিশুর প্রকৃতির আলো, আবহাওয়া পাওয়া দরকার। সেখানে সে পায়না যার ফলে সেখানে শিশু ইনফেক্শানে আক্রান্ত হয়। সেই জঞ্জালের মধ্যে থেকে শিশুটিকে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। এমনি অবস্থা হয়েছে সাড়ে তিনবৎসরে। আগরতলা টাউনে আজকে লক্ষ লক্ষ টাকা, কোটি টাকা খরচ করে নার্সিং হোম করা হচ্ছে। কয়েকজন অভিজ্ঞ ডাক্তার আমি সব ডাক্তারের কথা বলছিনা প্রাইভেট প্র্যাক্টিস্ করছেন। সেখানে কালো টাকায় নার্সিং হোম করছেন। সরকার এইসব কিছু দেখেও নীরব। অনেক ডাক্তার প্রাইভেট প্র্যাক্টিস্ও করছেন আবার নন্ প্র্যাক্টিসিং অ্যালাউন্সও নিচ্ছেন। আজকে এই অবস্থা। আজকে ১৯৯১-৯২ সনে মেডিকেল খাতে ২৮ কোটি ১৫লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ধরা হয়েছে বাজেটে। সেই টাকা কোথায় গেল মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কি? নাকি সেই টাকা মাননীয় মন্ত্রী নিজেই খেয়ে বসে আছেন। ডাক্তারবাবুরাও মানুষ। তাদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চয়ই দেখতে হবে। মান্ধাতা আমলের সেই সার্ভিস রুল আজও চলছে। তাদের অভাব অভিযোগ শোনার কেউ নেই। যার ফলে আজকে তারা আন্দোলনমুখী হয় উঠেছেন। এমনই অবস্থা হাসপাতালের। এই অবস্থাগুলি খতিয়ে দেখার জন্য বিভিন্ন সময়ে দাবী উঠেছে এই হাউসে একটা সর্ব্বদলীয় কমিটি করে তদন্ত করার জন্য, তদন্ত করে সেগুলি দেখার জন্য। কাজেই

ASSEMBLY PROCEEDINGS (20th August, 1991)

আমি আবার দাবী করব জনস্বার্থে একটা সর্ব্বদলীয় কমিটি করে তদন্ত করা হোক, তদন্ত করে দেখুন আজকে স্বাস্থ্য বিভাগের অবস্থা কোন্ জায়গায় পৌঁছেছে। আজকে শুধু এইটা আমাদের কথা নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষ এমনকি যারা কংগ্রেস সমর্থিত তারাও এই কথা বলছেন। সুতরাং আজকের যে প্রস্তাব, সেই আলোচনায় মাননীয় মন্ত্রী সেখানে উপযুক্ত তার জবাব দেবেন এবং তিনি যদি এর সুরাহা করতে না পারেন তার জন্য তিনি দায়ী থাকবেন এবং মন্ত্রীসভা থেকে পদ-ত্যাগ করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক কুমার রায়।

শ্রী দীপককুমার রায় (বড়জলা) ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে স্বাস্থ্য দপ্তরের উপর যে আলোচনা আনা হয়েছে সেই আলোচনায় অংশগ্রহন করে আমাকে প্রথমেই বলতে হয়, স্যার, আমরা যখন প্রথম ক্ষমতায় আসি তখন হাসপাতালগুলি নরকখানা হিসাবে পেয়েছি। সেই অবস্থার পরিবর্তন এই অল্প সময়ে করা সম্ভব নয়। আমি সংক্ষিপ্তভাবে এই ব্যাপারে ২ ১টা কথা বলব। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর আই, জি, এম, হাসপাতালে বিশেষ কয়টি ব্যবস্থা নিয়েছে যেগুলি আগে ছিলনা। আগে দেখেছি প্রসূতি মায়েরা যখন হাসপাতালে যেতেন তাদের একটা বেডে দুজনকে রাখা হত। এখন অ্যাকুষ্ট্রা লেবার রুম করা হয়েছে, সেখানে আধুনিকীকরন করা হয়েছে, পাশাপাশি গ্যাসের কোন ব্যবস্থা ছিলনা, কিন্তু সেখানে স্পেশিয়েলি গ্যাস লাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে বিশেষভাবে অপারেশন করা যায়। ওরা এইসব কথা বলেননি। তৎকালীন সময়ে যারা ছিলেন মন্ত্রীর সাঙ্গ-পাঙ্গ ২-১ জন, এই সমরবাবুর লোকজন ছিলেন তারাই এইসব অবস্থার সৃষ্টি করছে আজকে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য। জি, বি, হাসপাতালে যদি একটি পেশেন্ট মারা যায় বা জিরানীয়া হাসপাতালে একজন রোগী মারা যায় তাহলে পরে একটা অ্যাম্বুলেন্স জি, এম, হাসপাতালে, সেই অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে আনতে হয়। আমরা আরো সিদ্ধান্ত নিয়েছি জি, এম হাসপাতালের ডেভোলাপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে যে, একটা অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে দীর্ঘদিন এইভাবে চলতে পারে না। আরো একটি অ্যাম্বুলেন্সের জন্য আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন কিছুদিনের মধ্যে এই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্যার, ৪০ লক্ষ টাকা গ্রান্ট দেওয়া হয়েছে। যেটা নাকি বিশেষ যন্ত্রপাতি শিশুদের চিকিৎসার জন্য আরো ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেখানে একটা বিশেষ স্পেশিয়েল গ্রান্ট চাওয়া হয়েছে।

৪০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে যেটা নাকি শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা যাতে নেওয়া যায় তার জন্য কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য। এই সব কথা গুলিতো সমরবাবু বলেন নি, আসলে ওনারা যে অবস্থাটা সৃষ্টি করেছিলেন, চেয়েছিলেন হাসপাতালটাকে অচল করে দিয়ে রাজনীতি লুটার জন্য, এইটা হতে দেওয়া হবে না। বাস্তব কথা স্বীকার না করে এইভাবে জনসাধারনের সামনে শুধু এইটাকে নিয়ে যদি রাজনীতি

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

করা হয় তাহলে ভুল করা হবে। কাজেই আপনাদের যে প্রস্তাব এইটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি এবং এইটার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

শ্রী কাশিরাম রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই আলোচনার জন্য আমি আমার মাননীয় সদস্য এবং প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাই। তবে আমি আরও খুশি হতাম যদি তিনি সমালোচনার মাধ্যমে আমাদেরকে কয়েকটা সাজেশান দিতেন হেল্থ সার্ভিসকে আরও জন মুখি করেতোলার জন্য, যাতে প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা আরও সুযোগ দিতে পারি সেই রকম কোন সাজেশান যদি উনার বক্তব্যের মধ্যে পেতাম। উনার বক্তব্যের মধ্যে তাদের দলগত যে চরিত্র সেটাই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, সমালোচনা করার জন্যই উনি শুধু সমালোচনা করে গেছেন যে, সেটাআমার পূর্ব বক্তা এবং মাননীয় সদস্য দীপক রায় উল্লেখ করেছেন। মাননীয় সদস্য ব্লাড ব্যাংকের কথা বলেছেন, ব্লাড ব্যাংকে প্রচুর ব্লাড সরঞ্জাম আছে এবং এইটা আছে বলেই আমরা পারিনি সেটা করতে, সিষ্টেম যেটা ব্লাড ডোনারদের কাছ থেকে ব্লাড ক্রয় করার সেটাকে আমরা বন্ধ করে দিয়েছি, কারণ মেডিক্যাল অফিসার যারা আছেন তারা বলেছেন যে ব্লাড ডোনারদের যে রক্ত সেটা অত্যন্ত নিম্নমানের, সেই রক্ত দিয়ে রোগী ভাল হওয়ার চেয়ে খারাপ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী, তার জন্য আমরা ব্লাড ডোনারদের কাছ থেকে রক্ত কিনা বন্ধ করে দিয়েছি, যে পেসেন্ট পার্টি রক্ত দেবে সে যেই গ্রুফেরই হোক সেটা রিজার্ভ করে রাখা হবে এবং পেসেন্ট-এর যে গ্রুফ দরকার সেই গ্রুফ দেওয়া হবে। কাজেই আমরা তাদের পরামর্শ অনুযায়ী করেছি। আসলে উনাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার যে সুযোগ সেটা যাতে মানুষ পেতে পারে সেই পরিবেশ কোন হাসপাতালেই ছিল না, আজকে আমরা সেই রকম পরিবেশ সৃষ্টি করেছি, । উনারা শুধু ভোটের কথাই জানেন, ভোট দিয়ে পাশ করে, ক্ষমতা দখল করাই জানেন, কারণ তাদের নীতিতেই আছে প্রথমে পাওয়ার, তারপর দল, তারপর মানুষ, তারপর অন্য কিছু। আর আমাদের হলো ঠিক তার উল্টো, আমাদের প্রথমে মানুষ, তারপরে দেশ, তার পরে দল, সব শেষে ক্ষমতা। উনারা রাজনৈতিক স্বার্থে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটা কর্মীকে সেইভাবে ব্যবহার করেছেন। এখন তাদের সেই নিয়ম অমান্য করে আমরা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটা কর্মীকে তাদের কাজ করার পরিবেশ আমরা সৃষ্টি করতে চেয়েছি বলেই আমাদের সমালোচনা করেছেন। আমাদের প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী উনি খুব ভাল করেই জানেন যে, প্রত্যেকটা হাসপাতালের এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আপনারা যদি সত্যিকারের দৃষ্টি দিয়ে দেখেনতাহলে প্রমান পাবেন আমার কথাটা সত্যি কি না। তারপর এসটি এসসি ওয়েল ফেয়ারের টাকার কথা বলেছেন, প্রত্যেকটা হাসপাতালেই এস টি এস সিদের কর্মী

আছে এবং সেই ভাবেই খবর নিয়ে টাকার ব্যবস্থা করা হয়।

এবং রেফার কেইসে বলেছেন মানুষকে সবচেয়ে বেশী উপকৃত করেছেন। কিন্তু আমরা দেখলাম যে সবচেয়ে বেশী অরথোপ্যাডীর কেইস রেফার হচ্ছে। তাই আমরা আবার ডাক্তার এস, বি, দত্তকে ফিরিয়ে এনেছি। এবং সেই জন্য আপনাদেরই দলের নেতা শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে-' আমরা যেটা পারিনি এই জোট সরকার সেটা পেরেছে-ডাক্তার এস, বি, দত্তকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে।' কাজেই ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষ যাতে চিকিৎসার সুযোগ পান সে জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি।

আর প্রাইভেট প্র্যাক্টিসের কথা বলেছেন-সেটা আপনাদের সময়েও ছিল। আর প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারগুলিতে পায়খানা নেই সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রী গোপালবাবু বলেছেন। কিন্তু আগে কোন পি, এইচ, সি, তে কোন বাথরুম ছিল না। এইবার আমরা এসে প্রতিটি পি, এইচ, সি, তে বাথরুম করেছি। তবে এখনো অবশ্য সবগুলিতে করতে পারিনি। এখন আমরা এইটা করেছি যাতে রে রোগীরা সহজেই পায়খানায় যেতে পারেন। আর আগে তো পায়খানায় যেতে হলে রোগীকে প্রায় এক মাইল পথ হেটে যেতে হত। এক মাইল গিয়ে যদি রোগী পায়খানায় যেতে পারে তাহলে সে রোগীকে কিসের ? সেই হচ্ছে ওদের সময়ের অবস্থা।

আগে উদয়পুর ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে সার্জেন্ট বা এম, ডি, এর ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু আমরা আসার পরে সেখানে সাড়ে তিনশ'র উপরে এই উদয়পুর জেলা হাসপাতালে অপারেশন হয়েছে। গলস্টোন গলব্লাডার অপারেশন হয়েছে। কাজেই আজকে আপনারা শুধু সমালোচনার জন্য সমালোচনা করতে হবে তাই করছেন। কিন্তু এর দ্বারা স্বাস্থ্য দপ্তরের কোন উন্নয়ন হবে না। আমি আশা করেছিলাম কারন উনারা দীর্ঘদিন সরকারে ছিলেন এবং মাননীয় প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীসমর চৌধুরী উনি একজন বয়স্ক লোক-উনার কাছ থেকে অনেক সাজেস্‌শান পাব-সে জন্য আমি উৎসুক হয়ে ছিলাম। কিন্তু উনাদের কাছ থেকে সেটা কিছুই পেলাম না।

আজকে স্যার, হাসপাতালে কর্মীদের কি অসুবিধা রয়েছে, মেডিক্যাল স্টাফ্ যারা রয়েছেন তাদের কি অসুবিধা রয়েছে এবং সে অসুবিধাগুলি কিভাবে দূর করা যায় - সে জন্য আমরা আই, জি, এম, এবং জি, বি, হাসপাতালে সার্ভিস্ ডেভেলাপমেন্ট কমিটি করেছি। এবং তারা প্রতি দুই তিন মাস অন্তর মিটিং এ বসেন এবং রিপোর্ট পেশ করেন। এবং সে অনুযায়ী আমরা কাজ করছি।

তারপর স্যার, আই, জি, এম এবং জি, বি, হাসপাতালগুলির উন্নয়নের জন্য আমরা তদানিন্তন রাজীব গান্ধী সরকারের কাছে টাকা চেয়েছিলাম। এবং সেদিন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ত্রিনজন টাস্ক্

SHORT DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ফোর্সের মেম্বার পাঠিয়ে সেটা দেখে আমাদের এষ্টিমেট অনুযায়ী টাকা গ্র্যান্ট করেছিলেন এবং সে অনুসারে আমরা আই, জি, এমের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা এবং জি, বি, হাসপাতালের জন্য ৬০ লক্ষ টাকার বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি—কার্ডিও, ইকো-কার্ডিও গ্রাফ সহ আমরা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ইনষ্টল করতে পেরেছি। কাজেই আমাদের আজকে যে প্রচেষ্টা যে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে যাতে চিকিৎসার সুযোগ দিতে পারি-সে প্রচেষ্টাকে উনারা সহ্য করতে পারছেন না। তারজন্য আজকে এই সমালোচনা উনারা করছেন।

স্যার, জি, বি, তে আরো নতুন ও, টি, হচ্ছে কেজুয়েলিটি ওয়ার্ড হচ্ছে, তারপর পেড্রিওটিক সার্জারীর জন্য ও, টি, হচ্ছে আই, জি, এম, এ, নতুন লেবার রুম হচ্ছে, গ্যাস পাইপ লাইনের জন্য ব্যবস্থা করেছি। স্যার, এই তিন বৎসরে রুর‍্যাল হাসপাতালগুলি এবং সাব্-ডিভিসন্যাল হাসপাতালগুলিতে নতুন ৮টি এক্সরে মেসিন কিনে দিয়েছি + সেখানে গ্রামের মানুষ যাতে চিকিৎসার সুযোগ পেতে পারে এবং এই আই, জি, এম, এবং জি, বি, তে যাতে বেশী ভিড় না হয়।

কাজেই আজকে আমাদের এই যে, প্রচেষ্টা এইটা সুন্দর করে তোলে বিভিন্ন হাসপাতালের যে উন্নয়ন করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে সেটা আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন।

তারপর ক্যান্সার হাসপাতালের কথা বলছেন, ঔষধের কথা বলছেন। স্যার, ঔষধ আগে কেনা হত ৯৮ লক্ষ টাকার। আর আমরা আসার পরে সেটা বেড়ে হয়েছে সোয়া দুই কোটি টাকা। তবে আমাদের অ্যাপ্রুভড্ লিষ্টের সব ঔষধ আমরা কিনতে পারিনি এবং সাপ্লাই দিতে পারিনি।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (স্বাস্থ্যমন্ত্রী) :— প্রত্যেক তিন-চার মাস অন্তর অন্তর ঔষধ পাঠানো হয়। আই. জে. এম. এবং জি. বি. হাসপাতালের সুপারিনটেণ্ডদের ফিনান্সিয়াল পাওয়ার বাড়ানো হয়েছে ২৫ হাজার টাকা করে। যাতে ইমারজিন্সিতে প্রয়োজনীয় ঔষধ কিনতে পারেন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ভাষন শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই হাউস চলার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ইয়েস্।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (স্বাস্থ্যমন্ত্রী) : — আমরা বাড়িয়েছি এই কারনে যাতে আমাদের এপ্রুভ লিষ্টের বাইরে ইমারজিন্সিতে তারা কিনতে পারেন। কাজেই এগুলি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে রোগীদের ব্যাপারে এই সরকার যথেষ্ট সচেতন : কর্মচারীদের জন্য কমিটি করা হয়েছে। তাদের সুযোগ-সুবিধা দেখার জন্য। কর্মচারীদের মাধ্যমেই হাসপাতালগুলির কাজের পরিবেশ সুন্দর থাকবে এবং তাদের সার্ভিস আরও ভাল হবে। কাজেই আজকে আমার বিরোধী বন্ধুদের কাছে অনুরোধ যে বিশ্ব স্বাস্থ্য

সংস্থার- "২০০০ হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য"- এটাকে যদি স্বার্থক করতে হয় তাহলে আমাদের প্রত্যেকটি নাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে। গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরও বেশী সচেতন করতে হবে। এই ব্যাপারে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে। আপনাদের মাধ্যমে, বুদ্ধিজীবি, স্বাস্থ্যকর্মী প্রত্যেকের মাধ্যমেই হেলথ্ সার্ভিসকে আরোও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে স্বপ্ন ২০০০হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য সেটা বাস্তবায়িত হবে যদি সকলের সংগে আপনারাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। হেলথ্ যাতে গ্রামের মানুষের কাছে সঠিক ভাবে পেঁাছে দেওয়া যায় সেই ব্যাপারে আমরা আপনাদের কাছে সহযোগিতা কামনা করছি এবং এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- এই সভা আগামী ২১শে আগষ্ট, ১৯৯১ইং বুধবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—'A'

Admitted Starred Question NO. 20

Name of Member :— Shri Gouri Sankar Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state.-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য সহসাই রাজ্যের পঞ্চায়েত সমুহের নির্বাচন অনুষ্ঠান করার কথা সরকার বিবেচনা করছেন ?

প্রশ্ন

১। সত্য হইলে কবে নাগাদ তা অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

উত্তর

১। প্রশ্ন আসেনা।

PAPER LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

ANNEXURE—'A'

Admitted Starred Question NO. 27

Name of Member :— Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state.-

প্রশ্ন

১। পঞ্চায়েত দপ্তরে বর্তমানে মোট কতজন DRW fixed pay তে কতজন কর্মচারী নিয়োজিত আছেন ?

প্রশ্ন

২। তাদের চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভার কোন অনুমোদন ছিল কি ? ।

প্রশ্ন

৩। এই সমস্ত DRW fixed pay কর্মচারীদের চাকুরীতে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

১। পঞ্চায়েত দপ্তরে বর্তমানে মোট ১৬৬৬ জনকে DRW/contingent পদে এবং ৩৪ জনকে fixed pay তে নিয়োগ করা হয়েছে ।

উত্তর

২। DRW/contingent/fixed pay কর্মীদের নিযুক্তির ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের প্রয়োজন পড়ে না ।

উত্তর

৩। অনিয়মিত কর্মচারীদের স্থায়ী ভাবে নিয়োগের জন্য যে পরিমাণ টাকার দরকার তার প্রাপ্যতার উপর স্থায়ীভাবে নিযুক্তিকরন নির্ভর করে।

STARRED QUESTION NO. 44.

Name of the Member :- Shri Sukumar Barman,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Revenue Department be pleased to state :-

১) সোনামুড়া মহকুমায় গোমতী নদী পারাপারের জন্য মেলাঘর ব্লক কর্তৃক কোন জুরিন্দা নৌকা তৈরী করা হয়েছে কিনা হয়ে থাকলে তার জন্য কত টাকা ব্যয় করা হয়েছিল; এবং

২) বর্ত্তমান সময়ে ঐ নৌকা নিয়ে পারা পারের ব্যবস্থা চালু আছে কিনা ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Revenue Deptt :-Chief Minister

১) হ্যাঁ, ৫৪,৯৩০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

২) উক্ত নৌকা মোহনভোগ গাঁও পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

★ ★ প্রশ্ন

১। মেলাঘর ব্লক কর্তৃক N, R, E, P, বা জহর রোজগার যোজনার প্রকল্পে ঘ্রানতলী গাঁওসভা ও মেলাঘর সোনামুড়া মেইন রোড সংলগ্ন বটতলীতে গোমতী নদীর উপর কোন ঝুলন্ত সেতু তৈরী হয়েছে কিনা,

২। হয়ে থাকলে, তার ব্যয়ের পরিমাণ কত,

৩। বর্ত্তমানে উক্ত সেতু দিয়ে লোক চলাচল করতে পারে কিনা ?

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Name of the Minister :- Sri Birajit Sinha.

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর—

মেলাঘর ব্লক কর্তৃক জহর রোজগার যোজনা প্রকল্পে ঘ্রানতলী গাঁওসভা ও মেলাঘর সোনামুড়া মেইন রোড সংলগ্ন বটতলীতে গোমতী নদীর উপর একটি ঝুলন্ত সেতু তৈরী করা হয়েছিল।

২নং প্রশ্নের উত্তর :—

উক্ত সেতুর ব্যয়ের পরিমান ছিল ২৪,৬৪৫ টাকা।

৩নং প্রশ্নের উত্তর :—

বর্ত্তমানে উক্ত সেতু দিয়ে লোক চলাচল করতে পারে না, কারন উক্ত সেতুটির প্রভূত ক্ষতি সাধন হওয়ায় লোক চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

— : —

Admitted Starred question No. 92.

Name of Member : Shri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Co-operative Department be pleased to state.

QUESTION

১) ইহা কি সত্য যে গ্রামীন ব্যাঙ্ক এলাকাধীন গাঁও পঞ্চায়েত গুলির I. R. D. P. র জন্য চিহ্নিত বিভিন্ন ব্যক্তি বর্গকে Tripura State Cooperative Bank এবং বিভিন্ন প্র্যাক্স ও LAMPS এবং co-op. Bank এর মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার কথা ছিল ?

২) যদি সত্য হইয়া থাকে তাহলে গত বৎসর সমস্ত চিহ্নিত ব্যক্তি বর্গগন ঋণ পাইয়াছে কি না ?

ANSWER

(Minister in charge of the cop. Deptt.)

১) Tripura state co-cpeative Bank এর এলাকাধীন বিভিন্ন PACS ও LAMPS ব্যতিত কোন ব্যক্তিকে সরাসরি I. R. D. P. ঋণ কোঃ অপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রদান করে না। গ্রামীন ব্যাঙ্কের এলাকাধীন পঞ্চায়েতগুলির চিহ্নিত ব্যক্তি বর্গকে I. R. D. P. ঋণ দেওয়ার দায়ীত্ব Tripura State Co-op. Bank এর নয়। তথাপি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অক্ষমতার জন্য অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে SLCC-র নির্দেশ ক্রমে ক্ষমতা অনুসারে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক উক্ত কোন কোন এলাকায় IRDP এর জন্য চিহ্নিত ব্যক্তি বর্গকে (একটি অংশকে) PACS ও LAMPS-এর মাধ্যমে ১৯৯০-৯১ সালে ঋণ প্রদান করা হইয়াছিল ।

২) বিগত বৎসর অর্থাৎ ১৯৯০-৯১সালে গ্রানীণ ব্যাঙ্কের জন্য চিহ্নিতি ব্যক্তিবর্গের একটি অংশকে PACS এবং LAMPS- এর মাধ্যমে ঋন প্রদান করা হইয়াছে । উক্ত ঋণ প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৩৯০ জন, দক্ষিন ত্রিপুরা জেলায় ৫৪৫ জন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১০৩ জন। মোট ১০৩৮ জন ।

STARRED QUESTION NO. 110

Name of the Member :- Shri Samar Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the of the Revenue Department be pleased to state :

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে ব্যাপক হারে গত তিন বছরে সুদখোর মহাজনরা অতিরিক্ত সুদের হারে দাদনের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন ।

২) সত্য হলে এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Revenue Deptt-Chief Minister

১) এমন কোন তথ্য সরকারের জানা নেই ।

২) প্রশ্নে উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

STARRED QUESTION NO. 136

Name of the Member :- Shri Dhirendra Debnath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Revenue Department be pleased to state :-

১) জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কতজন ভূমিহীন পরিবারকে ভূমি দেওয়া হয়েছে, (এস, টি, এস, সি, এবং জেনারেল আলাদা আলাদা হিসাব) ;

২) মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত তুলাবাগান চৌমুহনী দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাসকারী ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

৩) যদি থাকে তা হলে কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ;

৪) আর না দেওয়া হলে তার কারণ কি ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Revenue Deptt :-Chief Minister

১) ভূমিহীন পরিবার বর্গকে ভূমি দেওয়ার বিবরণ নিম্নরূপ :

	এস. টি.		এস. সি.		অন্যান্য	
	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ
ভূমিহীন	১,৯৯৭	৪,১৫১.৫৬	৮০৯	৫৪৮.৯৬	৩,৪৪৯	৬,৭৮২.৭৭
গৃহহীন	১ ০৬৪	২৩৯ ০৪	৪৮৩	৭৮.৩৩৭	১৪৯৬	৩০৮.১২৭
ভূমিহীন ও গৃহহীন	৭,৩৬৪	১১,১৪৯ ৮১	৪৬৬	৬২৪.৫৩	১,০০২	১,১৮৪.২৫
মোট	৭,৪২৫	১৫৫৪০ ৪১	১৭৫৮	১২৫১.৮২৭	৫৯৪৭	৮২৭৫.১৪৭

২) মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত তুলাবাগান চৌমুহনীর বসবাসকারী পরিবারদের ভূমি দেওয়া সম্ভব নয়, যেহেতু উক্ত ভূমি পিয়ারলেস এবং ইণ্ডাস্ট্রি লিমিটেড এর (ফটিকছড়া চা বাগান) রায়তি-সম্পত্তি ।

৩ এবং ৪) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 141.

Name of Member : Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state.

QUESTION

১) রাজ্যের বিভিন্ন ল্যাম্পস্, প্যাকস্ এবং অন্যান্য সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে প্রদেয় কত কৃষি ঋন ৩০শে জুন ১৯৯১ ইং পর্যন্ত মুকুব করা হয়েছে।

২) এতে কত জন উপকৃত হয়েছেন।

৩) এতে রাজ্য সরকারের কত খরচ হয়েছে, এবং কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা দিয়েছেন ?

ANSWER

(Minister in charge of the coop. Deptt.)

১) এখন পর্যন্ত কোন ঋন মুকুব করা যায় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question NO. 147

Name of Member : – Shri Dinesh Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Department be pleased to state.-

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে মোট কয়টি পঞ্চায়েত কমিটি আছে এবং ঐ সব কমিটিতে মোট কয়জন চেয়ারম্যান আছেন ?

২। ঐ সব চেয়ারম্যানগণকে বেতনভাতা বা অন্য কোনরূপ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় কি না ?

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

৩। হয়ে থাকলে কি ধরনের সুযোগ দেওয়া হয় এবং এই বাবদ পঞ্চায়েত দপ্তরকে মাসিক কতটাকা খরচ করতে হয় ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট ৮৭৭ঠি পঞ্চায়েত উন্নয়ন কমিটি আছে এবং ঐসব কমিটিতে মোট ৮৭৭ জন চেয়ারম্যান আছেন।

২। না মহাশয়।

৩। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 150
Name of M.L.A. Shri Sushil Kr. Chakma.
Name of Minister-The Chief Minister-in-charge of L.S.G. Department.

প্রশ্ন

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আগরতলা পৌর সভায় কতজন কর্মি নিয়োগ করা হইয়াছে (ডি. আর. ডাব্লিও. ও নিয়মিত আলাদা ভাবে হিসাব)

২। ঐ সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে এস, সি। এস, টি, কোটা পূরন করা হইয়াছে কি,

৩। পূরণ করা না হইলে কোটা পূরণ করা হইবে কি এবং কতদিনের মধ্যে পূরন করা হইবে বলে আশা করা যায়। ?

উত্তর

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আগরতলা পৌর সভায় মোট ২৭২ জন কর্মী নিয়োগ করা হইয়াছে। তম্মধ্যে ডি, আর, ডাব্লিও, হিসাবে ২৫৭ জন এবং অমিয়মিত হিসাবে ১৫ জনকে করা হইয়াছে।

২। নিয়মিত নিয়োগের ক্ষেত্রে এস, সি, । এস, টি, কোটা পূরণ করা হইয়াছে । ডি, আর, ডাব্লিও, নিয়োগের ক্ষেত্রে এস, সি, । এস, টি, কোটা পূরন করা সম্ভব হয় নাই।

৩। ভবিষ্যতে নূতন পদ সৃষ্টি করা হইলেই যত শীঘ্র সম্ভব এই কোটা পূরণ করা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 171

Name of the Member :- Shri Bidhu Bhusan, Malakar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the of the Revenue Department be pleased to state :

১) গত ২০শে জুন ১৯৯১ তারিখ হইতে ১৮-৭-৯১ তারিখ পর্যন্ত পশ্চিম করমছড়া, পশ্চিম মাছলী এবং কৈলাশহর মহকুমার মনু থানার অধীনে কত সংখ্যক পরিবারের বাড়ী ঘর দুস্কৃতকারীরা পুড়াইয়া দিয়াছে তার সংখ্যা, এবং

২) যাহারা গৃহহীন হয়েছেন তাহাদের আর্থিক সাহায্য ও পুণর্বাসন দেওয়ার কি কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Revenue Deptt-Chief Minister

১) ২৪ জন।

২) ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 172

Name of Member :- Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার কদমতলাতে সাব-ব্লক করার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন কিনা ?

Name of the Minister:- Shri Birajit Sinha.

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর ঃ –

ধর্মনগর মহকুমার কদমতলাতে সাব-ব্লক করার সিদ্ধান্ত আপাতত সরকারের নাই।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

STARRED QUESTION NO. 173

Name of the Member :- Shri Dhirendra Debnath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :-

QUESTION

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ল্যাম্পস্, প্যাক্স এবং কো-অপারেটিভ এর সংখ্যা কত।

২। কতটি ল্যাম্পস্, প্যাকস্ এবং কো-অপারেটিভ এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এবং

৩। যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে সরকার তাদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

ANSWER

(Minister in charge of the coop. Deptt.)

১। রাজ্যে মোট LAMPS ৫৫টি, PACS ২১২টা এবং অন্যান্য সমিতির সংখ্যা ১,৪৪৪টি।

২। মোট LAMPS ৮টি, PACS ৯টিও অন্যান্য শ্রেনীর কো-অপারেটিভ ১টির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৩। যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে সেই অভিযোগগুলি আদালতে বিচারাধীনে এবং তদন্তাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 180

Name of Member :- Shri Sushil Kr. Chakma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। গত ১৯৯০ ইং সনের পঞ্চায়েত দপ্তরে কতজন DRW হিসাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে ST/SC কোটা পুরণ করা হইয়াছে কিনা ?

২। পুরণ করা না হইলে ST/SC কোটা পুরণ করা হইবে কিনা এবং কত দিনের মধ্যে কোটা পুরণ করা হইবে।

উত্তর

১। পঞ্চায়েতের উন্নয়নমুলক কর্মসূচী সঠিকভাবে রূপায়নের লক্ষ্যে ১৯৯০ইং সনে পঞ্চায়েত দপ্তরে মোট ১৬৬৬ জন DRW/Contingent worker কে নিয়োগ করা হয়েছে।

২। ST/SC কোটা সংক্রান্ত বিষয় সরকারের পরীক্ষাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 191.

Name of Member : Shri Anju Mog

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য পঞ্চায়েত দপ্তরে নিয়োজিত DRW, Fixed pay ইত্যাদি কর্মচারীগণ গত ৪।৫ মাস যাবত বেতন পান না।

১। সত্য হলে তাহার কারন?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question NO. 202

Name of Member : -- Shri Ratan Lal Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে এন, আর, ই, পি আর, এল, ই, জি, পি, ও এস, আর, ই, পি, (১৯৯১-৯২) ইং বাজেটে কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে?

২) উক্ত বরাদ্দ কৃত টাকা জন সাধারনের স্বার্থে ঠিক ঠিক ভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে কি?

৩) যদি কাজে লাগানো হইয়া থাকে তবে কি কি ধরণের প্রকল্পে ব্যয়িত হচ্ছে?

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

উত্তর

Name of theMinister:- Shri Birajit Sinha.

১নং প্রশ্নের উত্তর :—

বর্তমান আর্থিক বৎসরে এন, আর, ই, পি, এবং আর, এল, ই, জি, পি, নামে কোন প্রকল্প চালু নেই। এই দুইটি প্রকল্পের পরিবর্তে জওহর রোজগার যোজনা প্রকল্প চালু হয়েছে। এস, আর, ই, পি, প্রকল্পে ১৯৯১ ৯২ ইং সনে ৫(পাঁচ) কোটি টাকা বর্তমান বাজেটে ধরা হয়েছে। এবং জওহর রোজগার যোজনা প্রকল্পে ৫ কোটি ৭২ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে।

২নং প্রশ্নের উত্তর : —

উক্ত বরাদ্দ কৃত টাকা গ্রামীন গরীব জনসাধারনের স্বার্থেই ঠিক ঠিক ভাবেই কাজে লাগানো হচ্ছে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর :—

এস, আর, ই পি, এবং জওহর রোজগার যোজনা প্রকল্পে এখন পর্যন্ত কি কি কাজ হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। :—

১) বন্যা নিযন্ত্রন বাঁধ।
২) নালা খনন।
৩) ভূমি সংস্কাব।
৪) নূতন এবং পুরাতন মেরামত।
৫) পুকুর খনন।
৬) বিদ্যালয় দির্মান।
৭) খেলার মাঠ তৈরী
৮) কাঁচা কুয়া তৈরী।
৯) সেতু নির্মান।
১০) জঙ্গল পরিস্কার।
১১) সামাজিক বনায়ন।
১২) গৃহ নির্মান প্রকল্প (তপশীল ও উপজাতীর জন্য)।
১৩) আরো অন্যান্য আনুসঙ্গি প্রকল্প।

Admitted Starred Question No. 227

Name of M. L. A. —Shri Nakul Das

Name of Minister-The Chief Minister-in-charge of L.S.G. Department.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থাগুলির নির্বাচনের জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং কবে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়;

২। মনোনীত স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থাগুলির কয়টির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে এবং

৩। তাদের দুর্নীতির বন্ধের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

১। প্রশাসনিক নির্দেশ মোতাবেক আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি অধিগ্রহনের মেয়াদ ১৫-১-১৯৯২ইং তারিখ পর্যন্ত বলবৎ আছে। অধিগ্রহনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাবটি বিবেচনা করা হইবে। বর্তমান প্রচলিত আইনে নোটিফায়েড এরিয়া গুলিতে নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা নাই কাজেই নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে নির্বাচনের কোন প্রশ্নই উঠে না।

২। মনোনীত স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোন অভিযোগ রাজ্য সরকারের জানা নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 228

Name of the Member :- Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the of the Revenue Department be pleased to state :

QUESTION

১। রাজ্যে বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে কয়টিতে নির্বাচিত বোর্ড এবং কয়েকটিতে মনোনীত বোর্ড কাজ করেছে।

২। এই পর্যন্ত কয়টি মনোনীত বোর্ড এর চেয়ারম্যানকে দুর্নীতির অভিযোগে অপসারন করা হয়েছে।

৩। সমবায় সমিতিগুলিতে নির্বাচন করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

ANSWER

(Minister-in-Charge of the Coop. Department)

১। রাজ্যে বিভিন্ন সমিতিগুলির মধ্যে মোট ৩৯৬টি সমবায় সমিতিতে সরকার কর্তৃক মনোনীত বোর্ড অব এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরস রয়েছে এবং ৩৬টি সমবায় সমিতিতে নির্বাচিত বোর্ড আছে।

২। এ পর্যন্ত কোন চেয়ারম্যানই দুর্নীতির অভিযোগে অপসারিত হন নি।

৩। হঁা আছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

STARRED QUESTION NO. 1

Name of Member :- Shri Rabindra Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :-

১) আগরতলা পুরসভার অধীনে মোট কত পরিমান খাস জমি বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বে-সরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে, (নামের তালিকা সহ হিসাব)।

উত্তর

Minister-in-Charge of the Revenue Deptt.Chief Minister

১) মোট ৫৩'২৭৯ একর ভূমি ৭৭৩ জনকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে। নামের তালিকা পৃথক ভাবে দেওয়া গেল।

Statement showing the land allotted during the period of Left front Government.

Name of the Allottee and address.	Area Allotted
Sri Naresh Chandra Biswas S/O Sashi Mohan Biswas of Rampur.	0.110.
1. Shri Monoranjan Chakraborty 2. Shri Shital Ch. Chakraborty S/O Tarini Charan Chakraborty of Town Rampur.	0.066

Smti Chinu Deb W/O Ajit Kr. Deb of Ramnagar Rd. No--12	0.082
Shri Raj Ballav Saha S/O Sadhu Charan Saha of Ramnagar Rd. No. 7	0.141
Smti Shuhashini Debi and others W/o Ruhini Kr. Acharjee of Ramnagar.	0.153
Priyaja Kr. Bhattacharjee S/O Jagobandhu Bhattacharjee of Ramnagar	0.159
Ramesh Ch. Baidya S/O Braja Bashi Baidya of Ramnagar	0.129
Jagabandhu Banik S/O Mani Mohan Banik of Ramnagar.	0.131
Jyoti Rani Barman W/O Kalipada Barman of Ramnagar.	0.050

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Subarna Prava Sengupta W/O Priya Bandhu Sengupta of Ramnagar	0.161
Gouranga Chandra Sarma and others S/O Ananda Ch. Sarma of Ramnagar.	0.040
Santosh Deb Roy and others S/O Tarini Mohan Deb Roy of Ramnagar	0.040
Sudendu Chakraborty and others S/O Manindra Nath Chakraborty of Ramnagar	0.104
Sasanka Mohan Load and others S/O Chandra Sekhar Lodh of Ramnagar	0.192
Nelima Datta W/O Bhupendra Lal Datta of Ramnagar	0.050
Hemalata Sarkar W/O Ullas Chandra Sarkar fo Ramnagar	0.078

Alo Sen Gupta W/O Hem Ch. Sen Gupta of Ramnagar	0.148
Upendra Ch. Roy S/O Baisnab Charan Roy of Ramnagar Rd. No-6	0.131
Indu Bala Acharjee W/O Gopal Acharjee of Ramnagar Rd. No.-5	0.154
Gouri Sankar Bhattacharjee S/O Krishna Kr. Bhattacharjee of Ramnagar Rd. No-4	0.166
Narayan Chandra Das S/O Haralal Chandra Das of -Do-	0·023
Lalu Chowhan S/O Gobin Chowhan of -Do-	0·024
Nikunja Kr. Debnath & others S/O Mahim Ch. Debnath of -Do-	0·017
Manindra Chandra Dey & others S/O Mahim Ch. Debnath	0·017

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Manindra Ch. Dey, S/O Sarat Chandra Dey, of—Do—	0·016
Sachindra Kr. Debnath S/O Ishan Chanara D/nath of—Do--	0·020
Ambika Chandra Debnath S/O Jagat Ch.D/nath of -Do-	0·038
Nitai Ch. Debnath S/O Kalidas Debnath of -Do-	0.085
Ram Naresh Nunia S/O Kedarnath Nunia of —Do -	0·035
Braja Lal Debnath S/O Baikuntha Debnath of- do—	0·049
Manindra Kr. Dey, S/O Chandra Kr. Dey, of- Do.	0·031
Sura Bala Banik, W/O Rasamoy Banik, of -Do-	0·025
Raimohan Debnath S/O Gour Mohan Debnath of—Do –	0·018

Hari Mohan Das and others S/O Kailash Chandra Das of—Do —	0·065
Dwarika Debnath S/O Kailash Debnath of—Do —	0.020
Maninder Debnath S/O Chandra Kr. Debnath of—Do —	0.010
Nani Bala Dey, W/O Matilal Dey of—Do—	0·110
Bishakha Debnath W/O Radha Gobinda Debnath of—Do—	0.033
Narayan Ch. Debnath & others S/O Sarada Kr. D/nath of—Do—	0.050
Shridam Debnath S/O Basanta Kr. Debnath of Banamalipur	0·017
Feku Rabi Das S/O Lakh Raj Rabi Das of —Do—	0·055
Sarat Ch. Debnath S/O Ram Krishna Debnath of —DO—	0.025

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Subodh Chandra Das, S/O Dinesh Kr. Das, of Ujan Abhoynagar	0.107
Sudhansu Bimal Singha S/O Sarada Singha of Abhoynagar.	0.010
Dipak Kr. Chakma S/O Sneha Kr. Chakma of—Do –	0·007
Sarada Kr. Das S/O Kamini Kr. Das of Jagatpur	0·086
Hemanta Kar Das S/O Hara Chandra Das of -Do-	0·086
Kamini Kr. Debnath S/O Ram Chandra Debnath of -Do-	0·120
Jatindra Kr. Debnath & others S/O Jaychandra D/nath of -Do-	0·083
Iswar Chandra Debnath S/O Bhagaban Chandra D/nath of -Do-	0·096
Manoranjan Chanda S/O Basanta Kr. Chanda of Abhoynagar	0·023

Sandhya Rani Datta. W/O Dhirendra Ch. Datta of Kunjaban Colony	0·086
Khelarani Acharjee W/O Nibaran Acharjee of Jogendranagar.	0·026
Braja Lal Debnath S/O Baikuntha Debnath of Banamalipur.	0·049
Bimala Sundari Debnath W/O Banshi Kr. Debnath of -Do-	0·051
Chandra Mohan Debnath S/O Girish Chandra Debnath of -Do-	0·020
Bina Acharjee W/O Haridas Acharjee of -Do-	0·023
Sura Bala Das W/O Prakash Chandra Das of -Do-	0·016
Rajendra Chandra Dhar S/O Ananada Chandra Dhar of -Do-	0.017
Bharat Ch. Debnath S/O Ramkrishna ,, of -Do-	0·019

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Janaki Bala Das W/O Akhil Ch. Das of -Do-	0.025
Jatindra Mohan Debnath S/O Joymangal D/Nath of -Do-	0·022
Harendra Chandra Das S/O Raj Ch. Das of -Do-	0·015
Birendra Kr. Shil S/O Dwarika Mohan Shil of --Do—	0·020
Usha Rani Das W/O Harish Chandra Das of Banamalipur.	0·015
Sachindra Kr. Debnath S/O Mahesh Chandra Debnath of—do—	0·027
Gagan Ch. Das S/O Nanda Kr. Das. of —Do—	0·040
Surendra Ch. Debnath S/O Gurudas Debnath of -Do-	0.028
Santa Bala Debnath W/O Naba Kumar Debnath of -Do–	0·050
Tarak Ch. Debnath S/O Kashi Ch. Debnath of -Do-	0·026

Sishu Bala Debnath D/O Sachindra " of -Do-	0·018
Ananta Kr. Debnath S/O Jagat Chandra Debnath of —Do—	0·008
Rajani Kr. Debnath S/O Jagat Ch. Debnath of —Do-	0·030
Kshetra Mohan Debnath S/O Mahesh Ch. Debnath of —Do—	0·008
Santosh Debnath S/O Dwarika Debnath of —Do—	0·009
Mahendra Ch. Debnath S/O Gurudas Debnath of—do—	0·061
Manik Debnaht S/O Dwarika Mohan D/Nath of Banamalipur.	0·045
Hiren Acharjee S/O Apurba Mohan Acharjee of —Do—	0·035
Maran Debnath S/O Akhin Chan D/Nath of—Do—	0·052
Nirada Sundari Debnath W/O Girish Ch. D/nath of—Do—	0·062

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Sandha Saha W/O Kala Chand Saha of—Do—	0.087
Nani Gopal Das S/O Rajani Kr. Das of -Do-	0·127
Akshya Kr. Dey S/O Ritambar Dey, of -Do-	0·021
Kali Charan Deb Barma S/O Raja Ram D/Barma of—Do—	0·037
Krishna Ch. Saha S/O Debandra Ch. Saha of —DO—	0.025
Gopendra Sutradhar S/O Ganga Charan Sutradhar of —Do-	0.030
Amud Bashi Debnath W/O Harendra Debnath of—Do—	0·022
Kiran Bala Acharjee W/O Nani Gopal Acharijee of – Do-	0.020
Anil Chandra Debnath S/O Nagendra Ch. Debnath of -Do-	0.013
Narayan Ch. Ghosh S/O Radha Charan Ghosh of—Do—	0·055

Mamindra Mohan Acharjee S/O Man Mohan Acharjee of—Do—	0·032
Laxamania Harijan W/O Laxman Harijan of—Do—	0.025
Chabi Lal Basfor S/O Chakran Basfor of—Do—	0.030
Sonia Harijan W/O Taru Harijan of—Do—	0.025
Lalbahadur Magar S/O Laxmibahadur Magar fo-Do-	0·011
Billa Kr. Deb Barma S/O Bhagirath D/ Barma fo-Do-	0·055
Narendra Ch. Sarker S/O Nabin Ch. Sarker of -Do-	0·075
Anjali Saha W/O Ramani Saha of Banamalipur	0·068
Meghu Ram Basfor S/O Hargobinda Basfor of -Do-	0·025

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Haralal Debnath S/O Mukunda Ch. Debnath of -Do-	0·041
Uma Rani Saha W/O Manmohan Saha of-Do-	0·016
Bhagabati Chowhaa S/O Buddhu Chowhan of-Do-	0·015
Sunil Kr. Debbarma S/O Bhiban Mohan Deb Barma of-Do-	0.061
Sorojini Das W/O Bijay Kr. Das of —Do —	0·028
Arabinda Saha S/O Haridhan Saha of—do	0·011
W/O Dhirendra Ch. Dey of—Do—	0·093
Harendra Ch. Sahr S/O Jadab Ch. Saha of—Do—	0·014
Shrish Ch. Debnath S/o Kailash Ch. Debnath of—Do—	0·007
Chitta Ranjan Banarjee S/o. Ambika Charan Banarjee of Banamalipur	0·056

Manindra Ch. Dey S/O Joy Chandry Dey of —do—	0.015
Paajesh Lay Roy S/o Puspa Lal Roy of Banamalipur	0.033
Bindu Bala Debnath W/O Hari Debnath of —do—	0.020
Annapurna Chakraborty W/O Haripada Chakraborty of—do— Dhaneshwari Das W/O Dwarika Das of —do—	0.015
Shri Benulal Saha S/o, Chintaharan Saha of -Do-	0.043
Sri Malin Krishna Banik. S/O Nishikanta Banik of -Do-	0.015
Shri Sunil Kr. Datta & others S/O. Joy Kr Datta. of -do- Shri Jugesh Ch. Das. S/O. Sailesh Ch. Das. of —do—	0.135
Shri Sukumar Saha S/O Surendra Ch. Saha of --do—	0.128
Md Anu Mian & Others S/O Md Dhan Mian of Jagaharimura	0.011

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Jatindaa Ch. Paul S/o. Jogesh Ch. Paul of—Do—	0·056
Santosh Deb S/o. Sagar Ch. Deb of—Do—	0·030
Upendra Ch Gop S/o. Prakash Ch. Gop of Dhalaswai	0.003
Sukumar Ch. Deb S/o Jaladhar Ch. Deb of Banamalipur	0.160
Krishna mohan Sen S/o. Jaladhar Ch. Sen of—do—	0.040
Dulal Ch. Deb S/o Sukumar Ch. Deb of—Do	0.062
Halal Deb S/o. Sagar Ch. Deb of—do	0·042
Seapan Chakraborty S/o. Suresh Ch. Chakraborty of—do—	0,050
Sapan Chakraborty S/O Suresh Ch Chakraborty of —do—	0 050
Dhirandra Ch, Sutradhar S/O Nagendra Ch. Sutradhar of —do—	0.006

Smti. Bakul Rani Dey	0 042
W/O Jitendra Mohan Dey	
of —do—	
Smti. Krishnadashi Saha	0.049
W/O Gopal Saha	
of —do—	
Smti. Subhasini Paul	0.039
W/O. Debendra Ch: Paul.	0.039
of do--	
Shri Hirendra Debnath,	0.040
S/O Ram Charan Debnath	
of —do—	
Shri Abinash Ch: Debnath	0.228
S/O Ishan Ch: Debnath	
of—do—	
Shri Prafulla Chakraborty & Others	
S/O. Adinath Chakraborty	0·085
of -do-	
Smt. Saibalni Saha	
W/o. Rabindra Ch. Saha	0.036
of—Do—	
Smt. Putul Rani Barman	
W/O Jyotish Roy Barman	0.035
of—Do—	
Shri Nani Kar Choudhury	
S/O. Debendra Kar Choudhury	0.060
of—Do—	
Shri Rebati Mohan Paul	
S/O. Kunjamohan Paul	0·086
of -Do-	
Shri Birendra Ch. Karmakar	
S/O. Mahendra Ch. Karmakar	C·025
of -Do-	

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Ramkishna Das S/O Radhacharan Das of Jagaharimura	0.090
of -Do- Ramendranarh Roy S/O Ramanth Roy of —Do—	0·149
Rashiklal Saha S/O Gangadhar Saha of —-Do-	0.055
Nibaran Ch. Biswash S/O Bharat Ch. Biswash of —Do—	0.116
Satyendra Chakraborty S/O. Rashik Chakraborty of—do—	0·044
Mira Bhattacharjee W/O. Sunil Bhattacharjee of —Do—	0·123
Makhanlal Das S/O Mahim Ch. Das of —Do—	0.207
Santimayee Ghosh W/O. Jamini Mohan Ghosh of College Road	0·108
Saraswati Modak W/O Nitai Modak of-Do—	0·071

Minati Naha W/O. Manindra Kr. Naha of—Do—	0·112
Haripada Deb S/O Purna Ch. Deb of—Do—	0.195
Billa Bashi Paul W/O Narendra Paul of Agartala.	0.131
Narmada Bhattacharjee S/O. Narendra Bhattacharjee of Agartala College	0.218
Giri Bala Choudhury W/O Ramesh Ch. Choudhury of Jagarimura	0·072
Kamalasundari Paul W/O Mahendra Paul of—Do—	0·030
Abinash Chakraborty S/O Haridash Chakraborty of-Do-	0.031
Durgadas Paul S/O Bipin Ch. Paul of – Do-	0·020
Brajendra Ch: Debnath. S/O. Kahirod Ch:Debnath of Jagahariumr	0.021

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Nityananda Paul S/O. Tarani Paul of -do-	0,165
Radheswam Saha & Others S/O. Matilal Saha. of -do-	0.106
Narayan Ch: Saha S/O. Satish Ch: Saha. of -do-	0.043
Binedini Saha. W/O, Mahendra Saha of -do-	0.040
Ramani Bala Saha. W/O. Harendra Saha. of -do-	0.024
Radhamohan Saha & Others S/O. Pyerri Mohan Saha of -do-	0.045
S tish Ch: Saha. S/O. Gobinda Charan Saha. of -do-	0,043
Bijoy Bardhan. S/O. Udai Bardhan. of -do-	0.155
Kamala Ranjan Modak S/O. Pandab Modak of -do-	0.055
Anail Ch: Paul Choudhury. S/O Bipin Ch: Pual Choudhury. of -do-	o.o73

Taru Lata Dutta. W/O Bhuban Dutta of -Do-	0,202
Matilal Kurti. S/O. Jadab Ch: Kurti. of -Do-	0.019
Jitendra Mohan Banik S/O. Hara Kr.Banik of -Do-	0,008
Jitendra Mohan Banik. S/O. Hara Kr. Banik. of -Do-	0.008
Jagadish Ch: Modak S/O Jatindra Ch: Modak of -Do-	0,035
Swanta Bala Nandi W/O. Bipin Ch: Nandi. of -Do-	0.029
Prativa Rani Roy. W/O. Ananda Charan Roy. of Jagaharimura.	0.015
Harindra Ch: Saha S/O. Nagendra Ch: Saha of -Do-	0.051
Giri Bala Poddar W/O Ananda Poddar. of -Do-	0.060
Rangabahsi Debnath. W/O. Chandra Mohan Debnath of -Do-	0.069
Giribala Saha W/O. Kshetra Mohan Saha. of -Do-	0.057

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Question & Answers)

Bhupal Ch: Acharjee. S/O. Gobinda Ch. ,, of -Do-	0.020
Haridashi Roy W/O, Nanigopal Roy of Do-	0,080
Himangshu Das S/O Jagatbandhu Das of -Do-	0.080
Rakhal Ch: Saha. S/O. Kshetra Mohan Saha. of -D -	0,005
Bakul Rani Saha. S/O Bhakta Ranjan Saha of --Do—	0.025
Jatindra Ch. Banik S/O Joges Ch. Bnnik of —Do—	0·121
Snshil Ch. Baaik S/O Adhri Ch. Banik of -Do-	0·043
Jitendra Ch. Paul S/O Ramantah Paul of—Do--	0·057
Samarendra Ch. Paul S/O Jogesh Ch. Paul of—do—	0.079
Dinesh Ch. Chakraborty S/O Pitambar Chakraborty of—Do—	0.105

Bimal Ranjan Bhattacharjee S/O Rebati Moan Bhattachrjee of—Do—	0.094
Priaya Bala Chakraborty W/O Mohim Ch. Chakborty of—Do—	0.007
Nirmal Ch. Paul S.O Yodhisthir Paul of Jagaharimura	0·0?6
Gopal Ch. Paul S/O Bipra hnran Paul of -Do-	0·032
Matilal Paul S/O Nagendra Kr. Paul o-Do-	0.052
Ina Majumdar W/O Nripendra Majumdar of-Do-	0.029
Sashi Mohan Saha S/o Krishnadhan Saha of—Do—	0·086
Arun Bala Saha W/o Monomohan Saha of—do	0·050
Bidhubhusan Saha S/o. Raimohan Saha of —Do—	0·045
Ramesh Ch. Das S/O Rajani Kanta Das of—Do—	0·049
Dhirendra Ch. Roy S/O Gagan Ch. Roy of—Do—	0·198

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Question & Answers)

Sridam Banik S/O Chandra Mohan Banik of—Do—	0.038
Sucharu Bala Deb W/O Mahendra Ch. Deb of—Do—	0·155
Harimohan Saha S/O Ramesh Ch. Saha of—Do—	0.040
Annapurna Debi W/O Jagabandhu Goswami of —Do-	0.042
Jagendra Ch. Das S/O Gagan Ch. Das of—Do—	0.023
Subhash Ch. Acharjee S/O Manindra Ch. Acharjee of—Do—	0.027
Nandalal Saha S/O. Kai Mohan Saha of —DO—	0.037
Bilashmani Saha W//O Biharilal Saha of-Do-	0.044
Jagabandhu Debnath S/o Mahesh Ch. Debnath of Banamalipur.	0.017
Priya Lal Debnath & Others S/O Kumud Bihari Debnath of —do –	0.015

Sumeswari Jasoara & others W/O Pintu Jasoara of —do—	0·080
Sajal Rani Saha W/O Dinesh Ch. Saha of—do—	0.024
Dwijendra Kr, Bhattacharjee, S/O Prasanna Kr. Bhattacharjee of Banamalipur	0·060
Gopal Ch. Bhattacharjee S/O Naresh Ch. Bhattacharjee of Jail Road.	0.013
Hareram Goswami S/O Kisori Mohan Pravo ,, of Banamalipur	0.050
Subal Pravo Goswami S/O Radha Lal Pravo ,, of —do—	0.017
Nilmani Pravo Goswami S/O Harilal Pravo Goswami of—do—	0.037
Ashes Pravo Goswami S/O Nilmani Pravo Goswami of -Do-	0.056
Raj Chandra Biswas S/o. Sambhu Biswas of Joynagar	0.020
Birendra Chandra Barman S/O Rajendra Ch. Barman of —do—	0.031

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Rakhal Debnath S/o. Girish Debnath of Joynagar	0·020
Nanda kumar Biswas S/o. Kunja Mohan Biswas of—Do—	0.020
Santi Ranjan Das S/o Upendra Ch. Das of—Do—	0.020
Ajit Das S/o. Brajendra Ch. Das of—do—	0.020
Kali Kr. Shil S/o Iswar Ch. Shil of—Do	0,020
Putul Rani Das. W/O Sridam Ch. Das of—do	0.020
Matilal Sutradhar S/o. Kamala Sutradhar of—do—	0 020
Prafulla Das S/o. Khagari Das of—do—	0.020
Sukumar Chakraborty S/O Ka'achan ,, of Melarmath	0.039
Jashordhar Deb-Barma S/O Pramode Deb-barma of Mantri Bari Road	0.020

Krishna Dasi Das	
W/O Paresh Das	0.010
of S/Ramnagar	
Madan Mohan Chowdhuri	
S/o Surendra Choudhury	
of S/Ramnagar	0.010
Khudiram Sarkar	0.039
S/o Maniram Sarkar	
of S/Ramnagar	
Nepal Ch. Das	0.021
S/O Nagar Bashi Das	0.021
of Akawra Road	
Gopal Das	
S/O Nagar Bashi Das	0.021
of S/Ramnagar.	
Makhan Chandra Mallik	
S/o Sarat Chandra Mallik	
of Joynagar	0.032
Chiun Ranjan Dasgupta	
S/o Binod Bihari Das gupa	0.104
of Joynagar	
Suma Bala Debi	
W/o Prafulla Ch. Debi	0.046
of Joynagar	
Chinn Ranjan Dasgupta	
S/o Binod Bihari Dasgupta	0·107
of Joynagar	
Satish Madhab Chaki	
S/O Mono Madhab Chaki	0·040

of Joynagar	
Priya Ranjan Das Gupta S/O Binod Bihari Das Gudta of Joynagar	0.098
Suchtra Chandra Banik S/O Jogendra Chandra Banik of Joynagar	0.020
Laxmi Bala Sarkar W/O Kumud Sarkar of—Do –	0·020
Sadhana Bala Das W/o Jogesh Das of S/Ramnagar	0.062
Annkul Das S/O. Jagabandhu Dae of S/Ramnagar	0.017
Suaendra Das S/o Mahim Das of S/Ramnagar	0.021
Suresh Das S/O. Biswambar Das of S/Ramnagar	0.026
Binod Das S/o Baikuntha Das of S/Ramnagar	0.015
Dinesh Chandra Das S/O. Baikuntha Das of S/Ramnagar	0.045

Maya Rani Dey W/O Gopal Chandra Dey of S/Ramnagar	0.014
Hiralal Das S/o Keshtra Mohan Das of S/Romnagar	0.010
Hiralal Roy S/o Mahendra Lal Roy of S/Ramnagar	0,030
Bhus han Kr. Datta S/o Nalini Kr. Datta of S/Ramnagar	0.020
Hari Jandab S/o sital Prasad Jadab of S/Ramnagar	0,060
Ramesh Das S/o Biswambar Das of S/Ramnagar	0.042
Narayan Chandra shil S/o Binod shil of S/Ramanagar	0.020
Joydeb Chakraborty S/o Prasana Kr. Chakraborty of Ramnagar	0,018
Bashudeb Chakraborty S/O Prashanna Kr. Chakraborty of Ramnagar	0.025

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Question & Answers)

Anil Chakraborty S/O Ramanath Chakraborty of Akhaura Road	0.058
T ju Show S/O Mahabir Show of Ramnagar	0.037
Biswanath Chowhan S/O Canai Chowhan of Ramnagar.	0,036
Rani Kahar W/o Maru Kahar pf Ramnagar	0.040
Aswini Kr. Nath S/o Golak Ch. Nath of Ramnagar	0.015
Ganga Charan Sutradhar S/o Rajani Sutradhar of Ramnagar	o.o37
Sudhir Das S/O Lalmohan Das of Ramnngar	0.016
Mati Gosh S/O Gopal Ch. Gosh	0.041

of Ramnagar	
Dhananjoy Das S/O Chandra Kr. Das of Ramnagar	0.065
Shitaram Chowhan S/O Shampad Chowhan of Ramnagar	0·024
Bijoy Biswas S/o Debendra Ch. Biswas of S/Ramnagar	0·012
Shyam Sundar Goswami S/O Kishori Mohaa Goswami of—Do—	0.051
Harekrishna Goswami S/O Kisori Mohan Goswami of—Do—	0·053
Benodhar Goswami S/o Subal Pravo " of—Do—	0·066
Parimal Ch. Paul S/O Girish Ch. Paul. of—Do—	0.040
Ramani Mohan Das. S/o Jagyeswar Das. of Jagaharimura.	0.080

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Question & Answers)

Lalit Mohan Saha S/O Girish Ch. Saha of—do—	0·042
Ranjit Chakraborty S/O. Hemanta Chakraborty of—Do—	0.067
Lilu Rani Saha W/O. Mohanlal Saha of -Do-	0.089
Rajendra Ch Debnath. S/O. Ram Ch Debnath of -D -	0,070
Taru Bala Acharjee. W/o Amullya Acharjee. of —Do—	0.098
Bijoy Krishna Roy Choudhury S/O. Binoy Bhosan " of —Do—	0.078
Jaynada Surendri Ch: Das W/O Surendra Ch Das of -do-	0.083
Sudhir Ch Pall & Others S/O. Abhinash Paul. of—do—	0.045

Hemalata Saha	0.031
W/o. Debendra Ch Saha	
of—do—	
Manigopal Paul	
S/O Tarak Ch: Paul	0.058
of—Do—	
Subal Ch. Dey	
S/O Hari Bhusen Dey	0.039
of -Do-	
Manindra Ch. Debnath	
S/O Bharat Ch: Debnath	0.041
of -Do-	
Manoranjan Bhattacharjee	0.114
S/O. Rebati Mohan ,,	
of—Do—	0.126
Santi Ranjan Bhattacharjee.	0.126
S/O. Rebati Mohan ,,	
of—Do—	
Sambhuti Bhattacharjee	
S/O Rebati Mohan ,,	0.112
fo —Do—	
Satya Ranjan Bhattacharjee	
S/o Rebati Mohan ,,	0.114
of —do—	
Kumudini Saha	
W/O Ashwini Kr. Saha	0,071
of—Do —	

Name of allottee and address	Area allotted
Shri Pramod Ranjan Bhattacharjee, S/o. Kshirod Mohan " of Jagaharimura.	=0.144
Shri Rakhal Paul, S/o. Ramesh Ch: Paul of -Do-	-0.156
Shri Krishna Dhan Paul, S/o. Nagar Bashi Paul of -Do-	=0.135
Shri Milon Bala Paul, W/o. Jagadish Ch. Paul of -Do-	-0.059
Shri Nripendra Ch: Paul & Others, S/o. Satish Ch: Paul of -Do-	-0.142
Shrimati Suvashini Debnath, W/o. Suresh Ch: Debnath of -Do-	-0.102
Shri Jyotirmoy Roy Barman, S/o. Jatindra Nath " of -Do-	=0.325
Smt. Gita Rani Paul, W/o. Ram Ch: Paul, of -Do-	-0 043
Shri Haripada Banik, C/o. Lal Mohan Banik, of -Do-	=0.195
Shri Rebati Mohan Paul, S/o. Sankar Ch: Paul of -Do-	-0.116
Shri Harendra Ch Saha. S/o. Debendra Ch. Saha of Shibnagar,	-0,030

Name of allottee and address	Area allotted
Shri Dayan Hari Saha & others S/o. Rashiklal Saha of Jagaharimura.	- 0.134
Shri Rejendra Ch. Saha, S/o. Debendra Ch. Saha of -Do-	- 0.030
Shri Ramesh Ch. Roy, S/o. Ramanath Roy of -Do-	- 0.027
Smt. Usha Rani Bhattacharjee, W/o. Ramani Mohan ,, of -Do-	- 0.145
Shri Haripada Datta and Others S/o. Pravat Datta of -Do-	= 0.140
Smt, Parul Saha, W/o. Raimohan Saha, -Do-	- 0.025
Hara Lal Saha S/o. Lalit Charan Saha of Jagahri Mura	0.060
Jogesh Ch. Saha S/o. Debendra Ch. Saha of -Do-	0.074
Harendra Ch. Saha S/o. Surendra Ch. Saha of -Do-	0.081
Mantu Ranjan Saha S/o. Madan mohan Saha of -Do-	0.016

Name of allottee and address	Area allotted
Madhu Sudan Mudak and others S/o. Chandra Kr. Mudak of -Do-	0.145
Prafulla Kr. Deb S/o. Nobin Ch. Deb of -D	0.189
Purna Sashi Saha W/o. Surendra Ch. Saha of -Do-	0.074
Anil Ch. Saha S o. Abinash Saha of -Dc-	0.107
Rakhal Ch. Saha S/o. Kailash Ch. Saha -of Do-	0.043
Krishna Pada Debnath S o. Biswambar Debnath of -Do-	0.040
Jogesh Ch. Saha S/o. Iswar Ch. Saha of -Do-	0.080
Radha Raman Saha and other S o. Purna Ch. Saha of -Do-	0.037
Rama Kanta Saha S o. Gopal Nath Saha of -Do-	0.083
Manmohan Ghosh S/o. Kali Kr. Ghosh of -Do-	0.031
Sudha Rani Saha W/o. Kshir Mohan Saha of Do-	0.066

Name of allottee and address	Area allotted
Shri Satipada Chaudhury S/o. Sarada Chandra Chaudhury of College Tilla.	-0.115
Shri Manindra Ch. Dey S/o. Ananda Ch. Dey of-Do	-0.155
Shri Sarada Charan Bhadra S/o. Prasanna Kr. Bhadra of-Do-	-0.045
Shri Chitta Rnnjan Dey S/o. Kalachan Dey of -Do-	-0.167
Smti. Usha Bala Paul W/o. Surendra Ch. Paul of -Do-	=0.091
Shri Jagadish Ch. Nath S/o. Bhagaban Ch Nath of -Do-	-0.103
Shri Barada Mohan Chakraborty S/o. Baneswar Chakraborty of -Do-	-0.131
Shri Ranjit Deb S/o. Ganga Charan Deb of -Do-	-0.103
Shri Satish Ch. Das S/o. Bharat Ch. Das of -Do-	-0.095
Shri Kamini Mohan Deb S/o. Brajanath Deb of -Do-	-0.165
Shri Sukumar Paul S/o. Aghur Ch. Paul of -Do-	=0.109

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Name of allottee and address	Area allotted
Shri Manoranjan Bardhan S/o. Sarat Ch. Bardhan of -Do-	0.128
Shri Krishna Ch. Dey S/o. Jaga Mohan Dey of -Do-	9.100
Shri Balaram Chakraborty S/o. Agni Kr. Chakraborty of -Do-	0.040
Pijush Kanti Roy S/o. Prasanna Kr. Roy of Town Pratapgarh	0·026
Naryan Ch. Saha S/o. Nakul Ch. Saha of -Do-	0.046
Nepal Ch. Ghosh S/o. Gagan Ch. Ghosh of -Do-	0.030
Sudhir Ch. Ghosh S/o. Joy Kishore Ghosh of -Do-	0.010
Haran Bala Banik W/o. Gouranga Ch. Banik of -Do-	0.020
Dhirendra Ch. Banik S/o. Uma Charan Banik of -Do-	0.028
Hema Rani Banik W/o. Sachindra Ch. Banik of -Do-	0.075
Rani Bala Das W/o. Brajendra Ch. Das of -Do-	0.105

Name of allottee and address	Area allotted
Gouranga Ballv Dalal S/o. Shib Charan Dalal of -Do-	0.030
Sukhamay Deb S/o. Nibaran Ch Deb of -Do-	0.007
Santi Bhusan Dhar S/o. Aswini Kr. Dhar of -Do-	0.060
Phani Bh. Deb Choudhury S/o. Biweshar of -Do-	0.030
Makhan Ch. Ghosh S/o. Pratap Ch. Ghosh of -Do-	0.037
Anil Ch, Saha S/o. Raimohan Saha of Jagahari Mura	0.0[illegible]0
Sumitra Saha W/o. Kartik Ch. Saha of Gangail Road	0 022
Rani Bhattacharjee W/o. Pranoy Bhattacharjee -Do-	0.025
Rathindra Kr. Paul S/o. Makhan. Ch. Paul of Town Pratapgarh	0.030
Sankar Prasad Saha S/o. Aswini Kr. Saha of -Do-	0.010

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answer)

Name of allottee and address	Area allotted
Maya Rani Ghosh W/o. Ramesh Ch. Ghosh of -Do-	0.010
Gopal Ch. Majumdar S/o. Rajani Kanta Majumdar of -Do-	0.024
Sachindra Ch. Paul S/o. Jagat Ch. Paul of -Do-	0.026
Harendra Ch. Ghosh S/o. Narendra Ch. Ghosh of -Do-	0.071
Chitta Ranjan Kar. S/o. Sital Ch. Kar of -Do-	0.031
Jyotiswari Bala Ghosh W/o. Ramani Mohan Ghosh of -Do-	0.039
Satya Ranjan Paul S/o. Nabadwip Ch Paul of -Do-	0.037
Balai Ch. Saha S/o. Lal Mohan Saha of Town Pratapgharh	0.060
Jagabandhu Ghosh S/o. Sadhu Charan Ghosh of -Do-	0.008
Giri Bala Roy W/o. Debendra Ch. Roy of Jagaharimura	0.021

Name of allottee and address	Area allotted
Satish Ch. Pual S/o. Kshetra Moham Pual of -Do-	0.025
Paresh Ch, Saha and others S/o. Haralal Saha of -Do-	0.078
Krishna Bardhan Roy W/o. Binay Bardhan Roy o -Do	0.044
Narayan Ch. Kar S/o. Rajendra Ch. Kar of -Do-	0.054
Subhashini Ghosh W/o. Gopal Gosh -of -Do-	0.026
Hari Sankar Saha S/o. Hara Lal Saha of -Do-	0.114
Hriday Ranjan Dey S/o. Nabadwip Ch. Dey of -Do-	0.116
Nibaran Ch. Paul S/o. Adhav Ch. Paul of -Do-	0.157
Gita Rani Deb W/o. Niranjan Deb of -Do-	0.110
Aruna Bhattacharjee W/o. Anil Ch. Bhattacharjee of -Do-	0.072

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Name of allottee and address	Area allotted
Puspa Ranjan Paul S/o. Mahim Ch. Paul of -Do-	0.080
Upendra Ch. Sutradhar S/o. Sashi Bn. Sutradhar of -Do-	0.078
Debendra Ch. Saha S/o. Shyana Ch. Saha of -Do-	0.043
Indra Mohan Saha S/o. Mahananda Saha of -Do-	0.046
Subhashini Debnath W/o. Surendra Ch. Debnath of Jagahari Mura	0.102
Ali Akbar and others S/o. Basaruddir Miah of -Do-	0.029
Shyam Saha and others S/o. Sashi Mohan Saha of -Do-	0.116
Ramani Mohan Sarkar S/o, Chandra Mani Sarkar of -Do-	0.150
Jitendra Mohan Paul and others S/o. Sukhamoy Paul of -Do-	0.042
Kamala Ganguli W/o. Amal Kr. Ganguli of -Do-	0.063
Kamala Bala Roy W/o. Jitendra Ch. Roy of -Do-	0.045

Name of allottee and address	Area allotted
Hari Charan Sarkar and others S/o. Chandra Mohan Sarkar of Jagahari Mura	0.082
Haripada Debnath S/o. Biswambar Debnath of -Do-	0.030
Amiya Prava Debi W/o. Nanda Gopal Chakraborty of -Do-	0.128
Manindra Ch. Saha and others S/o. Lal Mohan Saha of -Do-	0.028
Nipal Ch. Sarkar S/o. Muran Ch. Sarkar of -Do-	0.076
Nitai Ch. Saha S/o. Surendra Ch. Saha of -Do-	0.047
Krishna Ch. Paul S/o. Hari Charan Paul of -Do-	0.039
Budhai Ch. Saha S/o. Nagar Bashi Saha of -Do-	0.062
Mrinalini Bhattacharjee W/o. Mati Lal Bhattacharjee of Shibnagar	0.035
Ramani Mohan Das S/o. Madan Mohan Das of Jagaharimura	0.020
Narayan Ch. Saha and others S/o. Kumud Saha of -Do-	0.091

Name of allottee and address	Area allotted
Abani Mohan Saha S/o. Ananda Ch. Saha of -Do-	0.019
Bhaja Hari Saha S/o. Sarad Nanda Saha of -Do-	0.042
Ramani Mohan Roy S/o. Sashi Mohan Roy of-Do-	0.051
Abdul Gafor S/o. Jharu Miah of -Do-	0.161
Dhnanjoy Das S/o. Amia Kr. Das of -Do-	0.039
Bidut Baran Majumdar S/o; Gobinda Ch. Majumdar of -Do-	0.074
Bugar Bala Sutradhar W/o. Pandab Sutradhar of -Do-	0.003
Sadhan Majumdar S/o. Nabin Majumdar of -Do-	0 016
Krishna Ch. Paul S/o. Mahendra Ch; Paul of -Do-	0.229
Manmohan Saha S/o. Banamali Saha of -Do-	0.218
Gouranga Ch. Saha S/o. Sarat Ch; Saha of -Do-	0.125

Name of allottee and address	Area allotted
Naresh Ch. Hrish Das S/o. Rajani Kanta Das of -Do-	0.030
Samir Ch. Paul and others S/o. Birendra Ch. Paul of Jagaharimura	0.141
Asha Lata Saha W/o. Ramesh Ch. Saha of -Do-	0.106
Saila Bala Das W/o. Manu Ch. Das of -Do-	0.042
Suresh Ch Acharjee S/o Guru Charan Acharjee of -Do-	0.117
Suresh Ch. Paul S/o. Nishi Kanta Paul of -Do-	0.053
Rai Mohan Saha S/o. Ram Kumar Saha of -Do-	0.060
Satya Ranjan Paul S/o. Adhar Ch. Paul of -Do-	0.036
Phani Bn. Saha and others S/o. Mahim Ch. Saha of -Do-	0.041
Hari Krishna Saha S/o. Kunja Mohan Saha of -Do-	0.040
Krishna Rnni Saha W/o. Ananda Ch. Saha of -Do-	0.017

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Name of allottee and address	Area allotted
Sacha Late Saha W/o. Surendra Ch. Saha of -Do-	0.009
Kamala Kanta Saha S/o. Kailash Ch. Saha of -Do-	0.121
Bidhu Bn. Saha S/o. Pyeri Mohan Saha of -Do-	0.032
Manmohan Paul S/o. Rajmohan Paul of -Do-	0.055
Kumud Bandhu Saha S/o. Dina Bandhu Saha of -Do-	0.033
Sukhendu Roy S/o. Satish Ch. Roy of Banamalipur	0.017
Sashi Mohan Roy Choudhury S/o. Baikuntha Mohan Choudhury	0.055
Mohan Lal Saha S/o. Nil Kamal Saha of -Do-	0.100
Jyotsna Bhowmik W/o. Sudarshan Bhowmick of -Do-	0.125
Ram Gobinda Roy S/o. Nitai Chand Roy of -Do-	0.035
Nani Mohan Saha & others S/o. Madhab Ch. Saha of -Do-	0.093

Name of allottee and address	Area allotted
Amulya Bhosan Choudhury S/o. Ranga Lal Choudhury of -Do-	0.046
Chandra Sekhar Sengupta S/o. Sailaja Sengupta of -Do-	0.122
Sudhir Ch. Bhowmick & others S/o. Jarak Ch. Debnath of -Do-	0.103
Gouranga Ch. Das S/o. Baman Ch. Das of -Do-	0.052
Manoranjan Bhuiva S/o. Raj Mohan Bhuiva of Santipara	0.013
Harekrishana Saha and others S/o. Sadanaanda Kangal of Khosh Bagan	0.047
Kamala Ranjan Deb & others S/o. Sudhir Ch. Deb of Municipal Road	0.053
Jadab Ch. Bhattacharjee & others S/o. Madhu Sudhan Bhattacharjee of Madhya Para	0.102
Ganga Prasad Sarma S/o. Rebati Mohan Kaibyatirtha of -Do-	0.136
Hari Prassanna Acharjee S/o. Chandra Kr. Acharjee of Gangail Road	0.030

Name of allottee and address	Area allotted
	0.055
Man Mohan Aoharjee & others	
S/o. Har Kumar Acharjee	
of -Do-	
	0.316
Nikhil Ch. Dey	0.050
S/o. Nitai Das Dey,	
of Town Pratapgarh	0.20
Jyan Ch. Dey	
S/o. Nikhil Ch. Dey	
of -Do-	0·046
Namita Saha	
W/o. Keshab Ch. Saha	
of Gangail Road	0.022
Dulal Dey	
S/o. Nishi Kanta Dey	
of -Do-	0.054
Rukmini Mohan Ghosh Roy	
S/o. Rajani Mohan Ghosh Roy	
of -Do-	0 017
Harendra Ch. Saha	
S/o. Debendra Ch. Saha	
of Town Pratapgarh	0.053
Prafnlla Kr. Sutradhar	
S/o. Alanga Ch. Sutradhar	
of Town Bardwali	0.009
Sani Das Dey	
S/o. Girish Ch. Dey	
of -Do-	0.028
Kshitish Ch. Saha	
S/o. So Debnath Saha	
of Gangail Road	

Name of allottee and address	Area allotted
Rabimdra Kr Saha S/o. Banamali Saha of Town Pratapgarh	0.032
Promod Sukla Das S/o, Kailash Sukla Das of -Do-	0.014
Banka Bihari Paul S/o, Rajani Mhan Paul of Gangali Road	0.015
Sachindra Kr. Majumdar S/o. Hariday Krishna Majumdar of -Do-	0.017
Sura Bala Saha W/o. Sashi Mohan Saha of Jagharimura	0.110
Sudhir Ch. Dey S/o. Rakhal Ch. Dey of -Do-	0.034
Sakhi Charan Das S/o. Ishan Ch, Das of -Do-	0.097
Upendra Ch. Sarma S/o. Nanda Kr. Sarma of -D o-	0.058
Lal Mohan Das S/o. Purna Mohan Das of -Do-	0.085
Mohan Lal Das S/o. Mahendra Ch. Das of -Do-	0.120

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answer)

Name of allottee and address	Area allotted
Mantu Lal Mallik S/o. Makhan Lal Mallik of -Do-	0.028
Pranab Kr Bhattcharjee S/o. Pramod Ranjan Bhattcharjee of -Do-	0.195
Lalit Mohan Dey S/o. Ram Sundar Dey of -Do-	0.065
Aswini Kr. Das S/o. Jagneswar Das of -Do-	0.129
Manmohan Das S/o. Mahim Ch. Das of -Do-	0.024
Srinibas Ch. Ghosh S/o. Bhagaban Ch. Ghosh of -Do-	0.116
Amar Ch. Saha S/o. Ramesh Ch. Saha of -Do-	0.055
Ramani Ch Deb S/o. Ruhini Deb of -Do-	0.019
Arun Bala Saha W/o. Debendra Ch. Saha of -Do-	0.051
Gopal Chakraborty S/o. Jogendra Chakraborty of Jagaharimura	0.071

Name of allottee and address	Area allotted
Anjali Bala Debnath W/o. Jatindra Debnath of -Do-	0.085
Jyanada Debnath W/o. Kali Charan Debnath of -Do-	0.056
Gopal Ch. Debnath S/o, Niba Kishor Debnath of -Do-	0.046
Mrinal Kantai Deb S/o. Manmohan Deb of -Do-	0.107
Kshirod Mohan Saha S/o, Hari Mohan Saha of -Do-	0.033
Haripada Das S/o. Mohananda Das of -Do-	0.049
Dwigendra Ch. Debnath S/o, Ram Charan Debnath of -Do-	0.056
Tushar Kanti Bhattacharjee S/o. Sishir Kanti Bhattacharjee of -Do-	0.028
Nripendra Ch, Saha S/o. Nagar Bashi Saha of -Do-	0.027
Manindra Ch. Debnath and others S/o. Ramani Kanti Debnath of -Do-	0.063

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Name of allottee and address	Area allotted
Krishna Mohan Paul S/o. Saday Ch. Paul of -Do-	0.060
Sukumar Paul S/o. Krishna Kr. Paul of-Do-	0.063
Malina Bhattacharjee W/o. Nehar Bhattacharjee of -Do-	0.053
Parimal Ch; Paul So. Prafulla Ch. Paul of -Do-	0.059
Smt, Renuka Majumdar & others W/o. Bijoy Lal Majumdar of College Tilla	0.437
Smti Sunila Deb W/o. Rashik Ranjan Deb of -Do-	0.312
Shri Amullya Sutradhar S/o Rajani Kanta Sutradhar of -Do-	0.052
Shri Kanai Lal Dey S/o. Alanga Mohan Dey of -Do-	0.044
Shri Achinta Kr. Roy S/o. Umash Ch. Roy of -Do-	0.517
Shri Suresh Ch. Paul S/o. Mahim Ch. Paul of -Do-	0.440

Name of allottee and address	Area allotted
Smti. Bina Choudhury (Bhattacharjee) W/o. Haripada Choudhury of -Do-	0.061
Shri Hrishikesh Choudhury S/o. Bipin Ch. Choudhury of -Do-	0.362
Shri Subodh Ch. Chakraborty S/o. Surendra Kishore Chakraborty of -Do-	0.122
Shri Nibaran Ch. Debnath S/o. Kshirode Ch. Debnath of -Do-	0.060
Shri Abani Mohan Chakraborty S/o; Annada Charan Chakraborty of -Do-	0.060
Smti Mukul-Rani Bhowmik W/o. Sudhangshu Kr. Bhowmik of -Do-	0.110
Shri Sailesh Ch. Bhattacharjee and others S/o. Bhupesh Ch. Bhattacharjee of -Do-	0.661
Shri Bishnupada Choudhury S/o. Sarada Choudhury of -Do-	0.115
Smti Surabashi Sen W/o. Kripesh Ch. Sen of -Do-	0.089
Shri Pabitra Ch. Dey S/o. Baikuntha Ch. Dey of -Do-	0.105

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Name of allottee and address	Area allotted
Shri Jitendra Banik S/o. Loknath Banik of -Do-	0.160
Sukumar Saha S/o. Dinabandhu Saha of Jagahari Mura	0.030
Pran Ballabh Saha S/o, Sarat Ch. Saha of -Do-	0.102
Padma Lochan Saha S/o. Sarada Mohan Saha of -Do-	0.040
Suniti Saha W/o. Kanai Saha of -Do-	0.015
Nabadwip Ch. Saha and others S/o. Bipin Ch. Saha of -Do-	0.050
Banamali Saha S/o. Guru Charan Saha of -Do-	0.049
Narayan Ch. Saha S/o. Pyeri Mohan Saha of -Do-	0.032
Manoranjan Acharjee S/o, Prasanna Acharjee of -Do-	0.033
Rakhal Ch. Saha S/o. Rajani Kanta Saha of -Do-	0.081

Name of allottee and address	Area allotted
Radhacharan Sutradhar S/o. Ramesh Ch. Sutradhar of -Do-	0.074
Madan Ch. Das S.o. Ram Kumar Das of -Do-	0.034
Nitai Ch. Das S/o. Biswambar Das of -Do-	0.067
Smti Parul Banik W/o. Haripada Banik of 74/2 Banamalipur	03 08
Shri Subal Ch. Saha S/o Jagabandhu Saha of Shibnagar	0.055
Shri Shyam Singha S/o. Lalu Singha of Banamalipur	0.157
Shri Tambak Singha S/o. Ishwar Singha of Banamalipur	0.045
Smti Kusum Kumari Roy Choudhury W/o. Lalit Mohan Roy Choudhury of Shibnagar	0.012
Tarani Kanta Das S/o. Krishna Kanta Das of Jagaharimura	0.153
Jutsna Roy W/o. Ballabh Ch. Roy of -Do-	0.041

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Name of allottee and address	Area allotted
Anand Mohan Saha S/o. Akhil Ch. Saha of -Do-	0.139
Banamali Saha S/o. Mahine Ch. Saha of -Do-	0.084
Rasaraj Sarkar S/o. Bhikuntha Sarkar of -Do-	0.155
Sudhir Ranjan Saha S/o. Banka Bihari Saha of -Do-	0·036
Rajendra Ch. Chakraborty & others S/o. Brindaban Chakradorty of -Do-	0.165
Ramani Mohan Bardhan S/o. Girish Ch. Bardhan of -Do-	0.0[illegible]0
Anil Ch. Saha S/o. Rai Mohan Saha of -Do-	0.050
Hari Charan Choudhury S/o. Rai Mohan Choudhury of -Do-	0.056
Manada Sundari Saha W/o. Ramesh Ch. Saha of -Do-	0.050
Md. Rekonat Ali S/o. Safar Ali of -Do-	0.038

Name of allottee and address	Area allotted
Hemendra Lal Modak S/o. Harendra Lal Modak of -Do-	0.002
Sukumar Chakraborty S/o. Manmohan Chakraborty of -Do-	0.167
Kanak Kar. Choudhury and others W/o. Birendra Kar Choudhury of -Do-	0.188
Shri Sashadhar Deb S/o. Hari Charan Deb of Shibnagar	0.104
Smti Arati Rani Paul W/o. Fani Bhusan Paul of Shibnagar	0.053
Smti Rama Das W/o. Kanailal Das of -Do-	0.056
Smti Saraju Prava Ghosh W/o. Sushil Kr. Ghosh of Banamalipur	0.050
Shri Lal Chan Das S/o. Naba Kishore Das of Shibnagar	0.015
Shri Jitendralal Choudhury S/o, Suresh Ch. Choudhury of Shibnagar	0.020

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Name of allottee and address	Area allotted
Shri Jitendra Ch. Paul S/o. Jagat Ch. Paul of -Do-	0.031
Shri Kamakhya Prasad Choudhury S/o, Suresh Ch.Choudhury of- Do-	0.012
Smti Maya Sen W/o. Ashutosh Sen of Dhaleswar	0.015
Shri Akhil Debnath S/o. Gagan Ch. Debnath of Chandrapur	0.025
Shri Umesh Ch. Debnath S/o. Kshitish Ch. Debnath of Chandrapur	0 020
Shri Amuliya Mohan Sengupta S o. Abala Mohan Sen Gupta of -Do-	0.007
Smti Rani Jyoti Debi W/o. Bikramendu Kishore Deb Barma of College Tilla	1.542
Smti. Madan Manjari Deb Barma W/o. Ramendra Kishore Deb Barma of College Tilla	0 740
Shri Sambhu Ch. Deb S/o. Nikhil Ch. Deb of -Do-	0.090
Shri Nirananda Deb S/o. Ananda Kr. Deb of -Do-	0.260

Name of allottee and address	Area allotted
Shri Sushil Kr. Bhattacharjee S/o. Tarani Charan Bhattacharjee of -Do-	0.427
Shri Paresh Ch. Choudhury S/o. Upendra Ch. Choudhury of -Do-	0.364
Prafulla Ch. Ghosh S/o. Rajani Kanta Ghosh of Jagaharimura	0.025
Manada Saha W/o. Balai Ch. Saha of -Do-	0.038
Sashi Mohan Saha S/o. Bhagaban Ch. Saha of -Do-	0.042
Santi Bala Saha W/o. Balai Ch. Saha of -Do-	0.041
Naresh Ch. Das S/o. Baikuntha Ch. Das of -Do-	0 007
Gayatri Das W/o. Khokan Das of -Do-	0.030
Sudhir Hrishi Das S/o. Jatindra Ch. Das of -Do-	0.028
Pamir Bhattacharjee S/o. Pramod Bhattacharjee of-Do-	0.200

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Name of allcttee and address	Area allotted
Aswini Paul S/o. Dagan Ch. Paul of -Do-	0.122
Manoranjan Saha S/o. Dwijendra Saha of -Do-	0.044
Sukhendu Sarkar, S/o. Sashi Mohan Sarkar. of -Do-	0.044
Suresh Ch. Saha, S/o. Ram Manikya Saha, of-Do-	0.078
Nepal Ch. Saha, S/o. Chandra Mohan Saha, of -Do-	0.151
Ramesh Ch. Saha, S/o. Nabin Ch. Saha, of -Do-	0.075
Sunil Kr. Kayat, S/o, Rajani Kr. Kayat, of -Do-	0.070
Anath Bandhu Saha, S/o. Jaga Bandhu Saha, of -Do-	0.086
Narayan Ch. Saha & Others S/o. Aswini Kr. Saha, of -Do-	0.062
Santosh Ch. Saha S/o. Raj Kr. Saha, of -Do-	0.149

Name of allottee and address	Area allotted
Sneha Lata Paul W/o. Rebati Mohan Paul of Town Pratapgar.	0.021
Sashi Bhusan Das S/o. Dina Nath Das of -Do-	0.025
khil Ch. Ghosh S/o. Aswini Kr. Ghosh of -Do-	0.081
Santa Bala Sarkar W/o. Hari Mohan Sarkar of -Do-	0.026
Laxmi Rani Biswas W/o. Bancharam Biswas of gangail Road,	0.088
Putul Rani Biswas W/o. Narayan Ch. Biswas of Town pratapgarh	0.095

Admitted Unstarred Question No.—6

Name of Members :— Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৮৯-৯০ এবং ৯০-৯১ইং সনে রাজ্য সরকার কতজন গ্রাম উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যানের দুর্নীতি সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ?

Questions and Answer may be Separated

২। এর মধ্যে কতজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমান হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

৩। পঞ্চায়েত আইনের কোন ধারা অনুসারে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্য সরকার ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ ইং সনে মোট ১৫ (পনের) জন পঞ্চায়েত উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

২। যে সব ক্ষেত্রে তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেছে তার মধ্যে একটি ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে। তদনুযায়ী উক্ত চেয়ারম্যানকে তার পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে। তদুপরি সংশ্লিষ্ট জেলাশাসককে তার বিরুদ্ধে আইনানুমোদিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে।

৩। ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন, ১৯৮৩তে পঞ্চায়েত উন্নয়ন সমিতি গঠন করার কোন বিধান নাই।

Admitted Unstarred Question No. 13

Name of Member – Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় মোট কয়টি গাঁওসভা এবং নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি আছে ?

২। গত ১৯৮৯ এপ্রিল মাসে পঞ্চায়েত এলাকায় ফেমিলি রেজিষ্টারে মোট কত সংখ্যক পরিবার ছিল ? (উপজাতি এবং অউপজাতি সংখ্যা পৃথক ভাবে)।

৩। ১৯৯১ এপ্রিল মাস ফেমিলি রেজিষ্টারে সর্বমোট পরিবারের সংখ্যা ? (উপজাতি এবং অউপজাতি সংখ্যা পৃথক ভাবে)।

উত্তর

ক , সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No. 27. upper and lower

Name of the Member : Shri Makhan lal Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Deptt. be pleased to state :

১। সাম্প্রতিক ঘুর্নিঝড়ে রাজ্যের কত সংখ্যক পরিবারের ঘর, বাড়ী বিনষ্ট এবং কত জন লোকের ও গবাদি পশুর জীবন হানি ঘটেছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। এই সমস্ত বিপদগ্রস্থ পরিবারদের কত সংখ্যক পরিবার সাহায্য পেয়েছেন এবং সাহায্যের পরিমান কত ?

৩। ইহা কি সত্য যে গত ১৬ই মার্চ ঘুর্নিঝড়ে খোয়াই বিভাগের যে ব্যাপক ভাবে ঘর, বাড়ী ধ্বংশ হয়েছিল তাদের অনেকেই এখন পর্য্যন্ত কোন সাহায্য পায় নাই, এবং যারা পেয়েছে তাদের ও পরিবার পিছু মাত্র ৮০ থেকে ১০০ টাকা দেওয়া হয়েছে ?

৪। ক্ষতিগ্রস্থদের সরকারী সাহায্য দেওয়ার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে ?

উত্তর

Minister in Charge of the Revenue Deptt Chief Minister

১। সাম্প্রতিক ঘুর্নিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির মহকুমা ভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	জীবনহানির সংখ্যা	গবাদি পশুর জীবনহানির সংখ্যা	ঘরবাড়ী ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা
সদর	---	—	৩৫০১
সোনামুড়া	---	১৯	৫৭০৮
খোয়াই	৩	—	৩৮৫৪
কৈলাশহর	৫	—	৩১০৭
ধর্মনগর	২	--	৪২০০
কমলপুর	—	—	৩৪৮১
উদয়পুর	--	১	৫২১৭
বিলোনিয়া	১	৫	৭২০৩
সাব্রুম	—	৩	১০০০৮
অমরপুর	-	৫	৮৮৪৪
গণ্ডাছড়া	৩	৭	২৪১৩

২। উক্ত ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগনকে ক্ষতির গুরুত্ব ও আর্থিক সংস্থান অনুযায়ী মোট ১৮,৫০,০০০ টাকা সাহায্য করার জন্য জেলা শাসক মহোদয়গনকে বরাদ্দ করা হয়েছে।

৩। ইহা সত্য নহে. ক্ষতির পরিমান অনুযায়ী সম্ভাব্য হারে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।
৪। উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগনকে প্রচলিত নির্দেশিকা অনুযায়ী ও আর্থিক বরাদ্দ মতে সাহায্য করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 28

Name of Member : Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Rural Debelopment Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। গ্রামীন স্বনির্ভর প্রকল্পে এস. আর, ই, পি,ও জহর রোজগার যোজনায় এই বৎসর রাজ্যে কত শ্রম দিবসের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে. (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)
২। এখন পর্যান্ত কত শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)
৩। ইহা কি সত্য যে বর্ত্তমানে তেলিয়ামুড়া ব্লকের লুনাছড়া, কাকড়াছড়া, অমিরেমুড়া শ্রীরাম হারা দক্ষিন মহারানীপুর, বাদলা বাড়ী, প্রমোদনগর, দক্ষিন রামচন্দ্র ঘাট, পাগলাবাড়ী, গয়ামাল, রামদয়াল গাঁও সভাগুলি (এ, ডি, সি, এড়িয়া) সহ অন্যান্য গাঁও সভাগুলিতে এস, আর, ই, পি র কোন কাজ নাই,
৪। সত্য হইলে প্রত্যেকটি গাঁও সভায় কাজের ব্যবস্থা করা হবে কি ?

Name of the Minister : Shri Birajita Sinha

১নং প্রশ্নের উত্তর :—Annexure "A"তে দেওয়া হোল :—
২নং প্রশ্নের উত্তর :—Annexure "B"তে দেওয়া হোল :—
৩নং প্রশ্নের উত্তর :— ইহা সত্য নহে।
৪নং প্রশ্নের উত্তর :—প্রশ্নই উঠে না।

Annexure—A

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	এই বৎসরের জন্য শ্রম দিবসের লক্ষ্য মাত্রা	
		এস, আর, ই, পি,	জে, আর, আই
১।	কুমারঘাট	১,৯০,৮২০	১ ৬০,৭৫০
২।	সালেমা	১,৯০ ০০০	১,৭৩,৭৫৯
৩।	পানিসাগর	১,৬০,০০০	১,০০,০০০
৪।	ছাউমনু	১,৮১,০০০	১,০০,০০০
৫।	কাঞ্চনপুর	১ ৯৬,০০০	১ ০০,০০০
৬।	ডম্বুরনগর	১,৪৩ ০০০	১,০০,০০০
৭।	শাস্তিরবাজার	১ ৯৩,৭৫০	১,৩০,০০০
৮।	মাতারবাড়ী	১,৯০,০০০	১,৭৩,৭৫২

Annexure—A

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	এই বৎসরের জন্য শ্রম দিবসের লক্ষ্য মাত্রা	
		এস, আর, ই, পি.	জে, আর, আই.
৯।	অমরপুর	১,৭৪ ১৭৫	১,০৩,৯৭৮
১০।	রাজনগর	১,৫৬,৭৫৬	১,০০,৯০৬
১১।	বগাফা	১,৬০,০০০	১,১৫,৫৬০
১২।	বিশালগড়	১ ৮১,১৭৮	১,৯৯,৯৮৫
১৩।	মোহনপুর	১ ৫১,০২৭	১,৪৭,৮১৫
১৪।	মেলাঘর	১,৫৪,৭০৪	১,৮১,১৯০
১৫।	টাকারজলা	৮৬ ৪০৪	৭৭.১৭০
১৬।	খোয়াই	১,৮৮,০৭৫	১,০৬,৯৫০
১৭।	জিরানীয়া	১,৯১,৪১৮	১ ৩০,৪২৫
১৮।	তেলিয়ামুড়া	১,৬১,৯০১	১ ২১,৭৩০
		মোট — ৩০,৩১,০০০	২২ ৮৪,০০০

Annexure—B

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	শ্রম দিবসের কাজের হিসাব	
		এস, আর, ই, পি	জে, আর, ওয়াই
১।	কুমারঘাট	৮৫ ২০৫	১৪,৩৮৯
২।	সালেমা	৭১,৮৫৫	১৩,৪৫৭
৩।	পানিসাগর	৫৮.৬১৯	৪০.০০০
৪।	ছাউমনু	৮২,২৮০	১০,৬ ০
৫।	কাঞ্চনপুর	৭৯,৮৩৪	৮,৮৭৫
৬।	ডম্বুরনগর	২২,২৮৮	৯.৪০৯
৭।	সাতচান্দ	৭৯,০২৩	৬,৮৬১
৮।	মাতারবাড়ী	৭৫,০০০	১২,৮২৮
৯।	অমরপুর	৩৮ ৯৮৭	৬,৩১০
১০	রাজনগর	৫৭,৩৭৫	১,৭৬৩
১১।	বগাফা	৩৭,৮২০	৩,২৮৬
১২।	বিশালগড়	৬৪,৬২৯	৯,৮০০
১৩।	মোহনপুর	৭১,১৪৭	২ ৬৭৬
১৪।	মেলাঘর	৬৭.৯৭৭	৫,৯৮০
১৫।	টাকারজলা	১৭,৩০৬	৪৬২
১৬।	খোয়াই	৬৫,৯৪৫	১,৫০০
১৭।	জিরানীয়া	৬২,৫৩২	১৯,৬৭৭
১৮।	তেলিয়ামুড়া	৭৪,০৭৮	২১ ৮০৬
		মোট — ১১,৫৯,৯০০	১.২৩,১০০

Admitted Un Starred Question No. 32

Name of Member : Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in Charge of Rural Dev. Department be pleased to state,

প্রশ্ন : ১—দক্ষিন ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্লকে ১৯৯০-৯১ইং সালে কত I.R.D.P প্রকল্পে কত অর্থ দেওয়া হয়েছে ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর :১—দক্ষিন ত্রিপুরার ১৯৯০-৯১ইং সালের প্রকল্পের অর্থ প্রদানের হিসাব (ব্লক ভিত্তিক) নিম্নরূপ।

(হিসাব-লক্ষ টাকা)

ব্লকের নাম	পরিবার সংখ্যা	সরকারী ভর্তুকীর পরিমান	ব্যাঙ্কে ঋণের পরিমান	মোট অর্থ
১। মাতাবাড়ী	১১৮৭	৩০,০১	৪৭,১০	৭,৭১১
২। অমরপুর	১৪৭৫	৪৫,৮১	৫২,৬৪	৯৮৪.৫
৩। বগাফা	৬১৮	১৪,৭৭	২১,২৮	৩৬,০২
৪। সাতচাঁদ	৪৪৪	৭,৯৬	১২,০০	১৯,৯৬
৫। রাজনগর	৬৩২	১২,৬৭	২০,২৪	৩২,৯১
৬। ডুম্বুরনগর	৮৫	.২,৮০	৩,০৪	৫,৮৪

প্রশ্ন : ২—সমস্ত I.R.D.P উপকরা তাদের জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থ পেয়েছে কিনা ?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : ৩—না পেয়ে থাকলে কতজন বাকী আছেন তাদের ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর : ব্লক ভিত্তিক বাকী পরিবারের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম		পরিবারের সংখ্যা
১। মাতাবাড়ী	—	২৫০
২। অমরপুর	-	৬১০
৩। বগাফা	—	২০০
৪। সাতচাঁদ	—	১৫০
৫। রাজনগর	—	২৫০
৬। ডুম্বুরনগর	—	৪৫

Admitted Un-Starred Qnestion No.—45

Name of the Member—Sri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Rural Development be pleased to state—

Question—

No.—1 The number of IRDP beneficiaries identified as yet since the inception of the project and the number of families covered under the scheme uptc date.

Question—

No.—2 Out of total beneficiaries the member of the scheduled tribe and scheduled caste beneficiaries estimated and the number of families covered upto date.

Question—

No.—3 How many beneficiaries were covered by the benefits of IRDP scheme at the end of 1987-88 financial year.

Question—

No.—4 In total how many families had been given 2nd and 3rd dose for bringing the families above the poverty line

Answer—

No.—1 Since the inception of the programme, so far 1,55,744 Nos. of the I RDP beneficiaries are reported to have been identified upto June, 1991 and a total of 1,35,028 families have been covered under the programme till June, 1991.

Answer—

No.—2 Out of the total beneficiaries identified under the programme so far, the number of scheduled tribe and sch. caste beneficiaries is estimated to be 77,333 and 65,377 families belonging to ST/SC category are reported to have been covered under the programme since its inception upto June, 1991.

Answer—

No.—3 Since inception of the programme, a total number of 86,257 beneficiaries are reported to have been covered under IRDP so far upto the financial year 1987-88.

Answer—

No.—4. So far a total of 22,774 Nos. of families have been assisted in 2nd dose for bringing them above the poverty line. As regards the 3rd dose, no such provision has been made under the programme.

Question and Answer may be Separater.

Admitted Unstarred Question No—46

Name of the Member—Sri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Rural Development be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কোন ব্লক এলাকায় কত সংখ্যক লোক বর্তমানে প্রধানত কৃষি মজুরের কাজে জীবিকা নির্বাহ করছেন ;

২। তাদের মধ্যে কত সংখ্যক উপজাতি এবং কত সংখ্যক তপশিলী জাতি ;

৩। এই কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে শ্রমিকদের মধ্যে নারী ও পুরুষের সংখ্যা কত ;

৪। সরকার তাদেরকে কোন পরিচয় পত্র দিয়েছেন কি ;

৫। যদি দিয়ে থাকে তবে এই পরিচয় পত্র কি উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য ;

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর Annexure "A" তে দেওয়া গেল।

২নং প্রশ্নের উত্তর Annexure "B" তে দেওয়া গেল।

৩নং প্রশ্নের উত্তর Annexure "C" তে দেওয়া গেল।

৪নং এবং ৫নং প্রশ্নের উত্তর Annexure "D" তে দেওয়া গেল।

Annexure—A

১নং প্রশ্নের উত্তর—

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	মোট কৃষি মজুরের সংখ্যা
১	২	৩
১।	বিশালগড়	১৯,১২৬
২।	জিরানীয়া	১৫,৬৬৫
৩।	তেলিয়ামুড়া	১৮,১২৭
৪।	টাকারজলা	৬,০৬৭
৫।	মোহনপুর	১৭,৮৮৪

Annexure – A

১ম প্রশ্নের উত্তর—

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	মোট কৃষি মজুরের সংখ্যা
১	২	৩
৬।	খোয়াই	১২,১২৪
৭।	মেলাঘর	১৫,১৬৫
৮।	মাতাবাড়ী	২১,৪৩৬
৯।	অমরপুর	১৫,৬৬৭
১০।	বগাফা	১৪,০৩১
১১।	সাতচাঁদ	১৪,৩৭৫
১২।	রাজনগর	১৪,৩৯০
১৩।	ডম্বুরনগর	৫;০৫২
১৪।	পানিসাগর	১৬,২৫৬
১৫।	কাঞ্চনপুর	১৭,৩৫৩
১৬।	ছাওমনু	১১,৩৮৪
১৭।	কুমারঘাট	১৭,৮৩০
১৮।	কমলপুর	১৪,৮১৭

মোট—২,৬৫,৭২৮

Annexure—B

২নং প্রশ্নের উত্তর—

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	তপশিলী জাতি	উপজাতি
১।	বিশালগড়	২,৮৫৮	৫,৭৩৭
২।	জিরানীয়া	২,৩৪৯	৪.৬৯৯
৩।	তেলিয়ামুড়া	২,৭১৯	৫,৪৩৮
৪।	জম্পুইজলা-টাকারজলা	৯১০	১,৮২০
৫।	মোহনপুর	২,৬৮২	৫.৩৬৫
৬।	খোয়াই	১,৮১৮	৩,৬৩৭
৭।	মেলাঘর	২,২৭৪	৪,৫৭৯

Annexure—B

২নং প্রশ্নের উত্তর—

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	তফশিলী জাতি	উপজাতি
৮।	মাতারবাড়ী	৩,০৬৫	৬,১৩০
৯।	অমরপুর	২,৩৫০	৪,৭০০
১০।	বগাফা	২ ১০৪	৪,২০৯
১১।	সাতচাঁন্দ	২,১৫৩	৪,৩০৬
১২।	রাজনগর	২,১৫৮	৪,৩১৭
১৩।	ডম্বুরনগর	৭৫৭	১,৫১৫
১৪।	পানিসাগর	২,৪৩৮	৪,৮৭৬
১৫।	কাঞ্চনপুর	২ ৬০২	৫,২০৫
১৬।	ছাওমনু	১,৭০৭	৩,৪১৫
১৭।	কুমারঘাট	২,৬৭৪	৫,৩৪৯
১৮।	সালেমা	২,২২২	৪,৪৪৫
		মোট—৬৯,৮৫০	৭৯,৭১২

Annexure C

৩নং প্রশ্নের উত্তর—

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	নারী	পুরুষ
১।	বিশালগড়	৫,৭০৭	১০,৩৮৮
২।	জিরানীয়া	৪,৬৯৯	১০,৯৬৬
৩।	তেলিয়ামুড়া	৫,৪৩৮	১২,৬৮৯
৪।	টাকারজলা	১,৮২০	৪,২৪৭
৫।	মোহনপুর	৫,৩৬৫	১২,৪১৯
৬।	খোয়াই	৩,৬৩৫	৮.৪৮৭
৭।	মেলাঘর	৪,৩৪৯	১০,৬১৬
৮।	মাতারবাড়ী	৬.৪৬০	১৫,০০৬
৯।	অমরপুর	৪,৭০০	১০,৯৬৭
১০।	বগাফা	৪,২০৯	৯,৮২২

Annexure—C

৩নং প্রশ্নের উত্তর —

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	নারী	পুরুষ
১১।	সাতচাঁদ	৪,৩০৬	১০,০৪৯
১২।	রাজনগর	৪,৩১৭	১০,০৭৩
১৩।	ডম্বুরনগর	১,৫১৫	৩,৫০৭
১৪।	পানিসাগর	৪,৮৭৬	১৯,৩৮০
১৫।	কাঞ্চনপুর	৪২০৫	১২,১৪৮
১৬।	ছাওমনু	৩,৪১৫	৭,৯৬৯
১৭।	কুমারঘাট	৫,৩৪৯	১২,৪৮১
১৮।	সালেমা	৪ ৪৪৫	১০,৩৭২
	মোট-	৮০,০১২	২,৮৫,৭১৬

৪নং প্রশ্নের উত্তর —Annexure—D তে দেওয়া গেল—

৪। উক্ত কৃষি মজুরগন পঞ্চায়েতের রেজিষ্ট্রিকৃত কৃষি মজুর। সরকার থেকে তাদের পরিচয় পত্র দেওয়া হয়েছে।

৫নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া হল।

উক্ত কৃষি মজুরগণকে পরিচয় পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজে নিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

Admitted Unstarred Question No—66

Name of Member—Shri Nripen Chakraborty
Shri Badal Choudhury
Shri Dinesh Deb Barma
Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Panchayat Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে পঞ্চায়েতের সংখ্যা কত ?

২। ঐ সব পঞ্চায়েতের মনোনীত কমিটিগুলির কতটি কতবার করে পুর্ণগঠন করা হয়েছে ?

৩। পঞ্চায়েতের মনোনীত উন্নয়ন কমিটিগুলি ভেঙ্গে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কি ?

৪। ঐ সব মনোনীত কমিটি কোন আইনের কোন ধারা বলে তৈরী হচ্ছে ?

৫। ঐ সব কমিটির কতটির চেয়ারম্যান দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন এবং কতজনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ৯১১টি।

২। একটি ও নহে। তবে প্রয়োজনানুযায়ী কোন কোন কমিটির আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে।

৩। না, মহাশয়।

৪। ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন, ১৯৮৩ইং এ পঞ্চায়েত উন্নয়ন কমিটি গঠন করার কোন বিধান নাই। রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রশাসনিক আদেশ বলে গাঁও এলাকায় পঞ্চায়েত উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হচ্ছে।

৫। ১ (একজন) চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তক্রমে প্রমাণিত হয়েছে এবং উক্ত চেয়ারম্যানকে অপসারন করা হয়েছে।

Admitted un-Starred Question No—67

Name of the Member—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) রাজ্যে রায়তিস্বত্বে মালিকানাধীন এবং অ্যালটমেন্টে প্রাপ্ত মালিকানায় মোট কৃষি জমির পরিমান কত এবং রায়ত ও অ্যালটির সংখ্যা কত ;

২) ১৯৮৭ ডিসেম্বর এ এই সংখ্যা এবং জমির পরিমান কত ছিল ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Revenue Deptt. Chief Minister

১) রাজ্যের রায়ত ও এলটির সংখ্যা নিয়ত পরিবর্তনশীল। তাহাদের রেকর্ডভুক্তির পরই

২) কেবল সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া সম্ভব। রাজ্যে পুর্ণজরীপের কাজ শেষ হইলে এধরনের তথ্য

৩) পাওয়া যাইবে। তাছাড়া সমগ্র রাজ্যের এধরনের তথ্য সংগ্রহ প্রচুর সময় সাপেক্ষ।

Admitted Unstared Question No 68

Name of the Member—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble minister-in-Charge of the Revenue Department pleased to state—

১) রাজ্যের কোন মহকুমায় বর্তমানে কতজন রেজিষ্ট্রিভুক্ত বর্গাদার আছেন ;

২) যাদের নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত হয় নাই তাহাদের আইনের অধিকার দিতে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

Minister-in-Charge of Revenue Deptt. Chief Minister—

১। মহকুমা ভিত্তিক রেজিষ্ট্রিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা নিম্নরূপ—

সদর	—	১২৭৮
খোয়াই	—	২৮২
সোনামুড়া	—	৪১৬
কৈলাসহর	—	৩৪৫
কমলপুর	—	৭৫৭
ধর্মনগর	—	৪০৫
উদয়পুর	—	৬৬০
অমরপুর	—	০৫
বিলোনীয়া	—	৩৪১
সাব্রুম	—	৭৭

মোট—৪,৬২৯

২। বর্গাদার অথবা বর্গাদার বলিয়া গন্য ব্যক্তি তাহার স্বত্ব অর্জন সম্পর্কে আবেদন করিলে আইন অনুযায়ী বর্গাদারের নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত করার ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে।

Admitted Unstarred Question No—71

Name of the member —Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble minister-in-chrge of the Panchayat Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৭ ডিসেম্বর-এ রাজ্যের পঞ্চায়েত ফেমিলি রেজিষ্টারে পরিবার সংখ্যা এবং লোকসংখ্যা কত ছিল, এবং কোন ব্লকে কত সংখ্যক পঞ্চায়েত ছিল ?

২। ১৯৯০ ডিসেম্বর কোন ব্লকে পঞ্চায়েতের সংখ্যা কত, এবং পঞ্চায়েত ফেমিলি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ মোট পরিবার এবং মোট লোকসংখ্যা কত ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No—72

Name of the member— Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) রাজ্যের কোন মহকুমায় কোন কোন ব্যক্তি সুদে খাটানোর ব্যবসার জন্য মহাজনী আইনের লাইসেন্স পেয়েছেন তাদের নাম ও ঠিকানা,

২) বর্তমান সরকারী আইনে সর্ব্বোচ কত সুদের হারে টাকা লগ্নি করা যায় ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Revenue Deptt. Chief Minister

১) উদয়পুর মহকুমার একজনের বৈধ লাইসেন্স আছে। তাঁহার নাম শ্রীরাধিকা মোহন রায় কর্মকার, উদয়পুর টাউন।

২) সর্ব্বোচ সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১৫্ টাকা।

Admitted stred Unstarred Question No—92

Name of member—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble minister in-charge of the Cooperation Department be okeased to state—

১) বর্তমানে রাজ্যে মোট কোন শ্রেনীর কি ধরণের কাজের সঙ্গে যুক্ত কত সংখ্যায় সমবায় সমিতি বর্তমানে আছে, এবং এই সকল সমিতির শ্রেণী ভিত্তিক মোট সদস্য সংখ্যা কত।

২) কোন কোন সমবায় সমিতির সদস্যগণ গত ১৯৮৮ জুন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নিজ নিজ Bye-low অনুসারে কতবার বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ নির্বাচিত করেছেন।

৩) যে সকল সমবায় সমিতির উল্লিখিত সময়কালে বাৎসরিক নির্বাচন আদৌ হয় নাই সেই সকল সমবায় সমিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

(Minister-in-Charge of the Coop Deptt.)

১) বর্তমানে রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত মোট ১৭১১টি সমবায় সমিতি আছে।

এই সকল সমবায় সমিতির শ্রেণী ভিত্তিক সদস্য সংখ্যা নিম্নরূপ

ক্রমিক নং	সমিতির শ্রেণী ভিত্তিক নাম	মোট সমিতির সংখ্যা	মোট সদস্য সংখ্যা	এস, টি	এস, সি	বিভিন্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	এপেক্স সোসাইটিজ	১১	৪৭,২৯২	১০,২৭১	২১,৭৮৫	১৫,২৩৬
২।	ল্যাম্পস্	৫৫	১,১৪,৫৮৪	৯৭,০২৭	৬,০১৯	১১,৫৩৮
৩।	প্যাকস্	২১২	১,২২,১০৮	২১,৫১২	৩৩,৮৫৯	৬৬,৭৩৭
৪।	এফ এস্ এস্	১	২,৫১৫	১০৩৫	৩০১	১,১৮১
৫।	আদারস্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ	২৩৯	৬,৩১৭	১,০৭৭	৬৮৭	৫,৪৫০
৬।	ট্রেন্স পোর্ট	৯০	১,২৭১	৩৫	৩৪	১,১৯২
৭।	আদারস এগ্রিক্রেডিট	১১৭	২২,৯৭২	৯,৩৮২	৩,০২৫	৫,৪৫০
৮।	লেবার	৩৬	১,৩৭৪	১১৬	৪৬	১,২১২
৯।	ফরেষ্ট লেবার	৫	৩৮৩	৩৭[illegible]	—	৪
১০।	রিক্সা পোলারস্	৩১	১,৫৮৬	৫১	৪০৫	১,১৩০
১১।	আদারস্ নন এগ্রি নন ক্রেডিট	২২	৭১৭	৪৩	৩৬	৬৩৮
১২।	উইভারস	১৬১	৭,৬৭৭	৩২৩	৯৪	৭,২৬০
১৩।	হাউসিং	৩	২৯৪	১	২	২৯১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪।	প্রাইমারি মার্কেটিং	১৪	২,৪১২	—	—	২,৪১২
১৫।	ফিসারী	১২৭	১৩,৫৮৯	১,২১২	১১,২১৩	১,১৬৪
১৬।	মিল্ক সাফলাই	৮২	৪,৫৩১	৪৮১	৮২১	৩,২৬৯
১৭।	নন এগ্রি-ক্রেডিট	১৪	২,৯৭৬	১১০	২৫৩	২,৬১৩
১৮।	পিসারী	২০	১,১০৪	১১০৪	—	—
১৯।	পোল্ট্রি	৭	২১০	২৬	১৩২	৫২
২০।	ফারসিং	৩	৪৮৯	—	—	৪৮৯
২১।	প্রসেসিং	১	২৮৭	—	—	২৮৭
২২।	কনজিউ মারস ষ্টোরস (Including Purchaser and Sales Societies)	১২১	১১,৬৩১	২৬৮	৫৯৪	১০,৭৬৯

২। ১৯৮৮ ইং জুন মাস থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমিতির Byolaw অনুসারে মোট ৩৬টি সমবায় সমিতিতে বোর্ড অব-ডিরেকটস্ নির্বাচিত করেছে, ঐ ৩৬টি সমবায় সমিতির মধ্যে ১০টিতে ২ বার এবং বাকী ২৬টিতে ১ বার (একবার) করে বোর্ড-অব ডিরেকটরস নির্বাচিত করেছেন।

৩। যে সকল সমিতিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বাৎসরিক নির্বাচন করা সম্ভব হয় নাই সেই সমস্ত সমিতিগুলিতে সদস্য বহি (Member register) up date করা কাজের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে, উক্ত কাজ সম্পূর্ণ হইলেই নির্বাচন করা হইবে।

Admitted Un-starred Question No. 96

Name of Member :—Shri Nripen Chakrborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State ;—

১। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯১ পর্য্যন্ত (জন মাস) ত্রিপুরা ওয়াকফ্ বোর্ড ত্রিপুরার কোন্ কোন্ মুক্তব মাদ্রাসাকে কত টাকা অনুদান দিয়েছেন তার হিসেব ;

২। ত্রিপুরা ওয়াকফ্ বোর্ড মসজিদগুলো মেরামতির জন্য এই কয় বছরে কত টাকা অনুদান দিয়েছেন তার বছর ভিত্তিক হিসেব (১৯৮৮ থেকে ১৯৯১ বছর) ;

৩। আগরতলা গেদুমিয়া মসজিদ সংলগ্ন জমিতে মুসলিমদের জন্য একটা বিশ্রামভবন (রেষ্ট হাউস) তৈরী করার কাজের জন্য ওয়াকফ্ বোর্ড এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ বোর্ডের নিকট কোন অর্থ দাবী করা হয়েছে কিনা ;

৪। হয়ে থাকলে তার বিবরণ ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Department—Chief Minister.

১। ত্রিপুরা ওয়াকফ্ বোর্ড হইতে মুক্তব মাদ্রাসাকে অনুদান দেওয়ার কোন সংস্থান নাই।

২। ত্রিপুরা ওয়াকফ্ বোর্ড মসজিদ গৃহ: ঈদগাহ প্রভৃতির সংস্কার ও মেরামতির জন্য ১৯৮৮ হইতে ১৯৯১ আর্থিক বছর পর্য্যন্ত যে অনুদান মঞ্জুর করেছেন তার বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১৯৮৮—৮৯	———
১৯৮৯—৯০	৭০,০০০ টাকা
১৯৯০—৯১	৪,৩২,০৭০ টাকা
	মোট ৫,০২,০৭০ টাকা

৩। না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 97

Name of M.L.A. :— Shri Nripen Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Reveune Department be pleased to state.

১। ত্রিপুরার ১৯৮৫ সালের ১লা মার্চ থেকে ১৯৯০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যান্ত প্রতি বছর ভূমি রাজস্ব বাবদ মোট কত টাকা আদায় হচ্ছে,

২। চা-বাগান ছাড়া অন্যান্যদের বকেয়া রাজস্ব মকুব করার জন্য রাজ্য সরকারের কোন প্রস্তাব আছে কিনা,

৩। চা-বাগান মালিকদের অনাদায়ী বকেয়া ভূমি রাজস্ব এর পরিমান কত, এবং ঐ বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Department— Chief Minister.

১। আদায়কৃত ভূমি রাজস্বের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

১৯৮৫-৮৬ = ২৪,১৫,৫০৫.৫০ টাকা

১৯৮৬-৮৭ = ৩০,৪১,৭২০.৬০ ,,

১৯৮৭-৮৮ = ১৬,৬৪,০৭৫.৩৬ ,,

১৯৮৮-৮৯—২৮,০০,৭৬৩.২২ ,,

১৯৮৯-৯০—৫২,৫৩,৪০৬.০১ ,,

২। এমন কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকারের নাই।

৩। উত্তর ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার চা-বাগান মালিকদের ভূমি রাজস্ব বকেয়া নাই। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-starred Question No. 99.

Name of Member—Shri Nripen Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। সংখ্যা লঘু বেকার গরীব অংশের মুসলমানদের কর্মসংস্থানের জন্য ওয়াকফ্ বোর্ড মাধ্যমে গত ১৯৮৬ সালে ১লা জুন থেকে ১৯৯১ ৩০শে জুন পর্য্যন্ত (জুন মাস) কোন বছর কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Department : - Chief Minister

১। ওয়াকফ্ বোর্ডের মাধ্যমে সংখ্যা গরীব মুসলীমদের কর্ম সংস্থানের জন্য কোন অর্থ ব্যয় করা হয় না।

Admitted un-starred Question No.—100

Name of Member :— Sri Nakul Ch Das.

Will the Hon'ble Chief Minister-in-charge of L S. G. Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে থেকে মহারাজগঞ্জ বাজারে মোট কত জনকে নতুন করে তৌজি বন্দোবস্ত বা সম্যভাবে ভূমি দখল দেওয়া হয়েছে (তাহাদের সংক্ষিপ্ত তথ্য),

২। মহারাজগঞ্জ বাজারের লাকড়ী বাজার কাদের বন্দোবস্ত বা দখল দেওয়া হয়েছে এবং কোন সর্তে,

৩। মহারাজগঞ্জ বাজারের তাঁত ঘরটি বন্দোবস্ত দেওয়ার কোন চিন্তা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মহারাজগঞ্জ বাজারে মোট ৪৯ জনকে তৌজি দেওয়া হয়েছে। এই ৪৯ জনের মধ্যে খান্না মার্কেটে ৭ জনকে পূর্বতন পশুখোয়ারে জায়গায় ৫ জনকে, চাউল পট্টিতে ৩১ জনকে ও বাদবাকীতে মহারাজগঞ্জ বাজারের জমিতে ব্যবসার জন্য তৌজি দেওয়া হইয়াছে. তাহাদের সংক্ষিপ্ত তথ্য এতদসঙ্গে দেওয়া হইল।

২। মহারাজগঞ্জ বাজারের লাকড়ী বাজার কাহাকেও বন্দোবস্ত বা দখল দেওয়া হয় নাই।

৩। মহারাজগঞ্জ বাজারে তাঁত ঘরটি বন্দোবস্ত দেওয়ার কোন প্রস্তাব সরকারের নাই।

List of allotment of toujis at M. G. Bazar

Sl. No.	Name of toujider	Date of order	Premium	Monthly rent of land/stall
1	2	3	4	5
1.	Sri Jiban Krishna Saha s/o L. Sagar Ch Saha.	5.9.88	3 Years rent as premiun.	Khanna market monthly rent Rs. 100/-
2.	Sri Rajendra Biswas s/o L. Rainaran Biswas,	8 6.89	—do—	pashu Khower (land) monthly rent Rs. 211.25
3.	Sri Sajal Kanti Saha. s/o Sudhir Ch. Saha.	8.6 89	—do—	Pashu Khower (land) monthly rent Rs. 421.72
4.	Sri Bijoy Saha. s/o Shachindra Ch. Saha.	8.6 89	—do—	Pashu Khower (land) monthly rent Rs. 211.25
5.	Sri prabir Kanti Sarkar. s/o Jitendra Sarkar.	8 6.89	—do—	Pasnu Khower (land) monthly rent Rs. 212/-

1	2	3	4	5
6.	Sri Mahadev Saha. s/o L. Monomohan Saha.	8.6.89	—do—	Pashu Khower (land) monthly rent Rs. 211.25
7.	Sri Sudhir Ghosh. s/o Krishna Ghosh.	21.6.89	—do—	M. G. Bazar (land) monthly rent Rs. 15/-
8.	Sri Anjan Saha. s/o Paresh Ch. Saha.	18.7.89	—do—	Khanna Market (stall) monthly rent Rs. 100/-
9.	Smti Santi Saha. D/o Sri Gopal Saha.	18.7 89	—do—	Khanna Market (stall) monthly rent Rs. 100/-
10.	Sri Swapan Kr. Acharjee. s/o Sri Premanda Acharjee	24.7.89	—do—	Khanna Market (staff) monthly rent Rs. 100/-
11.	Sri Sukumal Dev s/o Suresh Ch. Dev.	24.7.89	—do—	(one door) rent Rs. 50/-

1	2	3	4	5
12.	Sri Nepal Ch. Saha. s/o Kalicharan Saha.	24.7.89	3 Years rent as premium.	(2 doors) rent Rs. 100/-
13.	Sri Bidhu Bhusan Nandi. s/o L. Ruhini Kr. Nandi.	24.7 89	—do—	(2 doors) monthly rent Rs. 100/-
14.	Sri Arjun Das. s/o L. Tufani Das.	6 10 89	—do—	M. G. Bazar (land) monthly rent Rs. 30/-
15.	Sri Amulya Ghosh s/o L. Surendra Ch. Ghosh.	20.1.90	—do—	M. G. Bazar (land) monthly rend Rs. 111/-
16.	Sri parimal Saha. s/o Sri Upendra Ch Saha.	20.1.90	—do—	M. G. Bazar (land) monthly rent Rs. 108/-
17.	Sri Khokan Datta. s/o Sri Nripendra Ch. Datta.	12.4.90	—do—	Cnowal patti (stall) monthly rent Rs. 109/-

1	2	3	4	5
18.	Sri Kalipada Saha s/o L. Birendra Saha.	12.4.90	—do—	Chowal patti (stall) monthly rent Rs. 109/-
19.	Sri Amar Saha. s/o L. Krishnanath Saha.	12.4.90	—do—	—do—
20.	Sri Dipak Sarkar. s/o Sri Rajendra Sarkar.	12.4 90	—do—	—do—
21.	Sri Chitta Das. s/o L. Santosh Das.	12 4.90	—do—	—do—
22.	Sri Asit Saha. s/o Sri Ananda Saha.	12.4.90	—do—	—do—
23.	Sri Shambhujit Das.	12.4.90	—do—	—do—
24.	Sri Nirmal Saha S/o Sri Sachindra Saha	12.4.90	—do—	—do—

1	2	3	4	5
25.	Sri Jiban Chakrborty. s/o Sri Bhupendra Chakraborty	12.4.90	—do—	--do—
26.	Sri Sankar Saha s/o Amarendra Saha	16.4.90	—do—	—do—
27.	Sri Krishna kanta Saha s/o Sri Mohanlal Saha	16.4.90	—do—	—do—
28.	Sri Narayan Das. s/o L. Madan Ch, Das.	16.4.90	—do—	—do—
29.	Sri Kishore Pal. s/o Sri Monomohan Pal,	16.4.90	--do—	—do—
30.	Sri Jiban Saha. s/o L. Bhallav Saha.	16.4.90	—do—	—do—

1	2	3	4	5
31.	Sri Biplab Roy. s/o Sri Suresh Roy.	16.4.90	—do—	—do—
32.	Sri Kajal Roy. s/o L. Satya brata Roy.	16.4.90	—do—	—do—
33.	Sri Sushil Roy. s/o L. Krishna Ch. Roy.	16.4.90	—do—	—do—
34.	Sri Kahipada Saha. s/o Rasiklal Saha.	16.4.90	—do—	—do—
35.	Sri Mahananda Das. s/o L. Jatindra mohan Das.	16.4.90	—do—	—do—
36.	Sri Khokan Saha. s/o Sri Dhirendra Saha.	16.4.90	—do—	—do—

1	2	3	4	5
37.	Sri Ranjit Saha. s/o Gopal Saha.	16.4.90	3 Years rent as premium	Chowal patti (stall) monthly rent Rs. 109/-
38.	Sri Jiban Pal. s/o L Nabadwip Pal.	16.4.90	—do—	—do—
39.	Sri Suresh Saha. s/o Lt. Nagarbasi Saha,	16.4.90	—do—	—do—
40.	Sri Mahaprabhu Saha. s/o Sri Nanigopal Saha	16.4.90	—do—	—do—
41.	Sri Sunil Saha. s/o Lt. Nityananda Saha.	16.4.90	—do—	—do—
42.	Sri Bijoy Krishna pal. s/o Sri Jagabandhu pal.	16 4.90	—do—	—do—
43.	Sri Bimal Roy. s/o Sri Kalipada Roy.	16.4.90	—do—	—do—

1	2	3	4	5
44.	Sri Kalachand Saha. s/o Lt. Keshtramohan Saha.	16.4.90	3 Years rent as premium.	Chowal patti(stall) monthly rent Rs. 109/-
45.	Sri Dulal Saha. s/o Sri Nibaran Saha.	16.4.90	—dc—	—do—
46.	Sri Lalit Saha. s/o Lt. Ramkanai Saha.	16.4.90	—do—	—do—
47.	Sri Amar Ch. pal. s/o Lt. Krishna pal.	16.4.90	—do—	—do—
48.	Sri Chitta pal.	24.6.91	3 Years rent as premium.	M. G. Bazar (land) monthly rent Rs. 275/-
49.	Sri Sujit Das. s/o Sri Aswini Das.	1.7.91	—do—	M. G. Bazar (land) monthly rent Rs. 360/-

Admitted Un-starred Question No.—106
Name of the Member :—Shri Nripen Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। মানিলেণ্ডারস্ আইন ও সরকারের চিঠি অনুসারে ত্রিপুরায় যে সব মানিলেণ্ডাস্ তাদের মহাজনী ব্যবস্থা সম্পর্কে সাব রেজিষ্ট্রারের নিকট বার্ষিক রিপোর্ট দাখিল করেন নি এবং ফলে তাদের লাইসেন্স বাতিল হয়েছে তাদের বিভাগ ভিত্তিক নাম ও ঠিকানা.

২। তাদের মধ্যে কাহাকেও শাস্তি দেয়া হয়ে থাকলে তাদের নাম ও শাস্তির বিবরণ ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Department—Chief Minister

১। কোন লাইসেন্স বাতিল হয় নাই ।

২। প্রশ্ন উঠে না ।

Admitted Un-starred Question No—113
Name of the Member :— Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে ১লা, এপ্রিল হইতে ৩১শে জুলাই পর্যান্ত সময়ে সারা রাজ্যে কত পরিমাণ শ্রম দিবস কাজ এস, আর, ই, পি, তে করানো হইয়াছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাবে)

২। ইহা কি সত্য যে, কমলপুর গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর হইতে বিগত ২৩শে মে এবং ১২ই জুন, তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্বে এস, আর, ই, পিতে যে সমস্ত শ্রম দিবস সঞ্চয় করা হইয়াছিল, তা মোটেই কার্য্যকরী হয় নাই।

৩। যদি সত্য হইয়া থাকে তবে ইহার কারণ?

উত্তর

Name of the Minister :— Shri Birajit Sinha

১নং প্রশ্নের উত্তর :—Annexure "A"তে দেওয়া গেল।

২নং প্রশ্নের উত্তর :—ইহা মোটেই সত্য নহে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর :—প্রশ্নই উঠে না।

ANNEXURE "A"

১নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল :—

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	শ্রম দিবসের হিসাব—এস, আর, ই, পি;
১	২	৩
১)	কুমারঘাট	৮৫,২০৫
২)	পানিসাগর	৭৮,৭১৯
৩)	সালেমা	৭১,৮৫৫
৪)	ছাওমনু	৮২,২৮০
৫)	কাঞ্চনপুর	৭৯,৮৩৪
৬)	ডম্বুরনগর	২২,২৮৮
৭)	সাতচাঁন্দ	৭৯,০২৩

১	২	৩
৮)	মাতারবাড়ী	৭৫,০০০
৯)	অমরপুর	৩৮,৯৮৭
১০)	রাজনগর	৫৭,৩৭৫
১১)	বগাফা	৬৭,৮২০
১২)	বিশালগড়	৬৪,৬২৯
১৩)	মোহনপুর	৭১,১৪৭
১৪)	মেলাঘর	৬৪,৯৭৭
১৫)	টাকারজলা-জম্পুইজলা	৯৪,৩০৩
১৬)	খোয়াই	৬৫,৯৪৪
১৭)	জিরানিয়া	৬৬,৫৩২
১৮)	তেলিয়ামুড়া	৭৪,০৭৮
		মোট :—১১,৫৯,৯০০

Admitted Un-starred Question No 116

Name of the Member :— Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state : –

প্রশ্ন

১। চলতি অর্থ বর্ষের প্রথম তিন মাসে ব্লক ভিত্তিক এস, আর, ই, পি, (জহর রোজগার) ও এন, আর, ই, পি, কাজের পরিমাণ ও টাকার পরিমাণ কত ;

২। ঐ সব টাকায় কি কি কাজ করানো হয়েছে ;

৩। ঐ সব কাজে কিভাবে ও কোন ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর

Name of the Minister :— Shri Birajit Sinha

১নং প্রশ্নের উত্তর :—

বর্তমান আর্থিক বৎসরে এন, আর, ই, পির কোন প্রকল্প নেই। এন, আর, ই, পি প্রকল্পের পরিবর্তে জে, আর, ওয়াই প্রকল্প চালু রয়েছে।

নিম্নে ব্লকভিত্তিক এস, আর, ই, পি ও জে, আর, ওয়াই টাকার পরিমাণ দেওয়া হইল :—

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	টাকার পরিমাণ	
		এস, আর, ই, পি	জে, আর, ওয়াই
১	২	৩	৪
১।	বিশালগর	৮,৪১,০০০	১২,০০,০০০
২।	মোহনপুর	৬,৭৮,০০০	১১,০০,০০০
৩।	মেলাঘর	৭,৩০,০০০	১২,০০,০০০
৪।	জিরানীয়া	৬,৭০,০০০	১০,৫৫,৭০০
৫।	তেলিয়ামুড়া	৬,৫০,০০০	৯,০০,০০০
৬।	খোয়াই	৫,৩৭,০০০	১২,০০,০০০
৭।	টাকারজলা	২,২১,০০০	৯,০০,০০০
৮।	কাঞ্চনপুর	৫,০০,০০০	৮,৯৩,৪০০
৯।	পানিসাগর	৮,০০,০০০	১০,০০,০০০
১০।	কুমারঘাট	৯,০০,০০০	১০,০০,০০০
১১।	ছাওমনু	৮,০০,০০০	৮,০০,০০০

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	টাকার পরিমাণ	
		এস, আর, ই, পি	জে, আর, ওয়াই
১	২	৩	৪
১২।	সালেমা	৮,৫০,০০০	১০,০০,০০০
১৩।	ডম্বুরনগর	৫.৫০,০০০	৮,০০,০০০
১৪।	সাতচাঁদ	৭.০০,০০০	১০,০০,০০০
১৫।	মাতাবাড়ী	৮,০০,০০০	১০,২৪,৩০০
১৬।	অমরপুর	৬,০০,০০০	৯,০০,০০০
১৭।	রাজনগর	৬,০০,০০০	১০,০০,০০০
১৮।	বগাফা	৬ ০০,০০০	১০,০০,০০০
	মোট : -	১.২০,০০,০০০	১,৭৯.৮০,০০০

১ নং প্রশ্নের উত্তর :—

কাজের হিসাব	
এস, আর ই, পি	জে, আর, ওয়াই
জলসেচের জন্য নালা তৈরী—৮হে:	জলসেচের জন্য কুয়া তৈরী—৮ নং
বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ—৩ কি: মি: ৫০০ মি:	জলসেচের জন্য পুকুর খনন ১৫ নং
ভূমি সংস্কার—১৩৮'৭৭৫ হে:	নালা তৈরী—৩১ কি: মি:
নতুন রাস্তা তৈরী ও পুরাতন রাস্তার মেরামত —২,২২৪'০৩ কি: মি:	গ্রাম্য পুকুর খনন—১৭ নং
নালা খনন— ৭৫ কি: মি:	ভূমি সংস্কার—২ হে:
মৌসুমী বাঁধ—১৬ নং	পানীয় জল সরবরাহ—২৫ নং
পুকুর খনন—৫১ নং	নতুন রাস্তা তৈরী—১২১.১৫ কি: মি:
বিদ্যালয় নির্মান—১১০ নং	বাড়ী তৈরী—২১৭ নং

কাজের হিসাব

এস, আর, ই, পি	জে, আর, ওয়াই
কাঁচা কূয়া তৈরী—১৫নং	পঞ্চায়েত ঘর তৈরী—২ নং
বাঁশের সাকু তৈরী—৩৫৩ নং	কমিউনিটি হল—১২ নং
বাড়ীর মেরামতের কাজ—১৭০ নং	বাঁশের সাকু—১১৬ নং
জঙ্গল পরিষ্কার—২ হে:	IAY বাড়ী তৈরী—১৭ নং
তুফানে আর্থিক সাহায্য ৩,২২০ নং পরিবার	জলসেচের জন্য নালা তৈরী—১২.৯০ কি:মি:
	জল সেচের জন্য পুকুর খনন—১৮ নং
	সামাজিক বনায়ন—১০৩ নং
	চারাগাছ রোপন—৫ হে:
	গ্রামে চারাগাছ রোপন—২৬ হে:
	মালবারি প্রকল্প—১৭ একর।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর :

প্রত্যেক পঞ্চায়েতে রেজিষ্ট্রিকৃত লেবার কার্ড হোল্ডার রয়েছে। এই সকল লেবার কার্ড হোল্ডার থেকে গরীব শ্রেণীর শ্রমিকদিগকে কাজে নিয়োগ করা হইয়া থাকে।

Name of Member :— Shri Nakul Das

ADMITTED UNSTARRED QUESTION No.—118

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে পঞ্চায়েতের সংখ্যা কত ?

প্রশ্ন

২) ঐসকল পঞ্চায়েতের জন্য মোট কতজন পঞ্চায়েত সচিব নিযুক্ত করা হয়েছে ?

প্রশ্ন

৩) প্রত্যেক পঞ্চায়েতে কয়জন সচিব আছে এবং তাদের কাজ কি কি ?

প্রশ্ন

৪) প্রত্যেক পঞ্চায়েত সর্বোচ্চ কর্মীসংখ্যা কত এবং কি কি ধরণের কর্মী আছেন ?

উত্তর

১) রাজ্যে বর্তমানে পঞ্চায়েতের মোট সংখ্যা হল ৯১১।

উত্তর

২) ঐ সকল পঞ্চায়েতের জন্য মোট ১৩৪৪ জন পঞ্চায়েত সচিব নিযুক্ত আছেন।

উত্তর

৩) সাধারণতঃ প্রত্যেক পঞ্চায়েতে একজন করে সচিব নিযুক্ত আছেন। কিন্তু কাজের তারতম্য অনুসারে কিছু কিছু পঞ্চায়েতে ২ জন করে পঞ্চায়েত সচিব নিযুক্ত আছেন। তাদের কাজের তালিকার স্মারক লিপি সংযোজন করা হল।

উত্তর

৪) প্রত্যেক পঞ্চায়েতে সর্বোচ্চ কর্মী সংখ্যা সাধারণত ২ হইতে ৩ জন। এদের মধ্যে রয়েছেন পঞ্চায়েত সচিব এবং অনিয়মিত কর্মচারী।

GOVERNMENT OF TRIPURA
PANCHYAT DEPARTMENT

JOB CHART OF PANCHYAT SECRETARY

1. He shall perform such duties and discharge such functions as may be prescribed under the statute and the order issued by the State Govt., the Director of Panchayat, Block Development Officer and any other competent authority from time to time.

2. He shall maintain the Gaon Panchyat Office and up-keep the records and registers. In fact, he will act as the Executive Cfficers of the Gaon Panchayat. The Panchayat Ghar or any other building as may be determined by the Pandhayat as its office shall be his office.

3. He should make himself available in his office for such period on a working day as may be fixed by a resolution of the Gaon Panchayat and amicable adjustment with Gaon Panchayat,

4. He shall attend each meeting of Gaon Panchayat and committed thereof without right to move any resolution or to vote. But he shall keep the records in the Minute Book of the meeting and he will be the Van-gurd to maintain the law

5. He shall assist the pradhan in carrying in to effect the resolution of the Gaon Panchayats and committee thereof pravided the resolution is not contrary to the provisions of the Act and Rules and if carried out, it is likely to endanger the human life and public safety. It such cases he shall refer the matter to the Panchayat Extension Cfficer through the Panchayat Supervisors

6, He shall execute the works and projects undertaken by the Panchayat.

7. He shall prepared the register of ordinarly residents and revise it periodically in the manner prescribed under the rule.

8. He shall maintain various statistics as may be required for planning of development schemes of the Gaon Panohayat.

9. He shall execute and projects other than Panchayats within the jurisdiction of the Gaon Panchayat where he is posted, as may be assigned to him by the competent authority at Block level.

10. He shall perform any other duty as per Rule 29 under Section 63 of Tripura Panchayat Raj Act, 1983 within the Jurisdiction of the Gaon Panchayat where he is posted.

11. He will be the receiver of Borrowing money jointly with the pradhan on behalf of Gaon Panchayat as exercise of the powers conferred by Rule 3 under Section 68 of the Tripura Panchayat Act, 1983,

12. He shall operate all other grant-in-aid funds jointly with the Pradhan on behalf of Gaon Panchayat.

13. He shal maintain the Cash Accounts and up-keep the records.

14. He shall submit his monthly working certificate for the period from 21st as the previous month of 20th current month by the 25th of each month to block Development Officer through the Panchayat Supervisors.

15. He shall attend the staff seminar as convened by the competent authorities time to time.

Sd/—
(S. Secretary to the Govt. of Tripura,
Joint Secretary to the Govt. of Tripura,
Panohayat Department.

Un-Starred Question No. 196

Name of Member :— Shri Gouri Sankar Reang,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য রাজ্য সরকারে Notification No. F. 1(16) / Secy/TW/81 dated 22/5/89 মোতাবেক গঠিত Committee on Co-dification of Tribal Customary Laws, Rites and Land Usage Pattern etc. তার মূল পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু করার পূর্বেই ব ন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে,

২) সত্য হলে তার কারণ, এবং

৩) রাজ্যের উপজাতি সমাজের সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে উক্ত কমিটিকে পুর্ণগঠিত করে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Revenue Deptt. :— Chief Minister,

১) ইহা সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) সরকারের বিবেচনাধীন আছে

ANNEXURE— "C"

Postponed admitted Starred Question. No. 219.

Name of members

1) Shri Matilal Sarker,
2) Shri Tarani Deb Barma,
3) Shri Keshab Majumder,
4) Shri Dhirendra Debnath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to State :—

১) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বর্তমান সময় পর্য্যন্ত কত বেকারকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে (দপ্তর ভিত্তিক এবং শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)

২) এর মধ্যে Fixed Pay কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

৩) এই সব নিয়োগ কোন নীতির ভিত্তিতে করা হয়েছে ;

৪) এই চাকুরী প্রাপ্তদের মধ্যে তফসিলী জাতি ও তফশিলী উপজাতির সংখ্যা কত ;

৫) যাদের অনিয়মিতভাবে নিয়োগ করা হয়েছে তাদের কত দিনের মধ্যে নিয়মিত করা হবে বলে আশা করা যায়।

Minister-in-charge of the Labour and Employment Department :—

Shri Arun Kar.

:— উত্তর :—

১) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ৮২১৪ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

দপ্তর ভিত্তিক ও শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

	দপ্তরের নাম	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	মোট
১)	Relief & Rehabilitation	—	—	২২	১৪	৩৬ জন
২)	Fire Service	—	—	৩০	২	৩২ ,,
৩)	Chief Minister's See	—	—	—	১	১ ,,
৪)	Director Projector S.L.M. cell	—	—	—	৪	৪ ,,
৫)	Controller of Weights & Measure	—	—	২৮	৪	৩২ ,,
৬)	Director of Fisheries	—	—	৯	৪	১৩ ,,
৭)	S.A. Deptt.	—	—	১২৫	৪০	১৬৫ ,,
৮)	Director of Employment Manpower	—	—	১	৫	৬ ,,
৯)	Director of Higher Education	—	৪৪	১৬	৮	৬৮ ,,
১০)	Chief Engineer (M.I.F.C)	—	—	৫১৩	১৫৪	৬৬৭ ,,
১১)	Printing & Stationery	—	—	৩১	২২	৫৩ ,,
১২)	Commissioner of Taxes	—	—	৩	৩	৬ ,,
১৩)	Director of planing	—	—	১৫	৭	২২ ,,
১৪)	D.M. & Collector (North)	—	—	৯	৪	১৩ ,,
১৫)	Director of Publicity	—	—	৬৩	৬৩	১২৬ ,,
১৬)	Law Deptt.	—	—	—	৯	৯ ,,
১৭)	Director of Statistics	—	—	১০	৯	১৯ ,,
১৮)	Dist. & Session Judge	—	—	১৪	৮	১২ ,,
১৯)	Land Records & Settlement	—	—	১৯	৮২	১১১ ,,
২০)	Tripura Publice Service Commission	—	—	৪	৩	৭ ,,
২১)	Factories & Boilers Org.	—	—	৩	২	৫ ,,
২২)	Chief Conservator of Forest	—	—	৬	১০	১৬ ,,
২৩)	Collector of Excise	—	—	—	১	১ ,,
২৪)	Director of Health Service	—	৯৫	৪৪০	৩৬২	৮৯৭ ,,
২৫)	Food & Civil Supplies	—	—	১৫	৩১	৪৩ ,,

২৬)	T.R.P & P.G.P	—	—	৭	৩৫	৪২ ,,
২৭)	Dy. Transport Commissioner	—	—	—	২	২ ,,
২৮)	Co-operative Deptt.	—	—	২০	১৭	৩৭ ,,
২৯)	Tribal Welfare Deptt.		—	১৯	১৮	৩৭ ,,
৩০)	D.M. & Callector (West)	—	—	৭	১২	১৯ ,,
৩১)	Science & Technology & Environment Deptt.	—	—	১০	১১	২১
৩২)	Social Education	—	—	২০	৪৭	৬৭ ,,
৩৩)	Chief Engineer (Mlle.)	—	—	১২৫	৭২	২০৭ ,,
৩৪)	Labour Commissioner	—	—	৪	১	৫ ,,
৩৫)	Director of Small Savings	—	—	—	১	১ ,,
৩৬)	D.M & Collector (South)	—	—	৫	৯	১৪ ,,
৩৭).	Agriculture Deptt.	২	১২	৯৮৫	১১৬	১১১৫ ,,
৩৮)	Director of Research	—	—	৩	৪	৭ ,,
৩৯)	Director of Industries	—	—	৯	১৫	২৪ ,,
৪০)	Director of pannhayet Raj	—	৩	৫০	৫	৫৮ ,,
৪১)	I.G Police	—	১২	১৬৫৭	৩৭	১৭০৬ ,,
৪২)	Director of School Education	—	—	১৭৪২	৩৫৮	২১০০ ,,
৪৩)	P.W. Deptt.	—	—	১৬৯	৮২	২৪১ ,,
৪৪)	Director of Presion.	—	—	৬	১	৭ ,,
৪৫)	Dist. Register (North)	—	—	৩	—	৩ ,,
৪৬)	Dist. & Sessions Judge (W)	—	—	২৯	২০	৪৯ ,,
৪৭)	Director of Sch. Casie Welfare,	—	—	—	২	২
৪৮)	Transport Deptt.		—	—	২	২
৪৯)	Director of Animal Husbandry	১০	—	৫৩	৯	৭২
		১২	১৬৬	৬৩০৯	১৭২৭	৮২১৪

১) এরমধ্যে Fixed Pay কর্মচারী সংখ্যা ১,৫৬৫ জন।

২) এই সব নিয়োগ সরকারী নিয়োগ নীতির ভিত্তিতেই করা হয়েছে।

৪) এই চাকুরী প্রাপ্তদের মধ্যে তফসিলী জাতি সংখ্যা হল ৯৮৪ জন। তফসিলী উপজাতি হল— ১৫৯০ জন।

৫) অতি স্বত্তর সরকারী নীতি অনুসারে নিয়মিত করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Postponed Starred Question No. 238

Name of Member—Shri Sunil Kr. Choudhury.

Will be Hon'ble Minister-in—charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। সাক্রমে কাপতলি বগাচতল এলাকার কলোনীতে কতগুলি পরিবার (জুমিয়া) জমি দখল করে দীর্ঘ দিন যাবত চাষাবাদ করে পুনর্বাসন পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করে আছেন ;

২। তাদের দীর্গদিন যাবত অপেক্ষা কবার পরও পুনর্বাসন না পাওয়ার কারণ কি ?

৩। কবে পর্য্যন্ত তাদের পুনর্বাসনের বাবস্থা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। সাক্রমের কাপতলি এলাকায় ৬৬ পরিবার (জুমিয়া) এবং বগাচতল এলাকায় ২৩ পরিবার পুনর্বাসনের অপেক্ষায় আছে।

২। সাক্রমের মহকুমা শাসকের অফিস হইতে উক্ত পরিবারগুলি ভূমি বন্দোবস্তের জন্য স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হইয়াছে। যাদের মধ্যে ২৩টি পরিবারের ভূমি বন্দোবস্ত হইয়াছে।

৩। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ হইতে সম্পূর্ণ পরিবারের ভূমি বন্দোবস্তের সম্মতি পেলেই এবং তাহাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান পাইলে উক্ত পরিবারগুলিকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Postponed Starred Question No. 329
Name of Member—Shri Bidya Ch. Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জন্য রাজ্য সরকার কত বরাদ্দ করেছিলেন;

২। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ ইং পর্যান্ত ঐ বরাদ্দের মধ্যে কি পরিমাণ অর্থ জেলা পরিষদকে দেওয়া হয়েছে, এবং

৩। এখনও কোন্ দপ্তরের কি পরিমাণ অর্থ জেলা পরিষদের হস্তে অর্পণ করা হয়নি ?

উত্তর

১। ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার জেলা পরিষদের জন্য বিভিন্ন খাতে মং ৫৪, কোটি ২২ লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন।

২। তন্মধ্যে মং ১২ কোটি ৫২ লক্ষ ৯ হাজার ১ শত ৬২ টাকা বিভিন্ন দপ্তর হইতে বিভিন্ন খাতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯০ ইং পর্যান্ত জেলা পরিষদকে দেওয়া হইয়াছে।

৩। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯০ পর্যন্ত কি পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক জেলা পরিষদের হস্তে অর্পণ করা হয়নি তার হিসাব সংযোজনীতে দেওয়া হইল।

সংযোজনী

ক্রমিক নং	রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের নাম।	৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯০ ইং পর্যান্ত জেলা পরিষদের হস্তে অর্পিত না হওয়ার টাকার হিসাব।
১।	উপজাতি কল্যাণ দপ্তর জেলা পরিষদ পরিকল্পনা, করের অংশ উপজাতি উন্নয়ন সীমান্ত এলাকার রাস্তা নির্মান।	২০ কোটি ৮৭ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা।
২।	তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর—	২ লক্ষ ৭৭ হাজার
৩।	বন দপ্তর	২৫ লক্ষ টাকা।

৪।	চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য দপ্তর—	২৫ লক্ষ টাকা।
৫।	শিক্ষা দপ্তর (সাধারণ)—	১২ কোটি ৬০ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা।
৬।	শিক্ষা দপ্তর (পুষ্টি)	১ কোটি ২ লক্ষ ৪ হাজার টাকা।
৭।	পূর্ত্ত দপ্তর (সড়ক ও পোল নির্মাণ)	১ লক্ষ টাকা।
৮।	ক্ষুদ্র সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন দপ্তর—	১ কোটি ৯৯ লক্ষ ২৬ হাজার।
৯।	জনস্বার্থ কারিগরী দপ্তর—	৩২ লক্ষ টাকা।
১০।	শিক্ষা দপ্তর (প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা)—	১ কোটি ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৮ শত ৩৮ টাকা।
১১।	মৎস্য দপ্তর—	১ কোটি ৫৭ লক্ষ ২২ হাজার।
১২।	শিল্প দপ্তর—	৩২ লক্ষ টাকা।
১৩।	কৃষি দপ্তর (বাগিচা ও ভূমি)—	২০ লক্ষ টাকা।
১৪।	গ্রাম উন্নয়ণ দপ্তর (জল সরবরাহ ও শুদ্ধিকরণ)—	৬৬ লক্ষ ৬৭ হাজার।
১৫।	গ্রাম উন্নয়ণ দপ্তর (গ্রামীণ কর্ম সংস্থা প্রকল্প)—	৮৫ লক্ষ ৮২ হাজার।
১৬।	পূর্ত্ত দপ্তর (যোগাযোগ সংস্কার)—	৫০ লক্ষ টাকা।

Postponed Unstarred Questian No. 1

Name of Members :— 1. Sri Ratan Lal Ghosh 2) Sri Samar Choudhury, 3) Sri Gopal Ch. Das, 4) Sri Badal Choudhury, 5) Sri Makhan Lal Chakraborty 6) Shri Mati Lal Sarkar 7) Sri Bidya Ch. Deb Barma 8) Sri Nakul Das 9) Sri Khagendra Jamatia 10) Sri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpowar and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৯০ ইং সনের আগষ্ট মাস পর্যান্ত DRW, Contingent, Fixed Pay তে মোট কতজনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে (দপ্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

২) এই চাকুরী প্রাপ্তদের মধ্যে কতজন তফসিলী জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের। (দপ্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

Minister-incharge of the Manpower & Employment Department :—
Shri Arun Kr. Kar.

উত্তর

১) জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৯০ সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত Regular, D.R.W. Contingent এবং Fixed Pay তে মোট ১২,০৭২ জনকে বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব Annexure—'X' তে দেওয়া গেল।

২) উক্ত ১২,০৭২ জন চাকুরী প্রাপকের মধ্যে তফসিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) তফসিলী জাতি :— ১৭৮২ জন।

খ) তফসিলী উপজাতি :— ২৫৩৬ জন।

Sl. No.	Name of the Department.	Total of employment made by upto August, 90 coalition Government.	No. of ST	No. of SC
1.	Director of Agriculture.	1,475	298	570

1.	2	3	4	5
2)	Director of Settlement.	191	111	27
3)	Director of Health Service.	954	215	135
4)	Director Refugee Relief.	36	—	—
5)	Director of Fisheries.	62	39	18
6)	Director of Research.	2	—	2
7)	Director of Welfare for ST.	84	41	10
8)	Director of Welfare for SC.	4	—	3
9)	Director of E.S.M.P.	12	1	4
10)	Director of Higher Education.	47	3	5
11)	Director of School Education	2,390	387	62
12)	Director of Social Education.	274	21	15
13)	Director of Industries·	51	28	8
14)	Director of Animal Husbandary.	245	65	85
15)	Director of Panchayet Raj	120	21	32
16)	Director of Printing & Stationery.	64	13	10
17)	Director of Information & Tourism.	159	29	24
18)	Director of Food & Civil Supply.	158	48	22
19)	Director of Fire Service.	147	52	36
20)	Director of Planning.	23	9	2
21)	Director of Civil Defence.	1	—	—
22)	Director of Small Savings.	12	4	1
23)	Director of Statistics.	20	4	3
24)	Director of T.R. & P.G.P.	42	23	9
25)	Labour Commissioner.	8	4	2
26)	Director Co-operative Society.	68	36	7
27)	Chief Engineer, P.W.D.	925	160	127
28)	Chief Engineer, Power	313	70	31
29)	Chief Engineer (MIFC).	937	243	65

1.	2	3	4	5
30)	District Magistrate (West).	37	6	6
31)	District Magistrate (North).	20	—	—
32)	District Magistrate (South).	19	4	2
33)	District Register West.	—	—	—
34)	District Register North.	—	—	—
35)	District Register South.	8	2	4
36)	District Session Judge (West).	—	—	—
37)	District Session Judge (North).	62	12	5
38)	District Session Judge (South).	—	—	—
39)	Excise Collector, West.	2	—	—
40)	Excise Collector North.	1	—	—
41)	Excise Collector South.	3	—	—
42)	Director General Police	1815	288	346
43)	P.C.C. Forest.	151	88	41
44)	Public Service Commission.	8	4	1
45)	Town Country Planner.	1	1	—
46)	Dy. Transport Comm. (Transport)	2	—	1
47)	Factories & Boilers.	14	2	1
48)	Commissioner of Taxes.	9	—	—
49)	Rajya Sainik Board.	—	—	—
50)	Controller Weights & Masures.	44	11	5
51)	Chief Electoral Office.	1	—	—
52)	Science & Technology.	44	11	8
53)	Department of Inquiries.	—	—	—
54)	Vigilance Organisation.	1	—	1
55)	Director I.R.D.P,	4	—	—
56)	S.A. Department.	271	62	47

1.	2	3	4	5
57)	Law Department.	11	—	1
58)	R.E.D. North Kumarghat.	4	1	—
59)	R.E.D. West.	14	5	—
60)	R.E.D South.	4	—	—
61)	Evaluation Orgn.	8	6	2
62)	C.M.S Secretariat.	1	—	—
63)	Governor's Secretariat.	1	—	—
64)	I.G. Prisons.	8	2	—
65)	Finance Department.	—	—	—
66)	Evecutive Engineer (Elec.)	5	—	—
67)	Executive Engineer (Elec, Division—IV	11	3	2
68)	Proiect Durector DRDA, UDP.	1	—	—
69)	Women's College.	2	—	—
70)	Executive Engineer (Electrical Division IV UDP.	4	—	—
71)	Block Development Officer Kumarghat.	25	—	—
72)	Block Development Officer Salema	5	—	—
73)	Sports Directorate.	7	—	1
74)	Block Development Officer Panisagar.	1	—	—
75)	Tripura Rehabilation & Plantation Corrn.	171	56	15
76)	Tripura Forest Dev. Plantation.	13	4	1
77)	Sch Castes Dev. Corporation	12	7	5
78)	Agartala Municipality.	272	23	56
79)	Block Development Officer, Chhamanu.	3	3	—
80)	Controller Suppleies Cal.	27	—	3
81)	Notified Kamalpur.	16	—	2
82)	Tripura Engineering College.	6	1	1
83)	T R.T.C.	88	9	11
84)	Notified Dharmanagar.	9	—	1
	GRAND TOTAL :	12,072	2,536	1,782

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBL

Name of Member : Shri Srmar Choudhury.

Posiponed Unstarred Question No. 24

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। জিলা শাসক এবং বি. ডি. ও.-দের হাতে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ কোন কোন উন্নয়ণ কর্মসূচীকে কার্যকরী করতে ১৯৮৭-৮৮ এবং ১৯৮৮-৮৯ বৎসরে কত টাকা দিয়েছিল, এবং

২। ১৯৮৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই টাকার কোন ব্লকে কত খরচ করা হয়েছে ; এবং

৩। জেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচী কার্যকরী করতে এ ডি.সি. সদস্যগণ ব্লকস্তরের উপদেষ্টা কমিটি সমুহের পরামর্শ নেয়া হয়েছে কিনা ?

উত্তর

Name of the Minister : Shri Birajit Sinha.

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর— ANNEXURE "A"-তে দেওয়া গেল ঃ

৩নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

এ. ডি. সি. কর্তৃক গঠিত ব্লক স্তরের সাব কমিটি মতামত অনুসারে জেলা পরিষদের উন্নয়ণ মূলক কর্মসূচী রূপায়িত করা হয়েছে।

ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ জেলা শাসকের হাতে সরাসরি কোন অর্থ বরাদ্দ করেনা। জেলা পরিষদের বিভিন্ন উন্নয়ণ মূলক কার্যাসূচিকে কার্য্যকরী করতে বি, ডি ও.-দের হাতে সরাসরি অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। নিম্নে সেই বরাদ্দকৃত অর্থের হিসাব দেওয়া গেল :—

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	স্কীমের নাম	এ ডি সি, কর্তৃক দেওয়া অর্থ বরাদ্দ ১৯৮৭-৮৮	এ,ডি,সি. কর্তৃক দেওয়া অর্থ বরাদ্দ ১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯ ডিসেম্বর পর্যান্ত ব্যয়িত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬
১	জিরানীয়া	এস. আর, ই, পি	৫,০০.০০০	৫,০৫,০০০	১০,০০,০০০
		এন, আর, ই, পি	২,৫০,০০০	২,৫০,০০০	৫,০০,০০০
		নিউক্লিয়াস বাজেট	২০,০০০	৯,০০০	২৯,০০০
		অন্যান্য স্কীম	২৫.৭২ ২৬৪	২,৬০,৮৬০	২৭,১২,৮৯৫
১	বিশালগড়	এস. আর, ই, পি	২,০০.০০০	২,০০,০০০	৩,৪৩,৭৬১'৪৬
		এন, আর, ই, পি	৪,১০,০০০	৩,৭০,০০০	৭,৭২,৩৬৩'৭৭
		আর, ডব্লিও, এস	৫৫,০০০	—	৩৯,৬৬৯'৪৮
		নিউক্লিয়াস বাজেট	২০,০০০	১৫,০০০	৩৪,৯৭৫,০০
		অন্যান্য স্কীম	১৩,৩৮,৯৬৩	১,৭৭,২৬৪	১২,৬০,৪৯১
৩	খোয়াই	এস. আর. ই. পি	৬,০০,০০০	৫,৭৫,০০০	১১,৭৫,০০০
		এন. আর. ই. পি	২,০০,০০০	২,৭৫,০০০	৭,৭৫,০০০
		আর ডব্লিও. এস	৪৩,২০০	—	৪৩,২০০
		নিউ ক্লিয়াস বাজেট	১,০০,০০০	৫০,০০০	১,৫০,০০০
		অন্যান্য স্কীম	৩৪,৮৮,৯৪৪	১৪,৫৭,৮৯৯	৩৪,৩৮,৬০৭

১	২	৩	৪	৫	৬
৪	মেলাঘর	এস. আর. ই. পি	১,৭৫,০০০	২,০০,০০০	৩,২৮,৫০৫
		এন. আর. ই. পি	১,০০,০০০	১,৫০,০০০	১,৭৯,৫১১
		আর. ডব্লিও. এস	১২,০০০	—	৭,২০৪
		অন্যান্য স্কীম	৩,৮০,২৩৬	৬৭,১০০	৬,০৭,১৮৭
৫	টাকারজলা জম্পইজলা	এস. আর. ই. পি	৪,৩০,০০০	২,৮৫,০০০	৬,৩৬,৯৯০
		এন. আর. ই পি	১,৫০,০০০	২,২৪,৫১১'৬০	২,৫৫,২৪২
		আর. ডব্লিউ. এস	৩৪,৭০০	—	৩৪,৭০০
		নিউক্লিয়াস বাজেট	১,১১,৮০০	২০,০০০	১,৩১,৮০০
		অন্যান্য স্কীম	২০,০৪,৫০৪	২,৮৬,২০০	২২,২০,৪৯২
৬	সালেমা	এস. আর. ই: পি	৯২,০০০	১৩,২০,০০০	১৩,৫০,০০০
		নিউক্লিয়াস বাজেট	৩,০০,০০০	৪০,০০০	১,৩০,০০০
		এন. আর. ই. পি		—	৩০০,০০০
		অন্যান্য স্কীম	৫৪,১৮,০৫০	১২,৬৬,৪৩০	৭৯,২৩,৩০৪'৫০
৭	কুমারঘাট	এস. আর. ই. পি	২২৫,০০০	২,২০,০০০	৪,৪১,১৫০
		এন আর. ই. পি	২,৫০,০০০	১৫০,০০০	৩,১৬,৯০৮'৯৬
		নিউক্লিয়াস বাজেট	৩০,০০০	১০,০০০	৪০,০০০
		অন্যান্য স্কীম	১৭,৪০০	—	—
			৯,২৪,৭৯১	১,০৩,৮০০	৯,৩৯,৮১৩'৫৫

১	২	৩	৪	৫	৬
৮	পানিসাগর	এস আর ই পি	১,০০,০০০	৮০,০০০	১,৮০,০০০
		এন আর. ই পি	১,০০,০০০	৫০,০০০	১,৫০,০০০
		নিউক্লিয়াস বাজেট	১০,০০০	৮৮,৯২০	৯৮,৯২০
		অন্যান্য স্কীম	৫,৫৪,২৩৮	২,৪৮,০৮০	৮,০২,৩১৮
৯	সামন্ত	এস. আর ই. পি	৬ ৬০,০০০	৮০,০০,০০০	১৪,৬০,০০০
		এন. আর. ই. পি	৩,০০,০০০	৪,০০,০০০	৬,৮৭,৬৯৪
		নিউক্লিয়াস বাজেট	৮৫,০০০	—	৮৫,০০০
		অন্যান্য স্কীম	৬৩,০০০	—	১৭,২০০
			৮২,৬২,৯০৬	১১,৫৫,৮৫০	৫৩,১৯,৫৩৩
১০	বগাফা	এন. আর ই, পি	৫,২০,০০০	৪,৬০,০০০	৯,৮০,০০০
		এন, আর, ই, পি	২,০০,০০০	২,০০,০০০	৪,০০,০০০
		নিউক্লিয়াস বাজেট	৮৫,০০০	—	৮৫,০০০
		অন্যান্য স্কীম	৩১,৩৯,৯৬০	৪,১০,৯০০	১৩,৭৪,৪৬৮,০৪
১১	অমরপুর	এস. আর. ই. পি	৭,৩০,০০০	১০,৫০,০০০	১৭,৮০,০০০
		এন. আর. ই. পি	৩,৪০,০০০	৩,৬০,০০০	৭,০০,০০০
		নিউক্লিয়াস বাজেট	২,০৫,০০০	৪০,০০০	২,৪৫,০০০
		আর. ডব্লিউ. এস	১,৩১,৩০০	—	১,৩১,৩০০
		অন্যান্য স্কীম	৩৫,৩৬,৫১৯'২০	২০,৯১,৬০০	৩৯,০৬,৭৭৮,২০

১	২	৩	৪	৫	৬
১২	সাতচাঁন্দ	এস. আর. ই. পি	?,২?,০০০	৪.৬০,৯০০	৯.৮৫,০০০
		এন. আর. ই. পি	২ ৫০,০০০	২,৫০,০০০	২.৪০,৩২৭
		আর. ডব্লিউ. এস	৯.?৮০০	—	৬০,৮০০
		নিউক্লিয়াস বাজেট	১,২?,০০০	—	১,২৩,৬৫০
		অন্যান্য স্কীম	?২,৭?,০১১	৭ ৭৮.০০০	২১,৬১,২৫৬'২০
১৩	ডম্বুরনগর	এস. আর. ই পি	?,৪০,?০০	?,৭?,০০০	৩,৬৭,৮৯?'২৬
		এন. আর. ই. পি	২,৫০,০০০	৩,১২,০০০	২ ৯৬ ৭১৩'৪৪
		নিউক্লিয়াস বাজেট	৫০,০০০	১৬,৫০০	১৩,১৪৫'০০
			১৫,০০০	—	
		অন্যান্য স্কীম	৪২ ৭৮.২০০	১১.৬১,৭৫০	৫ ৩৬,৪৫৪'৩৫
১৪	মাতার বাড়ী	এস আর. ই. পি	৪,১০,০০০	৪.৭৫,০০০	৮,৮৩,১৫৮'৫৫
		এন আর ই. পি	২,০০,০০০	২.৫০,০০০	৪,৫০,০০০
		নিউক্লিয়াস বাজেট	৩৫,০০০	—	৩৫,০০০
		আর, ডব্লিউ এস	৬৭,৮০০	—	৬১,৮০০
		অন্যান্য স্কীম	২৩,০৩,৫৪৩	৬,১৪,৪০০	২৩,৭১,৮৬২

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

১	২	৩	৪	৫	৬
১৫	মোহনপুর	এস আর ই. পি	৪,৪০,০০০	৫,৫০,০০০	১০,৩০,০০০
		নিউক্লিয়াস বাজেট	৭০,০০০	২৫,০০০	৯৫,০০০
		অন্যান্য স্কীম	২.৯৬,৩২০	৩,০০০	২,৬৯,১২৫'৫০
১৬	তেলিয়ামুড়া	এস. আর ই. পি	৬.৫০ ০০০	৬,৩৫,০০০	১২,৮৫,০০০
		আর ডব্লিউ. এস	৮৯,৮০০	৮,১০০	৩৬,০১৫
		নিউ ক্লিয়াস বাজেট	৮০,০০০	—	৮০,০০০
		অন্যান্য স্কীম	১৪,৭৫,২৬৩	৭,৯৯,০০০	৩২,৭২,২৬৩
১৭	কাঞ্চনপুর	এস. আর. ই. পি	৬,৬০,০০০	১৪,০০,০০০	২০,৬০,০০০
		এন. আর. ই. পি	৩,০০,০০০	৪,০০,০০০	৭,০০,০০০
		আর. ডব্লিউ. এস	২,১৭,৪৭৭	৬৭,৪৩১	১,৯১,৬৪১
		নিউ ক্লিয়াস বাজেট	৭৫,০০০	১,৭৬,০০০	২,৫১,০০০
		অন্যান স্কীম	৩৩,৬৩,২৩০	১৫,৪৬,৮৫৮	৪৭,২৭,৯৮৪
১৮	রাজনগর	এস. আর. ই পি	১,৭০,০০০	২,০০,০০০	৩,৩৬,৯৩৮
		এন আর. ই. পি	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,৭৩,৫৪২
		আর. ডব্লিও. এস	৩১,২০১	২৪,৫৮৫	৩,২৯২
		নিউক্লিয়াস বাজেট	১০,০০০	৫,৯২৫	১৫,৭০০
		অন্যান্য স্কীম	১২,০০,৯১৯	১০,৪৭,৩৭৮	৭,০৫,০৪৩

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

Name of Memoer : Shri Samar Choudhury

Admitted Un-Starred Question No. 107.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :

১। ১৯৯০ ইং ডিসেম্বর এ রাজ্যের কোন শ্রেণীর কোর্টে কত সংখ্যায় জামিন যোগ্য এবং জামিন পাওয়ার অযোগ্য ক্রিমিনাল অপরাধের অভিযোগে মামলা বিচারাধীন রয়েছে,

২। এই সকল মামলার মধ্যে কত সংখ্যা ১৯৮৮ ফেব্রুয়ারীর পর কোর্টের বিচারের জন্য নথিভুক্ত হয়েছে ,

৩। কত সংখ্যক কেইস এর চার্জসীট পুলিশের নিকট থেকে পাওয়া গেছে এবং কত সংখ্যক অভিযুক্ত পুলিশের ফাইন্যাল রিপোর্টের দ্বারা বিচারের পূর্বেই মুক্ত হয়েছেন ?

উত্তর :

১নং প্রশ্নের উত্তর

১৯৯০ ইং ডিসেম্বর এ রাজ্যের বিভিন্ন দায়রা এবং মেজিষ্ট্রেট আদালতে মোট জামিনযোগ্য এবং জামিন পাওয়ার অযোগ্য ক্রিমিন্যাল অপরাধের অভিযোগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা নিম্নরূপ :

দায়রা আদালতে :

জামিন যোগ্য— ৫০

জামিন অযোগ্য—৩০৭

ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে :

জামিন যোগ্য—২৬'৫৩৮

জামিন অযোগ্য— ৪,১৯১

২নং প্রশ্নের উত্তর :

১৯২৫২টি মামলা ১৯৮৮ ইং ফেব্রুয়ারীর পর কোর্টের বিচারের জন্য নথিভুক্ত হয়েছে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর :

মোট ৬.০১২টি মামলার চার্জসীট পুলিশের নিকট থেকে পাওয়া গেছে এবং ১৮,৮১৮ জন অভিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশের ফাইন্যাল রিপোর্টের দ্বারা বিচারের পূর্বেই মুক্ত হয়েছেন।

Postponed Unstarred Question No, 130

Name of Member : Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge charge of the Law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন আদালতে মোট মামলার সংখ্যা কত ;

২। তার মধ্যে কতটি খুনের মামলা কতটি ধর্ষণের মামলা এবং কতটি অন্যান্য অপরাধের মামলা ;

৩। ঐ মামলাগুলির কতটিতে আসামীদের গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেওয়া হয়েছে এবং কতটি ক্ষেত্রে সরাসরি কোর্টে আত্মসমর্পন করেছে।

৪। এর মধ্যে কয়টি মামলার রায় ঘোষনা করা হয়েছে এবং কতজনের সাজা হয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিভিন্ন আদালতে মোট মামলার সংখ্যা ৪১,৩৬২টি।

২। উপরে উল্লিখিত মামলাগুলির মধ্যে ৬৮২টি খুনের মামলার ৩৭০টি ধর্ষনেব মামলা এবং ৪০,৩১০টি অন্যান্য অপরাধের মামলা।

৩। ঐ মামলাগুলির মধ্যে ১৪,৪৪৮টি মামলার আসামীদের গ্রেপ্তার করে আদালতে চালান দেওয়া হয়েছে, এবং ২৩,৭২৩টি মামলার ক্ষেত্রে আসামীরা সরাসরি কোর্টে আত্মসমর্পন করেছে।

৪। এর মধ্যে ১৪,৩১৫টি মামলার রায় ঘোষনা করা হয়েছে এবং ৯,৮৯৮ জনের সাজা হয়েছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on wednesday, the 21st August, 1991 at 11 A. M.

PRESENT

Sri Jyotirmoy Nath Hon'ble Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Speaker, Six Ministers Eight Ministers of state and 42 Members.

Questions & Answers

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য সদস্যগনের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগনের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে যে কোন নম্বার বলিবেন। সদস্যগন প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪ ।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪ ।

প্রশ্ন

১, রাজ্যে অশিক্ষিত মহিলাদের জন্য কারীগরী প্রশিক্ষনের কি কি প্রকল্প আছে,

২, ঐসব কারিগরী শিক্ষার সুযোগ কত সংখ্যক মহিলাকে গত তিন বছরে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১, রাজ্যে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মহিলাদের কারিগরী প্রশিক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি আছে :—

ক) হস্তশিল্প ও বাঁশ-বেত প্রকল্প,

খ) খাদি ও গ্রামোদ্যোগ প্রকল্প,

গ) জেলা শিল্প প্রকল্প।

২, উক্ত প্রকল্পগুলিতে গত তিন বছরে মোট এক হাজার বাহান্ন জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যে বর্তমানে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মহিলা সংখ্যা যে ভাবে বাড়ছে, তাদের জন্য আমরা আগে দেখেছি এখনও তাই দেখছি। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের জন্য তাদের কর্মসংস্থানের যে ব্যবস্থা করার জন্য সরকার আজ পর্যন্ত কোদ ব্যবস্থা নেয়নি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই রাজ্যের অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মহিলাদের জন্য আধুনিক প্রথায় তাদের হস্তভাঁত বাঁশ বেত বিভিন্ন শিল্পের জন্য তারা আরো ও প্রশিক্ষণ নেওয়া যায়. এই রকম কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা প্রকল্প খোলার জন্য বর্তমান সরকারের আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলছি যে, রাজ্যের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মহিলাদের জন্য হস্তভাঁত শিল্প প্রকল্প এবং খাদি গ্রামোদ্যোগের কিছু কিছু প্রকল্প আছে। প্রতি বছর কিছু কিছু মহিলাদের আমরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। এবং প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর দপ্তর থেকে তাদেরকে সূতা কেনার জন্য, বিভিন্ন যন্ত্রীপাতি কেনার কেনার জন্য আমরা আর্থিক অনুদান দিচ্ছি। এবং তা যাতে আরোও বৃদ্ধি করা যায় তার জন্য সরকার চেষ্টা করেছে।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মোহদয় জানাবেন কিনা, যেসব মহিলাকে যে সেলাই মেশিন দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের সমিতি করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তাদের লোন দেওয়া হয়নি। এবং অর্থনৈতিক কারণে যাদের অনেকই প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর তারা মেশিন গুলি নিয়ে বাড়ীতে চলে যাচ্ছেন।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও অনেকগুলি এইভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের কোন লোন দেওয়া হয়নি বা সাহায্য করা হয়নি। যারজন্য তারা এখন এই কাজ করতে পারছে না। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাদের লোন বা আই, আর ডি, পি বা কর্পোরেশন বা যে কোন ব্যাংকের লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বলেছি যারা প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন, প্রশিক্ষণ যখন নেন ওদেরকে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়। এবং প্রশিক্ষণ যখন হয়ে যায় তারপর দপ্তর থকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয় সুতা কেনার জন্য এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কেনার জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে। যদি এই রকম কোন মহিলা থেকে থাযকন নিশ্চয়ই সুনির্দিষ্ট ভাবে জানাবেন নিশ্চয়ই আমরা আর্থিক অনুদান দেব।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারাম বাড়ী) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে বলে বলেছেন কোন শিল্পের কয়টা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে এবং কয়টা এখন পর্য্যন্ত চালু আছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আমার কাছে এখন ক্লিয়ারলি নেই। পরবর্তী যদি জানতে চান নিশ্চয়ই ক্লিয়ারলি এটা জানানো হবে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাঙ্খল (কুলাই) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে অশিক্ষিত এবং অর্ধ শিক্ষিত মহিলাদের কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, তা অধিকাংশ লোকেই এখনও বাকী রয়ে গেছে, এটা খতিয়ে দেখবেন কি ? তাছাড়া, এই যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, তা মাত্র ৬ মাসের জন্য দেওয়া হচ্ছে, এই ট্রায়েল বেসিসে, এতে যারা প্রশিক্ষণ নিতে আসে তাদের যা শিক্ষার প্রয়োজন, তা শিক্ষা হয়ে উঠে না, এটাকে এক বছর করা যায় কিনা, ভেবে দেখবেন কি ? এবং প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর তাদের যে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়, তা প্রয়োজনের তুলনায় এতই কম যে তাতে অনেকেই প্রশিক্ষণ নিতে অনিচ্ছুক হয়ে পড়ে। কাজেই এই, সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) : — স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন, ঠিক এই ধরনের কিছু কিছু কমপ্লেইন আমাদের কাছে এসেছে এবং বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে সেগুলির তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তাই মাননীয় সদস্য যদি স্পেসিফিক কোন তথ্য দেন, তাহলে আমি সেগুলির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে পারি।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর যে কয়জন সূতা অথবা বাঁশ বেতের কাজ করে সামগ্রী তৈরী করে, সেগুলির বাজার জাত করার জন্য যে সুবিধা সরকার থেকে দেওয়ার কথা সেটা বাতিল করে দেওয়ায়, তারা তাদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করতে পারছে না, ফলে তারা আজকে আর্থিক ভাবে ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে। কাজেই, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : — স্যার, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলারা যে সব সামগ্রী তৈরী করেন, সেগুলি তারা সরকারী বিপন্ন কেন্দ্র বিক্রি করে থাকেন। কাজেই, স্পেসিফিক কোন তথ্য যদি মাননীয় সদস্য দিতে পারেন, তাহলে আমরা সেটার তদন্ত করে দেখবো এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করব।

মিঃ স্পীকার— শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রী মাখনলাল সাহা (কল্যানপুর) :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭০।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, স্টর্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭০

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত কি কি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিলি বন্টন করা হচ্ছে ?

২। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নিম্নলিখিত দ্রব্য সামগ্রী ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত ভর্তুকীতে সস্তায় বিলি বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কিনা? যেমন:— ডাল, তৈল, হলুদ, মরিচ, সোডা, সাবান, কাগজ চা বিড়ি, তামাক, সুট্‌কি সিদল সহ মোটা কাপড় ধুতি, শাড়ী, সুটিং, লংক্লথ ইত্যাদি এবং

৩। অন্যথায় দ্রব্যমূল্য রোধে সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত চাউল, চিনি, ভোজ্যতৈল, কেরোসিন তৈল, গম এবং আটা, লবন ভোক্তাদের সরবরাহ করা হয়।

২। এই রকম কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে সরকারের কাছে নেই।

৩। সমস্ত রকমের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বহিরাজ্য থেকে নিয়মিত সরবরাহে যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে এবং সেগুলি ন্যায্যমূল্যে খোলা বাজারে যাতে বিক্রয় হয় তার জন্য তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়েছে।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত কিছু কিছু জিনিস ভোক্তাদের সরবরাহ করা হয় বলে উল্লেখ করেছেন। আর, বাকী সেগুলির কথা আমি বলেছিলাম সেইগুলির সম্পর্কে উনি বলেছেন যে বর্তমানে সে রকম কোন পরিকল্পনা নেই। স্যার, এটা সবাই জানেন এমন কি মন্ত্রী মহোদয়ও জানেন যে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের পর যে ভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম বেড়ে চলেছে, তাতে ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। অবশ্য মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসই আমাদের বাহিরাজ্যের থেকে আনতে হয়, এটা ঠিক। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাজেটের পরই এমন একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেখানে সর্ষের তেলের লিটার ছিল ৩০/৩১ টাকা, এখন সেটা বেড়ে হয়ে গেছে ৪০/৪৫ টাকা।

তারপরে সমস্ত ডাল কিছু আজকে একটা বিড়ির পেকেট দুই টাকা থেকে ৩ টাকায় গিয়ে পেঁীছেছে। ত্রিপুরার ২৭ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আনা সেন্ট, পাউডারের কথা বলছি না, সাধারন জিনিস যেমন সোডা, সাবান শুটকি ইত্যাদি এগুলির দাম ভতুর্কি দিয়ে বন্টনের ব্যবস্থা করছেন না ? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে ত্রিপুরা রাজ্য সেন্ট পার্সেন্ট জিনিসই বহিঃ রাজ্য থেকে আসছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সরষের তৈল কলকাতায় দাম বাড়ে তা হলে এখানেও বাড়বে। তারপরে আছে আমাদের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকাতে প্রকৃতিক দুর্যোগে জিনিস পত্রের দাম বাড়ে। সেটাকে কনট্রোল করার জন্য সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। দ্রব মূল্য বৃদ্ধি কবতে হলে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

শ্রী বাদল চৌধুরী : (ঋষ্যমুখ) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বহিরাজ্য থেকে আসছে সেটার স্টক ভেরিফিকেশন হয় কিনা ? সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন যে ইনাশয়েল কমোডিটিস এগুলির যে দাম তা প্রত্যেক দোকানদার দোকানে লিখে রাখবে। এই ব্যাপারে কোন দোকানদারের বিরুদ্ধে কোন শাস্তীমূলক ব্যবস্থা পর্যান্ত নেওয়া হয়েছে কি ? এবং এ রাজ্যের বহু জিনিসই বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ব্যাপক হাবে লাইসেন্স দিচ্ছে। একটা জায়গাতে লোক সংখ্যা হলো ১০ হাজার সেখানে ২৫টা লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। সীমান্ত অঞ্চলে

এই যে ব্যাপক হারে লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে সেটা সরকার তদন্ত করে দেখবেন কিনা ? এখানে আগরতলা থেকে ২৫/৩০ হাজার টাকা দিতে এক দিনের মধ্যে লাইসেন্স নিয়ে যাচ্ছে। এইগুলি তদন্ত করে দেখা হবে কিনা যে সমস্ত জিনিস বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে তা বন্ধ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য এখানে যা বলেছেন তা কিছুটা সত্য। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র কিছু কিছু বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে এটা অস্বীকার করে লাভ নেই। বিশেষ করে, সোনামুড়া, বিলোনীয়া, বিশালগড় বক্সনগর দিয়ে পাচার হচ্ছে এ খবর কাছে আছে তার জন্য সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আর লাইসেন্সের কথা এখানে যা বলেছেন তাতে আমি বলতে চাই, সাধারণতঃ টেক্সটাইলস লাইসেন্স সাবডিভিশন্যাল অফিসার ইস্যু করে থাকেন। আগরতলা থেকে টেক্সটাইলস লাইসেন্স ইস্যু করা হয় না। সাবডিভিশন্যাল অফিসার প্রয়োজন বোধ করলে টেক্সটাইলস লাইসেন্স ইস্যু করে থাকেন। উনি যে ২৫/৩০/৫০ টি লাইসেন্সের কথা এখানে বললেন তা আমার জানা নেই। তবু মাননীয় সদস্য যেহেতু বলেছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, সোর্সে জিনিসের দাম বাড়লে এখানে দাম বাড়ে। তাছাড়া পরিবহন কষ্টের জনাও এখানে দাম কিছুটা বেশী। এটা খুবই সত্য কথা। স্যার, ভারতের যে কোন রাজ্য থেকে ত্রিপুরায় লিভিং কস্ট ৩০ থেকে ৪০ পারসেন্ট বেশী। এটা ঘাটতি রাজ্য। ৪০ বছর ধরে জিনিস পত্রের দাম বাড়ানোর জন্য অনেক কথা শুনেছি। কিন্তু এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই ত্রিপুরা রাজ্যকে ঘাটতি রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত করে অতি সত্বর দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার জন্য বিশেষ ঘাটতি দেওয়ায় সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার সে রকম কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। তবে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, আগে বামফ্রন্টের শাসন কালে সমবায়ের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যের দোকানের মারফৎ গ্রামাঞ্চল সহ সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া, সে সব জিনিসপত্র ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফৎ দেওয়া হচ্ছে কিনা তা সমবায়ের সদস্যরা দেখতেন। সমবায়ের ডাইরেক্টর নির্বাচিন হচ্ছেন। আজকে সে সব সমবায় ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। স্যার, বর্তমানে মজুমদার এবং মুনাফাদারের হাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের ভাণ্ডার তুলে দেওয়া হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, আবার সেই পুরানো ব্যবস্থা অর্থাৎ সমবায়ের হাতে—নির্বাচিত সমবায় তৈরী করে তাদের হাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র নিয়ন্ত্রনের ভার তুলে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে কিনা ?

শ্রী মতিলাল সাহা (ষ্টেইট মিনিষ্টার) :— আমার মনে হয়, মাননীয় সদস্য কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্টের কথা বলছেন। তবে এখানে যেহেতু বলেছেন সেহেতু আমি নিশ্চয়ই বিষয়টি দেখব।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য সমর বাবু যা বলেছেন তা খুবই সত্য কথা। আগে সমবায়ের মাধ্যমে শুঁটকি পর্যন্ত দেওয়া হত। রেশন সপের মাধ্যমে মোটা কাপড়ের কথা আমি এখানে যা বললাম সেই লংক্লথ কাপড় পর্যান্ত দেওয়া হত। বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গেছে। এগুলি আবার চালু করবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— এটা আলাদা প্রশ্ন। আলাদা ভাবে করলে উত্তর দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী ফয়জুর রহমান।

শ্রী ফয়জুর রহমান :— কোয়েশ্চান নং ১৩৭ স্যার।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :—(মুখ্যমন্ত্রী) :— কোয়েশ্চান নং ১৩৭ স্যার।

প্রশ্ন

১) জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কোন্ দপ্তরের কতজন সরকারী কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছেন, এবং

২) যারা ছাঁটাই হয়েছেন তাদেরকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হবে কিনা ?

উত্তর

১ এবং ২ নং প্রশ্নের তথ্য সংগ্রাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী সুশীল কুমার চাকমা।

শ্রী সুশীল কুমার চাকমা (পেচারথল) : কোয়েশ্চান নং ১৪৯ স্যার।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্টমন্ত্রী):— কোয়েশ্চান নং ১৪৯ স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা জুটমিলে বর্তমানে কতজন শ্রমিক আছে ,

২) জোট সরকার ক্ষমতায় আসায় পর কতজন শ্রমিককে জুট মিলে নিয়োগ করা হইয়াছে, এবং ইহাতে এস, টি, এস, সি কোটা পুরণ করা হইয়াছে কি ?

৩) করা থাকলে কতজন এস, টি, এবং এস, সি শ্রমিককে নিয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর

১) বর্ত্তমানে ১৩৭৫ জন শ্রমিক ত্রিপুরা জুটমিল লিমিটেডে আছে।

২) জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরা জুট মিল লিমিটেডে কোন শ্রমিক নিয়োগ করা হয় নি।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :··· শ্রী সুকুমার বর্মন।

শ্রী সুকুমার বর্মন (নলছর) :— কোয়েশ্চান নং ১৫২ স্যার।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :– কোয়েশ্চান নং ১৫২ স্যার।

প্রশ্ন

১) শিশুদের চিকিৎসার জন্য মেলাঘর হাসপাতালে আলাদা শিশু বিভাগ খোলার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

২) থাকলে কবে নাগাদ চালু করা হবে বলে আশা করা যায়,

৩) ইমারজেন্সী রোগী জি, বি অথবা ভি, এম হাসপাতালে আনার জন্য এম্বুলেন্স মেলাঘর হাসপাতালে আছে কিনা,

৪) থাকলে সেটি চালু আছে কিনা ?

উত্তর

১) আপাততঃ পরিকল্পনা নেই।

২) প্রশ্ন আসে না।

৩) আছে।

৪) সম্প্রতি উহা বিকল হওয়ায় সারাই করা হচ্ছে বিকল্প একটি গাড়ী দেওয়া হয়েছে।

শ্রী সুকুমার বর্মন :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, আলাদা শিশু বিভাগ খোলার কোন পরিকল্পনা এখন নেই। আমরা লক্ষ্য করেছি এই হাসপাতালে শিশুরোগীদের অত্যন্ত ভীর হয় এবং তাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ার জন্য অনেক শিশু রোগী মারাও যায়। সুতরাং এই শিশুদের চিকিৎসার জন্য জরুরী ভাবে শিশু বিভাগ খোলার জন্য সরকার চিন্তা ভাবনা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং মন্ত্রী) :— স্যার, যদিও সেখানে আপাততঃ শিশু বিভাগ নেই, তথাপি সেখানে একজন শিশু বিশেষজ্ঞ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং শিশুদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। তবুও আমরা চেষ্টা করব সেখানে আলাদা ভাবে একটা শিশু বিভাগ খোলা যায় কিনা।

শ্রী সুকুমার বর্মন - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন একজন শিশু বিশেষজ্ঞ দেওয়া হয়েছে এটা ঠিক। কিন্তু শিশু বিশেষজ্ঞ সেখানে বসার মত কোন জায়গা আছে কিনা এবং চিকিৎসা করার কোন যন্ত্রপাতি আছে কিনা ? আমরা লক্ষ্য করেছি যে সেখানে তাঁর বসার কোন জায়গা নেই এবং চিকিৎসার উপযুক্ত যন্ত্রপাতিও নেই। সুতরাং অনতিবিলম্বে এগুলির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা। দ্বিতীয়তঃ গত বিধানসভায়ও এই প্রশ্ন এসেছিল তখন মাননীয় মন্ত্রী প্রশ্নের

উত্তরে বলেছিলেন যে সেখানের এ্যাম্বুলেন্স সারাইয়ের জন্য দেওয়া হয়েছে। এক বছর তো হয়ে গেল তাই বলছি সারাইয়ের জন্য আর কত দিন সময় লাগবে এবং বিকল্প কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি তো বলছি সেখানের এ্যাম্বুলেন্সটী রিপেয়ার করার জন্য দেওয়া হয়েছে এবং মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ডাক্তারের বসার জায়গা নেই এটা ঠিক নয়।

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ — সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা যে, যেহেতু এ্যাম্বুলেন্সের কথা উঠেছে ত্রিপুরা রাজ্যে এমন অনেক হাসপাতাল আছে যেখানে ৩০/৩৫ বছর ধরে এই এ্যাম্বুলেন্সগুলি অকেজো অবস্থায় আছে এবং মাসের পর মাস এইগুলি নষ্ট হয়ে থাকে। এই গাড়ীগুলি মেরামত করার জন্য ডিপার্টমেন্টকে টাকা দেওয়া হবে কিনা এবং অতি সত্ত্বর ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কিনা ?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী):— স্যার রুর‍্যাল হাসপাতাল এবং সাবডিভিশ্যানে আমাদের গাড়ী আছে।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সোনামুড়া সাব-ডিভিশ্যানের তিনটি পি, এস, সি, এবং একটি সাব-ডিভিশ্যান হাসপাতাল আছে। এখানে কতগুলি এ্যাম্বুলেন্স আছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ? সোনামুড়া বিভাগের ইমারজেন্সি রোগীদের আই জি, এম এবং জি, বি হাসপাতালে আনতে হলে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। যারা গরীব অংশের মানুষ তাদের পক্ষে এই সমস্ত ইমারজেন্সী রোগীদের নিয়ে আসা খুবই কষ্ট হচ্ছে ?

শ্রী কাশিরাম রিয়াং (মন্ত্রী)— স্যার, সোনামুড়া হাসপাতালে দুটী এ্যাম্বুলেন্স আছে। একটি মেলাঘরে এবং আর একটি কাঁঠালিয়ায়।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা (গালাঘাটি) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি কয়েকদিন আগে অম্পিতে গিয়েছিলাম এবং দেখেছি সেখানে একটিও এ্যাম্বুলেন্স নেই। সেখানে এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানবেন কি ?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অবশ্য অম্পিতে রোগী ছিল। এই গাড়ীটী এখন কি অবস্থায় আছে দেখে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

শ্রী রসিকলাল রায় :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সোনামুড়া সাবডিভিশ্যানে দুটি এ্যাম্বুলেন্স আছে ঠিকই। মেলাঘরের এ্যাম্বুলেন্স যখন খারাপ হয়ে গেছে তখন কাঁঠালিয়ার এ্যাম্বুলেন্স আনা হয়েছে মেলাঘরে। ইহার কথাই কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে বলেছে জানাবেন কি ?

শ্রী ফৈজুর রহমান :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ধর্মনগর কদমতলা হাসপাতালে এ্যাম্বুলেন্স ছিল, সেটাকে বামফ্রন্ট সরকার দিয়েছিল। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার সপ্তাহ পরে কোথায় উধাও হয়ে গেল সই এ্যাম্বুলেন্সটা ? ড্রাইবার এখনও আছে, বেতন ভাতা ঠিকমত পাচ্ছে। ড্রাইভারের নাম হল নিখিল দেবনাথ। এখনও সে কদমতলায় আছে, সেই পাচ্ছে এ্যাম্বুলেন্স কোথায় আছে এখন সেটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রী **কাশীরাম রিয়াং** ঃ— এই তথ্য আমার কাছে নেই, আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রীঅঞ্জু মগ।

শ্রী **অঞ্জু মগ** ঃ—(মনু) অ্যাডমিটড কোশ্চান নং ১৫৫।

শ্রী **কাশীরাম রিয়াং** (মন্ত্রী) ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৫৫।

প্রশ্ন

১) জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে হাসপাতাল ও পি, এইচ সি,গুলিতে মাছ, মাংস ও ডিম বন্ধ করে দেওয়াব কারন কি?

২) পি, এইচ. সিগুলিতে ওষধপত্র সাপ্লাই কম করে দেওয়ার কারন কি,

৩) বর্তমান আর্থিক বছরে কতগুলি পি, এইচ, সি নূতন খোলার পরিকল্পনা আছে?

উত্তর

১) নিরামিস খাদ্যের গুনমান আমিষ খাদ্যের চাইতে কোন অবস্থাতেই কম বা নগন্ত নয়। এই বিশেষ কারনে ভারতের অধিকাংশ হাসপাতালে নিরামিষ খাদ্য রোগীদের পথ্য হিসাবে দেওয়া হয়। ইহা ছাড়াও অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে মাংস ও মাছে নানা রোগের জীবানু থাকে যাহা রোগীদের ক্ষতির কারন হইতে পারে। এই বিশেষ উদ্দোশ্যই হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিরামিষ খাদ্য চালু করা হইয়াছে।

২) প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে কর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত ওষধ সরবরাহ করা হয়। তবে অনুমোদিত সংখ্যক বেডের অধিক রোগী প্রায়ই ভর্ত্তি হয়। এই অতিরিক্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য সরববাহকৃত ঔষধ অপ্রতুল হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে যথাসাধ্য অতিরিক্ত ঔষধ সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

৩) ১১ টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে।

শ্রী **দীপক নাগ** :— (মজলিশপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে হাসপাতালগুলিতে মাছ মাংস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তার কারন হচ্ছে. মাছ মাংসে যে ক্যালরি আছে তা সবজির মধ্যেও আছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী নিজেও কি মাছ মাংস ছেড়ে দিয়ে সবজী ধরেছেন কিনা। আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে, জিরানীয়া হাসপাতালে, বক্সনগর হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সাপ্লাই হচ্ছে না, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীব কাছে আছে কিনা?

শ্রী **কাশীরাম রিয়াং** (মন্ত্রী): — মাননীয় স্পীকার স্যার, নিরামিষ খাদ্যের ব্যাপার আমি অনেকবারই বলেছি, আর ঔষধের ব্যাপারেও অনেকবার বলা হয়েছে যে আমাদের কর্ম অনুযায়ী প্রত্যেক রুর‍্যাল হাসপাতালগুলিতে এবং সাব ডিবিশন্যাল হাসপাতলগুলিতে ঔষধের সাপ্লাই আমাদের নিয়মিত আছে।

শ্রী অঞ্জু মগ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, যে আমাদের অসুস্থ রোগীদের জন্য বহু আগে থেকেই শুধু বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই না, তাদের কংগ্রেস সরকারের আমল থেকেই মাছ, মাংস, ডিম এইসব পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হত। এখন হঠাৎ করে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এইসব বন্ধ করে দিয়েছেন। হয়ত মাছের মধ্যে রোগ থাকতে পারে, কিন্তু ডিমত আমাদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য, মাংসত আমাদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য। এই তিনটা আইটেমের মধ্যে যেকোন একটা রোগীদের দেওয়া হাবে কিনা, এইটা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, নিরামিষ খাদ্য আদর্শ খাদ্য এবং রোগীদের জন্য উপকারী। তদুপরি সেটা ইকনোমিকেল তার জন্যএইটা ইনট্রডিউস করা হয়েছে।

শ্রী রতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— মি স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিরামিষ খাদ্য সম্পর্কে যা বললেন তা আমরা বুঝেছি, তবে এখানে একটা প্রশ্ন আছে আর, টি ভি ওয়ার্ডে যে সমস্ত রোগীরা ভর্তি হন আমরা সব সময় জানি তাদের জন্য বিশেষ করে ডিম দুই চারটার সাপ্লাই করা উচিত এবং পাশাপাশি মাংস বা মাছও সাপ্লাই করা উচিত। স্প্যেশেয়েলী টা ভি রোগীদের জন্য আমিষ খাদ্যের ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, টী ভি রোগীদের জন্য ডিম দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ: — (মিঃ) স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার — ১৯৪

শ্রী অরুন কুমার কর মন্ত্রী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বা ১৯৪

প্রশ্ন

১ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি চিন্তা ভাবনা করেছেন।

২ কতদিনের মধ্যে নিয়মিত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১ সরকারী নিয়োগ নীতি অনুযায়ী অনিয়মিত কর্মচারীদের ক্রমপর্যায়ে নিয়মিত করারব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

২) এখনই সঠিক সময় সীমা নির্দ্ধারন করা সম্ভব নয়। তবে অনতিবিলম্বে হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে এবং তার পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যের যারা নিয়মিত কর্মচারী আছেন তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সেই অনুযায়ী অনিয়মিত কিছু কর্মচারী আছেন যাদের ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা হল বেতন, তা এই বেতন দিয়ে তাদের পরিবারের পক্ষে চলা সম্ভব নয় এবং যারা একসিডেন্ট মারা গেছেন তাদের ক্ষেত্রেও এই ফিক্সড বেতনের চাকুরী দেওয়া হচ্ছে। কাজেই সেদিকে বিবেচনা করে যাদেরকে ফিক্সডে চাকুরী দেওয়া হয়েছে আমি শিক্ষকদের কথা বলিনি, অন্তত যারা একসিডেন্টে মারা গেছেন তাদের ক্ষেত্রে যারা চাকুরী পাওয়া বা পেয়েছে তাদেরকে অতি সত্বর নিয়মিত করা হবে কিনা এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অরুন কুমার কর (মন্ত্রী): - মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করার জন্য সরকার যাতে ক্রমপর্যায়ে করতে পারে তার জন্য বিশেষ ভাবে যত্নবান সরকারী ভাবে আর্থিক অনটন যেটা আছে সেটা একটা বাধা, আমরা চেষ্টা করছি অতিসত্বর এই বাধা অতিক্রম করে ক্রমপর্যায়ে তাদেরকে নিয়মিত করার।

শ্রী বাদল চৌধুরী: - মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এইটা ঠিক কিনা আমরা প্রায়ই খবরাখবরে দেখেছি যে জোট সরকার থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে একস্টেনশনের পর একস্টেনশান দিচ্ছেন এবং এর ফলে বিভিন্ন দপ্তরে যে পোষ্ট ক্রিয়েট হওয়ার কথা তা না হওয়ার জন্য যারা এই ধরনের অনিয়মিত কর্মচারী আছেন সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে ৫ বছর জেনারেলের ক্ষেত্রে আর এস, টি এস, সির ক্ষেত্রে তিন বছর হলে পরে তাকে রেগুলার করা যায়, এই সময়টা পার হওয়া সত্বেও তাদেরকে রেগুলার করা হচ্ছে না, এইথা ঠিক কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অরুন কুমার কর (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা সত্য নয় যে সরকার একস্টেনশানের পর একস্টেনশান দিয়ে যারা অনিয়মিত কর্মচারী আছেন তাদেরকে নিয়মিত করার ক্ষেত্রে একটা বাধা সৃষ্টি করেছেন। একসটেনশানের ব্যাপারে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতি আছে যে তিন মাস একসটেনশান দেওয়া হয়, এবং যদি ঐ পরিবারের অন্য কেউ আর্নিং মেম্বার না থাকে তাহলে তাকে আরও তিন মাসের রি-এমপ্লয়মেন্ট দেওয়া হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের প্রয়োজনে তার ব্যাতিক্রমও হয়, তখন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টার সেটা যদি মনে করেন তাহলেই সেটা করা হয়। কাজেই একসটেনশান দিয়ে সরকার অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি করছে না বা এই রকম কোন চেষ্টা করা হচ্ছে না। সরকার অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল ঘোষ।

শ্রী রতনলাল ঘোষ : মি ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২০৩।

শ্রী মতিলাল সাহা রাষ্ট্রমন্ত্রী) মিঃ - ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চাননং২০৩।

প্রশ্ন

১) বর্তমান আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার স্বনির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে বেকারদের জন্য কি কি কর্ম স্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবং

২) উক্ত কর্মসংস্থানের দ্বারা কতজন বেকার যুবক-যুবতী উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) বর্তমান আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার স্বনির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে বেকারদের জন্য শিল্প সেবা ও বানিজ্য প্রকল্পের কর্ম সংস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্বনির্ভর প্রকল্পে মোর্ট দুই হাজার তিনশত পঁচিশ জন বেকার যুবক যুবতী উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়।

শ্রী রতনলাল ঘোষ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে, এইখানে স্বনির্ভর প্রকল্পে সেণ্ট্রাল এবং ষ্টেইট উভয় ক্ষেত্রে প্রথমত: পাশ করা ছেলেদের যে এমাউন্ট দেওয়া হয় এইটা মনে হয় ১৯৮৪ এর স্কীম অনুযায়ী দেওয়া হয়। এখনকার মার্কেটে যে প্রাইস্ রাইজ্ হয়েছে তাতে এই অপ্রতুল। এইটা বিশেষ করে যেটা ষ্টেইট স্কীম রয়েছে এইটি বাড়ানের পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা?

দ্বিতীয়তা: আমরা লক্ষ্য করেছি হে সেণ্ট্রাল এবং ষ্টেইট দুইটি স্কীমেই টাস্ক ফোর্স থেকে যে সমস্ত নাম বিভিন্ন সেণ্ট্রাল বা ষ্টেইট এর ব্যাংকে পাঠানো হয় কোন ব্যাংকে হয়তো দশটা কেইস্ পাঠানো হলো সেখানে দেখা যায় দুইটি কি তিনটার বেশী কেইসে ওরা টাকা দেয় না। এবং আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, উইদ-আউট অ্যানী কজ বহু কেইস আছে যেখানে ব্যাংকে কোন কারন না দেখিয়ে রিফিউজ করে দেয়। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উনা দপ্তরের মাধ্যমে কিছু করবেন কিনা যাতে অধিকাংশ সংখ্যক বেকার যুবক যুবতী যারা ইণ্ডাষ্ট্রিজ, বা সার্ভিস, বা ব্যাসা এই রকম কোন কিছু করতে চায় তারা উপকৃত হবেন।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে হারে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে সেটা বাড়ানোর পরিকল্পনার সরকারে নেই।
দ্বিতীয়ত: মাননীয় সদস্য সেটা বলেছেন এবং আমরাও দেখছি অনেক সময় ব্যাংক কোন কারন না দেখিয়ে কোন কোন যুবক-যুবতীকে হয়রানি করছে এবং আমরা সেই রকম কোন খবর পেলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের সাথে যোগাযোগ করে যুবক-যুবতীরা যাতে উপকৃত হতে পারেন সেই ব্যবস্থা আমরা করছি।

শ্রী দীবাচন্দ্র রাঙ্খল (কুলাই) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এই স্বনির্ভর প্রকল্পে সেটা সেণ্ট্রাল সেক্টার বা স্টেট্ সেকটর যে স্কীম আমার মনে হয় উত্তর

ত্রিপুরার কোন ব্লকেইকোটা অনুযায়ী এই স্বনির্ভর প্রকল্পটি ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা।

তারপর ব্লকের তরফে স্বনির্ভর প্রকল্পে ইন্টারভিউ করে সিলেকশান করার পরে ব্যাংকে পাঠানো হয়। তারপর অথারিটির কাছে সেটা জানানোর পরেও এখন পর্যান্ত এইটা ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না তার কারণ কি? এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা এবং যদি সত্য হয়ে থাকে-বিগত দিনগুলিতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে সমস্ত ব্লকে ইহা পাঠানো হয় নিশ্চয়ই সে ক্ষেত্রে সরকারী অর্থ মঞ্জুরী থাকে এবং সেই অনুযায়ী ব্লক থেকে সিলেকসন করে পরে ব্যাংকে পাঠানোর পরেও ব্যাঙ্ক থেকে সেগুলির পেমেন্ট হচ্ছে না কেন বা ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না কেন? এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা এবং যদি থাকে তবে এটাকে প্রতিকার করার ব্যবস্থা করবেন কিনা এবং যদি না থাকে তাহলে সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি না?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক যুবক-যুবতীকে হয়রানি করছে এই সম্পর্কে আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে। আমরা সেই তথ্য অনুযায়ী দপ্তর থেকে অফিসার পাঠাই যাতে সুষ্ঠু ভাবে তারা পায় সে ব্যবস্থা করেছি। তবে মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই আমরা দপ্তর থেকে এইটা তদন্ত করে দেখব যে, যারা স্বনির্ভর প্রকল্পে উপকৃত হবেন তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে সব সময় এইটা পেতে পারেন সে ব্যবস্থা করব।

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা-১৯৮৯-৯০ ইং সালে এই ত্রিপুরা রাজ্যে কত জনকে স্বনির্ভর প্রকল্পে সিলেক্ট্ করা হয়েছিল এবং কতজন পেয়েছে আর কতটা কেইস বাতিল হয়েছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

দ্বিতীয় হচ্ছে- স্যার, আমরা জানি যে মোহনপুর ব্লকে গতবার আমাদের কোটা দিয়েছিলেন ৮০ জন এর মধ্যে মাত্র ৭ জন পেয়েছে। এই বৎসরে আবার নতুন করে ফরম পাঠানো হয়েছে। কিন্তু ১৯৮৯-৯০ সালে যাদের সিলেকশান করে পাঠানো হয়েছিল তাদেরটা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেওয়া হবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত বছরের হিসেব আমার কাছে নেই। তবে বর্তমানে বছরের হিসাব রয়েছে সেটা আমি দিচ্ছি।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা—

স্বনির্ভর প্রকল্পে পেয়েছে—

জেনারেল	৩৮৫ জন,
এস, টি,	২১০ জন,
এস, টি- স্পেশাল-	১৯০ জন,
এস, সি,	১০৫ জন।
মোট-	৮৯০ জন

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা

জেনারেল	২৭৫ জন,
এস, টি-	১৫০ জন
এস, টি-স্পেশাল-	৩৫ জন
এস, সি,	৭৫ জন
মোট	৫৩৫ জন।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা

জেনারেল	২৭৫ জন
এস, টি,	১৫০ জন
এস, সি	৭৫ জন
মোট	৫০০ জন।

সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের হিসাব

জেনারেল	৯৩৫ জন
এস, টি,	৫১০ জন,
এস, টি স্পেশাল	২২৫ জন,
এস, সি,	২৫৫ জন,
মোট-	১৯২৫ জন।

সেন্ট্রাল স্বনির্ভর প্রকল্পে পেয়েছেন

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা-	২০০ জন,
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা	১০০ জন,
উত্তর ত্রিপুরা জেলা-	১০০ জন
মোট-	৪০০ জন।

তারমধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ এস, টি, এবং এস, সি, দের জন্য সংরক্ষিত আছে।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) :— সাপ্লীমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, এই যে স্বনির্ভরতা প্রকল্পে বেনিফিসারীদের কিসের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়? বাংলোর (আই) দল ছাড়া বর্তমানে অন্য কেউ সিলেকশান পায় না বা বেনিফিসারী হতে পারে না। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সমর বাবু যে কথাটা এখানে বলেছেন সেটা ঠিক নয়? আমার জানা আছে যে, কংগ্রেস থেকে বেশী বেনিফিসারী সিলেকশান সি পি এমের লোকেরাই পেয়েছে। প্রতিটি ব্লকে এই বেনিফিসারী সিলেকশান করে একটি কমিটি-ইণ্ডাস্ট্রি কমিটি আছে। উনারা ঠিক করে থাকেন এবং সেই কমিটী ইন্টারভিউ নিয়ে যোগ্য প্রার্থীকেই মনোনীত করেন। সেখানে কে কংগ্রেস করে, কে-টি, ইউ, জি, এস করে বা কে-সি পি এম করে এটা দেখা হয় না।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, বিগত দিনে সেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট স্কীমে যে ভাবে সিলেকশান করা হত বর্তমানেও সেই ভাবে বি ডি, সির মাধ্যমে সিলেকট্ করা হয়। বেণিফিসারী সিলেকশানের পর অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বেনিফিসারীরা ব্যাঙ্ক থেকে সময়মত টাকা পান না। এর কারন হিসাবে ব্যাঙ্ক বলে থাকেন যে, ইণ্ডাস্ট্রি থেকে ব্যাঙ্কে তাগদা দেওয়া সত্বেও সাবসিডির এমাউণ্টটা পাঠায়না। যদিও ব্যাঙ্ক বেনিফিসারীদের আলাদাভাবে সিলেকশনের কথা জানায়। ব্যাঙ্কে যাতে এই সাবসিডি তাড়াতাড়ি পাঠায় সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ধরনের তথ্য আমার কাছে নেই। তবে আমি ব্যাপারটি দেখব।

শ্রী গৌরী শঙ্কর রিয়াং (শান্তির বাজার) :—সাপ্লীলিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কিনা যে, যাদের নাম ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়, ব্যাঙ্ক তাদের সংগে তালবাহানা করে দেরী করে থাকেন টাকা দিতে। আমি নিজে ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম এবং জানতে পেরেছি যে, বিগত দিনে যারা টাকা পেয়েছেন তাদের ৯০ শতাংশের চাকুরী হয়ে গিয়েছে এবং টাকাও তারা ফেরৎ দিচ্ছে না। এই তথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রী গৌরী শঙ্কর রিয়াং :— দ্বিতীয়ত- যে সিলেকশনের পরে ওরা লোনপেল কি-পেল না এই তদারকি করা দায়িত্ব করার, এটা কি ব্লকের বি, ডি, ও সাহেব করবেন- নাকি আই, ডি, সি চেয়ার ম্যান করবেন- না ইণ্ড্রাস্ট্রিয়াল ডিপার্টমেণ্ট করবেন, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্পষ্টভাবে এখানে বলবেন কিনা ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অতিতে যে সমস্ত বেনিফিসারী স্ব-নির্ভর প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন, তারা ব্যাঙ্কের টাকা ঠিকভাবে দেয় বা দিলেও দেরীতে দেয়- এটা সত্য। এবং তার জন্য আমরা সরকারের তরফে যাতে সঠিকভাবে ঐ টাকা ফেরত দেয় এবং কিছু কিছু বেনিফিসারী চাকুরী হয়েছে - সেই ব্যাপারে আমরা খোজ-খবর নিচ্ছি। এবং যারা দুই দিক থেকে সুযোগ পেয়েছেন, যারা চাকুরী পেয়ে গেছেন তারা যাতে সেটা রি-পেমেণ্ট করে দেয় তার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। দ্বিতীয়টা যদি কোন বেনিফিসারী উপকৃত না হন, হয়রানী হন তাহলে ব্লকের ইণ্ডাষ্ট্রি একসটেনশন অফিসার এবং আমাদের যে বি, আই সির উপদেষ্টা কমিটি আছে, সেই কমিটির সাথে যোগাযোগ করলে নিশ্চয়ই সেটা সঠিকভাবে যাতে পায় সেই ব্যবস্থা করা হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয়সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটের কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩০।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ২৩০।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের খাদ্য গোদামগুলিতে বর্তমান ৩১শে আগষ্ট, ১৯৯১ইং পর্য্যন্ত সময়ে মজুদের পরিমাণ কত ?

২। রাজ্যের রেশন দোকানগুলির মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভোক্তাদের কাছে যথাযথ ভাবে পৌঁছে কিনা তাহা পরীক্ষা করে দেখার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্যের খাদ্য গোদামগুলিতে ২০/৮/৯১ ইং তারিখে মজুদ খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ-

১) চাউল — — ৩, ১০৬ মেট্রিকটন,
২) গম — — ১৭৭ ,,
৩) লবন — — ২, ৪৩০ ,,

২। হ্যাঁ।

শ্রী নকুল দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে খাদ্যের যে চিত্র মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিয়েছেন খুব রহস্যজনক। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে তিন চারদিনের খাদ্য এখানে মজুদ নেই। সারা রাজ্যের মধ্যে ভয়াবহ খাদ্য সমস্যা চলছে। বিভিন্ন দিক থেকে আমরা দেখেছি মৃত্যুর মিছিল চলছে। অন্যদিকে যে টুকু রেশন থাকছে সেটাকে সত্যিকারের যারা রেশন কার্ড হান্ডার [illegible] পাচ্ছে কিনা, [illegible] দেখার মত কোন ব্যবস্থা এখানে নেই। রেশনে চাউল যাওয়ার আগে ভালো চাউল যেটা আ[illegible] বলি এর মধ্যে সাত টাকা। আট টাকা বাজারে চাউলের দাম হয়েছে কয়েকদিনের মধ্যে। তা ছাড়া সুপার ফাইন বলে যে চাউল তা গোল-বাজারে ব্যবসায়ীদের কাছে চলে যাচ্ছে. এটা কে নিয়ন্ত্রন করার কোন ব্যবস্থা নেই। আর যে সমস্ত ছিটেফোটে চাউল যাচ্ছে অখাদ্য, সেটা সাধারণ মানুষকে কিনতে হচ্ছে, তাও বলছে কি মঙ্গলবার দিন আসবেন এতটার সময়। তিন ঘটা বা দুই ঘটা পরে মানুষ গেল, তারা যে টাইম দিল, গিয়ে দেখল একটুও চাউল নেই, লোকে চাউল পাবে না, বলছে সব চাউল শেষ হয়ে গেছে আবার আগামী সপ্তাহে আসবেন, ঠিক আগামী সপ্তাহে কার্ড নিয়ে যাচ্ছে ঠিক একই ঘটনা সেখানে ঘটছে। কাজেই রাজ্যের রেশন ব্যবস্থা বলতে যা বুঝায় তার কোন অস্তিত্ব নেই, সম্পূর্ণ বিপন্ন হয়ে গেছে। এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ? রাজ্যের জনগনের স্বার্থে ইমেডিয়েটলি সমস্ত কিছু ঢেলে সাজিয়ে এখুনি এই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখানে যে তথ্য দিয়েছি, তাতে বলেছি যে রাজ্যে বর্তমানে কি পরিমান চাউল মজুত আছে। আর মাননীয় সদস্য সেটা বলেছেন, সেটা হল সত্যি আমাদের স্টক্‌টা পর্য্যাপ্ত নয় এবং স্টক্‌টা বারানোর জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। আমি বলতে পারি, শীঘ্রই যদি চাউল না আসে, তাহলে একটা বিপর্যয় ঘটবে, কাজেই সেই রকম বিপর্যয় যাতে না ঘটে, সেজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের

সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। কিছু পরিমানে চাউল শীঘ্রই ধর্মনগর বা চোরাই বাড়ীতে পৌছাব কথা, সেটা যদি এসে পড়ে, তাহলে আমরা রাজ্যের মধ্যে যে দুর্গম অঞ্চল আছে, সেখানে যে গোডা-উনগুলি আছে, সেগুলিতে সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করছি। কাজেই, এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্য যদি একটু সচেতন হন, তাহলে আমার মনে হয় আমরা এই যে একটা সংকটজনক অবস্থা চলছে সেটা সহজেই অতিক্রম করতে পারব।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, আমি মনে করি যে সমগ্র রাজ্যে যে ব্যবস্থটা সম্পূর্ণ বিপর্যাস্ত অবস্থায় এসে পড়েছে, কাজেই এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য আমাদের স্টকে এখনও যেটুকু খাদ্য আছে, সেটুকু যাতে ঠিক ঠিক ভাবে ভোক্তাদের মধ্যে বন্টন করা যায়, তার জন্য গাঁওসভা ভিত্তিক যদি একটা সর্ব দলীয় কমিটি গঠন করা যায়, তাহলে আমি মনে করি এর সুরাহা করা সম্ভব, একটু কেন না, কতটা ডি. ও কাটা হল, কতটা চাউল রেশন সপে পৌছলো, তার মধ্যে কতটা চাউল ভোক্তাদের দেওয়া হল এই সবই একটা তদারকি এই কমিটির মাধ্যমে করা যাবে। কাজেই, এই রকম একটা অবস্থার মোকাবিলার করার জন্য একটা সর্ব দলীয় কমিটি গঠন করা হবে কিনা, আমি জানতে চাইছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী): — মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি যে গতকালও খাদ্যের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম, কেন খাদ্য যথা সময়ে আসছে না এর অর্থ এই নয় যে আমাদের খাদ্য নেই। আমি বলেছিলাম যে এফ, সি, আই। কর্মিরা প্রায় স্ট্রাইক করছে, ফলে আমাদের এখানে যথা সময়ে খাদ্য পাঠানো যাচ্ছে না। আবার যখন আমাদের এখানে খাদ্য এসে পৌছলো, তখন আবার দেখা গেল যে এখানকার এফ, সি আইর কর্মিরা স্ট্রাইক করেছে। ফলে যে খাদ্যটা এখানে আসলো, সেটাও আনলোডিং করা গেল না, ন্যায্যমূল্যের দোকানে পাঠানো তো দূরের কথা। শুধু যে আমরাই এই অসুবিধার মধ্যে আছি তা নয়, কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তরেরর এই অসুবিধার মধ্যেই আছে। কাজেই মাননীয় সদস্য যে সর্ব দলীয় কমিটি গঠন করার কথা বলেছেন, সেটা এই কোন সমাধানই করতে পারবে না বলে আমি মনে করি। তাই, যেকোন সদস্য যদি কোন রেশন সপ ঠিক মত ভোক্তাদের খাদ্য দিচ্ছে না, এই রকম অভিযোগ করেন, তাহলে আমরা নিশ্চই তার অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। এই খাদ্য সামগ্রীর যথাযথ বিলি বণ্টনের একটা স্থায়ী সমাধানের জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২৮ শে আগষ্ট একটি মিটিং ডেকেছেন, সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা খাদ্য মন্ত্রীরাও যোগদান করবেন এবং নিজ নিজ রাজ্যের অসুবিধটা তুলে ধরবেন। আমি গতবারেও যখন দিল্লীতে গিয়ে ছিলাম, তখন আমার সাথে নগেন্দ্র বাবু এবং শ্যামা বাবুও ছিলেন। আমরা সবাই এই বিষয় নিয়ে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি, এমন কি কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রীর সংগে কথা বলেছি। আমাদের কথাবার্তায় কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে

মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে, তাতে বুঝা গেল যে কেন্দ্রীয় সরকারও এই ব্যাপারে তৎপর এবং আশ্বাস দিয়েছেন যাতে আমাদের কোন রকম অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। কাজেই, আমরা চাই যে আপনারাও এই ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে সহযোগীতা করুন যাতে আমরা সবাই মিলে এই অবস্থাটার মোকাবিলা করতে পারি।

শ্রী মিঃ ডেপুটি স্পীকার : ঃ— প্রশ্নের উত্তর পুর্ব শেষ। সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া হয়েছে। সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি।

ANNEXURE—A

CONDOLENCE MOTION

[redacted]

এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো' শোক প্রস্তাব।"

প্রস্তাবটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং মহোদয় এবং আমি সেইটি অনুমোদন করেছি। শোক প্রস্তাবটি হলো গত ১৬/৮/৯১ ইং তারিখ কলিকাতা হতে ইমফলগামী ৭০৭ বোয়িং বিমান দুর্ঘটনায় নিহত বিমান কর্মী ও যাত্রীদের দুর্ভাগ্যজনক অকাল মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং নিহতদের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং মহোদয়কে প্রস্তাবটি এই সভার সামনে উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার মোশনটি হলো গত ১৬/৮/৯১ ইং তারিখ কলিকাতা হইতে ইমফলগামী ৭০৭ বোয়িং বিমান দুর্ঘটনায় নিহত বিমান কর্মী ও যাত্রীদের দুর্ভাগ্যজনক অকাল মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং নিহতদের শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।'

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে অকাল মৃত্যু কবলও ব্যক্তি বর্গের আত্মার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

এরপর সভার সদস্যগণ দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন অবলম্বন পুর্বক মৃত বিমান কর্মী ও যাত্রীদের আত্মার সদগতি কামনা করেন।

REFERENCE PERIOD

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—রেফারেন্স পিরিয়ড।

আজকের কার্য্যসূচীতে ৬টি (ছয় টি) উল্লেখ বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের বিবৃতি প্রদানের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য বিষয়ে প্রথমটী গত ১৬/৮/৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত

বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— "গত ১১ই আগষ্ট, ১৯৯১ ইং রাত্রে পুর্ব আগরতলা থানাধীন বনমালীপুরে বিধানসভার প্রাক্তন সচিব শ্রী বারীন্দ্র ভট্টাচার্য্যর কন্যা শ্রীমতী সোমা ভট্টাচার্য কতিপয় দুস্কৃতকারী দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে'।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার. গত ১১ই আগষ্ট, ১৯৯১ ইং রাত্রে পুর্ব আগরতলা থানাধীন বনমালীপুরের বিধানসভার প্রাক্তন সচিব শ্রী বারীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী সোমা ভট্টাচার্য্য কতিপয় দুস্কৃতকারী দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে'।

স্যার, গত ১১/১২/৯১ ইং তারিখ রাত্রি ২-১৫ মিঃ এর সময় পুর্ব আগরতলা থানার অন্তর্গত বনমালিপুর নিবাসী শ্রী বারীন্দ্র ভট্টাচার্য পুর্ব আগরতলা থানায় এই মর্মে এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে, গত ১১ | ৮/৯১ ইং তারিখ রাত্রি অনুমান ১২ টার সময় ১০-১২ জনের একটি অজ্ঞাত নামা দুস্কৃতকারী দল তাহার বাড়ীর পশ্চিম ঘরে প্রবেশ করে ঘরের আলো নিভাইয়া দেয় এবং তাহার মেয়ে শ্রীমতি সোমা ভট্টাচার্য্যকে হাত, পা বেঁধে মাটিতে ফেলে তাহারর বুকের উপর হারমোনিয়ম চাপা দেয় এবং গলায় ডেগার ধরে বলে যে চিৎকার করিলে খুন করে ফেলবে। দুস্কৃতকারীরা তাহার বই পত্র ছিড়িয়া ফেলে এবং জিনিস পত্র লণ্ড ভণ্ড করে। দুস্কৃতকারীরা ২টি চিঠি ঘরে ফেলিয়া যায়। তাহাতে লেখা যে, প্রমোদ বাবু দুস্কৃতকারীদের কলেজের পরীক্ষার সময় ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। এই কারনেই তাহার ভাগিনীর উপর [redacted] এই আক্রোশ মেটানো হইল।"

উপরোক্ত অভিযোগটি পুর্ব আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭ | ৪২৭, | ৩০৭ ধারায় মোকর্দ্দমা নং ৯ | ৮ | ৯১ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে।

তদন্তকালে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীমতি সোমা ভট্টাচার্য্যের মামা শ্রী প্রমোদ ভট্টাচার্য্য এম, বি, বি, কলেজের অধ্যাপক। এম, বি বি, কলেজের বি, এ ও বি, এস, সি পরীক্ষা চলাকালীন শ্রীভট্টাচার্য্য কয়েকজন পরীক্ষার্থীকে নকল করার সময় হাতে নাতে ধরে ফেলেন এবং আক্রোশমূলেই উক্ত পরিক্ষার্থীরাই এই ঘটনাটি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা যাইতেছে। তদন্তে আরও প্রকাশ যে, বি.এ, পরীক্ষা গত ১২/৮/৯১ ইং তারিখ শুরু হয়। শ্রীমতি সোমা ভট্টাচার্য্যও একজন পরীক্ষার্থী এবং সে গত ১১ | ৮ | ৯১ ইং তারিখ রাত্রি অনুমান ১২ টা পর্য্যন্ত পড়াশুনা করে শৌচাগারে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বাহির হয় এবং তখনই দুস্কৃতকারীরা উপরোক্ত ঘটনাটি সংঘটিত করে।

তদন্তকালে পুলিশ গত ১৩ | ৮ | ৯১ ইং তারিখ এম, বি. বি. কলেজের বি, এস, সির ২য় বর্ষের ছাত্র এবং ধলেশ্বর নিবাসী শ্রী প্রলয় সেনগুপ্তকে ঘটনার জড়িত সংশ্রবে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন। বর্তমানে সে জেল হাজতে আছে।

উক্ত ঘটনার জড়িত অন্যান্য আসামীদের সনাক্তকরন ও গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা চালানো যাইতেছে। ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রী নকুল দাস:— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে আগামী প্রলয় সেনগুপ্তকে এরেষ্ট করা হয়েছে, তিনি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং তার মুক্তির দাবীতে সেদিন মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী সুধীর বাবুর একান্ত শিষ্য সামন্তরা আগরতলা ইউনিভার্সিটিকে তছনছ করেছে যে, তাকে ছেড়ে দিতে হবে। এখনও তাকে ছেড়ে দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যে আসামীকে ধরা হয়েছে, তিনি ভোলা সাহার একান্ত আপনজন এবং তারাই এই সমস্ত কাজগুলি করেছেন। এই অবস্থায় সেখানে কেউ মুখ খুলতে সাহস করছেন না। কাজেই আসামীদের ধরা হবে কিনা, আগরতলা শহরের আইন শৃংখলা রক্ষিত হবে কিনা, নাকি গুণ্ডাদের হাতে আগরতলা শহরকে ছেড়ে দেওয়া হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, নির্দিষ্ট ভাবে আমার কোন ঘনিষ্ট লোক নেই। মাননীয় সদস্য যিনি বলেছেন তিনিও আমারঘনিষ্ট লোক। সকলেই আমার ঘনিষ্টলোক। কাউকে আমি দূরে রাখতে চাইনা। কিন্তু যারা অন্যায় করবে তারা ঘনিষ্টই হোক আর দূরেরই হোক কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। আইন তার পথেই ছুটবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, আসামী যদি আমার ঘনিষ্ট হয়েই থাকে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় নি, তাকে এরেষ্ট করা হয়েছে। আর যাকে এরেষ্ট করা হয়েছে তিনি একজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলে সেদিন নকল করবার জন্য ধরা হয়েছিল। সেই ক্লু ধরেই অগ্রসর হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত বাদী কোন নাম বলতে পারে নি যে ওরা করেছে। বলেছে সবাই অপরিচিত। সুতরাং আইনের পথে যাওয়া হচ্ছে। আইনের পথে যাকে পাওয়া যাবে তাকেই ধরা হবে, তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আইনের ব্যাবস্থা নিতে গিয়ে যদি কেউ স্ট্রাইকও করে স্ট্রাইক হচ্ছে রাস্তা রোধ হচ্ছে, উনারাও করছেন। যেই করুক না কেন কোন চাপে কাছে নতি স্বীকার করা হবে না। যে অবস্থায় ভিতর দিয়ে পুলিশ কাজ করছে, পুলিশের সামনে ডাইরেক্ট কোন এভিডেন্স নেই। সুতরাং পুলিশের পথে পুলিশ যাচ্ছে। এই টুকু বলতে পারি পুলিশের উপর কোন চাপ নেই। সোমা ভট্টাচার্য্যের আত্মীয় একজন পুলিশ সুপার, তিনিও ব্যাক্তিগত ভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন। কারোর উপর কোন রকম চাপ সৃষ্টি করা হয় নি। আসামীদের ধরার জন্য সবরকম চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রী অমল মল্লিক:— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার —

শ্রী সমর চৌধুরী: — স্যার, আজকে নো ট্রাস্ট মোশান আছে তার জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। কাজেই মাননীয় স্পীকারের সাথে উনার চেম্বারে আমাদের আলাপ হয়েছে যে আজকে যতগুলি রেফারেন্স এবং কলিং এটেনশান নোটিশ আছে, এই সমস্ত গুলি শুধু মাত্র যিনি এনেছেন শুধু তাঁকেই একটা প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হবে, আর কাউকে দেওয়া হবে না এবং মাননীয় স্পীকার

মহোদয়ও এতে রাজী হয়েছেন। যদি অনেককে এলাউ করা হয় তাহলে তো আর সময় থাকবে না।

শ্রী অমল মল্লিক :— স্যার, আজকে যতগুলি রেফারেন্স এবং কলিং এটেনশান নোটিশ এসেছে সবগুলিই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং প্রত্যেকটি বিষয় নিয়েই সুযোগ দেওয়া হোক।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, এটা করা হলে তো নো-কনফিডেন্সে মোশান আলোচনার জন্য কোন সময়ই থাকবে না।

শ্রী রসিকলাল রায় :— স্যার উভয়, থেকেই একজন করে দুইজনকে প্রত্যোকটি বিষয়ের উপর আলোচনা করার সুযোগ দিন স্যার।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, স্পীকারের সঙ্গে আলোচনা করে এটা ঠিক হয়েছে যে যিনি রেফারেন্স এনেছেন তিনি একটি পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান করতে পারবেন।

শ্রী গৌরী শঙ্কর রিয়াং :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত সেশ্যানে ঠিক হয়েছিল দুই দলের পক্ষ থেকে একজন করে বলবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : - তাহলে এটাই হবে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, তাহলে তো সময় থাকবে না।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, একজন একজন করে দুদলের পক্ষ থেকে যদি পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান করা হয় তাহলে কি সময়ে হবে ?

শ্রী সমর চৌধুরী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, তাহলে কি সময় ঠিক করে দিন। আমাদের 4 (চার) ঘণ্টা সময় দিন। আমাদের নো-কনফিডেন্স মোশানের উপর আলোচনা করতে সময় লাগবে। আমাদের সময়টা বেধে দিন। স্যার, এখনই নো- কনফিডেন্সটা মোশান নষ্ট করে দিতে চাইছেন। এই ব্যাপারে আলোচনা করতে আমাদের সময় বেশী লাগবে।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাঙ্খল :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনি এত কথা বলে এখনই অনেক সময় নষ্ট করে দিচ্ছেন। সব সময়ই আমরা দেখছি এই ভাবে সময় নষ্ট করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— এখন

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে একটা প্রশ্ন উঠেছে রুলিং পার্টি থেকে একটা পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান করবেন এবং বিরোধী পক্ষ থেকে একজন পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান করবেন।

শ্রী সমর চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি আপনি নো-কনফিডেন্স মোশানের জন্য সময় বেধে দিন।

শ্রী অমল মল্লিক :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা, এই সোমা ভট্টাচার্য্যের ঘটনাকে একটা সাজানো ঘটনা বলে প্রচার করে তদন্ত কাজকে ব্যাহত করার একটা চক্রান্ত করে রাজনৈতিক মুনাফা লুটার জনাই এই ষড়যন্ত্র হচ্ছে, চক্রান্ত হচ্ছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— স্যার, এই ঘটনার পরে কিছু সংখ্যক জানিনা তাদের কোন রাজনৈতিক পরিচয় তারা বন্ধ করেছে, রাস্তা রোকো করেছে, থানা ঘেরাও করেছে। তার অর্থটা হচ্ছে প্রায় ৫ ঘণ্টার মত থানা ঘেরাও ছিল। এই অবস্থার ভিতর দিয়ে পুলিশকে কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু ঘেরাও যখন উঠল তার কয়েক ঘন্টার মধ্যে একজনকে ধরা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ১৬-৮-৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্মন মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এক বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— "গত ২১শে জুলাই. ১৯৯১ইং বামুটিয়া বেরীমুড়া এলাকা থেকে ছাত্ররা নীরমহলে এসে ভ্রমনকালে হোমগার্ডরা তাদের উপর অতর্কিত আক্রমন করার ফলে সুধাংশু সূত্রধর ও শ্রী রতন সূত্রধর নামে দুই ছাত্র নৃশংসভাবে খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার. "গত ২১ শে জুলাই ১৯৯১ ইং বামুটিয়া বেরীমুড়া এলাকা থেকে ছাত্ররা নীরমহলে এসেভ্রমন কালে হোমগার্ডরা তাদের উপর অতর্কিতে আক্রমন করার ফলে সুধাংশু সূত্রধর ও শ্রীরতন সূত্রধর নামে দুই ছাত্র নৃশংসভাবে খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

স্যার. গত ২১-৭-১৯৯১ ইং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত সিধাই থানাধীন বামুটিয়া বেরীমুড়া এলাকার ছাত্র যুবক মেলাঘর নীরমহলে পিক্‌নিক্ করিতে যায় এবং ঐখানকার ফুলের বাগান নষ্ট করিতে থাকে। কর্তব্যরত হোমগার্ডগন বাধা দিলে তাহারা হোমগার্ডদের সহিত তর্কাতর্কিতে লিপ্ত হয়। ছাত্র যুবকদের মধ্যে কেহ কেহ মদ্যপান করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এই অবস্থায় ছাত্র যুবকগন হোমগার্ডদিগকে হঠাৎ করিয়া আক্রমন করিলে আত্মরক্ষার্থে হোমগার্ডগনও তাহাদিগকে তাড়া করে। তখন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রোদিজলার ঝাপাইয়া পরিয়া সাঁতার কাটিয়া কেহ অন্য পথে চলিয়া যায়।

গত ২১।৭।৯১ ইং বিকালে পিক্‌নিক্ পার্টির জনৈক সুশান্ত মেলাঘর থানায় অভিযোগ করেন যে নীরমহলের কর্তব্যরত হোমগার্ডগন তাহাদিগকে মারধর করিয়াছে। তাহারা কোনমতে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সঙ্গী সুধাংশু সূত্রধর পিতা সতীষ সূত্রধর সাং বেরীমুড়া থানা

REFERENCE PIREOD

সিধাই ও রতন সুত্রধর পিতা সুকুমার সুত্রধর এর কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

উক্ত অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩ | ৩৪২ | ৩২৫ ধারায় ১১ | ৭ | ৯১ ইং মোকদ্দমা মেলাঘর থানায় নথীভুক্ত করা হয়।

গত ২১ | ৭ | ৯১ ইং নীরমহলে কর্ত্তব্যরত হোমগার্ডে আবদুল রসিদ নং ৮৯২৫৪৬ মেলাঘর থানায় পাল্টা অভিযোগ দায়ের করে যে অজ্ঞাত নামা কিছু লোক নীরমহলে পিকনিক্ করিতে গিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য কাজে বাধার সৃষ্টি করে ও তাহাদিগকে মারধর করিয়া সামান্য জখম করে। উক্ত হোমগার্ডের অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩ | ৩৩২ | ৩২৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ১২ | ৭/৯১ মোকদ্দমা মেলাঘর থানায় নথিভুক্ত করা হয়।

২২ | ৭ | ৯১ ইং সুধাংশু সুত্রধর ও রতন সুত্রধরের মৃতদেহ রোদিজলা হইতে উদ্ধার করা হয়। তাহার তাহাদের উভয়ে এইবার সিধাই থানাধীন তালতলা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে। মৃতদেহ ময়না তদন্ত করা হয়। মৃতদেহ সংকারের জন্য তাহাদের গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ময়না তদন্তে ময়না রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নাই।

১১ | ৭ | ৯১ নং মোকদ্দমা সংশ্রবে গত ২৩ | ৭ | ৯১ ইং নিম্নলিখিত হোমগার্ডগনকে ধৃত করিয়া মাননীয় আদালতে প্রেরন করা হয় :— শ্রী পরিমল দাস —৮৯২১৪৭, (২) শ্রী রনজিত দাস—৮৯২৭২৩ (৩) শ্রী রনজিত দাস —৮৯২৫৯৬, (৪) শ্রী আবদুল রসিদ —৮৯২৫৪৬, বর্ত্তমানে তাহারা জেল হাজতে আছে।

১২ | ৭ | ৯১ ইং মোকদ্দমায় এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। উভয় মোকদ্দমার তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে। তদন্ত ভার সি আই ডির উপর দেওয়া হইয়াছে।

শ্রী সুকুমার বর্মন :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত ২১ | ৭ | ৯১ তারিখ নীরমহলে যে দুইজন ছাত্র নিহত হয়েছে রতন সুত্রধর ও সুদাংশু সুত্রধর নামে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে ফুলের বাগান নষ্ট করা হয়েছে। সাধারনত ফুলের বাগানকে কেন্দ্র করে যে বাদানুবাদ হয়েছিল সেটা সেখানেই সেই সময়ে মীমাংসা হয়ে যায় এবং সেখানকার হোমগার্ডদের অনুমতি নিয়েই ছাত্ররা সেখানে পিকনিক করে এবং খাওয়া দাওয়ার কাজ শেষ করে যখন ঠিক সেই সময়ে সেই হোমগার্ডরা তাদের অন্যান্য সঙ্গীরা যেখানে আছে সাগরমহলে সেখানে যায় এবং সাগর মহলের যে ম্যানেজার তার নির্দ্দেশ তারা সেখানে ফিরে এসে অতর্কিতে তাদের উপর আক্রমন করে এবং তাদেরকে সেখানে জখম করে. এই অবস্থায় তাদের আত্ম চিৎকারে সেই এলাকার পার্শ্ববর্ত্তী জেলে যারা ছিল মাছ ধরাতে তারা সেখানে ছুটে আসে এবং তাদেরকে সেখানে রক্ষা করে. এইটা ঠিক কিনা এবং দ্বিতীয়তঃ এই যে থানায় যখন তারা সেখানে এফ, আই, আর করে যে তাদের দুই জনকে সেখানে পাওয়া যাচ্ছে না বলে, তখন পুলিশ সেখানে তাদেরকে খোঁজ নেওয়ার জন্য কোন মিভুকা

গ্রহন করেন নি। যদি সেখানে তখন উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহন করত তাহলে সেখানে দুই জন ছাত্র খুন হয় না, এই ক্ষেত্রে পুলিশের কোন গাফিলতি ছিল কিনা এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ? তৃতীয়তঃ রতন সূত্রধর যে সে মাধ্যমিক পাশ করেছে এবং তার পরিবারে সেই শুধু রোজগার করে, তার মা ও ছোট ভাই বোন আছে, তার বাবা সেখানে সংসারের কোন দায়িত্ব নেন না, এই অবস্থায় তার যে মৃত্যু ঘটেছে তাতে তার পরিবারের ভরন পোষনের কোন চিন্তা ভাবনা সরকার করেছেন কিনা এবং হোমগার্ড যারা সেখানে কর্তব্যরত আছেন তারা মানে সেখানে যাদের পোষ্টিং দেওয়া হয়েছে তারা বিশালগড় ও চড়িলাম এলাকার বিভিন্ন খুন লুণ্ঠরাজ ও অগ্নি সংযোগের সঙ্গে যুক্ত। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদেরকে সেখানে রাজনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং এই খুন তারা উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে করেছে এবং এই হোমগার্ডের অত্যাচারে সেখানকার পার্শ্ববর্তী লোক জন যারা আছেন তাদের পাঠা মোরগ, হাঁস এইগুলি রাখা যাচ্ছে অথচ প্রতিবাদও করা যাচ্ছে না এই জাতীয় ঘটনা ওরা সেখানে ঘটিয়ে চলেছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি না ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নেই, উনি যদি এই তথ্য তদন্তকারী পুলিশের কাছে দেন তাহলে তদন্তকারী পুলিশ তার তদন্ত করে দেখবেন। আর পরিবারের সাহায্য দেওয়ার জন্য অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রী রসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কি না যে, নীরমহলে এই যে ঘটনাটা ঘটেছে, এইখানে একটা গোলযোগ হবে এই ধরনের একটা সম্ভাবনা দেখা দেওয়াতে সেখানে কর্মরত যারা ছিল তারা দুই ব্যক্তিকে সাগর মহলের যে ম্যানেজার তার কাছে পাঠিয়েছে পুলিশকে খবর দেবার জন্য। ম্যানেজার পুলিশকে খবর দিয়েছেন এবং পুলিশ এইখানে (যেহেতু অনেক দূরত্ব, এবং একটা বিরাট জলাশয় রয়েছে মধ্যে) পৌঁছিতে দেরী হওয়ার ফলেই এই দুর্ঘটনাটা সেখানে ঘটে গেল। কাজেই এই যে ঘটনাটা ঘটে গেল সেটা ম্যানেজারের চক্রান্ত ঘটেছে এইটা ঠিক কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

ম্যানেজার পুলিশকে খবর দিয়েছে কিন্তু পুলিশ সেখানে যাইতে দেরী করেছে ফলে এই ঘটনাটা ঘটে যায়। কিন্তু ম্যানেজার তো পুলিশকে সেখানে পাঠিয়ে এই গোলযোগ যাতে না হয় তার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে আমি পুলিশকে বলব ইহাকে তদন্ত করে দেখার জন্য।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টী গত ১৯/৮/৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চাকমা মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তু উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো "গত ৯ ই আগষ্ট, ১৯৯১ ইং তারিখে স্যন্দন পত্রিকায় প্রথম পাতায় দ্বিতীয় কলমে প্রকাশিত ' উত্তর জেলায় দুই যাত্রী জীপে উপজাতি দুর্বৃত্ত হানা: হত এক শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হলো "গত ৯।৮।৯১ ইং স্যন্দন পত্রিকায় প্রথম পাতায় দ্বিতীয় কলমে প্রকাশিত ' উত্তরজেলায় দুই যাত্রী জীপে উপজাতি দুর্বৃত্ত হানা "হত : (এক)" শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

ঘটনার বিবরণ প্রকাশ যে গত ৮ ৮ ৯১ ইং সকাল অনুমান ৯-৩০মিঃ এর সময়ে ১১-২২জনের একটি উপজাতি দুস্কৃতিকারীদের দেশী বন্দুক, লাঠি ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জয়শ্রী হইতে ধর্মনগর গামী দুইটি যাত্রীবাহীজীপ গাড়ী নং টি. আর, টি ১১০৯ এবং টী, আর, কে ১৫১ কাঞ্চনপুর ধর্মনগর সড়কে জোরপূর্বক আটকায় এবং টি, আর, কে ১৫১ নং গাড়ীর যাত্রী কাঞ্চনপুর থানাধীন জয়শ্রী নিবাসী শ্রী জীতেন্দ্র দাসকে গুলী করে হত্যা করে এবং অন্যান্য ৫ জন যাত্রী দুস্কৃতকারীদের হামলার ফলে আহত হয়। দুস্কৃতকারীরা যাত্রীদের নগদ টাকা ও মালামাল লুট করিয়া নেয়।

এই ঘটনাটী কাঞ্চনপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৩(৮)৯১ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে। তদন্তকালে পুলিশ এই ঘটনাটি উপজাতি দুস্কৃতকারীদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছি বলে প্রমান পায়। তল্লাসীকালীন পুলিশ মনু থানাধীন বঙ্গমোড়ানিবাসী নয়ন কাজল চাকমা ও ইন্দ্র কুমার চাকমাকে ১ টি দেশী পিস্তলসহ গ্রেপ্তার করে তাদের নিকট হইতে লুট করা দুইটি হাতঘড়িতও উদ্ধার করে।

ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ কর্তৃক সর্ব প্রকার প্রয়াস চালানো হইতেছে।

এখানে প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত ঘটনা ঘটার পর ঐ অঞ্চল কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু পুলিশ তৎপরতায় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের ফলে কোন অপ্রীতির ঘটনা ঘটে নাই। পুলিশ এই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছে। ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রী সুশীল কুমার চাকমা (   ) :— পয়েন্ট অব, ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে, গত ৮।৮।৯১ ইং তারিখে জয়শ্রী থেকে ধর্মনগর যাবার পথে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেটা খুবই দুঃখজনক এবং উপজাতি দুর্বৃত্তরা যে এই ঘটনাটি করেছে সে জন্য আমি দুঃখিত। এই কাজ যারা সংঘটিত করেছেন তারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি না যে এবং

জানাবেন কি যে এরা হচ্ছেন নগেন্দ্র চাকমা, ভূবন সিং চাকমা, রবীন্দ্র চাকমা, বৈশিষ্ট মুনি চাকমা, গদাধর চাকমা, সাম্য চাকমা সহ কতিপয় ব্যক্তিদের ছেলেরা ওর কট্টর সি, পি, এম, দলের লোক। এবং তাদের দ্বারাই এই চাকমা জাতির কলঙ্ক হচ্ছে। কাজেই এই দুর্বৃত্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে তাদের শাস্তি বিধান করা হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

দ্বিতীয় জয়শ্রী, উত্তর লালজুরী, দক্ষিণ লালজুরী এবং শিবনগর এই পাঁচটি গাঁওসভায় যারা বসবাস করেন তারা আজকে সেখানে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন এবং পর পর এই ঘটনায় দুইজন বাঙ্গালী মারা গেছেন।

কাজেই উনারা আমার কাছে দাবী করেছেন যাহাতে ঐখানে একটি আউটপোষ্ট দেওয়া হয়। এবং সেই কারনে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে অতি সত্বর সেখানে একটি আউট পোষ্টের ব্যবস্থা করবেন কিনা ? এবং দোষীদের গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে দোষীদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তারপর আরও যদি থেকে থাকে তাদেরকেও গ্রেফতার করা হবে। স্যার, আমি আগেও বলেছি যে রাজ্যে এই সমস্ত ডাকাতি-খুন খারাপির সংগে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা জড়িত বা তাদের যোগাযোগ রয়েছে। সেটা দেখা গিয়েছে। আর আউট পোস্টের ব্যাপারে মাননীয় সদস্য এখানে যে কথাটা বলেছেন সেটাও খতিয়ে দেখা হবে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারীফিকেশ্যান : - স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে উনার স্টেটমেন্টে বলেছেন যে এই সমস্ত ঘটনার সংগে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা জড়িত। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা পার্টি করে। ডাকাতি করে না। শুধু জয়শ্রী নয় সমগ্র কাঞ্চনপুর কি ধরনের একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেখানে না গেলে বুঝা যাবে না। জাতি উপজাতি সব অংশের মানুষ সেখানে আছেন দীর্ঘদিন ধরেই। সেখানে জাতি উপজাতির মধ্যে টেনশান চলছে অনেকদিন ধরেই। উপজাতিদের কয়েকটি ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফায়ার ব্রিগেড এবং থানা থেকে পাগলা ঘন্টি বাজিয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যে কোন সময়ে নষ্ট হতে পারে। পুলিশ-থানা থেকে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা সমগ্র কাঞ্চনপুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিকভাবে শান্তি কমিটি বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ অতি সত্বর করবেন কিনা সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, নিরাপত্তা ব্যবস্থা করার জন্য সামগ্রিকভাবে যতটা ফোর্স দরকার সেই পরিমান ফোর্স আমাদের হাতে নেই। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ফোর্স চেয়েছি।

ভি, পি, সিংহের আমলেও চাওয়া হয়েছিল পাওয়া যায় নাই। তবে বর্তমানে দেশের অন্যানাস্থানে হিংসাত্মক ঘটনাবলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আসাম পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে অতিরিক্ত বাহিনী পাঠিয়েছেন ফলে অন্যান্য রাজ্যগুলিকে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ফোর্স দেওয়া হচ্ছে। স্যার, এই রাজ্যে যে এ, টি, টি, এফ সি, পি, এম সৃষ্টি এবং সেটার যথেষ্ট প্রমান রয়েছে। তার কারনেই এখানে আসাম রাইফেলস্ আনতে হয়েছে। আর ডাকাতি, খুন খারাপি সাম্প্রদায়িক দাংগা এগুলির পিছনে উনাদের হাত রয়েছে। আমি আবেদন করব যদি ওনারা এইগুলি বন্ধ চান, তাহলে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন তা না হলে উারা যদি এতে মদত দেন স্বক্রিয় ভাবে মদত দিচ্ছেন। আমি বলব তাহলে এই ফোর্স দিয়ে সেটা করা সম্ভব না। সেটা করতে হলে যারা জনপ্রতিনিধি, যারা রাজনীতি করেন তাদের সকলের সক্রিয় সহযোগিতা দরকার। তা সত্ত্বেও যেটুকু ফোর্স আমাদের হাতে রয়েছে নিরাপত্তার জন্য সব কিছু করা হবে। উনারা অস্বীকার করতে পারেন কিন্তু সরকারের হাতে যথেষ্ট তথ্য আছে যে এইগুলির সঙ্গে উনারা সক্রিয়ভাবে জড়িত।

শ্রী মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— উল্লেখ্য বিষয়ের চতুর্থটি, গত ১৯-৮-৯১ ইং তারিখ মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীলকুমার চৌধুরী মহাদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তু হলো :— " গত ২৮-৭-৯১ ইং সাক্রম থানায় "ডেইলী" দেশের কথা পত্রিকায় সাংবাদিক ধনঞ্জয় দেবনাথকে পুলিশ অফিসার ও কতিপয় পুলিশ কর্তৃক থানার ভিতরে মার ধোর করে আহত ও গ্রেপ্তার করা সম্পর্কে।"

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় গত ২৮-৭-৯১ ইং সাক্রম থানায় ডেলী দেশের কথা পত্রিকার সাংবাদিক ধনঞ্জয় দেবনাথকে পুলিশ অফিসার ও কতিপয় পুলিশ কর্তৃক থানার ভিতরে মার ধোর করে আহত ও গ্রেপ্তার করা সম্পর্কে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ২৮-৭-৯১ ইং তারিখ রাত্রি ৭-৩০মিঃ এর সময় শ্রী মনীন্দ্র কর্মকার সি আই সাক্রম শ্রী এন, জি, বিশ্বাস (এস, আই) এবং সাক্রমের ডি, আই, বি কনেস্টেবল শ্রী দীপঙ্কর চক্রবর্তী থানার সামনে নিজেদের মধ্যে কথা বলিতেছিলেন তখন সেখানে উপস্থিত সাক্রম নিবাসী জনৈক ধনঞ্জয় দেবনাথ শ্রী দীপঙ্কর চক্রবর্তীকে চিনির মূল্য কত জিজ্ঞাসা করে। শ্রী দীপঙ্কর চক্রবর্তী বলেন যে, রেশনে চিনির মূল্য ৬ টাকা ১০ পয়সা। তখন শ্রী ধনঞ্জয় দেবনাথ বলে যে সরকারী আদেশ ছাড়া রেশন শপের ডিলাররা চিনি, কেরোসিন তৈল এবং চালের মূল্য বাড়াইয়া দিয়াছে। এই ব্যাপারে তাহারা উভয়ের মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হয়। তখন সেখানে উপস্থিত সি, আই, শ্রী মনীন্দ্র

কর্মকার শ্রী ধনঞ্জয় দেবনাথকে বলেন যে " এখানে কোন তর্কাতর্কির প্রয়োজন নাই । আপনি সাব্রুম মহকুমার শাসকের অফিসে গিয়ে মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে জানাতে পারেন এই কথা শুনে ধনঞ্জয় দেবনাথ সি, আই, শ্রী মনীন্দ্র কর্মকারকে কাজে কোন কথা না বলতে বলেন সি, আই, শ্রী কর্মকার তখন ধনঞ্জয় দেবনাথকে সেখান থেকে চলে যেতে বলেন। ইহাতে ধনঞ্জয় দেবনাথ আরও উত্তেজিত হয়ে সি, আই শ্রী কর্মকারের গালের নিকট হাত নিয়া গেলায় যে তাহাকে দেখিয়া দিবে। এমন সময় সাব্রুমের অনুপ বসাক ধনঞ্জয় দেবনাথকে থামাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ধনঞ্জয় দেবনাথকে এর পরও সি, আই শ্রী কর্মকারকে মারিতে উদ্যত হয়। ধনঞ্জয় দেবনাথাকে পুলিশ ধর্তব্য অপরাধ করার দায় হইতে প্রতিহত ও নিবারণ করার জন্য সি, আই, এর আদেশক্রমে সাব্রুম থানার এ, এস, আই নারায়ণ দাস ধনঞ্জয় দেবনাথ কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তার করে নিজের হেপাজতে নেন।

তদন্তে জানা যায় যে, গত ২৮/৮/৯১ ইং তারিখ ধনঞ্জয় দেবনাথ কোন কাজে সাব্রুম থানায় আসে নাই। ঐ দিন রাতে সি পি, আই (এম) সাব্রুম বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক শ্রী গৌর কান্তি গোস্বামী স ম থানায় যাইয়া উপরোক্ত বিষয়ে অবগত হন। কিন্তু ধনঞ্জয় দেবনাথকে থানা হইতে জামিনে আনি ও অস্বীকার করেন।

গত ২৮ | ৭ | ৯১ ইং রাতে ধনঞ্জয় দেবনাথকে স্থানীয় হোটেল থেকে সরকারী খরচায় ভাত খাওয়ানো হয় এবং পরদিন অর্থাৎ ২৯ | ৭ | ৯১ ইং তারিখ সকালে কোর্টে যাওয়ার আগেও টিফিন খাওয়ানো হয়।

গত ২৯ | ৭ | ১৯৯১ ইং তারিখ ধনঞ্জয় দেবনাথকে সাব্রুম থানায় ৫০ নং প্রসিকিউশন রিপোর্ট ভারতীয় কার্যবিধির ১০৭ ধারায় বিধানমতে মাননীয় আদালতে এ প্রেরন করা হয়। ঐদিনই সাব্রুম মহকুমা শাসক ধনঞ্জয় দেবনাথকে ৫০০ টাকা মোচলিখা ও ৬ মাসের জন্য ভালভাবে চলাফেরা করার জন্য এবং সপ্তাহে একদিন সাব্রুম থানায় হাজিরা দেওয়ার জন্য আদেশ দেন।

শ্রী ধনঞ্জয় দেবনাথকে থানায় মারধোর করে আহত করার ঘটনাটি সত্য নহে।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী (সাব্রুম) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মারধোরের ঘটনা যে ঘটানো হয়েছে, তা সত্যি কিন্তু সেই ঘটনাকে আড়াল করার জন্য আপনি যে একটা সুন্দর বিবৃতি দিলেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। সে যা হউক, সাব্রুম থানার মন্ত্রী কর্মকার সি, আই, নারায়ন দাস, এ, এস, আই, অমিয় হালদার, এ, এস, আই এবং সীতেশ দেব, হাবিলদার এই ৪ জনে মিলে সেই ধনঞ্জয় দেবনাথকে মারধোর করেছে। তাই, ধনঞ্জয় দেবনাথকে চিকিৎসা করা হল কিনা বা যারা মারধোর করল, তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : স্যার, সেখানে কাউকে আঘাতই করা হয়নি

সেখানে চিকিৎসার প্রশ্ন কি করে আসে, আমি তা বুঝতে পারছি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন, উল্লেখ পর্বের ৫ম বিষয়টী গত ১৯ | ৮ | ৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিন্‌হা কর্তৃক উত্তাপিত নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর তাঁ বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয়টি হল— গত ২৮শে জুলাই ১৯৯১ ইং আমবাসা থানার অন্তর্গত ভাউলিয়া বস্তি গ্রামের শ্রীকৃষ্ণ শর্মা গ্রেপ্তার হওয়ায় উক্ত থানা অভ্যন্তরে প্রচণ্ড ভাবে প্রহৃত হয়ে ১০ ই আগষ্ট কমলপুরে হাসপাতালে মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :·· মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৮ | ৭ | ৯১ ইং তারিখ আমবাসা থানার এ, এস, আই শ্রীধীরেন্দ্র দেববর্মা এই মর্মে এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে গত ২৭ | ৮ | ৯১ ইং রাত্র ১-৩০ মিঃ হতে সকাল ৫ টার মধ্যে যে কোন সময় কোন অজ্ঞাতনামা দুস্কৃতকারী তার সরকারী বাস ভবনে প্রবেশ করিয়া এম, এম. রিভলভার ১টি, গুলী ৩৫টি, ২টি ম্যাগজিন, সোনার গহনা ও নগদ টাকা চুরি করিয়া নিয়া যায়। উক্ত ঘটনায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭/৩৮০ ধারায় আমবাসা থানায় ৯/৭/৯১ নং মকোদ্দমা নথিভুক্ত করিয়া পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করে। তদন্তকালে পুলিশ উক্ত মকোদ্দমা সংশ্রবে জড়িত সন্দেহে গত ২৮/৮/৯১ ইং তারিখে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া গত ২৯/৭/৯১ ইং তারিখে মাননীয় আদালতে প্রেরন করেন। শ্রীকৃষ্ণ শর্মা শ্রী সুজিত দেববর্মা এবং শ্রীমাধব সরকার। মাননীয় এস, ডি, জে, এম, কমলপুরে উক্ত আসামীগণকে পুলিশ হেফাজতে রাখার আদেশ প্রেরন করেন এবং পুলিশ উক্ত আসামীগণকে গত ২ | ৮ | ৯১ তারিখে মাননীয় আদালতে প্রেরন এবং আদালত আসামীদের জেল হাজাতে প্রেরণ করেন।

৯ | ● | ৯১ ইং তারিখ রাত্র আনুমানিক ২-৩০ মিঃ সময় আসামী কৃষ্ণ শর্মাকে জেল হাজত থেকে কমলপুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্ত্তি করানো হয়।

এবং ১০ | ৮ | ৯১ ইং তারিখ বেলা আনুমানিক ৯-৩০ মিনিটের সময় আসামী কৃষ্ণ শর্মা হাসপাতালে মারা যায়। উক্ত ঘটনার সংশ্রবে ভারতীয় দণ্ডবিধি ১৪৭ ধারায় কমলপুরে থানার ৩ | ৮ | ৯১ ইং নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করার পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। তদন্তকালে মৃত দেহের পোসমর্টেম রিপোর্ট পুলিশ ও কমলপুর মহকুমার অতিরিক্ত শাসক প্রস্তুত করতঃ মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য কমলপুর হাসপাতাল মার্গে প্রেরন করা হয়। কমলপুর হাসপাতালের তিন জন ডাক্তার কথা ডাঃ কে, দেবনাথ ডাঃ এস, দাস ডাঃ শুভাশীষ দেববর্ম মৃত দেহের ময়না তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করেন যে উক্ত কৃষ্ণ শর্মার মৃত্যুর কারন হলো কার্ডিয়ার জেসফিটার ফেইলিউর ইন এ কেজ অব বংকো নিমোনিয়া। কেজ ইজ নেচা রেলিনেচার। গত ১০/৮/৯১ ইং তারিখ ময়না তদন্তের পর রাত্র

আনুমানিক ৯টার সময় মোতাবেক কৃষ্ণ শর্মার মৃতদেহ আমবাসায় আনীতে হইলে প্রায় দুইশত লোক আমবাসা থানা চড়াও করিয়া অভিযোগ করেন যে কৃষ্ণ শর্মা ও অন্যান্য আসামীগনকে আমবাসার থানার লকআপে মারধোর করিয়াছে। উক্ত অভিযোগ ক্রমে উপস্থিত জনতা থানা আক্রমন করিয়া ইট পাটকেল ছুড়িতে থাকে। ফলে থানার দরজা জানালা ও অন্যান্য জিনিষপত্র ভাংগাছোড় হয়। নিরুপায় হইয়া পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভংগ করার জন্য ৯ রাউণ্ড গুলী ছোড়ে। উক্ত গুলিতে কেহ হতাহত বা জখম হয় নাই। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া গত ১১ ৮ ৯১ ইং তারিখ সকাল ৮টা হইতে জনসাধারন আসাম আগরতলা রাস্তায় রাস্তা বেরাও আন্দোলন আরম্ভ করে। ফলে স্থানীয় নেতা ও কর্মচারীদের মধ্যস্থতায় বিকাল ৪—৩০ মিনিটের সময় আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। উক্ত ঘটনায় মৃত আসামী সুধীর দেববর্মা ও শ্রীমাধব সরকার মাননীয় আদালত হইতে জামিনে মুক্তি পান। থানার হেফাজতে মৃত কৃষ্ণ শর্মা ও অন্যান্য দুই জনকে মারধোর করার অভিযোগে প্রাথমিক বিভাগীয় তদন্তে আমবাসা থানার এ, এস, আই শ্রীধীরেন্দ্র দেববর্মা, কনষ্টেবল শ্রী... (ড্রাইভার), ওয়ারলেস অপারেটর এর পাণিকরের ক্ষমতা অপব্যবহারের দায়ে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। আমবাসার ওসিকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে।

হোমগার্ড শ্রীসুধীররঞ্জন দাস ও মাখন ভৌমিককে আমবাসা হইতে হোমগার্ড হেড কোয়ার্টারে বদলী করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কমানডেন্টকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উক্ত মোকদ্দমা দুইটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রী বিমল সিন্‌হা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি একজন রেসপোনসিব্যাল ব্যক্তি, হেডঅবষ্ট্যাট, উনি এন্টার ঘটনাটাকে মিসলীড করবেন এটা আশা করতে পারেননি। স্যার, রিভলভার কোন দারোগা প্রাইভেট বাড়ীতে রাখতে পারেন কিনা? উনার ষ্ট্যাটমেন্টে বলেছেন যে সার্ভিস রিভলভারটা চুরি গেছে। দারোগা তার নিজের বাড়িতে রাখতে পারে কিনা? দ্বিতীয়তঃ এখানে বলা হয়েছে যে কার্ডিয়্যার ফেইলোর। যদি হয় ২৯ তারিখ যখন তাকে রিমাইণ্ডে পাঠানো হলো পুলিশ কাস্টডিতে তখন তার উপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছে মারধোর হয়েছে। কারণ তাকে যখন পরে কোর্টে নেওয়া হলো তখন সে নড়তে চড়তে পারে না। সাবডিভিশ্যানেল জুডিশিয়েল অফিসার লিখলেন যে তার শরীরে কোথায় কোথায় চিহ্ন আছে লিখে দাও। তার নখে সুচ ঢোকানো হয়েছে।

তার গলায় অপারেশান করা হয়েছে। নাইলনের দড়ি দিয়ে পিঠন হয়েছে। এগুলি আপনাদের নথিতে আছে চিকিৎসকের নির্দেশ তাকে পরে হাসপাতালে পাঠান হয়েছে। স্যার, আমি জানতে চাই, এই চিহ্নগুলি কিসের? যদি কাডিয়্যার ফেইলুর হয়, তাহলে এই চিহ্নগুলি থাকবে কেন?

তিন নাম্বার হচ্ছে, তার হাতে বেনেট দিয়ে খোঁচান হয়েছে যা ডাক্তারদের ইনকোয়েষ্ট রিপোর্টে আছে। এটা মেজিষ্ট্রেটও তদন্ত করে দেখেছেন। কিন্তু এগুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছেন তাতে সুপরিকল্পিতভাবে বাদ দিয়ে গেছেন। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার ষ্টেটমেণ্টে এখানে বলেছেন, জনসাধারন থানা আক্রমন করেছিল। কিন্তু তা মিথ্যে কথা। আমিও সে সময় ডেডবডির সঙ্গে ছিলাম। ওখানে সব সমর্থিত দলের লোকই ছিল। স্যার, এখানে আমি ঠিক শুনতে পাইনি, মন্ত্রী কত রাউণ্ড গুলি ছোঁড়া হয়েছে বললেন। খুব সম্ভবত ৮ | ৯ রাউণ্ড গুলি বর্ষন হবার কথা [illegible] কিন্তু আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি দেখেছি, খৈ এর মত গুলি ছুড় [illegible] ৯০ রাউণ্ড গুলি বর্ষন হয়েছে। স্যার, এখানে মার্ডার জাষ্টিফাই হয়ে [illegible] ইহ য়েছে। বিনা প্ররোচনায়ই পুলিশ গুলি বর্ষন করেছে। স্যার, প্রথমে [illegible] খুন হয়ে যাচ্ছে। এইত চলছে ত্রিপুরায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে রং ইনফরমেশান দিয়েছেন, কিংবা রং ইনফরমেশান পেয়েছেন। কাজেই বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা এখানে ?

শ্রী সধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, বিষয়টির তদন্ত চলছে। তদন্তে রিপোর্ট যে ভাবে এসেছে সেই ভাবেই দেওয়া হয়েছে। একথা ঠিক নয়, এখানে রং ইনফরমেশান দেওয়া হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন একটা বেজে গেছে। এখন রিসাস পিরিয়ড। কাজেই এই হাউস বেলা ২ ঘটিক পর্যান্ত মুলতুবী রহিল।

AFTER RECESS — AT 2 P.M.

মিঃ স্পীকার :— শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের এই খবর জানা আছে কিনা যে কৃষ্ণ শর্মার মৃতদেহ নিয়ে বিমল বাবুরা রাজনৈতিক মুনাফা নিতে চেষ্টা করেছিলেন এবং কৃষ্ণশর্মার মৃত্যু সম্পর্কে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে সেটা সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমি জানি থানাতে অতিরিক্ত মারধোর করার ফলেই এই কৃষ্ণ শর্মার মৃত্যু হয়েছে। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভাল করে খতিয়ে দেখবেন কিনা ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি সেখানে বলেছি যে তিনজন ডাক্তার মিলে একটা বোর্ড তৈরী করা হয়েছিল। এই তিন জন ডাক্তার হলেন ডাঃ এম, দাস, ডাঃ কে, দেবনাথ, এবং ডাঃ সুভাশীষ দেববর্মা। এই তিন ডাক্তার মিলে এই রিপোর্ট দিয়েছেন। তবুও অতিরিক্ত মারধোর করা হয়েছে এই অভিযোগ সরকারের কাছে এসেছে এবং সেই জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সেখানকার ও, সিকে অন্যত্র বদলী করা হয়েছে, ধীরেন্দ্র দেববর্মা যার কাছ থেকে রিভলভার

ছিনিয়ে এনেছে তাকেও সাসপেণ্ড করা হয়েছে এবং কনস্টেবল যাদের বিরুদ্ধে মারধোরের অভিযোগ এসেছে তাদেরকেও সাসপেণ্ড করা হয়েছে। এ ছাড়া যে সমস্ত হোমগার্ড এই ঘটনার সাথে জড়িত ছিল তাদের বিরুদ্ধেও শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহনে জন্য বলা হয়েছে। কমলপুরে কমিউনিষ্ট পার্টি সেখানে রিফোর্ড মিছিল করেছে, এটা নিয়ে রাজনৈতিক ফয়দা লুঠার চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানকার নাগরিকগনও বিক্ষোভ করেছেন। তারফলে মাননীয় সদস্য নিজেও সেখানে গিয়েছিলেন। তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তাদের এই দাবী মেনে নেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে তদন্ত চলছে। মাননীয় সদস্য মহোদয়দের কাছে আরও তথ্য থাকলে পুলিশের কাছে তথ্য দিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের ঘটনাটি গত ১৯।৮।৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উংথাপিত নিম্নে বিষয়বস্তুটির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুট হলো 'উদয়পুর হোলাক্ষেত গাঁওসভার চেয়ারম্যান সুনীল দেবনাথ গত ১৭।৮।৯১ ইং রাত্র অনুমান ৯ ঘটিকার সময় আক্রান্ত হয়ে মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে জি, বি, হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় 'উদয়পুর হোলাক্ষেত গাঁওসভার চেয়ারম্যান সুনীল দেবনাথ গত ১৭।৮।৯১ ইংরেজী অনুমান ৯ ঘটীকার সময় আক্রান্ত হয়ে মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে জি, বি, হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়া সম্পর্কে'।

বিগত ১৭।৮।৯১ ইং রাত্রি অনুমান ৯ ঘটিকার সময় উদয়পুর থানাধীন হোলাক্ষেত সাকিনের শ্রীসুনীল দেবনাথ কিছু সংখ্যক দুস্কৃতকারী হাতে দা, লাঠি ইত্যাদি দ্বারা নিজ বাড়ীর কাছে আক্রান্ত হন এবং আক্রমনের ফলে শ্রীসুনীল দেবনাথ গুরুতর জখম প্রাপ্ত হয়। প্রথমে উদয়পুর হাসপাতালে এবং পরে আঘাত গুরুতর বিধায় ঐ দিনই আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে চিকিংসার জন্য প্রেরন করা হয়। ঘটনার সময় আহত শ্রীসুনীল দেবনাথের স্ত্রী শ্রীমতি আদর্শবালা দেবনাথ স্বামীর চিংকার শুনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে নিম্নলিখিত দুস্কৃতকারীগনকে চিনিতে পারেন।

১) শ্রীসুভাষ ভৌমিক

২) শ্রীবসির মিঞা

৩) শ্রীরহমান মিঞা

উপরোক্ত অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬/৩০৭ ধারায় রাধাকিশোরপুর থানায় ২১।৮।৯১ নং মামলা নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে পুলিশ উপরোক্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে নিম্নলিখিত তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন। ১) শ্রীউল্লাস ভৌমিক, ২) শ্রীমমিন মিঞা ৩) শ্রীআবদুস মিঞা।

আহত শ্রীসুনীল দেবনাথ কং (ই) সমর্থক এবং বর্ত্তমানে হোলাক্ষেত্র পঞ্চায়েত উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান। এবং ধৃত ব্যক্তিরা সি, পি, এমের সমর্থক বলিয়া প্রকাশ। তদন্তে আরও প্রকাশ পায় যে ঘটনাটি পুর্ব শত্রুতার ফল স্বরূপ।

তদন্ত কার্য অব্যাহত আছে।

শ্রী অমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, উদয়পুর হোলাক্ষেত্র গাঁওসভার চেয়ারম্যান সুনীল দেবনাথ বাজার থেকে যখন বাড়ী ফিরছিলেন, তাঁর বাজার থেকে বাড়ী ফেরার রাস্তা ছিল গেদু মিঞার বাড়ীর পাশ দিয়ে। সেই সময় সুভাষ ভৌমিক, বসির মিঞা, রহমান মিঞা, উল্লাস ভৌমিক, মামিন মিঞা, এবং আবদুস মিঞা তারা পরিকল্পিত ভাবে চেয়ারম্যানের উপর আক্রমন করে। সুনীল দেবনাথের উপর যখন আক্রমন সংঘটিত হয় তখন এই গেদু মিঞা তাঁর উপর টর্চ্চ লাইট ধরে রেখেছিল যাতে সুনীল দেবনাথের উপর আঘাত অন্য কোথাও না পড়তে পারে। তখন সেখানে পরিকল্পিত ভাবে " আল্লা হুয়াকব্বর " আওয়াজ তোলা হয়েছিল যাতে করে সুনীল দেবনাথের চিৎকার আশে পাশের মানুষ শুনতে না পারে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে পরিকল্পিত ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে যাতে একটা ঘটনা ঘটিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য একটা চক্রান্ত। কেননা এই সমস্ত লোকেরাই উল্লাস ভৌমিক, বসির মিঞা, আতুল কাদিম তারা মাস দেড়েক আগে সেই ভোলায়েত বাজারে অমল পাটারী এবং নির্মল দের দোকান চুরি করার সংগে জড়িত ছিল। এই যে রহমত আলি গেদু মিঞার ছেলে গত এ, ডি, সি ইলেক্শানের আগেও সেখানে বাড়ী ফিরার পথে মায়াপুরী শ্রীমন্ত নাগের ছেলেকে মারধর করে। এইযে ঘটনাগুলির সংঘটিত হচ্ছে, এই ঘটনার আগে সেখানে মাধব সাহা সি, পি, এমের নেতা তার নেতৃত্বে মিটিং করা হয়েছিল এই ঘটনার সংগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে জড়িয়ে দিয়ে যাতে আরো ব্যাপক দাঙ্গা পরবর্ত্তী সময়ে সৃষ্টি করানো যায় এমন একটা গভীর ষড়যন্ত্র অত্র এলাকায় আছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,আমি এইখানে আগেই বলেছি তারা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোক। আর সুনীল দেবনাথ হচ্ছেন কংগ্রেস আইএর এবং পঞ্চায়েত প্রধান। শুধু এইখানে নয় সর্বত্র এরা ট্রাইবেল-বাঙ্গালী, হিন্দু-মুসলমান এই ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর ষড়যন্ত্র করে আসেছেন এইখানে দেখা গেছে সুনীল দেবনাথকে একেবারে মেরে ফেলার লক্ষ্যে তাকে মারা হয়েছে. হত্যার উদ্দেশ্যেই তাকে মারা হয়েছে। তার

স্ত্রী যদি চিৎকার না দিতেন, লোকজন যদি সেখানে জড় না হত তাহলে সেখানে তাকে মেরে ফেলা হত।

শ্রী কেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :— পয়েট অফ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা, এইটা ঠিক সুনীল দেবনাথ পঞ্চায়েতের উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান। ২৮ তারিখে আহত হয়েছে রাত্রির বেলায়। এই ঘটনাটা এইখানে না ভোলাক্ষেত পঞ্চায়েতে কাশীরামবাবু ভাল করে জানেন। একবার সুনীল দেবনাথ, একবার লক্ষন দেবনাথ এই করে দুই দেবনাথকে চেয়ারম্যান ইত্যাদি করার ব্যাপারে গোলমাল ইত্যাদি চলছিল। সেপ্টেম্বর মাসে এই সুনীল দেবনাথ দলবল নিয়ে তদানীন্তন চেয়ারম্যান লক্ষন দেবনাথকে সন্ধ্যার সময় মারধর করে খুন করে। এই খুনের পরিপ্রেক্ষিতে ওখানে বারে বারে লক্ষন দেবনাথের বাড়ীর লোকেরা আবেদন নিবেদন করেও পুলিশের কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য পায়নি। তখন থেকে এই রেষারেষি বাড়তে থাকে। ভোলাক্ষেত পঞ্চায়েতে এই দুটি দল, কংগ্রেস আই এর ব্যাপার এর মধ্যে অন্য কোন দলের ব্যাপার নেই। ঐখানে কেউ গেলেই সকলেই বুঝতে পারবেন। কাশীরামবাবু নিজে জানেন। এটা অন্য কারো বলারও বিষয়বস্তু না। এইখানে এই ২ দলের মারধোর চলছে দীর্ঘদিন থেকে। এই মারামারির প্রেক্ষাপটে সুনীল দেবনাথকে তার বাড়ী যাওয়ার পথে খুন করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে সেই লক্ষন দেবনাথের গোষ্ঠিই শ্রী সুনীল দেবনাথকে খুন করার জন্য চেষ্টা করে রেষারেষির ফলেই এইটা হয়েছে। কোনজন মুখ্যমন্ত্রীর গোষ্ঠি, কোনজন কাশীরাম বাবুর গোষ্ঠি এইটা আমাদের জানা নেই, কিন্তু তাকে খুন করার জন্য এইটা করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক যা বললেন তিনি কোথা থেকে পেলেন জানিনা। মাননীয় সদস্যের বক্তব্য থেকে এইটা পরিষ্কার যে ওরা যে চক্রান্ত করেছিলেন এতে আমি জানিনা মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক উপস্থিত থেকে এইটা করেছিলেন কিনা? উনি কি করে বললেন এইখানে আল্লা-হোয়াকব্বর বলে চিৎকার দেওয়া হয়েছে। এইটার কোন প্রশ্নই আসেনা, কোনও চিৎকারও হয়নি। ওখানে পাশাপাশি যারা লোক ছিলেন তারা জানেন। এইটা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা যে গেদু মিঞার বয়স কত? উনি শান্তি সেনার লোক, সেই গেদু মিঞার বয়স কত অমলবাবু দেখেছেন কিনা নিজে বা উনার পরিবারের কেউ দেখেছেন কিনা? এত ধরনের মিথ্যা তথ্য এই বিধানসভায় হাজির করে এক বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন এইটা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা এবং এইটা মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা যখন সুনীল দেবনাথ আক্রান্ত হয়, এবং আক্রান্ত হওয়ার পর তার চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে গেদু মিঞার বাড়ী থেকে লোকজন এসে, গেদু মিঞার লোকেরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা? তাদের পরিবারের লোকজনদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে এইটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা।

REFERENCE PERIOD

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, উনি কতগুলি অবান্তর কথা বলেছেন, আমি জানি না এইটার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে কিনা এবং এই ধরনের কোন তথ্য নেই। স্যার, এখানে বলা হয়েছে যাকে মারা হয়েছে সে কংগ্রেস (ই) এর চেয়ারম্যান এবং যারা মেরেছে তারা সি পি এমের লোক উনি অস্বীকার করুন না যে রসিক মিয়া তাদের দলের লোক নন।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরীশঙ্কর রিয়াং মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—গত ১১/৮/৯১ ইং তারিখ স্যন্দন পত্রিকার ১ম পাতার ৬ষ্ঠ কলমে প্রকাশিত "রিভলবার চুরির দায়ে ধৃত" আসামীর হাসপাতালে মৃত্যু ' খবরের ঘটনা সম্পর্কে "।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এইটাতো আগেই বলা হয়েছে' একই ঘটনা বারবার বলে কি হবে। আপনি পরের টায় যান। "

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে তাহলে আমি পরেরটায় যাচ্ছি। আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— গত ১০ ই জুলাই সদর মহকুমার মোহনপুর গ্রামের সবিতা দেবনাথকে একদল দুর্বৃও কর্তৃক খুন করে আগরতলা কলেজ লেকের ধারে তার মৃত দেহ ফেলে রাখা সম্পর্কে "।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ঘটনায় প্রকাশ যে, গত ১১ ই জুলাই ১৯৯১ ইং তারিখ সকালে পুর্ব আগরতলা থানাধীন কলেজ লেইকে রক্তাক্ত জখম প্রাপ্ত একজন অজ্ঞাতনামা যুবতীর মৃতদেহ ভাসিতে দেখতে পেয়ে এ এলাকার ফিসারী ডিপার্টমেন্টের ৪র্থ শ্রেনী কর্মী জনৈক শ্রী শচীন্দ্র শীল পুর্ব আগরতলা থানায় এজাহার প্রদান করে। শ্রী শীলের এজাহারমুলে পুর্ব আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০২, ২০১ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৩ | ৭ | ৯১ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে।

তদন্তকালীন গত ১৩ | ৭ | ৯১ ইং তারিখ সকালে জিরানীয়া থানাধীন রাধা মোহনপুর নিবাসী জনৈক ললিত দেবনাথের ছেলে শ্রী নেপাল দেবনাথ মৃত দেহটী তাহার ছোট বোনের বলে সনাক্ত করে।

তদন্তে প্রকাশ যে মৃত সবিতা দেবনাথ প্রতিদিন তাহার বাড়ী রাধামোহন পুর থেকে আগরতলা এসে সেদিন যেখানে পরিচারিকার কাজ মিলত সেখানে কাজ করে তার জীবিকা নির্বাহ করত এবং এই সুবাদে কিছু অপরিচিত যুবকের সঙ্গে তাহার জানাশুনা হয় এবং তাহাদের সঙ্গে প্রায়ই চলাফেরা করতে দেখা যায়। ঘটনার দিন অর্থাৎ ১০ | ৭ | ৯১ ইং তারিখ মৃত সবিতা দেবনাথকে আগরতলা মটরষ্ট্যাণ্ড এ কিছু অপরিচিত যুবকের সঙ্গে উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় এবং প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত অপরিচিত যুবকগনই সবিতা দেবনাথকে গত ১০ | ৭ | ৯১ ইং তারিখ রাতে যেকোন সময়ে যে কোন স্থানে কোন উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে খুন করে।

ময়না তদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া সাপেক্ষে মৃতদেহের জখম জনিত কারন এখনও জানা যায় নাই।

তদন্তকালে পুলিশ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আগরতলা নেতাজী চৌমুহনীর রিংকু রায় ওরফে ধীমান রায়কে গত ১৫ | ৭ | ৯১ ইং তারিখ এবং চিত্তরঞ্জন রোডস্থিত তপন ঘোষকে গত ২৪ | ৭ | ৯১ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরন করেন। বর্তমানে তাহারা জেল হাজতে আছে। ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রী সমর চৌধুরী :—পয়েণ্ট অব্ ক্লারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে এই কেইসে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া কয়জনকে গ্রেপ্তার করার বাকি আছে এবং তাদের নামের তালিকা জানাবেন কি না ?

দ্বিতীয় হচ্ছে সবিতা দেবনাথকে তোলে নিয়ে গিয়ে চিত্তরঞ্জন রোডের স্বরাজ সরকারের বাড়িতে তাকে ধর্ষন করা হয়েছে এবং পরে তাকে খুন করা হয়েছে। এই সমস্ত তথ্য কনফেশনারী ষ্টেটমেণ্ট যেটা পুলিশকে দেওয়া হয়েছে তাতে রয়েছে অপরাধী কারা কারা, কারা সবিতা দেবনাথকে ধর্ষন করেছে, কারা তাকে খুন করেছে এই সমস্ত তথ্য পুলিশের কাছে দেওয়া হয়েছে। এবং এই রিভলবারে যেটি নিয়ে গুলি করে তাকে খুন করা হলো সেটি কার এই কথাও পুলিশের কাছে কনফেসনারী ষ্টেটমেণ্টে রয়েছে, এইটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

তৃতীয় হচ্ছে বাকি আসামীদের কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না ? ইনভেষ্টিবেটিং অফিসার পূর্ব কতোয়ালীর ও, সি, অপূর্ব ব্যানার্জিকে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ডেকে এনে তাকে ধমকে দিয়েছেন যে আর যেন ইনভেষ্টিকেশন না হয়। এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

চতুর্থ হচ্ছে যে বাড়িতে এই সবিতা দেবনাথকে ধর্ষন করে খুন করা হয়েছে সেই বাড়িটি এখন এন, এস, ইউ, আই এবং যুব কংগ্রেসের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই বাড়ির মালিক স্বরাজ সরকার এখন এই বড়ী থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পুষ্যি যারা আজকে তারা সেখানে বাস করছে। তাছাড়া এই একই বাড়িতে কিছুদিন আগে একটা রিক্সাওয়ালাকে খুন করা

হয়েছে। এবং যারা খুনী তাদেরকে মন্ত্রীর সরকারী কোয়াটারে ডেকে এনে আদর করে তাদের আরাল করার চেষ্টা করছেন এবং এইভাবে এখনো এই সব কর্মীকে সরকারীভাবে প্রোটেকশান দেওয়া হচ্ছে. এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি যে রিভলভার দিয়ে সবিতা দেবনাথকে খুন করা হয়েছে সেই রিভলবারটি কার ? এবং এই রিভলবার যার হাতে রয়েছে সে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত প্রিয় যে তার বাড়ীতেই রয়েছে এবং সেই ব্যাক্তিই সবিতা দেবনাথকে ধর্ষন করে তাকে খুন করেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পূর্ব কতোয়ালীর ও,সি, অপূর্ব ব্যানার্জিকে ডেকে এনে এই ব্যাপারে আর ইন্‌ভেষ্টিগেশন না করতে নির্দেশ দিয়েছে।

স্যার, অত্যন্ত গরীব ঘরের মেয়ে ছিল সবিতা দেবনাথ। সে অন্যের বাড়িতে কাজ করতো। সবচেয়ে পিছিয়ে পরা অনগ্রসর অংশের যেসব মানুষ, শ্রমজীবি পরিবারের একটি মেয়ে সে আগরতলা শহরে এসে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে নাই। আজকে এই ধরনের যারা শ্রমজীবি মানুষ তাদের কোন নিরাপত্তা নেই এই শহরে। আবার ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইন্‌বেষ্টিগেটিং অফিসারকে বলেদিয়েছেন যে এই ব্যাপারে ইন্‌ভেষ্টিগেশন যেন বন্ধ করা হয় এবং সেই জন্যই যারা অপরাধী তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছেনা। এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : — স্যার, মাননীয় সদস্য এইসব অদভুত ধরনের তথ্য কোথায় পান আমি জানিনা। তার স্যার, পুলিশকে ধমক দেওয়া হয়েছে বলে তিনি যেটা বলেছেন সেটা একটি বানানো গল্প, আষাঢ়ে গল্প, সম্পূর্ন মিথ্যা কথা এবং উদ্দেশ্য প্রনোদিত। কারন স্যার, ইতিমধ্যেই পুলিশ দুইজন আসামী গ্রেপ্তার করেছে বাকী আসামীদের নাম তদন্তের স্বার্থে বলা যাচ্ছে না এবং এর বেশী আর কিছু বলা যাবে না। তবে এইটুকু বলছি যে, উনাদের আমলে আসামীদের আড়াল করে রাখা হত। আমরা সেটা আড়াল করিনা। পুলিশ স্বাধীনভাবে সেখানে কাজ করে এবং আমরা সরকার থেকে পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করি যাতে আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এইরকম কোন ডাইরেক্ট অভিযোগ না করা সত্বেও পুলিশ তদন্ত করে ২ জনকে এরেস্ট করেছে। এর বেশী আর কিছু তদন্তের স্বার্থে বলা যাবে না।

স্যার, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে উনি এখানে অভিযোগ করেছেন যে রিভলবার দিয়ে মারা হয়েছে। সেটা তদন্তেই বেরিয়ে যাবে। এর বেশী তদন্তের স্বার্থে আর বলা যাবে না।

শ্রী অমল মল্লিক : — পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে একটা গরীব ঘরের এবং অনগ্রসর ঘরের নিরীহ মেয়ে এবং ধর্ষিতা হয়ে খুন হয়েছে এবং এই ঘটনায় যুক্ত আসামীদের ধরার জন্য পুলিশ চেষ্টা করছে। এই ঘটনায় যাতে

সুষ্ঠ বিচার না হয় এবং খুনিদের বিরুদ্ধে যাতে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না করা যায় তার জন্য রাজনৈতিক নেতাকে জড়িয়ে, আমরা দেখেছি। কিছু দিন আগে বিরোধী দলনেতা মাননীয় নৃপেন চক্রবর্তী মহোদয় পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন। ১০ | ৭ | ৯১ তারিখে যেদিন ঘটনা হয়েছে সেদিন মাননীয় বিধায়ক দীপক নাগের সামনে ঘটনা ঘটেছে এবং দীপক নাগ সংগে ছিল। কিন্তু আমরা জানি এবং ঐ ঘটনা প্রমান। (ইন্টারাপশান)

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে যে ঘটনাটা এই বিধানসভার মধ্যে আলোচনা হচ্ছে সেই ঘটনার এই বিধায়ককে জড়িয়ে মাননীয় বিরোধীদল নেতা যখন বিবৃতি দিচ্ছেন তখন ঐ দলেরই চীপ হুইপ, পয়েন্ট অব ক্ল্যারীফিকেশান নিয়ে এই ঘটনার উপর আলোচনা করতে গিয়ে একবারও বিধায়ক দীপক নাগের নাম উচ্চারন করছেন না। এটা কি কোন ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত ? মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে ১০ | ৭ | ৯১ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক নাগ মহোদয় কলিকাতা ছিলেন এবং মাননীয় সদস্যের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উনি আগরতলা সি, জি, এম কোর্টে একটি মামলাও দায়ের করেছেন দীপক নাগের বিরুদ্ধে মিথ্যা ষ্টেইটমেন্ট দেওয়ার জন্য।

এটা কেন উনারা বললেন না ? না বলার কারন কি ? মাননীয় রাজ্যপালের কাছে উনারা চিঠি দিয়েছেন যে বিধায়ক দীপক নাগের উপস্থিতিতে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। অথচ তারা হাউসে যখন এটা নিয়ে আলোচনা চলছে তখন সেটা বলছেন না। সুতরাং কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস সরকারে ভাবমুর্ত্তি নষ্ট করার জন্য এটা একটি গভীর ষড়যন্ত্র। তারা এই খুন খারাপিও নারী ধর্ষনের কাজে লিপ্ত হয়েছেন। এই কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা থেকে কর্মী পর্যান্ত। এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ঘটনা ঘটেছে এটা অত্যান্ত মর্মান্তিক এবং নিন্দনীয়। স্যার, আমি আগেই বলেছি এই ধরনের হত্যা করেছে। স্যার, এটা ওদের কালচার। এই কালচার থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে না। এখানে উনারা খুন করেছেন। মানুষের জীবনের মুল্য যেটা, সেটা যে নেই, এই অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন উনারা। স্যার আমি বলছি এটা অত্যান্ত মর্মান্তিক ও নিন্দনীয়, সকল শ্রেনীর মানুষ এটা নিন্দা করবে। এবং এটাকে বের করার জন্য সব রকমের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু রাজনীতি করে প্রকৃত তদন্তকে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। স্যার, আমি অত্যান্ত দুঃখিত মাননীয় বিরোধী দলনেতা তিনি গভর্ণরকে চিঠি দিলেন, তার কপি সমস্ত পত্রিকায় তিনি দিয়েছেন। দীপক নাগ আমাদের এম, এল, এ, এই হাউসের মধ্যে কদর্য ভাবে জড়িত করেছেন। নিন্দনীয় ঘটনা, আমি নিন্দা করছি ধীকার জানাচ্ছি এই হাউসের পক্ষ থেকে। এইটার

মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃত আসামীদের আড়াল করার জন্য এবং রাজনীতি করার জন্য ডিরেকশান দিচ্ছেন। আমি এই কথা বলতে পারি, আমি এই হাউসে জোর গলায় বলতে পারি এই ঘটনার সঙ্গে দীপক নাগ জড়িত নয়। এটা রাজনীতি উদ্দেশ্য প্রণোদিত, প্রকৃত ঘটনাকে ডাইবারশান করার জন্য যাতে প্রকৃত খুনীরা ধরা না পড়ে, অন্যদিকে করা হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ একটী দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেম। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ৯ই জুলাই কৈলাসহরে গণতান্ত্রিক একযুব ফেডারেশনের কর্মী কমঃ নিখিল দেবনাথকে একদল দুস্কৃতকারী দ্বারা গুরুতর আহত করা এবং পরবর্তী সময়ে ২রা আগষ্ট জি. বি, হাসপাতালে মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় " গত ৯।৭।৯১ ইং কৈলাসহরে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী কমরেড নিখিল দেবনাথকে একদল দুস্কৃতকারী দ্বারা গুরুতর আহত করা এবং পরবর্তী সময়ে ২/৮/৯১ ইং জি, বি হাসপাতালে মৃত্যু হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

গত ৯/৭/৯১ ইং তারিখ আনুমানিক সকাল ১০-১৫ মিঃ সময় কতিপয় এস, এফ, আই সমর্থক ছাত্র ঐক্য নাম দিয়া কৈলাশহর টাউনে মিছিল বাহির করে এবং জোর পূর্বক দোকান হাট বন্ধ করিয়া দেয় ও যানবাহন চলাচলে বাধা দেয়। তাহাদের এই বেআইনী কার্যকলাপে এন, এস, ইউ, আই এর কতিপয় সমর্থক প্রতিবাদ করিলে উভয়ের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি হয় এবং পরে মারধোর হয়। ফলে শ্রী নিখিল দেবনাথ নামে একজন দোকানদার এবং সুশান্ত মালাকার নামে স্থানীয় আর, কে আই, স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সামান্য আহত হয়।

উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৪৪৮, ৩২৬, ৫০৬ ধারায় কৈলাশহর থানায় ৯।৭।৯১ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করিয়া পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে পুলিশ আহত শ্রী নিখিল দেবনাথ ও শ্রী সুশান্ত মালাকারকে কৈলাশহর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরন করেন আহত শ্রী সুশান্ত মালাকারকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কৈলাশহর হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং আহত শ্রী নিখিল দেবনাথকে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয়।

গত ২।৮।৯১ ইং আহত নিখিল দেবনাথ আগরতলা জি, বি হাসপাতালে মারা যান। মৃত নিখিল দেবনাথের মৃত দেহের সুরত হাল রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া ময়না তদন্তের জন্য

আই, জি. এন হাসপাতালে প্রেরন করা হয়। ময়না তদন্তের পর নিখিল দেবনাথের মৃত দেহ আগরতলা হইতে কৈলাশহর তাহার বাড়ীতে প্রেরন করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩/৮/৯১ ইং স্থানীয় সি, পি, আই (এম) সমর্থকগন ১২ ঘন্টার কৈলাশহর বান্ধের ডাক দেন। এই বন্ধ ডাকা নিয়া কতিপয় সি পিআই (এম) সমর্থক ও কংগ্রেস (আই) সমর্থকগনের মধ্যে প্রথমে কথা কাটা কাটি ও পরে সামান্য মারধোর সংঘটিত হয়। ফলে সি পি আই (এম) এর চার জন সমর্থক সামান্য আহত হয় এবং তাহাদিগকে কৈলাশহর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরন করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাহাদিগকে কৈলাশহর হাসপাতালে হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

উভয় মোকদ্দমায় এখন পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। আসামীদের গ্রেপ্তারের জোর প্রয়াস অব্যাহত আছে এবং মোকদ্দমার তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (চণ্ডীপুর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানবেন কি যে সেই সময়ে মটর স্ট্যাণ্ডে শত শত মানুষের সামনে পুলিশের সামনে এবং সব চাইতে আশ্চার্যের ব্যাপার সেই মুহূর্তে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার সামনে এই আক্রমণ সংঘটিত হয়। এতে ছাত্র যুবকদের কোন প্ররোচনা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ মন্ত্রীর দক্ষিণ হস্ত বলে কথিত উনার প্রাইভেট আমি সুশান্ত শর্মা এবং এফ. আর, আই আইয়ে বর্ণিত ছয় জন আসামী গ্রেফতার হয়েছে কি না এবং না হয়ে থাকলে কবে গ্রেফতার হবে? এই সুশান্ত শর্মা অনেক মামলার আসামী। দীর্ঘদিন আগে নিখিল দেবনাথের মা সন্ধ্যা দেবনাথ থানায় এফ, আই আর, করা সত্বেও কোন অ্যাকশন হয় নি। থেকে সোমুটো একটা কেজ নং কে, এস, পি, এস. আই (৯১) মূলে বলা হয়েছে যে আসামী অপরিচিত। হাজার মানুষের মধ্যে থেকে সুশান্তকে আইডেন্টিফাই করতে কোন অসুবিধা হয় না। থানা এস, এস, ইউ, আই এর সংগে সংঘর্ষ হয়েছিল এটা ঠিক নয়। যারা আক্রমণকারী তাদের ছবিবাংশ, স্তাতাসি সংশে জুলাই পর্যন্ত থানা থেকে ঐ রকম একটা কেস, যাওয়াতে সন্ধ্যা দেবনাথ জুডিশিয়্যাল মেজিস্ট্রেটের কাছে দিলেন। তখন জুডিশিয়্যাল মেজিস্ট্রেট ঐ দরখাস্তকে—মামলাকে এফ, আই, আর, করে থানায় নির্দ্দেশ দিলেন এর ভিত্তিতে কেস প্রসেস করার জন্য, গত ৮ই আগষ্ট জুডিশিয়্যাল মেজিষ্ট্রেট এটি একচার দিয়ে দিয়েছেন এবং কমেন্টস্ করেছে, থানা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এই কেসটা প্রসেস্ করে নি এবং ডাইভারট করেছে ঠিক কিনা তা মাননীয় মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি, এই তথ্য আমার কাছে নেই যে, পুলিশের সামনে হয়েছে। ২য় প্রশ্ন হচ্ছে, ঘটনাটা একটা প্রুফ্লেম, এবং সেখানে উভয় পক্ষের মামলা রয়েছে। আমি বলেছি, আসামী ধরার চেষ্টা চলছে, এবং আগামী গ্রেপ্তারও করা হবে। স্যার, উনি যে বলেছেন, থানা কোন কিছু ফেইস, করে না তা ঠিক নয়।

প্রতিটি থানায় নির্দ্দেশ আছে, এই সরকার নির্দ্দেশ দিয়েছেন, থানায় গিয়ে কেহ কোন কেস দিলে তা যেন সঙ্গে সঙ্গে দেখা হয়। তাঁদের আমলে থানায় কারো যাবার কোন উপায় ছিল না। আমি মাননীয় সদস্যকে বলতে চাই, উনি কি বলতে পারেন এই মামলায় এই আসামী গ্রেপ্তার হয় নি, তাহলে আমি অবশ্যই কথা দিচ্ছি, এটা দেখা হবে এবং সমস্ত মামলার আসামীদের গ্রেপ্তার করা হবে।

শ্রী দীপক নাগ : স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট এই তথ্য আছে কিনা যে, গত ৯ই জুলাই কৈলাসহরে নিখিল দেব, মনমথ পাল, দেবু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ২৫/২৯ জনের গুণ্ডাবাহিনী মাননীয় সদস্য বৈদ্যনাথ বাবুর বাড়ী থেকে মদমত্ত অবস্থায় বের হয়ে কৈলাসহরের বিভিন্ন দোকান পাট ভাঙ্গচুর করে। এবং তাতে দোকানদার এবং জনসাধারণের সাথে দুস্কৃতকারীদের সংঘাত হয় এটা সত্য কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখানে আগেই বলেছি, উভয় পক্ষই মামলা করেছে। কোন পক্ষের আসামীই গ্রেপ্তার হয় নি। গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে এবং চলছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী বা জিৎ সিনহা : স্যার, আমি বলছি, এখানে মাননীয় সদস্য বৈদ্যবাবু যা বলছেন তা মোটেই সত্য নয়।

মিঃ স্পীকার : আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখন বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো 'গত ২৩শে জুন গভীর রাত্রে কাঞ্চনপুর থানাধীন গাছিরামপাড়া গাঁওসভার শ্রী কমলরায় রিয়াং এর ঘরে একদল সশস্ত্র পুলিশ কর্ত্তৃক শ্রীমতি সুমিলবতী রিয়াং, শ্রীমতি উন্নবতী রিয়াং, শ্রীমতি তিতকং রিয়াং শ্রীমতি কমলাবতী রিয়াং এবং শ্রীমতি পূর্নবতী রিয়াং শ্লীলতাহানী ও অত্যাচার করা সম্পর্কে।'

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, "গত গত ২৩শে জুন গভীর রাত্রে কাঞ্চনপুর থানাধীন গাছিরামপাড়া গাঁওসভার শ্রীবলরাম রিয়াং এর ঘরে একদল সশস্ত্র পুলিশ কর্ত্তৃক শ্রীমতি সুমিলবতী রিয়াং, শ্রীমতি উন্নবতী রিয়াং, শ্রীমতি তিতকং রিয়াং, শ্রীমতি কমলাবতী রিয়াং এর পূর্ণবতী রিয়াং শ্লীলতাহানি ও অত্যাচার করা সম্পর্কে। স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনিত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর এখন বক্তব্য রাখছি ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে গত ২০/৬/৯১ ইং তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ৬-৩০ মিঃ এর সময় উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর থানাধীন কাশীরাম পুর বাজারে দেশী বন্দুক, ডেগার ইত্যাদি সহকারে আক্রমন করে এবং তিন রাউণ্ড গুলি ছুড়ে ফলে ঘটনাস্থলেই কাশীরামপুর নিবাসী সজন দাস নিহত হয় ও রণজিৎ দাস ও সনত দাস আহত হয়। উক্ত ঘটনাটি কাঞ্চনপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ এবং অস্ত্র

আইনের ২৫ (১) (ক)। ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫(৬) ৯১ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুধু করেন। গত ২৩/৬/৯১ ইং তারিখ রাতে এ, এস, আই শঙ্কর চক্রবর্ত্তী ছয়জন বর্ডার উইং হোমগার্ড সহকারে উক্ত ঘটনার সংশ্রবে জড়িত আসামী দিগকে গ্রেপ্তারের জন্য এবং বে-আইনী বন্দুক উদ্ধারের জন্য গাছিরাম পাড়ায় কালাম রিয়াং, দেবসিংহ রাই রিয়াং এবং অনিরাই রিয়াং এর ঘর তল্লাসী করে এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কাশীরাম পাড়া অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে আসে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় এ, এস, আই শঙ্কর চক্রবর্তী তাহাদের সমান্য মারধোর করে। গত ২৫/৬/৯১ ইং তারিখ উক্ত কালারাম রিয়াং, দেব সিংহ রাই রিয়াং, অনিরাম রিয়াং আনন্দবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে আসিয়া পুলিশ কর্তৃক জিজ্ঞাসা বাদের নামে তাদের মারধোর করার কথা জানায়। আনন্দ বাজার পুলিশ ফাঁড়ি ও, সি, তাহাদিগকে কাঞ্চনপুর প্রাথমিক হাসপাতালে প্রেরন করেন এবং তাহাদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে কাঞ্চনপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৫ ধারা মোকদ্দমা নং ৮ (৭) ৯১ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং এ, এস, আই শঙ্কর চক্রবর্তীকে উত্তর ত্রিপুরার জেলার পুলিশ সুপার সাময়িক বরখাস্ত করেন। কিন্তু আনন্দবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে শ্রীমতি সুসিলাবতী রিয়াং শ্রীমতি উংবতী রিয়াং এবং শ্রীমতি ভিতরুং রিয়াং শ্রীমতি কমলাবতী রিয়াং এবং শ্রীমতি পূর্ণবতী রিয়াং বা অন্য কেহই পুলিশ কর্তৃক তাহাদের শ্লীলতা হানি ঘটাইছে বলে কোন অভিযোগ দায়ের করে নাই। পরবর্তী কালে আনুমানিক ১০— ১২ দিন পর উক্ত ঘটনার সংযোজন করা হয়েছে কিন্তু উক্ত তদন্ত পুলিশ দ্বারা তদন্তকালে অভিযোগর প্রমান হয় নাই। গত ২২/৩/৯১ ইং তারিখ উপরোক্ত মহিলাগন মাননীয় গৌহাটী হাইকোর্টের আগরতলা ব্রাঞ্চ পুলিশের বিরুদ্ধে তাহাদের উপর বলাৎকারের অভিযোগ আনিয়া সিভিল রোল ১৫২ অব ১৯৯১ (সিভিল রুল ১৫২ অব ১৯৯১) রুজু করে। ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রী সুবোধ দাস :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর এটা জানা আছে কিনা যে গত ২০ শে জুন কাঞ্চনপুর থানাধীন আনন্দবাজারে একটা খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে একটি পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়। সে পুলিশ ক্যাম্প থেকে সশস্ত্র পুলিশের ২৩ শে জুন রাত্রি ৮ ঘটিকায় দলবদ্ধ ভাবে পার্শ্ববর্ত্তী এলাকা গছিরাম পাড়ায় শ্রী কলরাম রিয়াং এর ঘরে প্রবেশ করে। শ্রী মতি সুশীলবতী রিয়াং হলেন দেবসিংহ রিয়াং এর স্ত্রী। তারা ঘুমিয়ে ছিলেন সেখান থেকে জোর করে তাকে তুলে নিয়ে ধর্ষন করে এবং বাড়ীর অন্যান্য মহিলারা ও বারবার ধর্ষিতা হন। স্যার, শুধু উনারাই ধর্ষিতা হন নি ঐ গ্রামে বন্দুক খোঁজার নাম করে সমস্ত গ্রামে পুলিশ অবর্ণনীয় অত্যাচার চালায়। অনেকের হাত পা ভেঙ্গে গিয়েছে। তারা চিকিৎসাধীন আছেন। কাঞ্চনপুর পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়েরকার কোন সুযোগ নেই। ফলে তারা মাননীয় গৌহাটি হাইকোর্ট আগরতলা বেঞ্চে আবেদন করেছেন। এই ঘটনাটি মাননীয় মন্ত্রী দ্রাউ বাবুও জানেন।

এই ঘটনার মধ্যে কোন রাজনীতির বিষয় নেই। উপজাতি অংশের মানুষ, সি, পি, এম এবং বিভিন্ন গনতান্ত্রিক মানুষ এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন। যারা পত্রপত্রিকা পড়েন তারাও পত্রপত্রিকায় এই সমস্ত ঘটনার কথা পড়েছেন। যারা এই ঘটনায় জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ? আমরা শুনেছি একজন এ, এস, আইকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এই সব অপরাধীদের খুঁজে বের করার জন্য কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং যারা ধর্ষিতা হয়েছেন তাদের জন্য সরকার ক্ষতিপুরনের কোন ব্যবস্থা করেছেন কিনা ? এবং যাদের হাত , পা ভেঙ্গেছে ঐ সমস্ত খতিগ্রস্ত লোকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে কিনা এই সমস্ত বিষয় আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই। বর্তমানে এই এলাকায় সন্ত্রাস চলছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান শেষ করুন। কারন, তারপর নো-কনফিডেন্স মোশানের উপর আলোচনা করতে হবে।

শ্রী **সুবোধ দাস** :- স্যার, আর একটা পয়েন্ট। স্যার, এই এলাকায় আমরা বাঙ্গালীর সন্ত্রাসের জন্য সাধারন মানুষ চলাফেরা করার রাস্তা পাচ্ছে না। অবিলম্বে এই সমস্ত সন্ত্রাস বন্ধ করা হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :-- স্যার, ধর্ষিতা হয়েছে বা শ্রীলতাহানি ঘটেছে এই রকম কোন অভিযোগ তখন পুলিশের কাছে আসে নি। ঘটনা ঘটার ১০ | ১২ দিন পর অভিযোগ তুললেন তাদের ধর্ষন করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষন নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষন নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— " ১৯ | ৮ | ৯১ ইং সান্দন পত্রিকায় ১ম পাতায় " সাব্রুমের কিশোরী ছাত্রী ধর্ষনের আসল নায়করা সি, পি, এমের শীর্ষক প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার অনারাাবল (মুখ্যমন্ত্রী :— মিঃ স্পীকার স্যার, " ১৯/৮/৯১ ইং স্যন্দন পত্রিকার ১ ম পাতায়" সাব্রুমের কিশোরী ছাত্রী ধর্ষনের আসল নায়করা সি, পি, এমের " শীর্ষক প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

১৯ | ৮ | ৯১ ইং তারিখ স্থানীয় " স্যন্দন ' পত্রিকায় সাব্রুমের কিশোরী ছাত্রী ধর্ষনের যে খবর পরিবেশন করা হয়েছে সেই বিষয়ে সাব্রুম থানায় কেহই কোন অভিযোগ দায়ের করেন নাই। তবে সাব্রুম থানাধীন পশ্চিম জেলায় নিবাসী শ্রীমতি কল্পনাবালা নাথ গত ১৩ | ৮ | ৯১ ইং তারিখে সাব্রুম থানায় এই মর্মে এক অভিযোগ দায়ের করেন যে এদিন বেলা অনুমান ৪ ঘটিকার সময় সাব্রুম থানাধীন বিজয়নগর নিবাসী রামচন্দ্র নাথ, সুবল নাথ, শ্রীমতি অঞ্জলী নাথ নামে এক মহিলা

সহযোগে তাহার ন বালিকা মেয়ে শ্রীমতি মীনা নাথকে ১৭ বছর বয়স, তাকে কিল, ঘুষিদ্বারা আক্রমন করে আহত করে। উক্ত অভিযোগটি সাব্রুম থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪২/৩২৫ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬৮ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তকালে পুলিশ শ্রীমতি মীনা নাথকে চিকিৎসার জন্য সাব্রুম হাসপাতালে প্রেরন করে। হাসপাতালে ভর্ত্তি থাকাকালীন শ্রীমতি মীনা নাথের অভিযোগের ভিত্তিতে গত ২০/৮/৯১ ইং তারিখ তাহাকে পরীক্ষা করে তাহার উপর বলাৎকার করা হয়েছে বলে অভিমত দেন। ডাক্তারের রিপোর্টের মূলে মাননীয় আদালতের বলাৎকারের ধারা ৩৭৬ মূল অভিযোগের সংগে যোগ করিতে আবেদন করা হয়। এই ঘটনায় জড়িত সংশ্রবে পুলিশ বিজয়নগর নিবাসী সুবল নাথকে গ্রেপ্তার করে। অন্য পলাতক আসামীদের গ্রেপ্তারের প্রয়াস অব্যাহত আছে। তদন্তে প্রকাশ এই ঘটনাটি পূর্বতন শত্রুতাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছে। তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রী অমল মল্লিক :— পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা, এই মীনা নাথকে পরিকল্পিতভাবে সি, পি. এমের নারী সমিতির নেতৃ অঞ্জু বালা দেবনাথ এই ঘটনার দিন এসে ওর মা কল্পনা বালা দেবনাথের কাছে বলে যে পদ্ম পুরান পড়ার জন্য আপনার মেয়েকে আমাদের বাড়ীতে যেতে হবে। আমার বাড়ীতে আজকে পদ্ম পুরান পড়া হবে। সেই পদ্মপুরান পড়ে ফিরার পথে নারী সমিতির নেতৃ অঞ্জু দেবনাথের সামনে রামচন্দ্র দেবনাথ সুবল দেবনাথ, সুব্রত দেবনাথ এবং সি, পি, এমের একনিষ্ঠ কর্মী। তারা জোর করে টেনে নিয়ে গনধর্ষন করার পর পালিয়ে যায় এবং এইটা একটা পরিকল্পিত ঘটনা। এই ঘটনাকারীরা এলাকাতে আবার শাসাচ্ছে এই ভদ্রমহিলাকে যদি সাক্ষী সাবুদ এইসব কিছু দেয় তাহলে আগামীদিনে আরো এই ধরনের বড় ঘটনা সংঘটিত করবে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

স্যার, আমি বলেছি যে, ডাক্তারের রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে তার উপর গনধর্ষন করা হয়েছে এবং যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের নাম হচ্ছে বিজয়নগর নিবাসী শ্রী রামচন্দ্র নাথ, শ্রী সুবল নাথ এবং শ্রীমতি অঞ্জলি নাথ এবং তারা সি, পি, এমের সমর্থক। তার মধ্যে সুবল নাথকে এরেষ্ট করা হয়েছে। বাকীরা পলাতক অবস্থায় আছে। হয়ত এরা সি. পি, এমের অফিসে আছে।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী :— স্যার, দুস্কৃতকারীরা কংগ্রেস (ই) এর লোক বলে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না, এটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : স্যার, একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর বাকী দুইজন সুনীল বাবুর বাড়ীতে থাকে বলে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার : আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি

যেন মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায় মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"সোনামুড়া খাসচৌমুহনী গাঁওসভার কাঁঠালিয়ামুড়ার রঞ্জিত দাস গত ২৬ | ৫ | ৯১ ইং তারিখে মিসিং হয়ে যাওয়ার ও পরে ১১ | ৭ | ৯১ ইং তার মৃত দেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, ঘটনার বিবরনে প্রকাশ যে, গত ২৬/৫/৯১ ইং তারিখ বেলা অনুমান ১১-৪৫ মিঃ এর সময় মেলাঘর থানাধীন খাসচৌমুহনী গাঁওপঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান শ্রী জীতেন্দ্র দাসকে তকসা পাড়া গ্রামের কিছু সি, পি, আই (এম) সমর্থক আটক করে মারধোর করে বলে খবর পেয়ে মেলাঘর থানাধীন কাঁঠালিয়া গ্রামের শ্রী রনজিৎ দাস ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য কিছু কংগ্রেস (আই) সমর্থক সহ তকসা পাড়া গ্রামে যায়। দুপুর অনুমান ১২ টার সময় তকসা পাড়া গ্রামের নিতাই দাসের বাড়ীর নিকটবর্তী টিলায় পৌছিলে পর ৩০/৩৫ জন সি, পি, আই (এম) সমর্থক দা লাঠি ও বোমা ইত্যাদি সহকারে তাদেরকে আক্রমন করে। বোমার শব্দে তাহারা পিছনে ফিরে আসে এবং পিছনে ফিরে আসাকালীন শ্রী রনজিৎ দাস টিলার নীচে জঙ্গলে পরে যায়। শ্রী রনজিৎ দাসকে সেখানে নিতাই দাস ও অন্যান্য দুস্কৃতকারীগন মারধোর করে ও ঘটনাস্থল থেকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলে।

এই ঘটনাটি প্রথমে মেলাঘর থানায় গত ২৭ | ৫ | ৯১ ইং তারিখ ৯৮৬ নং দৈনিকিতে লিপিবদ্ধ করে ফৌজদারি কার্য্যবিধির ১৫৭ ধারার বিধান মতে তদন্ত কার্য্য শুরু করা হয়।

গত ৪/ ৬/ ৯১ ইং সোনামুড়ার সি আই শ্রী বেনীমাধব লস্করের এজাহারমূলে মেলাঘর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩২৬, ৩৬৪ ও বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ২ (৬) ৯১ নথিভুক্ত করে সি, আই শ্রী লস্কর তদন্তভার গ্রহন করেন। তদন্তকালে গত ৩/ ৭/ ৯১ ইং তারিখ রাতে মেলাঘর থানাধীন তকছাপাড়া নিবাসী নিতাই দাস, শিবনগর ফরিদ মিঞা, অধীর ঘোষ তকছাপাড়া নিবাসী প্রদীপ সরকার, শিবনগর নিবাসী সুধীর মজুমদার, মনীন্দ্র পাল, নিতাই দেবনাথ, ভবেশ সরকার, সুবল দেবনাথ, বড়দয়াল নিবাসী রেজ্জাক মিঞা, শিবনগর নিবাসী বিদ্যুৎ ঘোষ, ও যোগেশ দেবনাথকে ঘটনায় জড়িত সংশ্রবে গ্রেপ্তার করে তাদেরকে মাননীয় আদালতে প্রেরন করেন। তদন্তকালে গত ১১/৭/৯১ ইং তারিখ বেলা অনুমান ৪টার সময় মেলাঘর থানাধীন বড়মুড়া রবিরায় পাড়ার নিকটবর্তী জঙ্গল থেকে রনজিৎ দাসের মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়। উক্ত ঘটনার সংশ্রবে জড়িত অন্যান্য আসামীদের গ্রেপ্তারের জোর প্রয়াস চালানো যাইতেছে ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রী রসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, এই রনজিৎ দাসকে কাঠালিয়াতে মেরে খুন করে পরে তার মৃতদেহকে সেখান থেকে বহন করে শিবনগরের গভীর জঙ্গলের মধ্যে মাটির নীচে পুঁতে রাখে। এবং তখন থেকেই সে নিখোঁজ ছিল। ইতিমধ্যে সে

সমস্ত মামলা ব্যাপারে আসামীদের পুলিশ যখন গ্রেপ্তার করতে খোঁজ করছিল এবং তাদের ধরতে শুরু করেছে সে কিছুক্ষন সময়ে বিরোধী দল নেতা শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী তকছা পাড়ায় বিভিন্ন জনসভাতে ভাসন দিয়ে বলেছেন যে রনজিৎ দাসকে মেরে ফেলা হয়নি। সে জীবিত আছে এবং তাকে নিখোঁজ বলে আমাদের সি. পি এম, কর্মীদের অযথা হয়রানী করা হচ্ছে। এবং তাকে মতিলাল সাহা পুতিয়ে রেখেছেন। এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কি না। এবং তারপর যে গুনমতি জমাতিয়াকে গভীর জঙ্গল থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য ইনফরমেশান দিয়েছিল তাকে সি, পি, এম, এর লোকেরা হুমকি দিচ্ছে মেরে ফেলার জন্যে এবং শিবনগর থেকে তকছা পাড়া পর্য্যন্ত সমস্ত বাড়ী ঘর সি. পি. এম, এর সমর্থকেরা হামলা চালাচ্ছে এবং সেখানে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এমনকি তারা জেলখানার গিয়ে জেলখানা কর্মীদের আক্রমন করেছে, এই খবর তথ্য ও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, এইখানে আমি বলেছি যে, রনজিৎ দাসকে প্রথমে গুম করে পরে তাকে খুন করে। এবং এই নিয়ে সে জায়গায় যথেষ্ট উত্তেজনা চলছিল। এবং তাকে গুম করে রেখে সি, পি, এম, কর্মীদের হয়রানী করার উদ্দেশ্যে এইটা করা হয়েছে বলে বিরোধ দলনেতা এই ধরনের কথা বলেছেন। স্যার, পরে এই ঘটনার তদন্ত করে যারা আসামী তাদের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তারা সকলেই হচ্ছে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সমর্থক। এবং এই সকলে প্রথমে তাকে গুম করে পরে তাকে খুন করা হয় এবং মাটির নীচে পুঁতে রেখে দেওয়া হয় দুই মাস পরে তার মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে। এই নিয়ে বহু ঘটনা ঘটেছে এবং আসামীদের আড়াল করার জন্য উনারা অনেক চেষ্টা করছেন।

স্যার, উনারা বড় বড় কথা বলেন যে. উনারা অহিংসার বিশ্বাসী, খুন সন্ত্রাস উনারা করেন না ধর্ষন করেন না, উনারা ধোয়া তুলসী পাতা। কিন্তু স্যার এইগুলি তদন্তে প্রমানিত হয়েছে যে তাহারাই এই সব করছে এবং এই সব ঘটনাই পুর্ব পরিকল্পিত ভাবে করানো হয় এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এইটা তাদের রাজনীতির একটি অংগ। স্যার, এইটুকুই আমি বলব।

শ্রী সমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার,

শ্রী রসিকলাল রায় :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে ইনফরমার গুনমতি জমাতিয়া তাকে সি. পি, এম. এর লোকেরা হুমকি দিচ্ছে

(গণ্ডগোল)

শ্রী দশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট):— স্যার, আপনিই রুলিং দিয়েছিলেন যে. কোন রেফারেন্স বা রুলিং এটেনশন। নোটিশের উপর পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান এক রুলিং পার্টিকে এবং এর পরেরটি অপোজিশান পার্টিকে দেওয়া হবে। এখন এই নিয়ম ভাঙ্গা হবে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর আলোচনা শেষ হলো।

PRIVILEGE CASE AGAINST THE EDITOR, DAILY DESHER KATHA

Mr. Speaker :— Hon' blo Members' in pursuance of the Rosolution adopted by the House on 16. 8. 91 to the effect that Shri Gautam Das, Editor, " Daily Desher Katha " be produced before the Bar of the House by the Police authority, a warrant has been issued by me directing the police authority to produce Shri Gautam Das' Editor "Daily Desher Katha" at the Bar of the House on any day between 19th August, 1991 to 20th August, 1991 and latest by 2-30 P. M. of 21st August, 1991 to receive reprimand. The police authority informed the Assembly Secretary today that the said Shri Gautam Das is absconding himself to evade the effect of arrest and as such they could not execute the warrant.

At this circumstances I seek the decision of the House as to what course of action will be taken against him.

শ্রী অমল মল্লিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী " ডেইলি দেশের কথা " পত্রিকার সম্পাদক শ্রী গৌতম দাসকে ১, ৮, ৯০ইং তারিখে হাউসে উপস্থিত হয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ কর্তৃক তিরস্কার গ্রহণ করার জন্য সমন জারি করেছিলেন। তিনি সেই সমন গ্রহণ করেও ১. ৮. ৯০ইং তারিখে হাউসে উপস্থিত হন নাই। পরবর্তীকালে বিগত বাজেট অধিবেশনে হাউসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনি ২ বার ২টা ওয়ারেন্ট জারি করেছিলেন। ঐ ওয়ারেন্টে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে শ্রীগৌতম দাসকে গ্রেফতার করে হাউসে উপস্থিত করার জন্য যাহাতে শ্রীদাস আপনা কর্তৃক র্ভৎসিত হতে পারেন। দুই বারই পুলিশ কর্তৃপক্ষ আপনাকে লিখিতভাবে অবগত করেছেন যে শ্রী দাস পলাতক থাকায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হননি। পরবর্তীকালে গত ১৬, ৮, ৯১ইং তারিখে এই হাউসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনি পুনরায় পুলিশ ওয়ারেন্ট জারি করেছিলেন শ্রী দাসকে ১৯, ৮, ৯১ইং হইতে ২১, ৮, ৯১ইং তারিখ-এর মধ্যে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত যে-কোন দিন বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন সময়ে গ্রেপ্তার করে হাউসে উপস্থিত করানোর জন্য এবং আপনার তিরস্কার গ্রহন করার জন্য। কিন্তু পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবারও আপনাকে জানিয়েছে শ্রী গৌতম দাস পলাতক থাকায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন নাই। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি একটি রিজিলিউশান উৎথাপন করছি, আমার রিজিলিউশানটা হলো :— " Whereas it was resolved in the House on 1. 8. 90, that Shri Gautam Das, Editor, "Daily Desher Katha" committed further contempt of the House by not appearing before the Bar of the House to receive reprimand on 1. 8. 90. in connection with a breach of Privilege of Shri Rabindra Deb Barma, Minister of State in spite of receiving the summons issued by the Speaker.

And whereas the Hon'ble Speaker issued a warrant in pursuance of a Resolution adopted by the House on 4. 2. 91. directing the police authority to produce Shri Gautam Das, Editor, "Daily Desher Katha" before the Bar of the House on or before 4 P. M. of 7. 2. 91.

And whereas Hon' ble Speaker issued a fresh warrant on 8 2. 91 for production of Shri Gautam Das, Editor, "Daily Desher Katha" before the Bar of the House during the sitting hours of the Assembly on any day between 11th to 14th day of February, 1991 and latest by 3 P. M. of 15-2-91 in pursuance of Resolution adopted by the House on 7-2-91 on the basis of a report received form the police authority on 7. 2. 91 that the said Shir Das was found absconding to evade the effect of arrest.

And whereas the Police authority has again informed the Secretary, Tripura Legislative Assembly on 15.2.91 that the said Shri Das was found absconding to evade the effect of arrest and the House on the same day adopted another Resolution to the effect that further course of action against Shri Das would be taken by the House in the next Assembly Session.

And whereas the Hon'ble Speaker issued a fresh warrant in pursuance of a Resolution adopted by the House on 16.8.91 directing the police authority to produce the said Gautam Das, Editor, "Daily Desher Katha" in the Bar of the House on any day between 19th to 20th August, 1991 and latest by 2 30 P.M. of 21st August, 1991 to receive reprimand.

And whereas the police authority has again informed today i.e, 21.8 91 that Sri Das was found absconding to evade the effect of arrest.

Now therefore, this House do resolve that further course of action against Shri Gautam Das for his act of offence shall be taken by the House in the next Session of the Assembly as today is the last day of the current Assembly Session.

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ : - স্যার, আমার একটি বক্তব্য হচ্ছে যে, দুই বার এই গৌতম দাসের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হচ্ছে, তারপরেও তিনি আসেন নাই। স্যার, হাউসকে অপমান করা হচ্ছে। তাই আমি মনে করি তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হউক, তাহলে হাউসের সম্মান রক্ষা হবে। এই স্পীকার মহোদয়ের কাছে আমার অনুরোধ।

Mr. Speaker :— Now I put the Rosolution to vote. The Resolution "whereas it was resolved in the House on 1.8.90 that Shri Gautam Das, Editor, "Daily Desher Katha" committed further contempt of the House by not appearing before the Bar of the House to receive reprimand on 1 8.90 in connection with a breach of Privilege of Shri Rabindra Deb Barma, Minister of state in spite of receiving the summons issued by the Speaker.

And whereas the Hon'ble Speaker issued a warrant in pursuanoe of a Resolution adopted by the House on 4.2.91 directing the polioe authority to produoe Shri Gautam Das, Editor "Daily Desher Katha" before the Bar of the House on or before 4 P.M. of 7.2.91.

And whereas Hon'ble Speaker issued a fresh warrant on 8.2.91 for production of Shri Gautam Das, Editor, "Daily Desher Katha" before the Bar of the House during the sitting hours of the Assembly on any day between 11th to 14th day of February, 1991 and latest by 3 P. M. of 15 2.91 in pursuan of Resolution adopted by the House on 7.2.91 on the basis of a report reoeived from the polioe authority on 7 2.91 that the said Shri Das was found absconding to evade the effeot of arrest.

And whereas the Police authority has again informed the Seoretary, Tripura Legislative Assembly on 15.2.91 that the said Shri Das was found absconding to evade the effect of arrest and the House on the same day adopted another Resolution to the effect that further course of action against Shri Das would be taken by the House in the next Assembly Session.

And whereas the Hon'ble Speaker issued a fresh warrant in pursuance of a Resolution abopted by the House on 16.8 91 directing the police authority to produce the said Shri Gautam Das, Editor "Daily Desher Katha" in the Bar of the House on any day between 19th to 20th August, 1991 and latest by 2-30 P.M of 21 st A gust, 1991 to receive repimand.

And whereas the police authority has again informed today i.e. 21.8.91 that Shri Das was found absconding to evade the effect of arrest.

Now therefore, this House do resolve that further course of action against Shri Gautam Das for his act of offence shall be taken by the House

in the next Session of the Assembly as today is the last day of the current Assembly Session."

(The Resolution was put to voice vote and adopted)

LAYING OF REPLY POSTPONED QUESTION

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ — "লেয়িং অব্ দি রিপ্লাইস অব্ দি পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চান্"। বিধানসভার গত অধিবেশনে পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৬-এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি। এখন আমি পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৬-এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য। (ANNEXURE 'B')

Shri Samir Ranjan Barman (Minister) :— Mr, Speaker Sir, I beg to lay the postponed unstared question No. 56 on the Table of the House.

PRESENTATION OF COMMILTEE REPORTS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো:— "প্রিভিলেজ কমিটির পঁয়ত্রিশতম ও ছত্রিশতম প্রতিবেদন (থার্টিফিফ্থ এ্যাণ্ড থার্টিসিক্সথ রিপোর্টস্) সভার সামনে উপস্থাপন।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক (চেয়ারম্যান অব্ দি কমিটি অন্ প্রিভিলেজেস্) মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রিভিলেজ্ কমিটির পঁয়ত্রিশতম ও ছত্রিশতম প্রতিবেদন দুটি সভার সামনে উপস্থাপন করার জন্য।

Shri Amal Mallik :— Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the 35th and 36th Report of the Committee on Privileges

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে আজকের সভায় পেশ করা প্রতিবেদন দুটির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য অনুরোধ করছি।

MOTION FOR EXTENSION OF TERM OF OFFICE OF MEMBERS OF THE DIFFERENT ASSEMBLY COMMITTEES

Mr. Speaker : The Term of Office of the present Assembly Committees both elected & nominated will expire to-day, the 21st August, 1991. So, all

the Committees are to be constituted for the remaining period of the current financial year. In this respect I have received a notice of Motions from the Hon'ble Minister of Parlimentary Affairs Department for extension of term of office of all Committees and I have admitted the said notice of Motion.

Now, I would request the Hon'ble Minister of Parliamentary Affairs Department to move his Motions.

Shri Arun Kumar Kar, (Minister) :—Mr. Speaker Sir, in pursuance of rule 350, of Rules of Procedure and Conduct of Business of the Tripura Legislative Assembly, I beg to move to suspend rule 203 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly in its application to the Motion for extension of the term of office of the present Members of the five elected Committees and nine nominated Committees :—

Elected Committees

Committee on Public Accounts, Committee on Public Undertakings, Committee on Estimates, Committee on Welfare of Scheduled Castes, Committee on Welfare of Scheduled Tribes.

Nominated Committees

Business Advisory Committee, Committee on Privileges, Committee on Delegated Legislation, Committee on Absence of Members from the sittings of the House, House Committee, Library Committee, Committee on Petitions, Rules Committee, Government Assurance Committee.

Mr. Speaker :—Now I put the Motion to vote. The question before the House is that—"this House do suspend Rule 203 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly in is application to the Motion for extension of the term of office of the present Members of the five elected Committees and nine nominated Committees viz :

Elected Committees

Committee on Public Accounts, Committee on Public Undertakings,

Committee on Estimates, Committee on Welfare of Scheduled Castes, Committee on Welfare of Scheduled Tribes.

Nominated Committees

Business Advisory Committee, Committee on Privileges, Committee on Delegated Legislation, Committee on Absence of Members from the sittings of the House, House Committee, Library Committee, Committee on Petitions, Rules Committee, Government Assurance Committee.

(Then the motion was put to voice vote and adopted)

Mr. Speaker :—Now, I request the Minister in charge of the Parliamentary Affairs Department to move his next motion for extension of term of office of all Assembly Committees.

Shri Arun Kumar Kar (Minister) :—Mr. Speaker Sir, I beg to move the Motion to extend the term of office of the present members of the following Committees upto the 31st March, 1992.

Elected Committees

Committee on Public Accounts, Committee on Public Undertakings, Committee on Estimates, Committee on Welfare of Scheduled Castes, Committee on Welfare of Scheduled Tribes.

Nominated Committees

Business Advisory Committees, Committee on Privileges, Committee on Delegated Legislation, Committee on Absence of Members from the sittings of the House, House Committee, Library Committee. Committee on Petitions, Rules Committee, Government Assurance Committee.

Mr. Speaker :—Now I put the Motion to vote. The question before the House is that "this House do extend the term of office of the present members of the following Committees upto the 31st March 1992.

Elected Committees

Committee on Public Accounts, Committee on Public Undertakings, Committee on Estimates. Committee on Welfare of Scheduled Gastes, Committee on Welfare of Scheduled Tribes.

Nominated Committee

. Business Advisory Committee, Committee on Privileges, Committee on Delegated Legislation, Committee on Absence of Members from the sittings of the House, House Committee, Library Committee, Committee on Petitions, Rule Committee, Government Assurance Committee."

(Then the motion was put to Voice Vote and the Motion was adopted and the term of office of all present Assembly Committee was extended upto 31st March 1992

GOVERNMENT BILL

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো : "ত্রিপুরা ভিজিল্যান্স কমিশন বিল ১৯৯১ (ত্রিপুরা বিল নং-৯ অব ১৯৯১) বিলটি সিলেকট কমিটিতে প্রেরণ করা সম্পর্কে প্রস্তাব সভা কর্তৃক গৃহীত হওয়া।

আমি এখন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সিলেকট কমিটিতে প্রেরণ করা কল্পে সভার সামনে প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখন নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি সিলেকট কমিটিতে প্রেরণ করার জন্য সভার সামনে উত্থাপন করছি। প্রস্তাবটি হলো :

"That the Tripura Vigilance Commission Bill, 1991 (Tripura Bill No. 9 of 1991) be referred to a Select Committee of the House consisting of the following Members, with the instructions to report to the House during its next session, namely : –

1)	Shri Sudhir Ranjan Majumder Chief Minister	Chairman,
2)	Shri Nagendra Jamatia, Minister of Agriculture	Member,
3)	Shri Arun Kumar Kar Minister of Parliamentary Affairs,	Member,
4)	Shri Rabindra Deb Barma Minister of State	Member
5)	Shri Rasik Lal Roy Government of Chief Whip	Member

6) Shri Ratan Lal Ghosh, Member,
7) Shri Samar Chaudhuri, Member,
8) Shri Gopal Chandra Das Member,
9) Shri Nakul Das Member,
10) Shri Khagendra Jamatia, Member,
11) Shri Matilal Sarkar, Member,

Mr. Speaker :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন উহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো,—"That the Tripura Vigilance Commission Bill, 1991 (Tripura Bill No. 9 of 1991) be referred to a Select Committee of the House consisting of the following Members, with the instructions to report to the House during its next session, namely,—

1) Shri Sudhir Ranjan Majumder Chairman,
   Chief Minister
2) Shri Nagendra Jamatia, Member,
   (Minister of Agriculture)
3) Shri Arun Kumar Kar Member,
   (Minister of Parliamentary Affairs,)
4) Shri Rabindra Deb Barma Member
   (Minister of State)
5) Shri Rasik Lal Roy Member
   (Government of Chief Whip)
6) Shri Ratan Lal Ghosh, Member,
7) Shri Samar Chaudhury, Member,
8) Shri Gopal Chandra Das, Member,
9) Shri Nakul Das, Member,
10) Shri Khagendra Jamatia, Member,
11) Shri Matilal Sarkar, Member,

(সংখ্যা গরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।)

NO CONFIDENCE MOTION

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো,—'ত্রিপুরার বর্তমান মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবের উপর আলোচনা ও ভোট গ্রহণ'। গত ১৬-৮-৯১ইং তারিখে বিরোধী দলের

উপনেতা মাননীয় সদস্য শ্রীদশরথ দেব মহোদয় কর্তৃক আনীত অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করা হয়েছিল, এবং সভার প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য এই অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবটি সভায় উৎথাপনের জন্য সমর্থন করেছিলেন। এখন আমি বিরোধী দলের উপনেতা মাননীয় সদস্য শ্রী দশরথ দেব মহোদয়কে অনুরোধ করছি উৎথাপিত মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবটির উপর আলোচনা আরম্ভ করার জন্য।

শ্রী দশরথ দেব **:—**মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নো - কনফিডেন্স মোশানটি হচ্ছে "The Tripura Legislative Assembly expresses want of No-Confidence in the Council of Ministers led by Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister of Triupra. স্যার, এই মোশানের উপর আলোচনা করতে কত সময় পাওয়া যাবে জানতে পারলে ভাল হত।

মিঃ স্পীকার **:—** ৫টা পর্যন্ত হাউস চলবে এটা ধরে নিয়েই হাউস চালাব। আমি খুব বেশী বাড়াতে চাই না। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে কিছুটা সময় বাড়াব।

শ্রী দশরথ দেব **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। আমার প্রথম অভিযোগ হচ্ছে, এই সরকার একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করেছে। ওয়ান পার্টি রুলস। তার প্রমাণ নির্বাচিত পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়া। বলা হয়েছিল, দুর্নীতির অভিযোগে পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আজ সাড়ে তিন বছর হয়ে গেল এই সরকার ক্ষমতায় আছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত নির্বাচন করেনি। একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে। এই পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দিয়ে করেছে, উন্নয়ন কমিটি। নমিনেটেড কমিটি। নিজের দলের লোক যারা তাদের নিয়েই এই কমিটি। অন্য লোক কমিটিতে নেওয়া সম্ভব নয়। এটা এসটাবলিশড। এটা ওরা এস্টাব্লিশ করেছে। ডেভেলাপমেন্ট কমিটি বলুন আর যাই বলুন অন্য কোন দলের পক্ষে সেখানে যাওয়ার কোন সুবিধা নেই। নো স্কোপ। লুটপাট করার জন্য এক চেটিয়াভাবে তাদের লোকদেরকে দিয়েছে, যাতে কেউ কোন কথা বলতে না পারে। আরও একটা অভিযোগ আমার আছে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর শাসক দলের সমর্থক ছাড়া অন্য কোন দলের লোক-সে বিরোধী রাজনৈতিক দলেরই হোক, আর রাজনীতি নাই করুক, তাদের পক্ষে এই সরকারের আমলে চাকুরী পাওয়ার কোন সুবিধা নেই। চাকুরী চাইতে গেলে আগে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কোন পার্টি কর। তারপর গ্রামের মধ্যে এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, যত কিছু ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক রুর‍্যাল এরিয়াতে হোক সেই কাজ পাওয়ার তার কোন সুবিধা নেই। কাজ চাইতে গেলে ডেভেলাপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান জিজ্ঞেস করবে মশাই আপনি যে কাজ চাইতে এসেছেন আপনি কোন দলের লোক। আপনি কংগ্রেস করেন নাকি টি, ইউ, জে, এস, করেন। যদি বলে যে কিছু করে না তাহলে তার পক্ষে কাজ পাওয়া সম্ভব না। এটাই ওয়ান পার্টি রুল। কারণ, ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস-টি,ইউ,জে,এস, না করলে কারো পক্ষেই চাকুরী পাওয়ার কোন সুবিধা নেই,

কাজের সুবিধা নেই, রেশনে চাউল পাওয়ার সুবিধা নেই, অন্য কোন সাহায্য পাওয়ার সুবিধা নেই। এমনকি ট্রাইবেলের জন্য যে জুমিয়া রিহ্যাবিলিটেশান স্কীম আছে, সেই শুধু ট্রাইবেল মাত্রই পেতে পারে। কিন্তু তারা কেউ পাবে না যদি না রুলিং পার্টি সাপোর্টার না হয়। এই ভাবে তারা পার্টি রুল এস্টাব্লিশ করেছে। স্যার, সেটা শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ না, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত ক্ষেত্রেই তারা এটা এ্যাকস্টেণ্ড করেছে। কাজেই, ওয়ান পার্টি রুল ইজ এস্টাব্লিশড। এই ওয়ান পার্টি রুল কোথায় গেছে, এমন কি জুডিসীয়ারী যাদের নিজেদের স্বাধীন ভাবে চলার অধিকার আছে এবং স্বাধীন ভাবে বিচারের রায় দিতে পারে, সেটা গভার্ণমেন্টের পক্ষেও অথবা বিপক্ষেও দিতে পারে। তাদের বিচারের অধিকার আছে। এখানে জুডিসিয়াল অফিসার্স এসোশিয়েশানের একটা প্রতিবাদ আছে The members has observed with grave concern the news items captioned - পুলিশ ভাল কাজ করছে, শৃংখলা বজায় রাখছে এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে বিচার বিভাগ, মুখ্যমন্ত্রীর স্টেটমেন্ট, দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় এ খবরটা বেড়িয়েছে। এখানে কি লেখা আছে, it is not a fact that the Courts released accused persons on bail instantly on production by the police. The Chief Minister's remark about Judiciary unfortunate and irresponsible কোর্ট বলেছে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য দায়িত্বহীন। সুধীরবাবুরা সরকারে আসার পর রাজনৈতিক দলগুলিকে কাজ করতে দিল না, তাঁরা সব অধিকার খর্ব্ব করেছে। এখন কোর্টে তারা যাচ্ছেন, তাকেও বলছে যে- তোমরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আমরা ভালই কাজ করছি এবং এর জন্যই জুডিসীয়ারী থেকে বলা হয়েছে সুধীরবাবু ইরেসপনসিবল। এই রকম ইরেসপনসিব্যল চীফ মিনিষ্টার থাকতে পারে কিনা? তাঁর গভার্ণমেন্টের টিকে থাকার মর‍্যাল অধিকার আছে কিনা? নেই। তাঁরা সমস্ত জায়গায় ওয়ান পার্টি রুল কায়েম করছে। এই এসেম্বলীতেও রুলিং পার্টি কোথায় রিডিউস করেছে। এটাকে একটা মকারিতে পরিণত করতে চলছে। কারণ, এসেম্বলীটা বরাবরই তাদের একচেটিয়া অন্যরা কোন কথা বলতে পারবে না। এমনকি এগ্রিমেন্ট হওয়া সত্বেও, সেই এগ্রিমেন্টটা তাঁরা রক্ষা করবেন না যেহেতু তাঁরা মেজরিটি আছেন। তাঁরা যা খুশী বলে এই এসেম্বলীতে বিরোধী দলের বক্তব্যকে স্তব্ধ করে দিচ্ছেন। এটা কোন পার্লামেন্টারী প্রসিডিউর না।

পার্লামেন্টারী সিষ্টেমে গণতন্ত্র রাখতে হয় কিন্তু পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের কোন ধার তাঁর ধারে না এটা প্রমাণ হয়েছে। আমরা এখানে বহু বার একটা প্রস্তাব এনেছিলাম অতি সাধারণ সংখানেই আনা হয় যে মন্ত্রীদের কি সম্পত্তি হয়েছে তার একটা হিসাব দিন। এখান থেকে আমরা অনুরোধ করছি, বাধ্য করছি না। আমরা মুখ্যমমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি তার কেবিনেট মন্ত্রীদের সম্পত্তির হিসাব দিন তিনি দেবেন না এমন কি আলোচনা করতেও দেবেন না। এখানে অপজিশ্যানের কি অধিকার আছে? আমরা তো বলছি না মন্ত্রীর কত কোটি টাকা করেছেন তার হিসাব আমরা জানি। কার কতটুকু সম্পত্তি হয়েছে সেটাও বললেন না। তাহলে পার্লামেন্টারী সিষ্টেমের মধ্যে গণতন্ত্র বক্তব্য রাখার যে

অধিকার সেটা কোথায়, নট, ইভেন ইন দি হাউস রিডিউনড টু বি মকারী। এদের রাজত্বে এসেম্বলী থাকবে না, ইলেকটেড বডি তো এখানে নেই। এটা আনফরচুনেট শুধু নয় ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতের গণতন্ত্রের জন্য বিপদজনক সংকেত। এরা ধ্বংস করে দিচ্ছেন। এটা অপজিশ্যানের ব্যাপার নয়। এখানে আলোচিত হতে পারবে না গ্রামঅঞ্চলের মানুষ না খেয়ে মার যাচ্ছে, মোশান করে আনা হলো আলোচনার জন্য কিন্তু ট্রেজারী ব্যাঞ্চ থেকে সবাই এই মোশানের প্রতিবাদে চিৎকার আরম্ভ করলেন। যারা অনাহারে মরছেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঘোষণা। এটা জনবিরোধী চরিত্র ছাড়া আর কি হতে পারে? খাবার তো দেবেনই না, তাদের কথাও এই বিধানসভায় আলোচনা করতে দেবেন না, সব চিৎকার করছেন, কি আনন্দ এবং এই মোশান এলাউ করা হয়নি। আমি এখানে ১০ বছর পার করেছি এবং পার্লামেন্টেও ২০ বছর করেছি। আমি জানি পার্লামেন্টে প্রসিডিউর কি? কোন মোশান যদি হাউসে আসে তাহলে হাউস অব্ দি লিডারের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং লিডার যদি বলেন আমরা গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে আলোচনা করতে দেবনা তাহলে স্পীকার যেটা নিজের ইচ্ছায় দিতে পারেনা। আমি জানি সুধীর বাবু যদি রাজী হতেন তাহলে এই মোশান নিয়ে হাউসে আলোচনা করা যেত। তিনি এগ্রি করেনি তাই আলোচনাও হতে পারে নি। সে জন্য আমার বক্তব্য হলো মানুষ না খেয়ে মরে যাচ্ছে তাদের কথাও এখানে আলোচনা হবে না। এটাই হচ্ছে যুদ্ধ ঘোষণা ট্রাইবেল দুভিক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এটা ঠিক নয়, এটা দেওয়া হয়েছে। এখানে ডিসকাশন হয়েছে আমার সঙ্গে এটা আলোচনা করে এবং সেই ডিসকাশনে আমি নিজেও অংশ গ্রহণ করেছি।

শ্রী দশরথ দেব :— ঠিক আছে। আমি আর একটা বলছি এর অভিযোগটা কি এমন কি হাউসের মধ্যেও ওদের মোনাপলি ছাড়া তার কিছু নেই। ইলেকশান কি হয়েছে? পার্লামেন্টারি সিষ্টেমে একটা ইলেকশান হয়।

ইকেক্শান কিছুই না, রিগিং, ফলসিফিকেশান, এবং মাশুল পাওয়ার। আমি বিস্তারিত কিছু বলব না, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে ঘটনাটা হচ্ছে আমরা দেখলাম ফটিকরায় উপনির্বাচনে, বিধানসভা ১৯৮৮ সালে আর একটা দেখলাম নাইনথ্ লোকসভা ইলেকশান ১৯৮৯, আর একটা এ, ডি,সি, ইলেক্শান ১৯৯০ এবং দশম লোকসভা ইলেক্শান ১৯৯০। ভোট হয়েছে? কোথায় ভোট হয়েছে? যারা রুলিং পার্টিরা সেই রাজনৈতিক দলের ভোটে অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে, প্রচার করার অধিকার আছে, প্রচার সজ্জা করার অধিকার আছে, তাদের রাজনৈতিক অফিস মেইনটেইন করার অধিকার আছে। কোথায় আছে? সব ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। এই বিশালগড় থেকে শুরু করে সাব্রুম, কয়টা বিরোধী দলের অফিস আছে, কয়টা ঝাণ্ডা আছে গণসংগঠনের অফিস আছে, তারা সব দখল করে কোথাও লাইব্রেরী, কোথায় কংগ্রেস ফ্ল্যাগ টাঙ্গিয়ে দিয়েছে। (দ্রাউকুমার রিয়াংকে লক্ষ্য করে) আপনি

পছন্দ না করতে পারেন, আপনার পছন্দ অপছন্দের উপর ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের পছন্দ অপছন্দ নির্ভর করেনা। এবং আপনার পছন্দের উপর ত্রিপুরা রাজ্যের কোন রাজনৈতিক দলের অ্যাকজিসটেন্স নির্ভর করেনা। এইটা কনস্টিটিউশান আমাকে সেই অধিকার দিয়েছে। সেই কনস্টিটিউশান এখানে ফাংশান করবেনা কেন ? মাননীয় মন্ত্রী দ্রাউকুমার রিয়াং বলছে আছে আছে কমিউনিষ্ট পার্টি নেই। নেই ত নাই, আপনারা নেই। "সেটা আলদা কথা। কিন্তু যারা আছে তারা ফাংশান করবেনা কেন ? ইট ইজ দেয়ার কনস্টিটিউশানাল রাইট। সেই কনসটিটিউশন্যাল রাইট এখানে হয়না, এর জন্য পার্লামেন্টারী কমিটি যখন এসেছিল তারা বলেছেন মাননীয় মুখমন্ত্রী শ্রীসুধীর মজুমদারের রাজত্বে এইখানে কনস্টিটিউশান অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকার চলছেনা। আর একটা পয়েন্ট বলছি স্যার, পলিটিকেল মোনাপলির কথা একদম এক চটিয়া তাদের। সব ইলেকশান যেমন নেই, ভোট দেওয়ার অধিকার নেই, এমনকি বাড়ীতে থাকার অধিকার পর্যান্ত নাই। ফোর্সফুল পলিটিকেল কনভারশান হচ্ছে এ, ডি, সি, নির্বাচনের পর থেকে সবচেয়ে বেশী। কেউ অন্য কোন দলে থাকতে পারবেনা, তোমরা কংগ্রেসে যোগদান কর নাহলে বাড়ীতে থাকতে পারবেনা, চাকরীতে যোগদান করতে পারবে না। এভাবে প্রায় দেড় লাখের মত ট্রাইবেলদের অবরোধ করে রেখেছে, তারা বাজারেও যেতে পারে না। তাহলে পলিটিকেল কনভাশেন কেন হবে ? যদি ভারতবর্ষের সংবিধান মত চলত তাহলে অ্যাভরী সিটিজেন হেজ গট অ্যাভরী রাইট টু দো হিজ পলিটিকস। শুধু তাকে কন্সটিটিউশান মেনে রাজনীতি করতে হবে। আনকন্সটিটিউশন্যাল কিছু করলে পরে একটা স্টেপ নিতে পারে। কিন্তু যতক্ষন পর্যন্ত সে কনস্টিটিউশানের ভিতরে থেকে লিগেল ফাংশান করে যাচ্ছে পলিটিকেল হিসাবে তার অ্যাভরী রাইট আছে। সেই রাইট এখানে আছে কিনা ? যদি থাকে তাহলে তাকে বলা হয় কেন বাড়ীতে থাকতে পারবেনা ? বাড়ীতে থাকতে হলে টাকা দিতে লাগবে, আর না হয় কংগ্রেস দলে আসতে হবে। এটাই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য। কাজেই, এখানে পলিটিক্যাল রাইট, ডেমোক্রেসি সমস্ত কিছু পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এটা চলতে পারে না। এমনকি নিজের জমির ধান চাষ করে এবং বাড়ীতে থাকতে পারেনা। নিজের জমির ধান কাটতে পারেনা, এমন শত শত অভিযোগ আমরা দিতে পারি আমরা বহুবার কাগজে দিয়েছি, নাম পর্যান্ত দিয়ে দিয়েছি জজ থেকে আরম্ভ করে প্রাইম মিনিষ্টার পর্যন্ত দিয়েছি। নিজের জমির ধান কাটতে পারেনা, যেহেতু সে কমিউনিষ্ট পার্টি করে। কংগ্রেস কর্মীরা এদের আমি কি বলব দুবৃর্ত্ত নাকি এরা জমি থেকে ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এইসব আমরা সরকারের কাছেও দিয়েছি তদন্ত করার জন্য। (রুলিং পার্টির উদ্দেশ্যে) আপনারা দেখবেননা, আপনাদের না আছে চোখ, না আছে কান, না আছে কালচার। আপারা হচ্ছেন কানা। আপনারা কিছুই দেখবেন না। তারপর স্যার, ট্রাইবেলদের সাংবিধানিক অধিকার আমার এ, ডি, সি, দিয়েছি, সেই এ, ডি, সিকে রক্ষা করতে হবে। এই হাউসে সেদিনও আলোচনা হয়েছে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী বাদে হাউসের সবাই ইন্নার লাইন পারমিটের পক্ষে। সুধীরবাবু যা বলেছেন পক্ষেও না বিপক্ষেও না এই অসুবিধা,

সেই অসুবিধা। জীবনে কোনদিন এই অসুবিধা দূর হবেনা। এর অর্থ হল শ্রীসুধীর মজুমদার ইনার লাইন পারমিট চালু করার জন্য কিছুই করবেনা। এই যে এ, ডি, সি, তার যে পূর্ণ অধিকার জমি দখল করার, জমি অ্যালটমেট থেকে আরম্ভ করে সেই রাইট এ, ডি,সি, কে দেওয়া হলনা কেন ? এই গভর্ণমেন্ট তার অনেক প্রয়োজন থাকতে পারে, আইনেও প্রভিশান রেখেছি আমরা সরকারী প্রয়োজনে ডেভেলাপমেণ্ট ওয়ার্কের জন্য এ, ডি, সির জমি সরকারকে নিতে হতে পারে। এইটা বন্ধ করা যায়না কি ভিত্তিতে তারা যায় ? ডেভেলাপমেন্টের ওয়ার্কের জমি এ' ডি সিকে জিজ্ঞাসা করে নেয় ? এ ডি, সি, তার যে একটা অটোনোমি আছে' রাইট অফ, অটোনোমি অফ, এ, ডি, সি, সেটা ওরা স্বীকার করে। তারা মনে করে এ.ডি,সি, তাদের পকেট অ্যাডিশন এবং যখন খুশি পকেটে হাত দিলেই এ,ডি,সি, কে বের করে নেওয়া যাবে, এইটা ওদের পকেট এডিশন নয়। ইট ইজ, দা চাইল্ড অফ দা কন-ষ্টিটিউশন, ইট নট দা চাইল্ড অফ দা ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট এই কথাটা এই জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সুধীর বাবুর চিন্তা ধারায় সব সময় থাকে না। এটা অ্যাবসেন্ট এবং এইভাবে মুখ্যমন্ত্রীর যদি চেতনা না থাকে তাহলে ট্রাইবেলদের এ,ডি,সির পক্ষে বড় বিপদ, কারণ উনিইতো সমস্ত গভর্ণমেন্টটা চালাচ্ছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ- মাননীয় সদস্য আপনি কত টুকু সময় নেবেন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ওনাকে ১৫ মিঃ সময় দিয়েছেন উনি ১৫ মিঃ সময়ই নেবেন, এখানে ভিক্ষা করতে আসিনি আমরা। মাননীয় ডেপুটি লিডার উনি এইটা মোভ করে-ছেন, যতটুকু সময় উনি নেবেন ওনাকে দেবেন। অন্য কোন মেম্বারকে একমিনিট সময় দেবেন না।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী),ঃ ওনাকে ৪০ মিনিট সময় দিন।

শ্রী দশরথ দেব ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে এ, ডি, সি অত্যন্ত বিপদজনক অবস্থায় পড়ে আছে সেই এ ডি,সিকে রক্ষা করতে হবে। এ,ডি,সির বর্ডার এরিয়ার সীমান্তরক্ষী বাহিনী যদি সরকার এ,ডি,সি, মিলে করে না দেন তাহলে অউপজাতি বেআইনী অনুপ্রবেশ কোন দিনই বন্ধ হবে না এবং এ-ডিসিতে ট্রাইবেলদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা কোন দিনই বজায় থাকবে না। আমি সে দিনও বলেছি এটা শুধু সেনসেটিভ ইস্যু হতে পারে অন্যের কাছে, ট্রাইবেলদের কাছেও সেনসেটিভ ইস্যু কিন্তু তাদের বাঁচার প্রশ্নে এইটা বলতে হবে। আর এখানে নির্বাচন কোন বারই করতে দেওয়া হল না। এই যে ২২শে মে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট রাজীব গান্ধীর নৃশংসভাবে হত্যা হওয়ার পরে ত্রিপুরায় কংগ্রে সীরা যে কাণ্ড করেছেন এটাকে সহানুভূতির আবেগ বলে উড়িয়ে দিতে চান শ্রীসুধীর মজুমদার, এইটা সহানুভূতির আবেগ, সহানুভূতির আবেগতো নিশ্চয়ই আছে, সবারই আছে। কিন্তু সহানুভূতির আবেগ প্রদর্শনটা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির অফিস ভেঙ্গে চুরমার করে সাতটা লোককে খুন করে, বিরোধী দলের সমস্ত নির্বাচনী পোষ্টার ভেঙ্গে চুরমার করে ত্রিপুরা রাজ্য একটা অরাজকতার ও রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিলো তারা এবং ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিলেন তারা। এটা রাজীব গান্ধীর প্রতি সহানুভূতির ব্যাখ্যা নয়। এইটা সহানুভূতির প্রী প্ল্যান এবং কোন কোন মন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতায় বলেছেন তারা আমাদের কাছে রিপোর্ট এসেছে। পশ্চিম

বঙ্গে যদি বামফ্রন্ট কংগ্রেসের উপর নির্বাচনে কোন হামলা করেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা জ্বালিয়ে শেষ করে দেব সব। সি, পি, এমকে ধ্বংস করে দেব, এই বক্তব্য কেউ কেউ রেখেছেন, শুনেছি আমরা যদি না বলে থাকেন খুব ভাল; । কিন্তু রেখেছেন বলে আমরা শুনেছি। এবং স্যার, প্রমাণ হলো পশ্চিমবঙ্গে কিছুই ঘটেনি। এরা সুযোগ পায় না। ২১ তারিখ থেকে আরো বাড়ানোর কথা। কিন্তু ২১ তারিখ আনরবুচুনেট্‌লি আমাদের একস্-প্রাইম্-মিনিষ্টার রাজীব গান্ধী অত্যন্ত নৃশংসভাবে নিহত হলেন। এই সুযোগে এরা নিজেদের আগের পরিকল্পনামত কমিউনিষ্ট পার্টিকে চুরমার করার জন্য এতসব কাণ্ড করেছে। তার পরেও থাকতে পারে তারা? যারা সরকার চালায় তাদের ফার্স্ট অ্যাণ্ড ফরমোষ্ট ডিউটি হচ্ছে, কন্‌স্‌টিটিউশানকে ফাংকসনিং করতে দিতে হবে। কিন্তু এরা সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন।

তারপর করমছড়ায় কি করছে এরা? সুধীরবাবু নিজে (সব রিপোর্ট এ রয়েছে-কাগজে বেরিয়েছে) যাকে ধরবার জন্য বলে দিলেন তাদেরকে হঠাৎ সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করতে পারলো না বলে তিনি নিজে দারোগাকে সাস্‌পেণ্ড করে দিলেন। কাউকে গ্রেপ্তার করতে হলে প্রথমত একটা কিছু দেখাতে হবে-প্রাইমা-ফেসী একটা কিছু তো থাকতে হবে। কিন্তু এরা এই সব কিছুরই ধার ধারে না। মুখ্যমন্ত্রীর হুকুমই হুকুম। আর এরমধ্যে আইনও নাই-কিছুই নাই। আইনের যদি রায়ও বাহির হয়-মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সেটা কলাপাতা এই হাউসে কয়বার বলেছেন তিনি-আইনের রায়টা কলাপাতা দুনিয়াটাই তার কাছে কলাপাতা। সেইএকমাত্র কলাপাতা না। গুণ্ডাদের হাতে সব ক্ষমতা দিলেন করমছড়ায় এবং তাই হলো। নারী ধর্ষনের কথা-কলপাতা।

তারপর স্যার, এই হাউসে আপনার সামনে যখন কোন মেম্বার অভিযোগ তুলেন তখন সেই অভিযোগগুলি আপনারা হাউস কমিটি করেন-আর যাই করুন না কেন-সেটা তদন্ত করে দেখুন। না সঙ্গে সঙ্গে দলিলও প্রডিউস করতে হবে। অমুককে রেপ্ করেছে অমুকে-সঙ্গে সঙ্গে এর দলিল নিয়ে আসতে হবে হাউসে। তবে সেটা উঠানো যাবে। এই রকমের কোন পার্লামেন্টারী প্র্যাক্‌টিস্, অ্যাসেম্বলি প্র্যাক্‌টিস্ আমার জীবনেও আমি পাইনি। কিন্তু এখানেই প্রথম এইটা ইন্‌ট্রোডিউস্ করলেন যে না দলিল নিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, এখন কোন মিনিষ্টারের বিরুদ্ধে স্পেসিফিক্ অভিযোগ হলো ইট্ হ্যাজ টু বি সাবমিটেড্ বাই দা জেনারেল। কিন্তু একটা গভর্ণমেণ্টের এগেন্‌স্টে কথা হচ্ছে- জমি বিক্রি হচ্ছে অমুকের জমি বিক্রি হচ্ছে, নাম আছে তাহলে হোয়াট্ প্রিভেন্টস্ আর দেয়ার টু গো- টু আস্‌ক দেয়ার মেন্? সেখানে গিয়ে তদন্ত করতে যে আপনাদের জমি কিভাবে গেল- দ্যাট্ ম্যানস ন্যাম্ ইজ্ হিয়্যাট হোয়াট প্রিভেন্টস্ আর দেয়ার টু গো দেয়ার? এখন এখানে এইটা বলতে হলেও আমাকে দলিল আনতে হবে-আর চোরার Expunged as ordered by the Chair. (এই বক্তব্যটুকু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের নির্দেশে একস্‌পাঞ্জড্ করা হলো)

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকারঃ—আপনি চেয়ারকে নিয়ে কিছু বলতে পারেন না। অল্ দ্যা ওয়ার্ডস্ ইউ হেড্ আটার্ড এগেইনস্ট দ্যা চেয়ার—————"আরটু বি একস্পাঞ্জড্।

শ্রী দশরথ দেবঃ—অ্যালিগেশন আনব সেটা গভার্ণমেন্ট তদন্ত করবে না কেন ? আমরা তো বলছি গভর্ণমেন্ট তদন্ত করুক হাও ক্যান্ ইট্ বি একস্পাঞ্জড্। এটাতো একটা সিস্টেমের মাধ্যমে গিয়ে করতে হবে।

মিঃ স্পীকার স্যার. আই অ্যাম্ নট্ চ্যালেঞ্জিং দ্যা অথরিটি। আই ওয়ার্কড্ইন্ পার্লামেন্ট ফর অ্যাবাউট্ টোয়ান্টি ইয়ারস্- আই নো হাও টু রেস্পেক্ট্ দ্যা চেয়ার।

কাজেই, করমছড়ায় যে ঘটনা ঘটলো- নারী ধর্ষণ, নারী হত্যা- সমস্ত কিছুই ঘটেছে-এই অবস্থায় নৈতিক কোন অধিকার তাদের থাকতে পারেনা। কাজেই, আমি রেকোমেণ্ড করছি-এই হাউসের কাছে অনুরোধ করব-এই গভর্ণমেন্টকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে । দে আর টু কুয়িট । কোন মোর্যাল রাইট তাদের নেই । আর এই গভার্ণমেন্টের শেয়ারে যারা রয়েছে- উপজাতি যুব সমিতি তাদের সম্পর্কে আমি কিছু বলছি- এই কারণে যে- দে আর নাও ইন এ বেড্ কোম্পানী । এখন তারা কুসুম স্বর্গে বাস করছেন ।

কিন্তু তারা এখন সেই কুসুম স্বর্গে বাস না করে ওদের সঙ্গ ছেড়ে যদি চলে আসেন তাহলে হয়তো ভাল হয়ে যেতে পারেন। কারণ, এরা এখনো বুঝতে পারছেন না, ওরা কি চরিত্রের লোক। ওরা একদিনও টালারেট্ করবে না। পরশুদিন শুনেছি সুধীর মজুমদার বলছেন যে তাঁর হুকুমেই এই ত্রিপুরা রাজ্য চলে তিনি আরো বললেন যে- এইবার আপনারা এসেছেন- আগামীবার আর আপনাদের আসতে হবে না তিনি আসতে দেবেন না সেটা ক্লেইম করছেন। কারণ, তার রিগিং পার্টি আছে. তার খুনী পার্টি আছে, তার একটা প্রাইভেট্ আর্মি আছে- তার প্রাইভেট রাইফেলস আছে। এইগুলি দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে কাউকে কোনদিন ভোটে যেতে দেবে না, ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে দেবেনা। এই মানসিকতা তারমধ্যে আছে বলেই তিনি আজকে বলতে পারেন যে, অপোজিশানদের কে আর আসতে দেবেন না। অপোজিশানকে আনার দায়িত্ব কি তার ? কতবড় অডাসিটি। তার একলা ভোটে যাবার অধিকার আছে আর কারোর নেই। সেইজন্যই আমি বলেছি যে, তারা এক দলীয় শাসন এখানে চালু করেছেন। এই এক দলীয় শাসন পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসীতে কোনমতেই চলতে পারে না। কাজেই গভর্ণমেন্ট কোন অবস্থাতেই থাকতে পারে না। এই হাউস তাকে রিজেক্ট্ করুক এই আমার অনুরোধ ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ – মিঃ স্পীকার স্যার, আমি শুধু ল-এণ্ড অর্ডার নিয়ে বলব। এই সরকারের আর ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই। গতকাল করমছড়ার ঘটনার উপর একটি কলিং

এটেনশান ছিল। এটার জবাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। আমরা করমছড়ার ঘটনাকে মর্মান্তিক বলেই মনে করি। এবং প্রকৃত দোষী যারা তারা শাস্তি যেন পায় সেটাই আমরা চাই। মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে, এফ, আই, আরে নাম আছে এমন দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে একজন অভিনয় দেব, তার দুটি চোখ তুলে নেওয়া হয়েছে এবং তাকে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আরও ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আরও ২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী ১৩ তারিখে মনু ডাক বাংলায় যখন মিটিং করলেন, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী, জ্যোতির্ময় মালাকার, (নোটিডাইড্ এরিয়া অথরিটির কুমারঘাটের চেয়ারম্যান্) যদুমোহন ত্রিপুরা তারাও সেই মিটিং-এ ছিলেন। ও, সি, মনুকে বলা হল অপদার্থ এবং এক্ষুনি সাস্পেণ্ড কর। আর ওদের বললেন যে আপনাদের হাতে আইন কানুন তুলে দেওয়ার অধিকার দিয়ে গেলাম। জ্যোতির্ময় মালাকার, যিনি কনটেস্ট করেছিলেন ঐ নির্বাচনী কেন্দ্রে, গাড়ী ভর্তি লোক নিয়ে এসে ঢুকলেন ওয়েস্ট করমছড়াতে। সেখানে ৩২টা বাড়ী জ্বালালেন কন্টিনিউয়াস্ প্রসেসে। দিনের পর দিন সমস্ত জিনিসপত্র লুট করল। শত শত মানুষ আজকে পর্য্যন্ত ঘরছাড়া। শুধু ওয়েস্ট করমছড় নয়। ঐ ১৪ তারিখে স্বপন দত্ত, সুখময় দত্ত একস্-প্রধান, দুইট চার্মের, ওয়েস্ট মাছাল তার ছেলেকে কিডন্যাপ্ করা হল স্পেসিফিক এফ, আই, আর, করা হয়েছে। কোথাও মরেছে, কোন্ জায়গাতে নিয়ে গিয়েছে কি করেছে, আজকে পর্য্যন্ত তার একটা তদন্ত হয় নাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বারংবার বলেছেন যে আইনের চোখে সবাই সমান। আমার লোক হোক্ বা অপরের লোক হোক্ ২৯ তারিখে সুরেন্দ্র দেব ওয়েস্ট করমছড়া, খেতে বসেছিল বাড়ীতে আর সেখানে তার ছোট ছেলে খাবার দিচ্ছিল। তাকে তাড়িয়ে নিয়ে ছড়ার ধারে খুন করা হল। স্বপন দত্ত এতদিনে খুন হয়ে গিয়েছেন এটা আমরা মনে করি আইনের শাসনে এরকম হয়? কৈলাশহরে এই জোট সরকারের আমলে ১৮ জন খুন হয়েছেন একটা আসামীও ধরা পরেননি। সরকার তথ্য দিয়েছেন ৩৫ মাসের মধ্যে ৮৮২ জন খুন হয়েছেন। এবং এরমধ্যে ৪০০ জন সি, পি, আই (এম)। এটা তথ্যের ব্যাপার। জ্যোতির্ময় মালাকার-নোটিফাই এরিয়া অথরিটির চেয়ারম্যান এবং উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান এদের একটা বড় অংশ হচ্ছে এন্টি সোসাল। আমি শুধু রেফারেন্স হিসাবে দিচ্ছি এই জ্যোতির্ময় মালাকার এ, ডি, সি, নির্বাচনের সময়ে মাছলিছড়াতে গিয়ে ৫টা রিভলবার নিয়ে আরও চার জন সাথী সহ আসাম রাইফেলের হাতে ধরা পড়েন। এরেস্ট হয়েছিল মনু থানাতে। এ, ডি, সি, নির্বাচনের সময়ে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় ওয়েস্ট করমছড়াতে গিয়ে বিধুভূষণ মালাকারকে বলেছেন, বিধু বাবু খুব ভাল ভোট হচ্ছে অথচ রিগিং চলছে। নালকাটা, মাছলি, ৬ই জুন তারিখে থানার গাড়ী নিয়ে গিয়ে ঢুকলেন। নালকাটাতে দুটি চার্মের, প্রাক্তন প্রধান গরু নিয়ে যাচ্ছিলেন।

সেখানে ওর সঙ্গীরা জ্যোতির্ময় মালাকার ঐ চন্দন সাহা উন্নয়ন কমিটি চেয়ারম্যান ওকে ধরলো, বাঁধলো ওর কোমরের গামছা দিয়ে বাঁধলো এবং বল্ল যে "যাও, এখানে কংগ্রেস অফিসে গিয়ে এক্ষুন

স্যারেণ্ডার করতে হবে, সে হতে পা'র" । সে বলল আমি ৫টার সময় গিয়ে সারেণ্ডার করব হাজার লোকের সামনে বলেছে, হাজার লোকের সামনে মাইক দিয়ে বলেছে সেই ৬ই জুন। ১১জুন হচ্ছে ঐ বিজয় কৃষ্ণের ঘটনা। কিন্তু ৯ই জুন জ্যোতির্ময় মালাকার ২০ থেকে ২৫ জন সমাজদ্রোহী দশ বারটা রিভালবার নিয়ে কানু দেবনাথের বাবাকে, তার বাড়ীতে হালচাষ করেছে, হাল থেকে এসে হাত ধুয়ে ভাত খেতে যাবে, সমস্ত গায়ে কাঁদা, ছেলেদের সেখানে বাঁধলো, বেধে আগে পেছনে রিভালবার দিয়ে নিয়ে এল, কোথায় নিয়ে গেলেন ? পঞ্চায়েত মন্ত্রী অবস্থান করছিলেন ঐ কুমারঘাট ডাক-বাংলোয়। আমি যখন জিজ্ঞাস করলাম, অন্য এম, এল, এ,রা ছিলেন. বিরোধী দলনেতা ছিলেন। সেখানে কি পঞ্চায়েত মন্ত্রী ছিলেন তার মধ্যে কোন কেইস ছিল ? চারটি কেইস দিয়ে দিল এবং ওখান থেকে মন্ত্রী বললেন মনু পি, এস পাঠানোর জন্য, উল্টো দিকে গেল, বেক গ্রাউণ্ডটা কি ? বেক গ্রাউণ্ডটা হচ্ছে ঐ নলকাটাতে টু-থাড ভোট আমরা পাই, করমছড়াতে আমরা বেশী ভোট পাই, পশ্চিম মাছলিতে ভোট পাই। সেগুলি আগামী নির্বাচনে জেতার জন্য সমস্ত সাব-ডিভিশন থেকে সমাজদ্রোহী দিয়ে করে নিয়েছে। সেখানে আমি চীফ অব্ স্টাফকে বলেছিলাম সমস্ত জায়গায় এই সমস্ত প্রাইভেট আমি গেংগ তৈরী করেছে। তারা লিডার তৈরী করেছে, এই হলো রাজত্ব।

এবং এটার উপর ভিত্তি করে মুখ্যমন্ত্রী আইনের শাসনের কথা বলেছেন। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কখনই আর বিশ্বাস করবে না। এই সাড়ে তিন বছরে যে অভিজ্ঞতা নিয়েছে এই অভিজ্ঞতা নিয়ে আগামী দিনে তারা ঠিক করবেন এবং এইভাবে সমস্ত দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, আমার ভোট দেবার অধিকার ৪৪ মাস পরেও ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ভোট দেবার অধিকার নেই. বেঁচে থাকবার অধিকার নেই। আর এখানে ওরা চিৎকার করছেন। কাজেই আমি এই পর্য্যন্ত বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস।

শ্রী *গোপালচন্দ্র দাস* (শালগড়া) : -- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য সংক্ষেপে রাখব, শিক্ষার চিত্রের উপর আমার বক্তব্য উৎথাপন করছি। স্যার, এই রাজ্যে শিক্ষার নামে একটা নৈরাজ্যের পথে চলছে স্যার, স্কুল, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদিন বোমা বাজী করছে. ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারছে না শাসক দলের প্রতিপক্ষের যে গুণ্ডামী, সেই গুণ্ডামীকে আজকে শিক্ষক, অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী এমন কি যারা কর্মচারী আছে তাদের জীবন বিপন্ন। স্যার, এইভাবে গত সাড়ে তিন বছরে এই জোট সরকার শিক্ষা প্রাঙ্গণকে কলুশিত করেছে। আজকে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার অভাব ছাত্রীরা আজকে কলেজে যেতে ভয় পায়, অধ্যাপকরা কলেজে যেতে ভয় পায়। এমনকি তাদের অভিভাবক যারা আছেন তারা পর্য্যন্ত আজকে তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুল, কলেজে পাঠাতে সাহস পাচ্ছে না। এমন একটি অবস্থা তারা আজকে তৈরী করেছেন, যার ফলে বাধ্য হয়ে এখান

থেকে অনেক অভিভাবক তাদের মেয়েদের বহিঃরাজ্য পশ্চিমবাংলা, দিল্লীতে সেই সমস্ত জায়গায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কাজেই এমন একটা অবস্থা আজকে তৈরী হয়েছে এই জোট রাজত্বে।

স্যার, যেখানে কলেজের ব্যাপক নকল ধরেছিলেন বলে তার ভাগিনীর উপর অত্যাচার হয়েছে তাকে পরীক্ষায় বসতে দেওনা হয়নি। এটা কি অবস্থা চলছে স্যার? শিক্ষা বিভাগ কোথায় গিয়ে নেমেছে। হোম মিনিস্টার নিজে অপরাধীদেরকে আড়াল করে রাখছেন। স্কুলের অবস্থাটা কি? স্কুলে প্রয়োজনীয় ঘর, বেঞ্চ, টেবিল কিছু নেই। শিক্ষা মন্ত্রী ছাত্রদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন যে বাড়ী থেকে চাটাই নিয়ে এসো। এমন অপদার্থ সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্বে আর কখনও আসেনি। একটা টেবিল, একটা চক দিতে পারে না এই সরকার। ছাত্রদেরকে প্রতি মাসে দশ টাকা করে বেতন দিতে হবে। বামফ্রন্টের আমলে যেখানে শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছিল মিড্‌ডে মিল চালু করা হয়েছিল সেখানে আজ কিছু নেই। অভাব অনটনে গরীব ছাত্ররা স্কুলে আসতে পারছে না। এন, এস, ইউ, আই.কে টাকা না দিলে ছাত্ররা স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না। গত দুই তিন বছর যাবত এই সরকার বই সাপ্লাই দিতে পারছে না। এই ইস্যুতে উদয়পুরে একটি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র গুলিবিদ্ধ হলো। সেখানে গুলি তার মাথায় না কোমরের উপর লেগেছে কিন্তু সেটার কোন তদন্ত হলো না। বই কালো বাজারে চলে গেছে। এই সরকার শিক্ষাটাকে কলুষিত করছে। গত ১১ই আগস্ট দৈনিক সংবাদের সম্পাদকীয় কলমে লিখেছে যে, এমন একটা দায়িত্ব জ্ঞানহীন সরকার এর আগে ত্রিপুরাতে আসেনি। যখন বাজেটে ৮ কোটি টাকা ধরা হতো তখন ত্রিপুরাতে ডম্বুর প্রকল্প হয়েছে। যখন ১২ কোটি টাকা হয়েছে তখন জুটমিল হয়েছে। বামফ্রন্টের আমলে তাপ বিদ্যুত কেন্দ্র হয়েছে। আর এখন দুইশো কোটি আড়াইশো কোটি টাকায় কিছু হয় না। চাউল মাছ বাহির থেকে আনতে হয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা থেকে চাউল না আসলে এখানকার মানুষ খেতে পায় না। রাস্তাঘাট ভেঙ্গে পড়ছে। এই অবস্থায় আজকে এই জোট সরকারকে সমর্থন করা যায় না। এই সরকারের উপর কোন আস্থা নেই। আর ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতিকে অনুরোধ করব যে চলে আসুন। তা না হলে আগামী ইলেকশনে এই কংগ্রেসীরা নির্বাচনে রিগিং করে আপনাদের কে ফেলে দেবে। কাজেই আজকে চিন্তা করুন তাদের সঙ্গে থাকবেন কি না। এই বলেই আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ—নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেল। তবু আমি কিছু কনসিডার করছি। মাননীয় সদস্য শ্রী বিমল সিংহা মহোদয় ৭ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রী বিমল সিংহা ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাত্র সাত মিনিটে কি বলব? স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের উপনেতা শ্রীদশরথ দেব মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন নো কনফিডেনস মোশন এই সুধীর বাবুর মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করছি।

সমর্থন করবার কারণ, এই ত্রিপুরা রাজ্যে অনেকগুলি গভর্ণমেন্ট এর আগে ছিল। একসময় সুখময় গভর্ণমেন্ট ছিল, ছিল শচীন সিং গভর্ণমেন্ট, প্রফুল্ল বাবুর কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট ছিল, ছিল রাধিকা বাবুর কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট, ছিল বামফ্রন্টের গভর্ণমেন্ট। আর এখন চলছে সুধীর মজুমদারের গভর্ণমেন্ট। কোন সরকারেরই রেকর্ড নাই, এত সংখ্যক রেপ, নারী ধর্ষণ, এত সংখ্যক হত্যার। মাননীয় স্পীকার স্যার; কি কমিউনিষ্ট পার্টি, কি কংগ্রেস, কি টি,ইউ জে, এস, কেহই এই নারীর অত্যাচার থেকে রেহাই পাচ্ছে না। সবিতা খুন হল। একটু আগে রেফারেন্সের সময় মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিলেন, মাত্র ২জন আসামী গ্রেপ্তার হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে অন্য আসামী এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি। স্যার, এই বিধান সভার প্রাক্তন সেক্রেটারী বারীন বাবুর মেয়ে সোমা ভট্টাচার্য্যকে রাত্রে প্রচণ্ড অত্যাচার করা হল যা কথায় প্রকাশ করা যায় না, লেখা যায় না। বারীন ভট্টাচার্য্যের মেয়ে কংগ্রেস সমর্থক. সি, পি (আই) এম, সমর্থক কিংবা টি. ইউ, জে, এস, সমর্থক নয়। স্যার, আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন আপনার নিরাপত্তা কোথায়? আপনার স্ত্রী মেয়ের গ্যারান্টি কোথায়? আপনি দিতে পারেন না। দেওয়ার ক্ষমতাও এই সুধীর বাবুর নেই। হয়ত আপনার নাও হতে পারে। আপনি প্রটেকটেড স্থানে আছেন। স্যার, আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে গিয়ে ১১৯০ ৯১ সালে ১৩ কোটি ৪৬ লাখ টাকা খরচ হল। হ্যাঁ, সিকিউরিটি বাবদ। আমাকেও সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে। খগেন্দ্র বাবুকে দেওয়া হয়েছে যে সিকিউরিটি তার আবার দেড় বছর যাবৎ রিভলবারই নেই। এরকমই সিকিউরিটি?

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :—উগ্রপন্থীকে হয়ত দিয়ে দিয়েছেন)

এছাড়া মন্ত্রী এবং সিকিউরিটি গাড়ী বাবদ ৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, ১৯৯০ ৯১ সালে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই অবস্থা চলছে। অন্যদিকে আমরা থানাগুলিতে দেখি, টেলিফোন নেই। কি করে তারা অপরাধী দমন করবে? গাড়ী নেই। ধর্ষণের কথা শুনতে পেলেও গাড়ীর অভাবে সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাব্য স্থলে যেতে পারছে না। অথচ ১৯৯০-৯১ সালে গাড়ী খরচ বাবদ ৯কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। বামফ্রন্টও করেছে, ১কোটি ২০ লক্ষ টাকা। স্যার, এইবার আমরা দেখলাম ১০জন টি, এস আর, রাষ্ট্রপতি পদক পেল। এটা সুধীর বাবুর কৃতিত্ব নয়। এটা ত্রিপুরার গৌরব। ত্রিপুরায় অনেক সাহসী ছেলে আছে, কিন্তু তাদের ট্রেনিং-এর কোন ব্যবস্থা নেই। সি, আর, পি,; বি এস. এফকে ট্রেনিংয়ের জন্য সপ্তাহে ২০০ রাউণ্ড গুলি দেবার কথা। কিন্তু দেওয়া হচ্ছে কি? আমার সিকিউরিটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমাকে কয় রাউণ্ড গুলি দেওয়া হয়? সে বলল, এক রাউণ্ডও নয়। আওয়াজ করার জন্য কোন ট্রেনিং দেওয়া হয়? উত্তরে জানাল না। স্যার, পুলিশকে তারা পঙ্গু করেছে, নপুংশকে পরিণত করেছে। আবার সেই পুলিশকে ব্যবহার করেছে ধর্ষণের কাজে, মানুষ হত্যার কাজে। কয়েকদিন আগে কমলপুর লকআপ একি নির্মম ভাবে বর্বরোচিত ভাবে যা ব্রিটিশ যুগেও হত না, একজনকে হত্যা করা হলো পুলিশ লকআপ এর মধ্যে।

এমন একটা ঘটনা না, অনেক ঘটনা আছে। ব্রজেন্দ্র দেবনাথকে একই ভাবেই হত্যা করা হয়েছে। এখনও পর্য্যন্ত তার কোন আসামী কে গ্রেপ্তার করা যায়নি। এরেষ্ট করে পুলিশ লকআপ এ হত্যা করা হয়েছে যাত্রাপুর পুলিশ স্টেশনে। থানায় এনে তাকে প্রচণ্ড ভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল। উনারা আইন মানেন না, কানুন মানেন না, হাইকোর্ট নির্দেশ দিলেন, তার স্পেসিফিক অর্ডার আমি পড়ছি। ১৮ নং প্যারাতে বলা হয়েছে- As we have Prima facie satisfied that accused persons mere particularly accused Farid Miah was beaten and tortured by the above police offiicer, namely, Shri Dipak Kumar Das, ASI, Shri Tapan Deb. SI, Shri Anil Shril, Havildar and Sdri Indrajit Dey, Constable. We direct the Director General of Police to put the above officers under suspension immediately inview of the contemplated inquiry and get an inquiry conducted an officer of appropriate rank. সাসপেনশন করেছেন? আজকে পর্য্যন্ত করেন নি। হাইকোর্টের অর্ডার কলাপাতা। মানুষ যাবে কোথায়? একটা পুলিশ অফিসারকেও উনারা সাসপেনশান করেন নি। উল্টো উনারা আবার পাঠাচ্ছেন গৌহাটিতে যে, আবার মুভ করে দেখ এই সব ক্রিমিনালদেরকে রক্ষা করা যায় কিনা। স্যার, সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ারের সময় আমরা দেখতাম ফায়ার ব্রিগেডের ওরা জলের পরিবর্ত্তে পেট্রোল ঢুকাত আগুন জ্বালাবার জন্য। এখানেও দেখছি পুলিশকে শান্তি রক্ষার কাজে ব্যবহার না করে পেটানোর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আজকে ওদেরকে সাসপেনশান করার জন্য দাবী উঠছে। শিলাছড়িতেও এই রকম ঘটনা ঘটেছে। একটার পর একটা আমি অসংখ্য ঘটনা বলতে পারি। এই ভাবে উনারা একটার পর একটা টর্চার চালিয়ে যাচ্ছেন। এই ভাবে হাইকোর্টকে যারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখায়, সরকারে থাকার তাদের কোন অধিকার নেই। বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যটাকে উনারা একটা ক্রিমিনাল সিটিতে পরিণত করেছেন। সারা ত্রিপুরা রাজ্য একটা অপরাধ নগরী। আজকে প্ল্যানের পেসেঞ্জার কম যাচ্ছে। ত্রিপুরায় কেউ আসতে চায়না। ত্রিপুরায়' যারা আছে তারা চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। অনেকেই এখানে কংগ্রেস করছেন, তারা আরটিফিসিয়াল মুখোশ পরে এসে এখানে কথা বলছেন। ওরা কতজন আজকে সিকিউরড্? কাজেই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যা চলছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উচিৎ ইমিডিয়েটলী রিজাইন দেওয়া।

মিঃ স্পীকারঃ — শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং। মাননীয় সদস্য সময় অত্যন্ত কম। আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রী গৌরীশংকর রিয়াংঃ মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয়বিরোধী উপ-দলনেতা এখানে যে নো-কনফিডেন্স মোশান এনেছেন এটার কোন যৌক্তিকতা নেই। তাই মোশানটির বিরোধীতা করে কাউন্সিল অব মিনিষ্টারস্ এবং চীফ মিনিষ্টারের প্রতি পূর্ণ আস্থা জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি স্যার বিসমিল্লায় গলদ বলে একটা কথা আছে। মাননীয় বিরোধী দলনেতা নিশ্চয়ই সাক্ষী এবং এই হাউসের অনেকেই

সাক্ষী। উনি প্রথমেই নো-কনফিডেন্স মোশান নিয়ে আপনার কাছে গিয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞ পলিটেসিয়ান. এ্যাকসপার্ট পার্লামেন্টারিয়ান, কিন্তু সেটা ধোপে টেকে নি। সেই প্রেজেন্টেশানে ভুল ছিল। সুতরাং তড়িঘড়ি করে বিরোধি উপ-নেতার মাধ্যমে আবার নো-কনফিডেন্স মোশান আনতে হল। সুতরাং এটাই প্রমাণিত হলো বিসমিল্লায় যে জিনিষের গলদ, সে জিনিসের আগাগোড়াই গলদ। মাননীয় দশরথ বাবু বিরোধী বেঞ্চে বসে ডিকটেটরশিপ ডেমোক্রেসী ইত্যাদি অনেক কথাই আওড়ে গেলেন। সবচেয়ে বড় কথা যেটা উনি এখানে অভিযোগ আকারে এনেছেন যে, আমাদের আমলে নাকি উনাদের কোন সমর্থককেই চাকুরী দেওয়া হয় নি। একটা সম্পর্কে উনাকে আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, অন্য গুলোর খবর হয়তো আমি পাইনি, বাদল বাবু বুকে হাত দিয়ে বলুন ১৯৮৮ইং সালে নির্বাচনের আগে উনারা একটা নাটক সৃষ্টি করেছিলেন- 'মন্যার মাব সংসার" : সেই, মন্যার মার সংসারে' যে মেয়েটি মন্যার মার চরিত্রে অভিনয় করেছিল, সে মাধ্যমিক পাশ, গরীব। যেহেতু মেয়েটি উনাদের নাটকে এ্যাকটিং করেছিল, সেইহেতু এই মেয়েটি উনাদের দলেরই লোক। সেই মেয়েটি এই গভার্নমেন্ট ক্ষমতায় আসার পর আমি চাকুরী দিয়েছিলাম এবং এর জন্য বিক্ষোভেও পড়েছিলাম। বাদলবাবু এটা অস্বীকার করতে পারবেন ?

স্যার, আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর আর একজন মনাল ভৌমিক ডি. ওয়াই. এফের কর্মী তাকেও চাকরী দেওয়া হয়েছে হরিনাখলা হাইস্কুলে। সাক্রুমের চৌধুরী বাবু বলতে পারবেন মঞ্জু রিয়াং ডটার অব্ বাজুবন রিয়াং তারও চাকরী দেওয়া হয়েছে লোক শিক্ষালয় চম্পকনগর ৯১ সালে। সমর বাবুর মেয়ে ও দশরথ বাবুর মেয়েকেও চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এইগুলি মাননীয় সদস্যরা কি অস্বীকার করতে পারবেন ? কিন্তু উনারাই আবার বলছেন আমরা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করি ? এই যে কথাগুলি বলে গেলেন এইগুলি যে কত অসত্য তা বলে আর লাভ নেই। উনারা শুধু গলাবাজিই করেন। এখন একটু ভাবতে চেষ্টা করুন। সুতরাং আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখছি আপনারা এখনই সুস্থ মস্তিষ্কে এই নো-কনফিডেন্স মোশানটি তুলে নিন এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্য সচেতক শ্রীরসিক লাল রায়।

শ্রী রসিকলাল রায় : — মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে নো-কনফিডেন্স মোশানের যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে সেই প্রস্তাবের পূর্ণ বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, উনারা বলছেন ত্রিপুরা রাজ্যে খুন হয়, সন্ত্রাস হয়।

মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী পক্ষ থেকে আজকে যে প্রস্তাব এইখানে উংথাপিত হয়েছে অনাস্থা প্রস্তাব সেটা আমি সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেই আমি দু-একটি কথা বলব। উনারা বলছেন ত্রিপুরা রাজ্যে খুন হয়, সন্ত্রাস হয়, রেপ হয়। স্যার, খুন সন্ত্রাস, রেপ বিগত ১০ বছরে নৃপেন বাবুর আমলে সারা ত্রিপুরা, সারা ভারতবর্ষ, সারা পৃথিবীর রেকর্ড হয়ে রয়েছে। আজকে সাড়ে তিন বছরে, আমরা বলছিনা আমরা একেবারে নির্মূল করে ফেলেছি, উনারা যা সৃষ্টি করে গেছেন সেটা নির্মূল করবে

আমাদের আরো সময় দিতে হবে। উনাদের আমলে যা হয়েছে এর ২৫ পারসেন্টও এখন হয়না। উনাদের আমলে ৮০ জনের দাঙ্গার ইতিহাস কেউ ভুলবেনা। উনারা সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করতেন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে দিতেন, উনাদের কর্মীদেরকে দিয়ে এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন যে, কর্মী যুবকরা যারা সমাজের মধ্যে জায়গা পাইতে পারেনা সেই যুবকদের দিয়ে এই সমস্ত কাজ করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এইটাকে দূর করতে অনেক সময় লাগার কথা। অনেক সময় লাগেনি, আমরা অনেকটা রোধ করেছি। স্যার, আমি এখানে একটা প্রসঙ্গ উঠাই উনারা এমন জিনিস সৃষ্টি করেছেন যুবকদের পেছনে মেয়েদের লেলিয়ে দিয়ে ভাবী স্ত্রী বলে চাকুরী দিয়েছেন, বিয়ে না করেও। এই সমস্ত কর্মীদের লাগিয়ে ওরা উনাদের কাজ সিদ্ধ করেছেন, উনারা খুন করিয়েছেন। ওরা শুধু কংগ্রেস কর্মীকে খুন করেনি, ওরা খুন করেছে ওদের কথামত চলেনা ওদের দলেরই কর্মী এবং বিধায়ককে, কংগ্রেস পার্টির বিধায়ককেও খুন করেছেন যে রাজ্যে বিধায়ক খুন হয় সেই রাজ্যের জনগণের কথা আমি কি বলব। উনারা এখন বলছেন খুন আর খুন হচ্ছে, ওদের কথায় জনসাধারণ কি ভাবছেন: ত্রিপুরা রাজ্যে নাকি অনেক খুন হচ্ছে, কতটা হচ্ছে তার হিসাব দিন দেখি। আপনি দেখুন স্যার, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে কতটা খুন হচ্ছে? আসলে খুন, রাহাজানি আগের তুলনায় কমেছে, তার জন্য ওদের গোঁসা হয়েছে ওদের পায়ের তলার আর মাটি নেই। যার জন্য গ্রামে গেলে ওদের মানুষ জিজ্ঞাসাও করেনা। ওদের বামফ্রন্ট পরিচালিত সরকার পশ্চিমবাংলায় চলছে, ওখানে দৈনন্দিন কি ঘটনা ঘটছে গত ৫/৮/৯১ইং তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখেছে সংঘর্ষের পর সংঘর্ষ চলছে। প্রচুর বাড়ীঘরে আগুন দিচ্ছে, প্রচুর মানুষ খুন হচ্ছে, আহত হচ্ছে, হাসপাতালে যাচ্ছে। উনাদের পুলিশ মদত দিচ্ছে। এই ধরনের ঘটনা ঘটছে স্যার, আপনারা পড়ুন আনন্দবাজার পড়ুন, বর্তমান পড়ুন। পশ্চিমবাংলার কথা কি লিখছে দেখুন। শুধু তাই নয় গত ৩/৮/৯১ইং তারিখে পশ্চিমবাংলায় কি অবস্থা। মেদিনীপুরে সংঘর্ষে আহত ৫৫ জন, ঘরবাড়ী পুড়ে ছাঁই হয়ে যাচ্ছে। মানুষ ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছে জঙ্গলে বাস করছে। এই ধরনের রাজত্ব চলছে সেখানে। সেখানে ওরা ত্রিপুরা রাজ্যের কথা বলছে কিভাবে। ওদের সাহসের বলিহারী। আপনাদের বলা উচিত এই জোট সরকারকে আশীর্বাদ করা উচিত ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের। বামফ্রন্টের দিকে তাকিয়ে দেখুন, পশ্চিমবাংলার দিকে তাকিয়ে দেখুন কি হচ্ছে।

আপনাদের পশ্চিমবঙ্গের মানব হত্যা কে করেছে, আপনাদের নেতা আপনাদের কর্মী আপনারা খুন করেছেন, আপনাদের কর্মীদের দ্বারা আবার গ্রেপ্তার হয়েছে আপনাদের কর্মী, আবার ছুটিয়ে নিয়েছেন আপনাদের নেতারা আপনারা আপনাদের কর্মীকে খুন করছেন, আপনাদের এই খুন করার কারণ হল মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিশ্রুতি এমন শক্ত যে তাদের গোপন কথাটা যদি কেউ কোথায়ও ফাঁস করে দেয় তাহলে তাকে খুন করবেনই,। এইটা হল মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম আদর্শ।

ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যদি সম্পুর্ণভাবে বুঝতে পারে যে মাকর্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মানে নৃপেন বাবুদের এই হল উদ্দেশ্য তাহলে আর কোন দিন আপনারা ভোটের রাজনীতিতে যেতে পারবেন না। আমি আশা করি ত্রিপুরা রাজের মানুষ এইটা বুঝতে পেরেছেন। আমাদের ডেপুটি অপজিশান লিডার আমাদের দশরথ বাবু বলেছেন যে. আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নাকি বলেছেন আপনাদেরকে আগামী দিনে আর ভোটে পাশ করতে হবে না. আপনারা সব ফেল করে বাড়ী চলে যাবেন আমরা রিগিং করব। আসলে কথাটা যেটা বলা হয়েছে যেটা হল আপনারা এই সাড়ে তিন বছরের আগে যখন আমরা বিরোধী আসনে ছিলাম এই টি,ইউ,জে,এস, ও কংগ্রেসের সদস্যরা যারা ছিলাম তখন আমাদেরকে কথা বলার সুযোগ আপনারা দেন নি। আমরা যখন কথা বলতে উঠি, যখন আমরা খুনের কথা বলি, ত্রিপুরা রাজ্যের পরিস্থিতির কথা বলতে উঠি তখন নৃপেন বাবু চোখ পাকিয়ে বলেছেন এই বিধান-সভায় এই সব কথা বলতে পারবেন না, বেরিয়ে পড়ুন, জিজ্ঞাসা করুন। আজকে কিন্তু আমাদের চীফ মিনিষ্টার সেকথা বলেন নি, আমার কোন মন্ত্রী সেকথা বলেন নি, আপনাদেরকে কেউ বেরিয়ে পড়তে বলেন নি। আর এই কথার উপরে আপনারা বলছেন আপনাদেরকে ভাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভাগিয়ে দেওয়ার অর্থ কি, আপনারা আর আসবেন না,ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বুঝেছে, আপনারা ভোটে দাঁড়াবেন তারপর জন সমর্থন হারিয়ে আপনারা বেরিয়ে যাবেন এই কথাটা বলা হয়েছে। আপনারা নির্বাচন করবেন না এই কথা বলেন নি, তা আপনারা কেন গত দুইটা লোকসভা নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেন নি, কোন ভয়ে. আমাদের ভয়ে, নাকি মানুষের ভয়ে. নাকি আমাদের পার্টির ভয়ে. বলুন। আসলে ত্রিপুরা রাজের মানুষের কাছে আজকে আর আপনাদের কোন কথা বলার নেই. তাই কংগ্রেস টি ইউ জে এস জোট সরকারকে হটাবার জন্য ঘরে বসে বসে নৃপেন বাবুর কাজ হচ্ছে শুধু রাজ্য পালকে চিঠি লেখা ঘটনা খারাপ হচ্ছে বলে, প্রধান মন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া, আজকে এ ছাড়া আপনাদের আর কোন উপায় নেই। অবশ্য নৃপেন বাবু বুড়ো হয়ে গেছেন কাগজ লেখা ছাড়া উনি আর কি করবেন, কিন্তু আপনাদের তো জোয়ান বিধায়করাও আছেন ত্রিপুরা রাজ্যে ঘুরে ঘুরে মানুষকে বলুন না যে, জোট সরকার খারাপ করছে মানুষ আপনাদের ছিঃ ছিঃ করছে আসলে মানুষের কাছে আজকে আর আপনাদের যাওয়ার সুযোগ নেই. তাই কাগজ খরচ করে চিঠি লিখছেন. সেখানেতো আর আপনাদের কেউ মানা করবে না। তারপর আপনারা বলেছেন খুন হয়, যেখানে খুন হয় সেখানেই আমার পুলিশ আসামী ধরতে যায় এবং সেখানে তদন্ত করা হয়. দেখা যায় খুন আপনাদের লোক করেছে. আপনাদের লোক হাজতে গেলে আপনারা চিঠি লেখছেন আপনাদের লোকের উপর অত্যাচার হচ্ছে হাজতে আপনাদের কয়টা আসামী অসুস্থ হয়েছে বলুনতো। আপনাদের আমলে আমরা বাহিরে থেকে কথা বলতে পারিনি, আর হাজতে থেকে আমার এস,ডি,ও,কে আমার চেয়ারম্যানকে আক্রমণ করছে। আপনাদের দুস্কৃতকারীরা, এত বড় সাহস ওদের, আর তাদের পক্ষ হয়ে আপনারা হাইকোর্টে মামলা করেছেন পুলিশকে সাসপেণ্ড করার জন্য লজ্জা করে না। আবার আমাদের সিন্‌হা সাহেব

বলেছেন যে ওনাদেরকে না কি আমরা সিকিউরিটি দেই না. যখন আমাদের তরফ থেকে বলা হয়েছেন সিকিউরিটিতো আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তখন বলেছেন খগেন বাবুর সিকিউরিটি দিয়েছেন পিস্তল নেই আজকে ১৩ বছর, আমরা এসেছি কত বছর ?

শ্রী বিমল সিনহা :—পয়েন্ট অফ্ অর্ডার স্যার, আমি বলেছি দেড় বছর, আর উনি শুনেছেন ১৩ বছর

(*গণ্ডগোল*)

শ্রী রসিকলাল রায় : –আপনাদের সময় আমাদের কয়জন সিকিউরিটি দিয়েছিলেন ? দাঙ্গার সময় দাঙ্গার স্পট ভিজিটের জন্য আপনারা আমাদের সিকিউরিটি দিয়েছিলেন কি ? আর আজকে আপনাদের প্রত্যেকের জন্য আমার জোট সরকার সিকিউরিটি দিয়েছেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য অসত্য তথ্য দিয়ে হাউসকে মিস্লীড্ করছেন। ঐ সময় তাদের একটা লোকও অ্যাটাক্ট্ হয়নি, আমাদের সব লোক - মিনিষ্টার, এম. এল এ, সমর্থক সব অ্যাটাকট্ হয়েছেন। কিন্তু একটা লোকও অ্যাটাকট্ হয়নি।

(*গণ্ডগোল*)

শ্রী রসিকলাল রায় : –মেলাঘরের ঠাকুর পাড়াতে আমাকে আক্রমণ করেছে আপনাদের ছেলেরা। স্যার, ৪০ টা রাম দা আমার মাথার উপর ঘোরেছে। একটাও সিকিউরিটি আমাদেরকে দেননি। আপনারা সিকিউরিটি সরিয়ে দিয়ে পরিমল সাহাকে খুন করেছেন- আপনাদের গুণ্ডারা বিধায়ক পরিমল সাহাকে খুন করেছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আর বেশী বলতে চাই না-তবে একটি কথা বলছি- এই সব বাচালতা আপনারা ছেড়ে দিন - আপনারা এইসব ছেলেমানুষী ছেড়ে দিন। আমার সরকার অত্যন্ত শক্তিশালী সরকার আপনারা অস্থির হবেন না - আপনাদের এই সরকার সিকিউরিটি দিয়েছেন। তবে পশ্চিমবঙ্গের কথা আপনারা স্মরণ করুন। তবে ত্রিপুরা রাজ্য যে খুব সুন্দরভাবে চলছে সেটা বলছিনা। কিন্তু আপনারা যদি ডিস্টার্বড্ না করেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন খুন হবে না। আপনারা যদি ডিস্টার্বড্ না করেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্য কোন রেপ হবে না, কোন সন্ত্রাস হবে না, বাড়ীঘর আগুনে পুড়ে যাবে না। আমি অনুরোধ করছি আপনারা আপনাদের ছেলেদের সংযত রাখুন তাহলে আমি কথা দিচ্ছি ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু হবে না। আর তা না হলে আমার সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে এবং ব্যবস্থা নিলে পরে তখন আর চিল্লা'চিল্লি করবেন না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ—অনারেবল মিনিষ্টার শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউসে বিরোধী দলের উপনেতা এই জোট সরকার তথা এই মুখ্যমন্ত্রী এবং এই সরকারের বিরুদ্ধে যে আনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

স্যার, এইটা আমরা বরাবরই জানি যে, ওরা কোনদিনই আমাদের উপর আস্থা রাখেনি। কারণ যারা বিরোধী দলের আসনে এখন আছেন তারা নিজেরা যতদিন ক্ষমতায় বসতে না পারবেন ততদিন উনাদের ভালটা সহ্য হবে না। এইটাই হচ্ছে বাস্তব সত্য। রাজ্যে এখন যতই ভাল চলুক, যতই শান্তি রক্ষিত হোক, যতই সম্প্রীতি রক্ষিত হোকনা কেন তাতে উনাদের বালাই নেই- সেটাতে উনাদের কিছু যায় আসে না। তাদের সামনে একটাই প্রশ্ন হচ্ছে- তারা ক্ষমতায় কখন বসবে আর একচেটিয়া শাসন এখানে চালাবে। এক দলীয় শাসন তো ওদের সময়েই ছিল স্যার। তাদের সময়েই ছিল একদলীয় শাসন। যখন চেসেস্কুর একদলীয় ২৫ বছরের শাসন চলে গেল, গর্ভাচেভের পতন হল। চেসেস্কুর মৃত্যু তারই তো অনুসৃত নীতির ফল। আর সেই নীতিই অনুসরণ করে চলছেন এখানে যারা বিরোধী আসনে বসে আছেন। কাজেই আজকে তাদের থেকে আমরা কি আশা করতে পারি ? গণতন্ত্র তো তাদের কাছ থেকে আমরা আশা করতে পারি না। সমানভাবে বিলি বন্টন সেটা তাদের কাছ থেকে কখনোই আশা করতে পারিনা। দর্পণে ওরা নিজের চেহারাই দেখছেন এবং সেটা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন।

আর একটা জিনিস হচ্ছে স্যার, ওরা একটু বেশী সুবিধাবাদী। যখন পত্র-পত্রিকায় উঠল যে যুব সমিতি সমর্থন নাও করতে পারে তখন উনারা একটা লম্বা বর্শি জলের মধ্যে ফেলে দিলেন। মাছ ধরা যায় কিনা। চেষ্টা কম করেন নাই। গতকাল রাত পর্য্যন্ত ওরা চেষ্টা করে গিয়েছে। স্যার, এখানে এখন খালি ডোলা নিয়ে বসে আছেন। তাতে মর্মাহত হওয়ারই কথা। সারাদিন পরিশ্রম করে যদি মাছ না পাওয়া যায় তাহলে পরিশ্রমটা বৃথাই যায়। এই ভাবে বিভিন্ন সময়ে যুব সমিতিকে বলা হয় তোমরা চলে আস যে দপ্তরগুলি তোমরা চাও আমরা দিয়ে দেব। তাহলে উনারা কি করবেন ? ঘোড়ার ঘাস কাটবেন ? নিশ্চয়ই না। আমরা জানি, যেমন গোপাল বাবু ধরে রেখেছেন। এই ভাবে ওরা শুধু স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, সারা ভারতবর্ষকে শেষ করে দিয়েছে। উনারা বলতেন যে যদি আমরা কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসি তাহলে ভারতবর্ষের জনগণকে স্বর্গ দেখিয়ে দেব। স্বর্গত দিখিয়েছেন উনারা। উনাদের সহচর ভি পি. সিং - বি, জে, পি ওদের নিয়ে ঘর করেছেন উনারা। কি হয়েছে ? আজকে দেশের সোনা বন্ধক দিয়ে দেশকে চালাতে হচ্ছে। ওরা যদি কেন্দ্রে ৫ বছর ক্ষমতায় থাকত তাহলে ভরতবর্ষের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত ? সেই কথা কেন উল্লেখ করেন নাই এখানে ? উনারা এবং বিরোধী দল নেতা সেদিন হঠাৎ করে চটে গিয়ে বি. জে, পি. সম্পর্কে অনেককিছু বললেন। স্যার, এখানে আমি একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। উনারা বি, জে, পির

কথা বলেছেন, কিন্তু আমি এখানে একটি ছবি দেখাতে চাই (ছবি হাতে নিয়ে)। এই ছবিতে জ্যোতি বসু আছেন। মাঝখানে জ্যোতি বসু, তারপর অটল বিহারী বাজপেয়ি, অশোক সেন, তৎকালীন কলকাতার মেয়র কমল বসু এরা সব কৃষ্ণনগরের একটি জনসভায় একত্রে হয়েছেন। আর এখানে বলছেন যে কংগ্রেস-যুবসমিতি সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে ধর্মনগর থেকে সোনামুড়া পর্য্যন্ত ত্রাস সৃস্টি করেছে। বি,জে, পির সংগে নাকি আমরা। এসব কথা কি করে বলে? নাকি শুধু কথা বলার জন্য বলছেন?

স্যার, এখানে দশরথ বাবু বলেছেন, ইলেকশান হয় নাই প্রহসন হয়েছে। পথে-ঘাটে ছাপ মারা ব্যালট পেপার। পশ্চিম বাংলায় কি ইলেকশান হয়েছে? পশ্চিম বাংলায় সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে। প্রচার-প্রতিবাদ এমন কি সি, পি, এমের মধ্যেও। এটা কি স্যার? দশরথ বাবু, নৃপেন বাবুর ঝগড়া কিছুই নয়। আমার সাথে সুধীর বাবুর ঝগড়া এটাই বড়। এটাইতো? এরপর দেশের মধ্যে সন্ত্রাসের কথা বলছেন। দেশের মধ্যে সন্ত্রাস কারা চালাচ্ছে? আজকে যদি বলি আপনারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন সরকার থেকে, ডিস্টিক কাউন্সিল থেকে। ক্ষমতাচ্যুত হয়ে কি হয়েছে আপনাদের? পাগল হয়ে গিয়েছেন। একমাত্র উপজাতি ভরসা। ডিস্টিক কাউন্সিলে উপজাতি যুবসমিতি এবং কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে। মরিয়া হয়ে গিয়েছে উনারা, সরকার যাতে পাহাড়ে গ্রামে কাজ না করতে পাবে তার জন্য এ টি, টি, এফ গঠন করেছেন। ১ম টি, এন, এল, এফ। কিন্তু যখন কালা দেববর্মা আত্মসমর্পন করল তখন আবার এ, টি টি, এফ গঠন করল। স্যার এই এ,টি,টি, এফ থেকে আমাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে যে আমাকে দেখে নেবে। তোমাকে মারবই মারব এই ধরনের। এই যে চিঠিটা স্যার, মলিন দেববর্মার নামে লেখা। (হাতে একটি চিঠি) কিন্তু মলিন দেববর্মা মান্দাই স্কুলে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছে। চিঠিতে সে ইংলিশ লিখেছে সেটা গ্রেজুয়েট ছাড়া এই ধরনের ইংলিস কেউ লিখতে পারে না। একটা সেনটেন্সও ভুল নেই। প্রতিটি সেনটেন্স শুদ্ধ আছে এবং হাতের লেখাও স্পস্ট।

এই রকম কতটা চিঠি আপনারা দিয়েছেন? এইভাবে প্রতি জায়গায় আপনারা দিয়ে থাকেন। প্রতি সপ্তাহে আমাকে একটি করে চিঠি দেওয়া হচ্ছে কেন? মেরে ফেলা হবে, ছাড়ছি না উপজাতিদের নেতৃত্ব দেওয়া হচ্ছে, সহ্য হচ্ছে না। স্যার, আমি আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে আমার দপ্তরের একটি চিঠির উদাহরণ দিয়ে শেষ করছি। অবশ্য সময় পাব না। এখানে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ সমস্যা আছে, আমি এটা স্বকার করি। এই সমস্যাকে দূরীকরনের জন্য বামফ্রন্টে এর আমলে কি উদ্যোগ ছিল? স্যার, এখানে তাদের আমলে যাই হউক আমি এটা উল্লেখ করতে চাই না। আপনারা এখানে উদাহরণ দিয়েছেন সব চেয়ে বড় জিনিস বিমল বাবু তুলেছেন যে খুন সন্ত্রাস, এটা বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। স্যার, এখানে আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি ১৯৮৬ সালে ডাকাতি ৩৯টি, ১৯৮৭ সালে ২৫টি। খুনের ঘটনা ৪৭টি এবং ৪৫টি হচ্ছে ১৯৮৭ সালে। চুরীর

ঘটনা ৫৫৯টি এবং ৩১৪টি হয়েছে ১৯৮৭ সালে। ধর্ষণ ২০টি এবং ১৯৮৭ সালে হয়েছে ২৬টি। চিঠির একটি উদাহরণ দিচ্ছি। কারণ ব্যাপক দেওয়ার সময় পাবনা। তারপর অপহরণ ১৮টি এবং ১৯৮৭ সালে ২৬টি। আর আপনারা এখানে বলেছেন ১৯৮০ সালে শুধু নৃপেন বাবুর সরকারী হিসাবে। সেখানে থেকে তথ্যটা নেওয়া বে-সরকারীতে অনেক কাজ হতে পারে। খুনের ঘটনা আপনারা দিয়েছেন ২২২টি। সারা ত্রিপুরা রাজ্য দাঙ্গা লেগে গেল এক সময় শুধু জুন মাসে মারা গেল ২২২টি। ১৯৮১ সালে ৯১টি, ১৯৮২ সালে ১০৮টি, ১৯৮৩ সালে ১২৫টি, ১৯৮৪ সালে ১২৮টি, ১৯৮৫ সালে ১৫০টি ১৯৮৬ সালে ১২৭টি, ১৯৮৭ সালে ১৮২টি. ১৯৮৮ সালে ১৪১টি, ১৯৮৯ সালে ১৫৪টি, এবং ১৯৯০ সালে ১৫৮টি। এখানে স্যার, তাদের আমলের সংখ্যার তুলানায় অনেক কমে গেছে। আমরা বলছি রাজার আমলেও খুন সন্ত্রাস ছিল। কিন্তু এই আমলে আপনারা কি করছেন জায়গায় জায়গায় খুন সন্ত্রাস করছেন। আমি এখানে চিঠির একটি উদাহরণ দিচ্ছি, দশরথ বাবুর এলাকা, উনি বলেছেন আজকে আমার মনে হয় যে ১৯৭৪ সালে ওনার এলাকায় সাধারণ একটি মিটিং করতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে কেন মিটিং করতে আসলাম তার জন্য আমাদের যে ভানু দেববর্মা সুভাষ দেববর্মা আছে বাইজল বাড়ীতে তারা আজকে চির জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেল, তার পা কেটে নিতে হল, আক্রমণ করা হলো। আর এই কয়েকদিন আগে বিয়ে বাড়ীতে যাচ্ছিলেন বিমল দেববর্মা (মাস্টার) তাকে জনসাধারণ দাঁড় করিয়ে তার পেটটি ছিঁড়ে নেওয়া হল পেট ছিড়ে তার প্রাণ ছিনিয়ে নেওয়া হলো কেন? সেই বিমল দেববর্মা কংগ্রেস (আই) এবং যুব সমিতি সমর্থক, এটা তার অপরাধ। কেন এই ঘটনা বিয়ে বাড়ীতে ঘটানো হলো, সমস্ত জনসাধারণকে দেখানোর জন্য. যদি কংগ্রেস যুব সমিতি তোমরা কর তাহলে পরে এই রকম পরিণতি হবে। এটা কি একনায়কতন্ত্র? এটা কি এক দলে শাসন, এটা কি তাদের গণতন্ত্র? স্যার, স্টেটম্যানট এটা দশরথ বাবু ভালো করে জানেন, ১৯৫৪ সাল থেকে উনি উপজাতিদের জ্যান্ত কবর দিয়ে আসছে। যাই হউক এই সমস্ত ঘটনা যেসব উৎথাপন করেছে, আপনাদের তুলানায় এই সবকার অনেক ভালো। আপনাদেরও নিরাপত্তা দিচ্ছে. আপনাদের আমলে একটা সিভিল ড্রেসের সিকিউরিটি চেয়েও আমরা পাই নাই। যে টাকা আপনারা উল্লেখ করেছেন, এটা আপনাদের বাড়ীঘরে শুধু জনসাধারণ নয় আপনাদেরও সিকিউরিটি দিয়ে এই সরকার রাখছে। শুধু তাই নয় বিবেকানন্দ ভৌমিক, খগেন দাস, একস্ এম, এল, এ একস্ মিনিষ্টার তাদেরকে এমনকি কমিসনার একজন সমীর চক্রবর্তীকে ও সিকিউরিটি দিয়ে রাখা হয়েছে। এইভাবে দেশের সিকিউরিটির জন্য এই সরকার বদ্ধপরিকর। আমি দশরথ বাবুকে এই অনাস্থা প্রস্তাব তুলে নেওয়ার জন্য আবেদন রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) **:** —মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, যেহেতু সময় কম আমি শুধু এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি। এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখছি না এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের উপনেতা শ্রীদশরথ মোহোদয় এই সভার এই সরকারের বিরুদ্ধে নো কনফিডেনস মোশন এনেছেন আমার তার বিরোধিতা করছি। মাননীয় উপনেতা এর স্বপক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এখানে আষাঢ়ে গল্প এনেছেন। এর আগেও দুই বার তারা এই সরকারের বিরুদ্ধে নো কনফিডেন্স মোশন এনেছেন। আমি জানি না তাদের কাছে এমন কিছু আছে কি না যে তারা এই সরকারকে ফেলে দেবেন। উনি এখানে যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন সেটা সম্পূর্ণ গণতন্ত্র বিরোধী। যদি তারা এটা মনে করে থাকেন যে এই মন্ত্রিসভায় মধ্যে একতা নেই তা হলে তারা মুর্খের স্বর্গে বাস করছেন। অপনারা বক্তব্য রাখতে পারেন। আমি বলছিনা যে আমাদের্র ভুল ক্রুটি নেই। আমরা আশা করছি তারা আমাদের ভুল ক্রুটিগুলি ধরবেন। তা হলে আমরা আমাদের ক্রুটিগুলি সংশোধন করতে পারব। এখানে বলা হয়েছে যে এখানে পঞ্চায়েত নিবাচন হচ্ছে না নানা কারণে হচ্ছে না। আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন চাই না। এটা ঠিক নয়। আগামী ডিসেম্বর মাসে আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন করব। আমি এই হাউসে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। ১৯৭৮ সালে আমরা একটা আসন পাই নি। কিন্তু আমরা কোন সময় বলিনি যে এই সরকারটাকে ফেবে দেব। উনারা ভাবছেন আমাদেরকে ধাক্কা দিয়ে সরকারে এসে বসবেন। এইভাবে সরকাবে বসা যায় না উনারা বলছেন যে উনারা রাজনৈতিক কাজকর্ম করতে পারছেন না। আসুন আলোচনার টেবিলে বসুন আপনাদের কোন অসুবিধা থাকলে আমরা সেটা দূর করব। আপনাদের রাজনৈতিক কাজকর্ম কোথায় আপনাদের রাজনৈতিক কাজকর্ম দেখছি না তো।

স্যার, বিরোধী দল না থাকলে সরকারী দলেরই সমস্যা হয়। সুতরাং আমি এখানে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনাদের ক্রিয়েটিভ আলোচনা করুন, নিশ্চয় আমরা দেখব। রাজনৈতিক কর্ম আপনাদের কোথায়? কোন রাজনৈতিক কর্মই করেছেন না সব অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে খুন খারাপি করাচ্ছেন। এটা যদি আপনাদের রাজনৈতিক কর্ম হয় তাহলে হতে পারে। ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবে না। আপনারা আসুন, গণতান্ত্রিক অন্দোলন করুন। এই যে খুনের জন্ম তাত আপনারাই দিয়েছেন। গত ১০ বছরে আমাদের অবস্থা কি ছিল? কোন কাজ কর্ম আমাদের করতে দেওয়া হয়েছে?

মিঃ স্পীকার **:—** হাউসের সময় শেষ। হাউসের টাইম অ্যাকসটেনসনের জন্য আমাকে হাউসের সেন্স নিতে হবে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী)**:—** স্যার, আমাকে আর ১০ মিনিট সময় দিন। এই সময়ের মধ্যে আমি শেষ করে ফেলব।

মিঃ স্পীকার **:—** মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় উনার জবাবী ভাষন এবং তা ভোটে দিতে যতটুকু সময় লাগবে সেই সময় আমি হাউসের কাছে চাচ্ছি।

(হাউস কর্তৃক গৃহীত হল)

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:**—এখানে তাঁরা অ্যাসম্বলীর কথা বলেছেন। তাঁদেরকে নাকি সময় দেওয়া হয় না। স্যার, একথা মোটেই সত্য নয়। বরং ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদের কাছে থেকে শুনা যায়, বিরোধী দলের সদস্যরাই নাকি হাউসের সুযোগ বেশী পাচ্ছেন। এমন সব সর্ট ডিসকাশন এনেছেন, যার কোন অর্থ ছিল না। তবু আমরা ইমপর্টেন্স দিয়েছি; আলোচনার সুযোগ দিয়েছি। আমরা চাই, আপনাদের সব কিছুর মোকাবিলা করতে। স্যার, আইনের শাসন এখানে থাকবে। ইলেকসনের কথা আপনারা বলেছেন। ইলেকসনের সময় পশ্চিম বাংলায় কি হয়েছিল? এ কথা নিশ্চয়ই আপনারা ভুলে যান নি। এখানে ১০ বছর আগে কি হয়েছিল তার কথাও নিশ্চয়ই আপনারা ভুলে যান নি। ১০ বছর আগে কত নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, কত ফলস নাম ঢোকানো হয়েছে? কিন্তু কোন অবজেকশান দেওয়া হয়নি। রিগিং শব্দ আমরা জানি না। আপনারাই জানেন। আপনারাই সাইন্টিফিক রিগিং-এর কথা বলেন। আপনাদের জ্যোতি বাবু বলেন। অনেক রকম রিগিং-এর নাম শুনেছি- কিন্তু সাইন্টিফিক রিগিং কি তা জানি না। সম্পত্তির হিসাবের কথা বলছেন? বলছেন এ ব্যাপারে তাঁরা নাকি একটি মোশান এনেছিলেন। তা ডিস-এলাউ হয়ে গেছে। সঠিক পদ্ধতিতে আনুন। তা বাতিল হবে না। আপনারা ১০ বছরে কত কি করেছেন তার হিসাব দিন আগে? কিংবা দিয়েছেন কখনও? কতগুলি গাড়ী-বাড়ীর মালিক হয়েছেন, কত জমির মালিক হয়েছেন স্ব-নামে, বে-নামে? স্যার, সেগুলির হিসাব দিতে বলুন। আপনারা দেবেন? তা দেবেন না। এখানে এসব এনে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। ইনার লাইন পারমিট সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন, আমি নাকি এর বিরোধিতা করেছি। কিন্তু তা সত্যি নয়। আমি বলেছি, এই হাউসে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে এবং তা খতিয়ে দেখা হবে। স্যার, রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর দিনের ঘটনার কথা বলি। অনিল বাবু বলেছেন টেলিফোন করে, অনেক কিছু হতে পারত, কিন্তু হয়নি, সময় মত ব্যবস্থা নেবার ফলে। আমি বলছি না, একেবারেই হয়নি। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু রক্ত কে ঝরাল? বনজিৎ দাস কেন খুন হল? উদয়পুরের আশিষ সাহাকে কে মেরেছে, কৃত্ত দেবনাথকে কে মেরেছে? কৈ আপনাদের একজনে খুন হয়েছেন? একজনও হয় নি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, ২১ জনকে খুন করা হয়েছে। আমি লিষ্ট দিতে পারি। একটা আসামীকেও গ্রেপ্তার করা হয় নি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী)**:**— ঠিক আছে আপনি লিষ্ট দিন। আমি তদন্ত করব। স্যার, এখানে আইনের শাসন চলছে। ডি, এম, সেনের তদন্ত কমিশন উনারা বয়কট করলেন। তবুও তদন্ত করা হয়েছে। কিসের উপর ভিত্তি করে? উনারা যে সব এলিগেশান করেছিলেন এবং এখানে যে পার্লামেন্টের টীম এসেছিল তার উপর তদন্ত করা হয়েছে। কি বলা হয়েছে? যে প্রত্যেকটি ঘটনায় পুলিশ তার এফ, আই, আর নিয়েছে, তদন্ত করেছে এবং তদন্ত অনুযায়ী

একশান নিয়েছে। এটা ডি. এম, সেনের রিপোর্ট। এই হাউসে এই রিপোর্টটি গতকাল প্রেস করা হয়েছে। তখন উনার লজ্জায় হাউস ত্যাগ করে গিয়েছিলেন। জুডিসিয়ারীর উপর উনাদের কোন দিনই আস্থা নেই। এখন উনাদের জনগনের কাছে যাওয়া কোন উপায় নেই। উনাদের সবাইকে সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে। তবুও জনসভা করে কিছু বলার কোন সুযোগ এখন উনাদের নেই। কাজেই, কি করেছেন এখন? ওখানে বসে সমস্ত কাল্পনিক ঘটনা বলে দিস্তা দিস্তা চিঠি লিখছেন। রাজ্যপালের মত হাই অফিসকে উনি বিতর্কর মধ্যে এনে ফেলেছেন। স্যার, জুডিসিয়ারী সম্পর্কে বলেছেন যে, পত্রিকায় একটা রিপোর্ট বেড়িয়েছে। আমি প্রেস ডেকে এ সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছি যাতে পুলিশের উপর অ্যাসপারসান না করা হয়। এবং জুডিসিয়েলে যারা অফিসার আছেন উনাদের সঙ্গেও আমার ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা হয়েছে। স্যার, উনাদের মানুষের কাছে যাওয়ার আর কোন ক্ষমতা নেই। তাই কি করছেন? প্রেসকে ব্যবহার করছেন, প্রেসের কাছে অসত্য তথ্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। কোর্ট'কে ব্যবহার করছেন, পার্লামেন্টকে ব্যবহার করছেন, বিধানসভাকে ব্যবহার করছেন। উনাদের উপর জনগণের আর কোন আস্থা নেই। তাই এই জোট সরকারকে স্যাপোটাইজ করার জন্য, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য উনারা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। উনাদের আজকে জনগণের কাছে যাওয়ার কোন উপায় নেই। তাই কি করছেন- স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতার নাম হয়ে গেছে 'নালিশ চক্রবর্তী' কারণ, তিনি এখানে বসে সে শুধু দিস্তার পর দিস্তা অভিযোগ করছেন।

স্যার, বড় বড় কথা বলছেন, স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন এই হয়েছে, সেই হয়েছে, খুন হয়েছে, কে খুন করেছে? গুণ্ডা দিয়ে ঐ এ, টি, টি এক বাহিনী গড়ে অস্ত্র দিয়ে সেখানে বেড়াই করেছেন, এই সমস্ত ক্রাইম করছেন। ওদের সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও কোন মানুষ ওদের কথা শুনেন না। ইলেকশনের সময় কোন মানুষ ওদের মিটিং-এ আসে না বলুন স্যার, আমরা কি ওদের মিটিং-এ মানুষ নিয়ে দেব? যখন এই অবস্থা দেখছেন ভোটের নমিনেশ্যান পেপার উইড্র করার সময় পার হয়ে যাবার পর যখন ভোট হবার দিন ঘনিয়ে আসে তখন অবস্থা বুঝে ইলেকশ্যান বয়কট করেন। এই বয়কট করার ফলে কি হচ্ছে আমি আপনাদের বলছি, আপনারা আস্তে আস্তে কলরে চলে যাচ্ছেন। স্যার, এখানে ওনারা বলছেন যে করমছড়ায় মন্ত্র থানার দারোগাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে বলা হয়েছে এবং অসত্য ঘটনা। করমছড়ার কোন দারোগাকে সাসপেণ্ড করা হয়নি। পঞ্চায়েত মন্ত্রীর নামে বিভিন্ন ভাবে যে সমস্ত অভিযোগ করছেন সমস্তই মিথ্যা অভিযোগ করেছেন। আমি এই হাউসে তথ্য দিয়েছি বিজয় কৃষ্ণ বাবুর পরিবারকে কি নৃসংশ ভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাদের ক্ষমা করা হবে না। এর পেছনে মাননীয় সদস্য বৈদ্যনাথ মজুমদারের হাত ছিল উনি গিয়ে এদেরকে প্ররোচিত করেছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবিদ্যাবার্থ মজুমদার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করছেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:** -আপনি না বললে কিছু হবে না। আমার কাছে পুলিশের রিপোর্ট আছে।

(**গণ্ডগোল**)

মিঃ স্পীকারঃ— সাইলেন্স প্লীজ বারে বারে এইভাবে ডিষ্টার্ব করলে হাউস চালানো অসুবিধা হয়ে পড়বে। আপনারা শান্ত হয়ে বসুন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:**—স্যার,-একজন এ, টি, টি, এফ সারেণ্ডার করেছে। তিনি কি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন ? বিমল সিংহা এ, টি, টি, এফের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মামলা করুন না।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:** -মামলা করা হচ্ছে।

(**গণ্ডগোল**)

মিঃ স্পীকার : — সাইলেন্স প্লীজ। আপনারা বারে বারে এইভাবে ডিষ্টার্ব করবেন না।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:**— বুড়ো বয়সে আপনাকে ট্রাবলস্ করতে চাই না। বিমল সিনহার বিরুদ্ধে মামলা হবে।

শ্রীবিমল সিনহা :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, আমার পয়েন্ট অফ অর্ডার হচ্ছে যে, উনি বলছেন আমার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে, ঘটনা ঘটে নাই কিন্তু বলা হয়েছে আমার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। কাজেই, এতে কোন কনসপিরেসি আছে কিনা এইখানে ডিসক্লোজ করতে হবে। উনি এই রাইট কোথা থেকে পেলেন ঘটনা ঘটবার আগেই মামলা করার ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : -প্লিজ, আপনারা বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : -- এইভাবে যদি আপনারা বারে বারে ডিসটার্ব করবে, তাহলে হাউস কনট্রোল করার ব্যাপারে আমাকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:**— স্যার, নারী ধর্ষণ, নারী হত্যা এই নিয়ে উনারা বড় হৈ চৈ করেন। কি হয়েছে ? জেলখানায় মহিলা প্রেগনেন্ট হয়েছে, উনার শাসনে হয়েছে। স্যার, স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে নিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে। উনার রাজত্বে হয়েছে উনি অস্বীকার করতে পারবেন সেই অঞ্জলী কর্মকারের কথা ? এখানে হাইকোর্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে। যাত্রাপুর থানা সম্পর্কে পুলিশের উপর যে হাইকোর্ট অর্ডার দিয়েছে তার উপর আমরা অ্যাপ্লিকেশান করেছি। সেটা ফাইল

করা হয়েছে। সেখানে ত বলেনি সাস্‌পেণ্ড করুন। এখনও বলেনি। আমরা সেখানে অপেক্ষা করছি (বিমল সিন্‌হার উদ্দেশ্য) ঠিক আছে অপনাকে দেখিয়ে দেব। স্যার, উদয়পুরের কানু দেবের কথা বলা হয়েছে, কানু দেবকে পুলিশ গুলি করেনি, ওদেরই ক্যাডাররা গুলি করেছে এবং এইটা এইটা ষড়যন্ত্র গোপাল দাস এবং ঐ আমার বেয়াই (কেশব মজুমদারের উদ্দেশ্যে) হচ্ছেন মূল নায়ক। ধরা পড়বেন স্যার, এইখানে বই কেলেংকারীর কথা বলা হয়েছে। গত ১০ বছরে অনেক বই কেলেংকারী হয়েছে, এখনও পশ্চিমবাংলায় চলছে। ক্লাস নাইনের যে ইংরাজী নোট বই তার দাম কত? বলুননা উনারা প্রতিবাদ করেছেন? ৭৫ টাকা এবং পশ্চিমবাংলায় এইটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এইখানেও বিক্রি হচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় ত এরজন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। গত ১০ বছরের এই বই কেলেংকারীর জন্য ত কোন ব্যাবস্থা নেওয়া হয়নি।

এবার আমরা এই সমস্ত ব্যাংকগুলি বার বার করে এসেছে আমরা প্রতিটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি আমরা প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক যাতে বই পায় তার জন্য ব্যবস্থা করেছি। স্যার, এখানে গত দশ বছরে কোন গণতন্ত্র ছিল না, দশ বছর ধরে মানুষ রাস্তায় বেরোতে পারত না, সেকেণ্ড শো সিনেমা ছিল না, এখানে কোন প্রশাসন ছিল না। গত দশ বছরে স্কুল কলেজ ও অফিস সারা বছরে কয়দিন হয়েছে বলতে পারেন, সেই অবস্থা এই সাড়ে তিন বছরে নাই, তখন কত শ্রম দিবস নষ্ট হয়েছে বলতে পারেন, আবার আজকে কর্মচারীদের সমস্যার জন্য আপনারা দরদ দেখাচ্ছে। কর্মচারীদের অনেক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে এবং বাকী সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হবে। তারপর এই সাড়ে তিন বছরে আমরা খাদ্য সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছি, আমি বলেছি আমি চাই না বাহিরে থেকে খাদ্য আনতে, বাহিরের উপর যাতে আমাদের নির্ভরশীলতা কমে যায় তারজন্য সমস্ত ব্যবস্থা কৃষি দপ্তর থেকে নেওয়া হচ্ছে। স্যার, এখানকার প্রতিটি ইঞ্চি জমিকে ব্যবহার করে উৎপাদনশীল করে তোলার জন্য উদ্যোগে নেওয়া হচ্ছে, যাতে স্বনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে, ছিল গত দশ বছরে তার উদ্যোগ। আবার এখানে ব্যাংকের ঋণের কথা বলছেন, হ্যাঁ, আমি অনুরোধ করছি সেটা তারা ব্যাংকের নিয়ম অনুসারেই দিয়েছে, নিয়মে হয়েছে তাই দিয়েছে, একটা নয়, আমি অনেক দিয়েছি আপনাদেরকেও তো দিয়েছে, ঐ দশ বছরে ব্যাংক ঋনের জন্য কোন রিকভারীর চেষ্টা আপনি করেছেন। এখানে এখন রিকোভারীর ক্যাম্প হচ্ছে। আমরা বলেছি শুধু ব্যাংকের লোক দেওয়াটাই বড় কথা নয়, এখানে একটা প্রচেষ্টা চলছে, কি হয়েছে, উনি চিঠি দিয়েছেন আনমার্ইনেট ডিপার্টমেন্টকে, পাওয়ার স্টেশান করার জন্য উনি চিঠি দিয়েছেন। প্রত্যেকটা পদে পদে উনি বাধা দিয়েছেন। ঐ ভি, পি, সিং থাকতে কয়বার সরকারকে ফেলবার চক্রান্ত করেছেন, কোন চক্রান্ত সফল হবে না, কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস সরকার থাকবে এবং দীর্ঘ দিন থাকবে আমি এও বলি আপনারা খুন খারাপির পথ ছেড়ে দিয়ে গণতন্ত্রের পথে ফিরে আসুন, নিশ্চয়ই জনগন আপনাদের গ্রহন করবেন। আমরা যদি

খারাপ করি জনগণ আমাদের বাতিল করবে, এইভাবে নয়, ঐ রাষ্ট্রপতির শাসন করে হয়, দল ভেঙ্গে দিয়ে একটা আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখে নয়। জনগণের কাছে গিয়ে তাদের আশীর্বাদ নেওয়ার চেষ্টা করবেন, নিশ্চয়ই জনগণ যে রায় দেবে মাথা পেতে নেব। এইটুকু বলে আবার এইযে কনফিডেন্স মোশানকে তুলে নেওয়ার আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—ডেপুটি অপজিশান লিডার দশরথ দেব, দশ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রী দশরথ দেবঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নো কনফিডেন্স মোশানের উপর বক্তব্য শাসক দলের পক্ষ থেকে মন্ত্রীসহ মেম্বারা যে বক্তব্য রেখেছেন তার সবগুলির জবাব দেওয়ার মত কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ, প্রথম বক্তা যিনি তিনি কিছুই উপস্থিত করেন নি, শুধু বিষয়টাকে ডাইভাবড করার চেষ্টা করেছেন। ওনার বলা উচিৎ ছিল জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে কতটা চাকুরী দেওয়া হয়েছে সবাইকে তার মধ্যে এস, টি, এস, সি কতটা চাকুরী পেয়েছে। এই তথ্য যদি তাদের সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হত তাহলে এইটা আমরা বুঝতে পারতাম যে, ট্রাইবেলরা তাদের পাওনাটা কত পেয়েছে।

(গণ্ডগোল

দ্বিতীয়তঃ মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় যে সব বক্তব্য রেখেছেন সেসব আবান্তর- জবাব দেবার কোন প্রয়োজন পড়ে না। কারণ এরমধ্যে সাবস্টেন্স বলে কিছুই নেই। সবটাই হচ্ছে যুক্তির চেয়ে উম্মাটাই বেশী। আর সত্যের চেয়ে অসত্যের ভাগ বেশী। তাই তার জবাব দেবার প্রয়োজন দেখিনা। তাঁর বক্তব্য হলো গুণ্ডা পরিবেষ্টিত বলে তার সরকার শক্তিশালী, আসবে এরা জন-বিরোধী। আজকে জনগনের ধিক্কার তারা পাচ্ছেন এই হলো আমাদের বক্তব্য।

তারপর মানীনয় রাষ্ট্রমন্ত্রী রবীন্দ্র দেববর্মা অনেক কথা বলেছেন তার প্রশ্নের জবাবে বলি-- রবীন্দ্র দেববর্মা উপজাতি যুব সমতিকে রিপ্রেজেন্ট করে কি না জানি না- তবে তিনি যুব সমিতির কেউকেটা নেতা না এইটা সবই জানেন। যুব সমিতির মধ্যে তার কথার কোন দাম আছে কি না এইটা সম্পর্কে সবারই সন্দেহ রয়েছে। ওরা যুব সমিতি, যুব সমিতি বলে চিৎকার করেছেন যে, আমরা যুব সমিতি করছি। উনারা যদি যুব সমিতি করেই থাকেন তাহলে দশম লোকসভার নির্বাচনে তাদের সহযোগী ছাত্র- সংগঠন টি, এস, এফ, এই নির্বাচন কেন বয়কট করলো? তা জানা উচিত। কাজেই, টি, ইউ, জে, এস, খুবই ভাল কিন্তু যারা টি, ইউ, জে. এস. করেছে, তাদের সাহায্যে করেছে, তারা তাদের কথা না শুনে ইলেকসন বয়কট করলো কেন?

আরো বলছেন সি. পি, এম. সি, পি, এম। হাঁা, সি, পি, এম, যুব সমিতির সহযোগিতা চায়. তাদের সঙ্গে কোন রকমের দ্বার্থতা না রেখে বলব, আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে, যখন গভর্ণমেন্ট চালাই এই ত্রিপুরাতে তখন এই যুব সমিতির সঙ্গে একত্রিত হয়েই আমরা ৭ম তফশিল মোতাবেক এ, ডি, সি, গঠন করেছি। প্রথমে যুব সমিতি যখন ৭ম সিডিউলে রাজি হলো না, তখন আমরা

তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছি গভর্ণরের মাধ্যমে; যে না অন্তত্য ৭ম সিডিউল হলেও এ, ডি, সি, হোক। তারা সহযোগীতা করেছেন তাই আমরা এই এ, ডি; সি, করছি। এবং ইনার লাইন পারমিট থেকে আরো কিছু যদি ট্রাইবেলদের দাবী হয়, আমরা যুব সমিতির সঙ্গে মিউচুয়েলী সেটা করতে এখনো রাজি আছি। সরকার করার ব্যাপারে নয়, সরকার না করেও এখনো আমরা এই ব্যাপারে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারি

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— (মন্ত্রী) পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের উক্ত নেতাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ঠিক সেদিন ৭ম তপশিলি মোতাবেক এ, ডি সি, করার জন্য উনাদের কোন উদ্যোগ ছিল না কিন্তু আমরা যেদিন ধুমাছড়া সম্মেলনে ঘোষণা দিলাম যে, ১৯৭৮ইং সালের ডিসেম্বরের মধ্যে যদি এ, ডি, সি গঠন করা না হয়, তাহলে আমরা নিজেরাই এ, ডি, সি গঠন করব এক বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা যখন দেখলেন যে, ট্রাইবেল দুর্গে তাদের ধ্বস্ নেমেছে, ট্রাইবেল সমাজ তাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে, তখন এইটাকে কোন রকমে ধরে রাখার জন্য তারা এসে আমাদের বললেন যে, আমরা আপনাদের সঙ্গেই আছি এবং এখন আপাতত ৭ম তপশিল মোতাবেক এ, ডি, সি, গঠন করা হোক। তখন আমরা রাজি হলাম, ঠিক আছে' আপনারা এতদিন পরে যে সেটা বুঝতে পেরেছেন, তখন আমরা আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করব।

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই সব বিতর্কে এখন যাচ্ছি না। আসল কথাটা হচ্ছে, এই ত্রিপুরা রাজ্যে যা কিছুই ঘটে যাচ্ছে তা সবই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আষাঢ়ে আমাদের পার্টি অফিস ভেঙ্গে দিয়েছে সেটা হচ্ছে আষাঢ়ে গল্প। এইগুলি আষাঢে গল্প কি না? আমি এই ব্যাপারে কোন বিতর্কে যেতে চাই না। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এই সব আষাঢ়ে গল্প। সেকেগুলি ২১ শে মে, এর পরে যে সব ঘটনা ঘটেছে আমাদের নেতা বলছেন যে, সেই সব ঘটনায় প্রায় ২২ জন নিহত হয়েছে। আজকে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের অ্যাসুরেন্স দিন যে এই সব ঘটনার তদন্ত হবে তাহলে আমরা এইটা উয়ড্র করব। কিন্তু এই নারী হত্যা, নারী ধর্ষণ করা, থানার মধ্যে পেটানো এবং খুন করা- এইগুলি আষাঢ়ে গল্প কিনা?
মানুষ তো মারা গিয়েছে। ইট ইজ, ই ফেকট। করা হত্যা করল? এটাতো খুঁজতে বের করার দায়িত্ব সরকারের। আমরাতো শুধু সরকারের দৃষ্টি গ্রহণ করব। এই সব ঘটনা ঘটছে। আপনি সরকারের দায়িত্বে আছেন, আপনি এই সম্পর্কে ব্যবস্থা নিন। এটা কি আষাঢ়ে গল্প? এই এখানে বিরোধী পক্ষ থেকে যে সকল বক্তব্য উপস্থিত হবে সেগুলি আষাঢ়ে গল্প বলে ফেলে দিলে হয় না।
আর এখানে মাননীয় সদস্যরা পশ্চিম বাংলা কি হয়েছে সেটা নিয়ে হৈ চৈ করছেন। পশ্চিম বংলাকে রক্ষা করা না ফেলে দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের। এটা সুধীরবাবুরও না রসিকবাবুর ও না। পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের প্রতি সামান্য শ্রদ্ধা থাকা উচিৎ। কারণ, তারা পর পর চারবার একটা সরকারকে বসিয়েছেন।
নাম্বার টু হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হয় নাই র‍্যাগিং হয়েছে বলে রসিকবাবু বলেছেন। নির্বাচন

কমিশনার শেশন সাহেব সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে ভারতবর্ষের আর কোথায়ও ১০ম লোকসভায় নির্বাচনের সময় পশ্চিম বাংলার মত এত শান্তিপুর্ণ ভোট আর হয় নাই। এই সার্টিফিকেট নিবাচনী কমিশনারের। তারপরও কি রসিক লালের কাছে থেকে সার্টিফিকেটের প্রয়োজন আছে কিনা সেটা আপনারাই বলুন।

কাজেই আমি অনুরোধ করছি যে, আমার এই নো- কনফিডেন্স মোশানের পক্ষে আপনারা ভোট দিয়ে এই সরকারকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ -এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো বিরোধী দলের উপনেতা মাননীয় সদস্য শ্রী দশরথ দেব মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবটি ভোট দিচ্ছে। প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Legislative Assembly expresses want of Confidence in the Council of Ministers led by Shri Sudhir Ranjan Majumdar, Chief Minister of Tripura".

যারা এই অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা 'হ্যাঁ' বলবেন

('হ্যাঁ' বলার পর)

যারা এই অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা 'না' বলবেন

('না' বলার পর)

(ধ্বনি ভোটে অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবটি বাতিল হয়)

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ — স্যার, আমরা ডিভিসন চাই।

মিঃ স্পীকার ঃ— যারা অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা অনুগ্রহ করে দাঁড়ান। (অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন ২৭ জন সদস্য যারা অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা অনুগ্রহ করে দাঁড়ান। (অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন ৩১ জন সদস্য)

(অতএব অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবটি বাতিল হয়)

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারা হাউস চালাতে সহযোগিতা করেছেন। সেই জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করছি।

ANNEXURE–'A'

Admitted Unstarred Question No. 70

Name of M. L. A.s— Shri Samar Chowdhury,
Shri Nripen Chakraborty,
Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Appointment & Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৮৮-৯২ আর্থিক বছর সমুহে রাজ্য সরকারের কোন্ কোন্ দপ্তরে ও আধা সরকারী সংস্থায় নূতন

নিয়োগের জন্য কোন্ শ্রেণীর কত সংখ্যায় পোষ্ট ৩০শে জুন ১৯৯১ পর্য্যন্ত সৃষ্টি করা হয়েছে ?

২) উক্ত সময়ে কোন্ পদে কত সংখ্যায় রেগুলার, ক্যাজুয়েল, ফিক্সসড্-পে, কন্টিনজেন্ট ইত্যাদি নিয়োগ করা হয়েছে ?

৩) এই সকল নিয়োগের মধ্যে কত সংখ্যায় তফশিলী জাতি এবং উপজাতি রয়েছেন ?

৪) যে সকল অস্থায়ী শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে তাদের বেতন বাজেটের কোন্ কোন্ খাতে থেকে দেয়া হচ্ছে তার বিবরণ ?

উত্তর

১নং
২নং
৩নং
৪নং } তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No. 73

Name of Member — Shri Samar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state -

প্রশ্ন

১) রাজ্যে কোন্ শ্রেণীর কি কি শিল্পের লাইসেন্স নিয়ে কতজন শিল্প ব্যবসায়ী ১৯৮৭-৮৮ বছরে চালু ব্যবসায় নিযুক্ত ছিলেন এবং কতজন ব্যবসায়ী এবং ফার্ম সে সময় শিল্প লাইসেন্স প্রাপ্ত ছিলেন ?

২) ১৯৯১-৯২ বছরে বর্তমান সময়ে ১৯৮৭-৮৮ বছরের চালু শিল্প লাইসেন্সগুলির কোন কোনটি কর্মে সক্রিয় ও চালু রয়েছে।

৩) গত বার বছরে নূতন শিল্প লাইসেন্স কোন্ শ্রেণীর শিল্পে কয়টি প্রদান করা হয়েছে ?

উত্তর

১) রাজ্য সরকার কর্তৃক কোন শিল্পোদ্যোগীদের লাইসেন্স দেওয়া হয় না।

২ এবং ৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 74

Name of Member— Shri Nripen Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state—

-প্রশ্ন-

১। ত্রিপুরা জুট মিলে ১৯৮৬ইং সনের ১লা জুন হইতে ১৯৯১ ইং সনের ৩০ শে জুন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা জুট মিলের কত টাকা লোকসান হয়েছে বৎসর ভিত্তিক হিসাব ?

২। জে, সি, আই, ত্রিপুরা জুটমিলকে মোট কত টাকার পাট ধার দিয়েছেন তার হিসাব ?

৩। এই মিলটিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সরকার থেকে কি কি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৮৬ ইং সনের ১লা জুন হইতে ১৯৯১ইং সনের ৩০ শে জুন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা জুট মিলে লোকসানের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

১-৬-৮৬ইং থেকে ৩১-৩-৮৭ইং পর্য্যন্ত	৬৪০.১৩ লক্ষ টাকা।
১-৪-৮৭ইং থেকে ৩১-৩-৮৮ইং পর্য্যন্ত	২৪৯.২১ লক্ষ টাকা। ৮৮৯.৩৪
১-৪-৮৮ইং থেকে ৩১-৩-৮৯ইং পর্য্যন্ত	৮৮৯.৩৪ লক্ষ টাকা। ২৮০.৭১
১-৪-৮৯ ইং থেকে ৩১-৩-৯০ইং পর্য্যন্ত	৪৫২.৬২ লক্ষ টাকা।
১-৪-৯০ইং থেকে ৩১-৩-৯১ইং পর্য্যন্ত	৪৮২.০২ লক্ষ টাকা।
১-৪-৯১ইং থেকে ৩০-৬-৯১ইং পর্য্যন্ত	১২৩.৪৩ লক্ষ টাকা।
	২২২৮.১২ লক্ষ টাকা

২। ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার পাট।

৩। জুট মিলটিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সম্প্রতি ভারত সরকারের নিকট পরিচালনা পেশকরা হয়েছে। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে ভারত সরকারের নির্দেশানুযায়ী কলিকাতাস্থিত "দি চাম্পাদানী ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড" নামীয় একটি লব্ধ প্রতিষ্ঠান মিলটি পরিদর্শন করে গিয়েছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান শীঘ্রই একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন।

Admitted Unstarred Question No. 80

Name of M L. A.— Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের রেশন দোকান গুলির জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মাসিক বরাদ্দ কত (প্রতিটি দ্রব্যের পৃথক পৃথক হিসাব) এবং -

২। দ্রব্যগুলির দাম কিসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়, এবং -

৩। প্রতি মাসে ডিলারগণ কি পরিমান খাদ্য খরিদ করে থাকেন ?

উত্তর

১। রাজ্যের রেশন দোকানগুলির জন্য মাসিক বরাদ্দকৃত দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

১।	চাউল	১২৮৫০ মেঃ টঃ
২।	গম	১,৫০০ "
৩।	লবন	১,৬০০ "
৪	চিনি	১,০০০ "
৫।	ভোজ্য তৈল	৫০০ "
৬।	কেরোসিন তেল	১,৪৩৬ "

২। দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের মূল বিষয়গুলি নিম্নে দেওয়া গেল :—

খাদ্য সামগ্রীর বিক্রয় মূল্য নিম্নেলিখিত বিষয়গুলির যোগ সাজশে করা হয় :—

১। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত মূল্য ;

২। ফুড কার্পোরেশনের গুদাম হইতে রাজ্য সরকারের গুদামে আনায়ণ করার পরিবহন খরচ।

৩। মাল ওজন করা সাজিয়ে রাখা এবং নামানো উঠানো মজুরী খরচ।

৪। মূল গুদাম হইতে বিভিন্ন গুদামে পরিবহন বাবং খরচ।

৫। গুদামের ঘাটতি।

৬। সংরক্ষণ জনিত খরচ।

৭। পরিবহন ভর্তুকি।

৮। ডিলারদের জন্য বরাদ্দকৃত কমিশন,

চিনি :- ভারত সরকার কতৃক নির্ধারিত মূল্যে নায্যমূল্যের দোকান মারফৎ সারাভারতে একই মূল্যে সরবরাহ করা হয়। অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচাদি ফুড্‌কর্পোরেশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা ফেরৎযোগ্য।

লবন :— লবনের ক্রয় মূল্যের সহিত মূল স্থান হইতে ধর্মনগর এবং আগরতলা গুদাম পর্যন্ত পরিবহণ খরচ এবং ডিলারদের কমিশন যোগ করিয়া লবনের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

কেরোসিন তেল :- ভারত সরকারের নির্দেশক্রমে ডিলারের কমিশন এবং বিক্রয়কর সহযোগে ডিপো পর্যন্ত কেরোসিন তেলের মূল্য অয়েল কোম্পানী নির্ধারন করে খুচরা মূল্য নির্ধারিত হয়। ডিপো হইতে নায্যমূল্যের দোকানের পরিবহন খরচ ও ডিলারের লভ্যাংশ যোগ করিয়া।

ভোজ্য তেল : – ভোজ্যতেলের ক্রয় মূল্যের সহিত আনুষাঙ্গিক খরচ যোগ করিয়া বিক্রয় মুল্য নির্ধারিত করা হয়।

•) গত জুন মাসের গড় অনুসারে নাগামূল্যের ডিলারগণ কর্তৃক মাসিক ক্রয়ের পরিমান নিম্নে দেওয়া গেল :—

১।	চাউল	১২,৫০০	মে: ট:
১।	গম	১,০৯৮	”
●	লবন	১,০৯৮	”
৪।	চিনি	৯৯২	”
৫	ভোজ্যতেল	৩৬	”
৬।	কেরোসিন তেল	১,৮০০	কেঃ লি:

Admitted Unstarred Question No. 81.

Name of Member— Shri Samar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Jail Department be pleased to state—

১। সেণ্ট্রাল জেল এবং ডিস্টি্রক্ট জেল গুলিতে ৩০ জুন ১৯৯১ তারিখে কতজন সাব জেল হাজতী এবং কয়েদী আছেন।

২। বর্তমানে কয়েদী এবং হাজতীদের জন্য খাওয়া এবং অন্যান্য কোন কোন খাতে কি হারে সরকারী ব্যয় নিদৃষ্ট করা আছে।

উত্তর

১ সেণ্টাল জেইল, ডিষ্টিক্ট জেইল এবং সাব জেইলের হাজতী ও কয়েদীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

		দণ্ডপ্রাপ্ত	বিচারাধীন
১।	সেণ্ট্রাল জেইল	৫৪	৬০
২।	কৈলাশহর ডিষ্টিক্ট জেইল	০৫	৬২
৩।	উদয়পুর ” ”	০০	১৯
৪।	ধর্মনগর সাব জেইল	০১	৬৭
৫।	কমলপুর ” ”	০২	২৪
৬।	খোয়াই ” ”	০০	৩২
৭।	সোনামুড়া ” ”	১৭	৪০
৮।	অমরপুর ” ”	০১	৫১
৯।	সাব্রুম ” ”	০৫	২১
১০।	বিলোনিয়া ” ”	০০	১১
		৮৫	৩৫৭

২। বর্তমানে কয়েদী এবং হাজতীদের জন্য নিম্নরূপ হারে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়

ক) ১। চাউল অথবা আটা ৭০০ গ্রাম প্রতিটি জিলা কারাগার ও মহকুমা কারাগারে শ্রমী কয়েদী ৭০০ গ্রাম ও অন্যান্যরা ৬১৫ গ্রাম প্রতিদিন চাউল পায়।

২।	ডাইল	১২৫ গ্রাম	প্রতিদিন
৩।	লবন	২৫ "	"
৪।	সরিষার তেল	২১ "	"
৫।	পেঁয়াজ	১০ "	"
৬।	মশলা	১০ "	"
৭।	গুড়	১৫ "	"
৮।	তেঁতুল	০৩ "	"
৯।	তরকারী	৪১০ "	
১০।	লাকড়ী	১ কেজি	
১১।	মাংস	৮০ গ্রাম	সপ্তাহে প্রতিদিন
১২।	মাছ	৬৫ গ্রাম	সপ্তাহে প্রতিদিন
১৩।	ডিম	১ টি	সপ্তাহে প্রতিদিন

খ) যাহারা নিরামিষ ভোগী তাহারা মাছ, মাংস এবং ডিমের পরিবর্তে ২৩০ গ্রাম আলু এবং ১৫০ গ্রাম পাকা কলা পাইয়া থাকে।

গ) গায়ের সাবান প্রত্যেক মাসে একটি করিয়া দেওয়া হয়।

ঘ) পাঁচ গ্রাম করিয়া নারিকেল তৈল একদিন পর একদিন প্রত্যেক কারাবাসীকে দেওয়া হয়।

ঙ) ১লা অক্টোবর হইতে ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত প্রত্যেককে একদিন পর একদিন গায়ে দিবার জন্য সরিষার তৈল দেওয়া হয়। খাওয়ার এবং অন্যান্য খরচ যেমন ঔষধ-পত্র, সাবান, তৈল, পোষাক পরিচ্ছদ বাবত প্রতিজনের মোট ২০·৯৭ টাকা খরচ হইয়া থাকে।

Supplimentaries

খাদ্য সামগ্রী অনুমোদিত স্কেলে দেওয়া হইয়া থাকে। প্রতি আসামীর জন্য মোট ২০,৯৭ টাকা খরচ হয় প্রতিবছর টেণ্ডার কল করিয়া খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হইয়া থাকে। কাজেই খাদ্য সামগ্রী এবং অন্যান্য জিনিস দেওয়া বাবৎ খরচ পরবর্তী সময়ে কম বা বেশী হইতে পারে প্রত্যেক আসামীকেই ক্যালরি মূল্য ২,৫০০ হইতে ৩'০০০ অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহ করায় কাহারও স্বাস্থ্য নিম্নমানের নহে।

Admitted Unstarred Question No. 82.

Name of Member— Shri Samar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Jail Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বর্তমান কারারক্ষীদের সংখ্যা কত এবং কোন পদে কতজন রয়েছেন ?

২। এই সকল কারারক্ষী কতজন সরকারী কোয়ার্টারে থাকার সুযোগ পেয়েছেন ?

৩। কতজন কারারক্ষী গত চার বছর সময়কালে দুই বারের অধিক এক জেল থেকে অপর জেলে বদলি হয়েছেন সর্বোচ্চ সংখ্যক এই সময়ে যতবার বদলি হয়েছেন কারারক্ষী এবং তার বদলির সংখ্যা ?

উত্তর

১। রাজ্যের বর্তমান কারারক্ষীর সংখ্যা নিম্নলিখিত পদ অনুযায়ী

প্রহরী— ১৯১ জন

প্রধান প্রহরী— ৫৬ জন

মুখ্য প্রধান প্রহরী — ৪ জন

২৫১ জন

২। সরকারী কোয়ার্টারে থাকার সুযোগ পেয়েছেন এমন কারারক্ষীর সংখ্যা নিম্নরূপ

প্রহরী ৫৪ জন

প্রধান প্রহরী ১৭ জন

মুখ্য প্রধান প্রহরী ৩ জন

৭৪ জন

৩। কারাগারের মত নিরাপত্তামূলক প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক কারণে তিন (৩) জন কারা প্রহরী গত চার বছর সময় কালে দুইবারের অধিক এক জেল থেকে অপর জেলে বদলী হয়েছেন এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক তিন বারের অধিক বদলীর সংখ্যা কারা বিভাগে অদ্য পর্য্যন্ত নাই।

Admitted Unstarred Question No. 85.

Name of M. L. A.— Shri Sukumar Barman.

Will the Hon'ble Ministir-in-Charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার জন্য মোট কতটি ডিসপেনসারী আছে ;

(কোন মহকুমায় কয়টি আলাদা আলাদা হিসাব)

২। প্রত্যেকটিতে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রাদি সঠিক সময়ে সরবরাহ হয়ে থাকে কি ?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট ৪৫টি হোমিওপ্যাথিক ডিসপেন্সারী আছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

সদর	— ১০	সোনামুড়া	— ৪
খোয়াই	৫	কমলপুর	— ১
কৈলাশহ	— ৩	ধর্মনগর	— ১
উদয়পুর	— ৫	বিলোনীয়া	— ৬
সাব্রুম	— ২	অমরপুর	— ২
গণ্ডাছড়া	— ১		

২। রাজ্যের হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারী গুলিতে ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকবের ইনডেন্ট অনুযায়ী ঐষধ সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

Admitted Unstarred Question No. 86

Name of M L. A — Shri Anju Mog.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state -

১। জোট সরকার ক্ষমতা আসার পর সারা রাজ্যে মোট কতটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে' ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

২। তার ভিতর কতটিতে কম্পাউণ্ডার দেওয়া হয়েছে,

৩। যদি কোথাও কম্পাউণ্ডার না দেওয়া হয় তাহলে তার কারণ কি ?

ANSWER

MINISTER IN CHARGE OF THE HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARMENT

(Name of the Minister) : Shri Kashiram Reang

১। মোট ১৮৮টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব

ব্লকের নাম	উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	ব্লকের নাম	উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম
জিরানীয়া	১। পাটনিপাড়া	জিরানীয়া	৪। উত্তর জয়নগর
	২। অসিঘর		৫। পশ্চিম নোয়াবাদী
	৩। মাধববাড়ী		৬। বৃদ্ধিনগর

ব্লকের নাম	উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	ব্লকের নাম	উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম
জিরানীয়া	৭। বেলবাড়ী	বিশালগড়	৩৬। প্রমোদনগর
	৮। পশ্চিম বড়জলা		৩৭। লাটিয়াছড়া
	৯। জয়নগর		৩৮। স্বর্ণময়ী
	১০। দুর্গানগর		৩৯। কইয়াডেপা
	১১। পূর্ব দেবেন্দ্রনগর		৪০। অরুন্ধতীনগর
	১২। চাম্পাবাড়ী		৪১। জাঙ্গালিয়া
	১৩। জিরানীয়াখলা		৪২। ঘানিয়ামারা
	১৪। রাধাপুর		৪৩। দক্ষিণ চড়িলাম
	১৫। দিনকবরা		৪৪। গোপীনগর
	১৬। ওয়াকীনগর	মেলাঘর	৪৫। কাঠালিয়া
	১৭। গোলক ঠাকুর পাড়া		৪৬। রবীন্দ্রনগর
	১৮। দশরাম পাড়া		৪৭। বেজীমারা
মোহনপুর	১৯। মাইট্যাবাড়ী		৪৮। পহড়পুর
	২০। বিজয় নগর		৪৯। নির্ভয়পুর
	২১। কলাগাছিয়া		৫০। সোনাপুর
	২২। ফটিকছড়া		৫১। কুলবাড়ী
	২৩। ইছামুড়া	সোনামুড়া	৫২। দ্বারিকাপুর
	২৪। রাঙ্গামুড়া		৫৩। দক্ষিণ পুলিনপুর
বিশালগড়	২৫। বুদ্ধিধর বাজার		৫৪। পশ্চিম তেলিয়ামুড়া
	২৬। মধ্যঘনিয়ামারা		৫৫। পূর্ব তেলিয়ামুড়া
	২৭ চারিপাড়া		৫৬। ৪০ মাইল
	২৮। বিক্রমনগর		৫৭। পশ্চিম কল্যাণপুর
	২৯। রাজলক্ষ্মীনগর		৫৮। পূর্ব কল্যাণপুর
	৩০। শ্রীনগর		৫৯। পশ্চিম কুঞ্জবন
	৩১। ডুকলি	খোয়াই	৬০। বেতছড়া
	৩২। বংশীবাড়ী		৬১। বনবাজার
	৩৩। পেকুয়ারজলা		৬২। দুর্গাপুর
	৩৪। রতনপুর		৬৩। মনাইছড়া
	৩৫। পদ্মনগর		৬৪। সমতল পদ্মবিল

ব্লকের নাম	উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নান	ব্লকের নাম	উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম
খোয়াই	৬৫। পহরমুড়া	অমরপুর	৯৪। কলমখাই বাড়ী
	৬৬। জাম্বুরা		৯৫। কাসকোবাজার
	৬৭। দক্ষিণ পদ্মবিল		৯৬। ডুম্বুর আউসটি কলোনি
	৬৮। পূর্ব চেবরী		৯৭। ছেছুয়া
	৬৯। পশ্চিম গণকি	রাজনগর	৯৮। ঈশানচন্দ্র নগর
	৭০। পূব গণকি		৯৯। রতনপুর
	৭১। সোনাতলা		১০০। সারাসিমা
মাতাবাড়ী	৭২। লক্ষীপতি	রাজনগর	১০১। কৃষ্ণনগর
	৭৩। মুড়াপাড়া		১০২। জয়নগর
	৭৪। শিলাঘাটি		১০৩। রাঙ্গামুড়া
	৭৫। গর্জনমুড়া		১০৪। দেবীপুর
	৭৬। দুধপুষ্করিনী		১০৫। সিদ্ধিনগর
	৭৭। তোলাখেত	বগাফা	১০৬। দেবীপুর
	৭৮। হাচুপাড়া		১০৭। মনিরামপুর
	৭৯। কলাবন		১০৮। পশ্চিম জোলাইবাড়ী
	৮০। বগাবাসা		১০৯। পূর্ব বগাফা
	৮১। বড়ভূঁইয়া		১১০। পূর্ব চরকবাই
	৮২। রাইয়াবাড়ী		১১১। পশ্চিম পিলাক
	৮৩। খিলপাড়া		৭১২। গরদাং
	৮৪। ধ্বজনগর		১১৩। মুহুরীপুর আর-এফ
	৮৫। মাতাবাড়ী		১১৪। সুভাষ কলোনি
	৮৬। দক্ষিণ মহারাণী		১১৫। কাঞ্চননগর
	৮৭। ছয়ঘরিয়া		১১৬। পাতিছড়ি
	৮৮। দমদমিয়া	সাতচাঁদ	১১৭। শান্তিপল্লী
	৮৯। ইন্দিরা বিকাশ কলোনি		১১৮। আমলিঘাট
	৯০। দক্ষিণ রাঙ্গুটিয়া		১১৯। সিন্দুকপাথর
	৯১। দুগাঙ্গা		১২০। ভুইশাম
	৯২। কম্বুকছড়া		১২১। চালিতাছড়ি
	৯৩। ধূপতলী		১২২। দক্ষিণ ভুরাতলি

ব্লকের নাম	উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম		ব্লকের নাম	উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	
সাতচাঁদ	১২৩।	বামনছড়া	বগাফা	১৫২।	সামরুবপর
	১২৪।	হালহুলি	পানিসাগর	১৫৩।	বরুয়াকান্দি
	১২৫।	নোয়াগাঁও		১৫৪।	ওয়ারাংবাড়ী
	১২৬।	লাম্বুছড়া		১৫৫।	হুরুয়া
	১২৭।	দেবীছড়া		১৫৬।	রাগনা
	১২৮।	জগন্নাথপুর		১৫৭।	টঙ্গিবাড়ী
	১২৯।	কমলাছড়া		১৫৮।	বালিধুম
	১৩০।	পূর্বনলিছড়া		১৫৯।	দেওছড়া
	১৩১।	মেছুরিয়া		১৬০।	রাওয়া
	১৩২।	কাটালোতমা		১৬১।	পেকুছড়া
গণ্ডাছড়া	১৩৩।	স্বর্ণমনিপাড়া		১৬২।	জৈধাং
	১৩৪।	জগবন্ধু পাড়া		১৬৩।	রামনগর
	১৩৫।	হেতুইয়া		১৬৪।	হাফলং
কুমারঘাট	১৩৬।	ভাগ্যপুর		১৬৫।	উত্তর হুরুয়া
	১৩৭।	ছনতৈল		১৬৬।	জুরি আর. এফ
কুমারঘাট	১৩৮।	ভগবাননপুর		১৬৭।	রাজনগর
	১৩৯।	দারচুই		১৬৮।	পশ্চিম রাধাপুর
	১৪০।	মশাউলি		১৬৯।	মঙ্গলখালি
	১৪১।	ডেমডুর		১৭০।	মনসপুর
	১৪২।	লক্ষীপুর		১৭১।	কুর্তি
বগাফা	১৪৩।	বাবুর বাজার		১৭২।	পশ্চিম তিলথৈ
	১৪৪।	ইশবপুর	ছামনু	১৭৩।	মৈনামা
	১৪৫।	গৌরনগর		১৭৪।	নালকাটা
	১৪৬।	কৃষ্ণনগর	ছামনু	১৭৫।	জামিরছড়া
	১৪৭।	ফটিকছড়া	কাঞ্চনপুর	১৭৬।	উত্তর ধনিছড়া
	১৪৮।	লাংজুরি		১৭৭।	রহিমছড়া
	১৪৯।	বেতছড়া		১৭৮।	শান্তিপুর
	১৫০।	সোনাইমুরি		১৭৯।	খেংগ্রাই রি-গ্রুপ কলোনী
	১৫১।	দেওভ্যালি		১৮০।	তুইসামা

ব্লকের নাম	উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	ব্লকের নাম	উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম
কাঞ্চণপুর	১৮১। লুংথিুক	কাঞ্চণপুর	১৮৫। ভাংসাং
	১৮২। উজান মাছমারা	কুমারঘাট	১৮৬। সইদাবাড়ী
	১৮৩। দক্ষিণ দসদা		১৮৭। মুড়াবাড়ী
	১৮৪। কালাপানি		১৮৮। গকুলনগর

২। কোনটিতেই দেওয়া হয় নাই।

৩। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কম্পাউণ্ডার বা ফার্মাসিষ্ট দেওয়ার নিয়ম নাই। একজন পুরুষ ও একজন মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী দেওয়া হয়।

Admitted Unstarred Question No. 88

Name of Member - Shri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। ৩১শে জুলাই ১৯৯১ইং পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন দপ্তরে শ্রেণী ভিত্তিক খালি পদের সংখ্যা কত ?

২। তারমধ্যে তফ্‌সিলী জাতি উপজাতির সংরক্ষিত কোটা অনুযায়ী খালি পদের সংখ্যা কত ? (আলাদা হিসাব)।

৩। এই শূন্য পদ পূরণের জন্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No. 98.

Name of Member— Shri Nripen Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজে রাইস মিলের সংখ্যা কত (তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব);

২। এই সব রাইস মিলের মালিকরা গত ১৯৮৮-৮৯ইং এবং ১৯৮৯-৯০ইং সনের মজুত ধান চালু সম্পর্কে যারা স্টক ডিকলারেশন করেন নি তাদের নাম ও ঠিকানা ?

৩। তাদের বিরুদ্ধে কোন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা ; এবং

৪। ব্যবস্থা নিয়ে থাকলে তার বিবরণ ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে রাইস মিলের সংখ্যা মোট ১০০৩টি। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১) খোয়াই —৯২টি। ২) সোনামুড়া - ৭১টি। ৩) সদর —২৩২টি। ৪) কমলপুর —৬১টি ৫) ধর্মনগর —১৬০টি ৬) কৈলাশহর —১০৫টি। ৭) উদয়পুর —১১৪টি ৮) সাব্রুম —৫০টি ৯) অমরপুর ২৭টি। ১০) গণ্ডাছড়া— নাই। ১১) বিলোনীয়া—৮৭টি

২। ১৯৮৮-৮৯ইং এবং ১৯৮৯-৯০ইং সনে কোন রাইস মিলের মালিকরাই স্টক ডিকলারেশন করে নাই। কারণ তাহারা নিজেদের ষ্টকে রাখিয়া কেহই ধান চুড়াই (ভাঙ্গন) করে নাই। রাইসমিলের মালিকগণ কৃষকের ধান এবং খরিদ দারের ধানই চুড়াই (ভঙ্গান) করিয়া থাকেন।

৩। প্রশ্নই উঠেনা।

৪। প্রশ্নই উঠেনা।

Admitted Unstarred Question No. 109

Name of M. L. A.s— Shri Samar Chowdhury,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state -

প্রশ্ন

১। নায্য মূল্যের দোকান ছাড়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহ নির্দ্ধারিত মূল্যে ভোক্তাদের সরবরাহ করার জন্য রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক কোন ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিনা ?

২। করা হইলে গত ১৯৮৮ইং থেকে ১৯৯১ইং সনের বর্তমান সময় পর্য্যান্ত কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছিল ?

৩। উক্ত সময়ে কোন্ কোন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের নায্য মূল্য নির্দ্ধারিত করা হয়েছিল ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। করা হইয়াছে।

২। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আটার মজুত থাকিলে নির্দ্দিষ্ট দোকানগুলির মারফতে মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায়

নায্য মূল্যে খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই ভাবে লেভি যুক্ত চিনি ও কো-অপারেটি-বের দোকানগুলির মারফতে নির্দিষ্ট মূল্যে মিউনিসিপলিটি এলাকায় খুচরা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ১৯৯০ইং সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত।

৩। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির খোলা বাজারে বিক্রয়ের জন্য আলাদা ন্যায্য মূল্য নির্দ্ধারন করা হয় না।

Admitted Unstarred Question No. 110

Name of M. L. A : Shri Samar Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমায় পি. এইচ. সি. সহ রাজ্যের কোন কোন প্রাইমারী হেলথ সেন্টার এবং ডিসপেনসারী গত মে মাসের ঝড়ে টীনের চাল উড়ে যাওয়া এবং ঘরের দেয়াল ভেঙ্গে পড়া ইত্যাদি কারণে প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়ে আছে ?

২। রাজ্য সরকার ঐ সকল প্রাইমারী হেলথ সেন্টার গুলিকে পুণর্নিমান এবং চালু করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১ নিম্নলিখিত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলি গত মে মাসের ঝড়ে আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কেবলমাত্র দেবীপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটির দেওয়াল নষ্ট হয়ে গেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ব্যতীত অন্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই। বর্তমানে দেবীপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি উপজাতি কর্মচারী সমিতি সেন্টারে চলিতেছে।

হাসপাতাল	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	ডিসপেন্সারী-	উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র
ধর্মনগর বহির্বিভাগ।	জম্পুই	শনিছড়া	কাঠালিয়া ছড়া
বিলোনীয়া	কাঠালিয়া	জলেবাসা	কুপিলং
সাব্রুম	তিলথৈ	দেবীপুর	গণ্ডাছড়া
	কাকড়াবন	তৈনানী	দঃ সোনাই ছড়া
	বরদুক	কলাবাড়িয়া	ঘোড়াকাপ্পা।
	ঋষ্যমুখ	বাগমা	গঙ্গনগর
	শ্রীনগর	নলুয়া	চন্দ্রপুর
	মনু বনকুল	বড়পাথারী	লাউগাঙ
			তকমাছড়া

২। এই সব প্রতিষ্ঠানের জরুরী ভিত্তিক সারাই এর জন্য পূর্ত্ত দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 117

Name of Member :- Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৯১ইং ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত টি, এস. আই, সি, এর নিকট বিভিন্ন ব্যক্তি ও উদ্যোগের পাওনা কত ?

২। কতদিন ধরে ঐসব সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ তাদের সরবরাহকৃত মালের টাকা পাচ্ছেন না।

৩। তাদের প্রাপ্য মিটিযে দেওয়ার জন্য কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ?

উত্তর

১। তিন কোটি নব্বুই লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার পঁচানব্বুই টাকা

২। ১৯৭৪-৭৫ইং সন থেকে সরবরাহকৃত মালের টাকা দেওয়া হচ্ছে না।

৩। সীমিত ক্ষমতায় টি এস, আই, সি প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা চলছে।

ANNEXURE—"B"

Postpond Unstarred Question No. 56

Name of M. L. A.s : --Shri Rudreswar Das
Shri Nripen Chakraborty
Shri Samar Chowdhury

Wiil the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department to pleased to state—

প্রশ্ন

১) জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৮৯ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও সরকার অধিগৃহীত সংস্থা সমূহে মোট কত নূতন গাড়ী কেনা হয়েছে ?

২) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এই সময়ে নূতন গাড়ী কেনা বাবদ মোট কত ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :— পরিবহনমন্ত্রী

১) ১৯৮৯ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্যান্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এবং সরকার অধিগৃহীত সংস্থা সমূহে মোট ২৩০টি গাড়ী কেনা হয়েছে।

২) নূতন গাড়ী কেনা বাবদ মোট টা: ৩,৩৭, ৩৬, ৩৫৬, ২৮প: ব্যয় হয়েছে, (সঙ্গীয় তালিকায় বিস্তৃত বিবরন দেয়া হলো।)



Printed by— Ph. 22-5981

Tripura Press Owner's Association

Agartala, Tripura. (W).

Pin - 799001